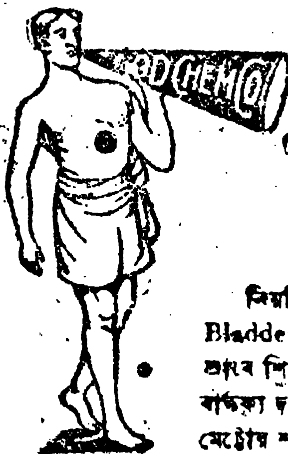
(Registered No. C. 48)

THE BUSINESSMAN
কাজের লোক

New Series, January 1919. | নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯১৯। | Vol. XIII. No 1.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার উপশমকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালিকগণের শয্যা মূত্রে মানসিক, শারীরিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহে শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৵০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেটের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড্ কেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক. ইউ, এস, এ।

OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A



কাজের লোক আফিস, ১৪ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সীলেটচূণ

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।"
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ।৵০।

বাট্‌লিওয়ালার অর্কিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।৵০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ !

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on recipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি; সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ এক টাকা। অৰ্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অৰ্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাল খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্‌

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation."

Indian Daily News.

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours. *

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক"

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫৷৵০, ৬৷০ ও ১১॥০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত। পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স
৩২ নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাফটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১১ নং অক্রূর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲টাকারস্থলে ১২৷৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ⁄০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড্-আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ⁄১০ ও ⁄১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৷০, ৩৷৵০, ৪৲, ৭৷০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৷০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৷০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷০ টাকা।

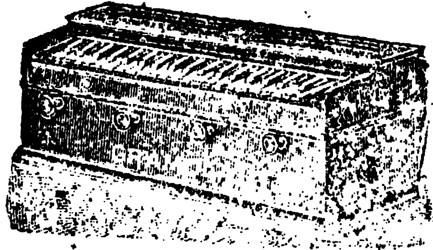
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৵০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য „ ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.
Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৮১।২ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫।৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ যুক্ত ২৫৲, ২৭॥০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২॥০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১।২ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে)
কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর পাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৵৴০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৶০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিসস্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৵০ ২নং ।/০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ৴১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

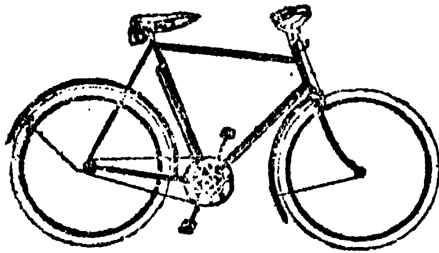


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, ৩০; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটেলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল



টেনিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮, নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রেকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূলে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্ প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও খাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয়ঃ—১৯১।১ বহুবাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। New Series নব পর্য্যায়। Vol. XIII

১ম সংখ্যা। January 1919. জানুয়ারি ১৯১৯। No. 1

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্।

ভগবানের ইচ্ছায় "কাজের লোক" ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। গ্রাহকগণের অনুগ্রহও যে "কাজের লোক"কে ত্রয়োদশ বর্ষ জীবিত রাখিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা তাঁহাদের সেই অনুগ্রহের এখনও প্রত্যাশা রাখি। পরমেশ্বর "কাজের লোক"কে রক্ষা করুণ, আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

কাগজের অসম্ভব দুর্ম্মূল্যতায় "কাজের লোকের" কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল হইতেই এদেশের সংবাদ সমূহ কাগজের অত্যন্ত দুর্ম্মূল্যতা সহ্য করিয়াও আজও জীবিত রহিতে পারিয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যতার কি কোন প্রতিকারই হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার প্রতিকারের জন্য মনোযোগী হইবেন না? ক্রমে ক্রমে কি এদেশের সংবাদ পত্রগুলি লোপ পাইবে? ইহার আশু প্রতিকার হওয়ায় আবশ্যক হইয়াছে। কাগজগুলি যেরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সংবাদ পত্র পরিচালন করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এযাবৎ সাদা কাগজেই "কাজের লোক" ছাপিতে ছিলাম, কিন্তু সাদা কাগজ যেরূপ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে, তাহাতে আমাদিগকেও বা বাদামী কাগজে ছাপিতে হয়। রঙ্গীন কাগজ অগ্নিমূল্য। যাঁহাদের একটু গ্রাহক সংখ্যা অধিক তাঁহাদের পক্ষে রঙ্গীন কাগজের মলাট দেওয়া যে কিরূপ কষ্টসাধ্য এবং ক্ষতিকর, তাহা সাধারণেই বুঝিতে পারেন। সমস্ত সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, জানি না কতদিনে এ দুর্গতি খণ্ডন হইবে। যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, আশা ছিল, জিনিস পত্র আমদানী হইয়া আমাদের দুর্গতির খণ্ডন হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? সমস্ত গার্হস্থ্য আবশ্যকীয় দ্রব্যেরই মূল্য বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। জানি না, আরও কত দুর্গতিই এদেশের ভাগ্যে এখনও আছে!

কিন্তু যত দুর্গতিই হউক, আমরা কদাচই তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্নবান নহি; আমরা মুখে হায় হায় করিব, আর দুর্দ্দশার একশেষ ভোগ করিয়া মরিব, তথাপি প্রতিবিধানের জন্য কোন উপায়ই করিব না, এইটী আমাদের বাঙ্গালাদেশের মজ্জাগত পীড়া; কতই আর দেখাইব?

পূজার পূর্ব্বে একবার রব উঠিল যে, কাপড়ের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, অতঃপর তুলার চাষ এবং দেশী চরকার সাহায্যে এ দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ বাহির হইল, মনে করিলাম, বোধ হয় লোকের এই তুলার চাষের কথাটি

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

মাথায় প্রকৃতই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, এবার আর তুলার চাষ না হইয়া যায় না। কিন্তু এখন আর সে আলোচনা স্রোত নাই! এবং কোন স্থানেই দেখিলাম. না যে তুলার চাষে কেহ যত্নবান! সুতরাং আমরা আমাদের নিজের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা লইয়া হৈ চৈ করা ব্যতীত প্রকৃত প্রতিকারের জন্য আন্তরিক যত্ন কথনও করি না, সেই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা।

কাগজ, কাপড়, চাউল, চিনি, ধান, খড়, তৈল, মসলা, গুড়, আলু, শাক সব্জি সমস্তই দুর্ম্মূল্য। এক টাকার বাজার একটা কোঁচার খুঁটেই চলিয়া আইসে। দেশের দুর্দ্দশার বাকি কি?

সেকালে লোকে গৃহ প্রাঙ্গণে ও পতিত স্থানে শাক সব্জির চাষ করিত। সরিষার চাষ করিয়া যে সরিষা পাইত, তাহা কলু ঘরে বাণি দিয়া তৈল প্রস্তুত করাইয়া সারা বৎসর স্বচ্ছন্দে তৈল ব্যবহার করিয়াও ফুরাইতে পারিত না। গমের চাষ ছিল, প্রচুর বিশুদ্ধ যাঁতা ভাঙ্গা ময়দা পাইত, ভেজাল ময়দা খাইয়া প্রাণ হারাইতে হইত না। প্রচুর আলু কপি শাক সবজী পুকুরের মাছ, ক্ষেত্রের ধান্যের চাউল, কার্পাসজাত তুলা, গোয়ালভরা গাভী সমূহের দুগ্ধ-জাত ঘৃত, দধি, ঘোল দ্বারা অতি সুখেই দিনাতিপাত হইত। এখন আমরা এ সকল ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। দাসত্ব-লব্ধ টাকায় শ্রীমতিদের জন্য কিঞ্চিৎ বস্ত্রালঙ্কার দিয়া নিজের পোষাক পরিচ্ছদ চালাইতে পারিলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা ভাবিতে শিক্ষা করিয়াছি। পয়সা সুলভ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়াবধি জিনিষ পত্রের দুর্ম্মূল্যতায় কত অবস্থাপন্ন লোককেও দুর্ব্বল হইতে হইয়াছে। সামান্য দাসত্ব লব্ধ কয়েক মুদ্রায় এখন সংসার চালানর দুর্দ্দশা আর বলিতে হইবে কেন।

তৈলের সের ৸৵, ময়দা ।/০ ।৵০, রেড়ীর তৈল ৸৴০, মফস্বলে কেরোসীন তৈল ।৵০ আনা বোতল বিক্রয় হইতেছে, তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। কাপড়ের দামেরত কথাই নাই। আলু ৵১০ ৴০ সের, ঘৃত ৮০৲ টাকা মণ অর্থাৎ ২৲ টাকা সের, তাহাও বিশুদ্ধ নয়। শাক সব্জি মাছ কোন দ্রব্যেরই দর সুবিধা নহে। কিন্তু এসকল আমাদেরই কৃতকর্ম্মের ফল। আমরা কৃষি কার্য্যকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াই আজ তাহার ফল ভোগ করিতেছি। রেল কোম্পানী গাড়ী দিতেছেন না। এক প্রদেশের মাল অন্য প্রদেশে যাইতে পারিতেছে না। সেই জন্য সমস্ত দ্রব্যেরই মূল্য এত চড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার আশু প্রতিকার না হইলে আরও যে এদেশের অদৃষ্টে কত দুর্দ্দশা আছে, তাহা বিধাতাই জানেন।

পশ্চিমের আমদানী গম সর্ষপ প্রভৃতির জন্য বাঙ্গালায় এ সকল দ্রব্যের চাষ কমিয়া গিয়াছে, আগে যে পরিমাণ রবি শস্যের চাষ এ দেশে হইত, এখন আর তাহা হইতেছে না। এখন আমদানী রপ্তানী কার্য্যতঃ বন্ধ। সেইজন্য প্রত্যেক স্থানীয় বাজারে বিক্রেতার ইচ্ছার উপরই দর দাঁড়াইতেছে। আমরা একচক্ষু হরিণের ন্যায় এমন যে একটা দুর্দ্দশা আসিতে পারে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই। সেই অপরি-ণাম দর্শিতার ফল এখন ফলিতেছে, কর্ম্ম ফল যাইবে কোথায়?

কেন? তুমি কি আন্তরিক ইচ্ছা করিলে এই সকল দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে পার না? তিন আনা বেগুনের সের শুনিয়া লাফাইয়া উঠ, কিন্তু বেগুণ চাষ কি নিজেরা কিছু কিছু করিতে পার না? রবি শস্যের চাষ করিয়া তৈল ময়দা দাউল সমস্ত দ্রব্যেরই স্বচ্ছলতা করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে এই সকল গার্হস্থ্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপন্ন অধিক হইত বলিয়াই সুখে দিন কাটিত। বাঙ্গালার দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে। ইহার কারণ সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের ঔদাসীন্য ভাব। যত আনকো কাজে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ অযথা মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিয়া থাকেন। সেই জন্যই বাঙ্গালার এত দুর্দ্দশা। দারিদ্র অনুদ্যোগীর নিজস্ব, উদ্যোগীর নিকট দীনতা অগ্রসর হইতে পারে না। বাঙ্গালাতেই সকল দেশ অপেক্ষা শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক, কিন্তু সে শিক্ষায় দেশের উপকার হইল না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শিক্ষিত সমাজ কি করিতেছেন, তাঁহারা সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন, পল্লীগ্রাম যমালয়ে পরিণত হই-তেছে। চিকিৎসার ব্যয়ে, ডাক্তারের কবি-রাজের ফি দিতে দিতে দেশ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। শিক্ষিতগণের দীন দরিদ্রের সহিত সহানুভূতি নাই—দরিদ্রের শোণিত শোষণ করাই এক শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী গ্রামের অবস্থার উন্নতি না হইলে, পল্লীর কৃষকগণের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, পল্লীর কৃষির উন্নতি না হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। এ সমস্তই আমা-দেরই উপেক্ষার বিষময় ফল। দেশ যদি এখনও কল্যাণ চান, তাহা হইলে পল্লীর উন্নতি বিধানে সচেষ্টিত হউন, নচেৎ দু-দশ বৎসরে পল্লী শ্মশানে পরিণত হইয়া আরও দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইবে। কি ভয়ানক ব্যাপার! এবারের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অসংখ্য নরনারী কি অসহায় অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে! শেষে সদগতিও হইতে পায় নাই। কেন? আমরা কি সকলে মিলিয়া দেশের পচা পুকুর, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেই সেকালের স্বর্গ সদৃশ পল্লী পুনরায় গঠন

করিতে পারি না? আমাদের প্রত্যেকের ঔদাসীন্য, সহানুভূতির অভাব, মনুষ্যত্বহীনতাই কি এই সকল দুর্দ্দশার কারণ নহে? আমরা পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রত্যাশী হইয়া পড়িয়াছি। কল্যাণময়ী চিন্তা আমাদের নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, স্বার্থান্ধ হইয়া নর পিশাচে পরিণত হইয়াছি! তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। কাহার মুখের পানে তাকাইয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য উপেক্ষা করিয়া নিজেরা আত্মহত্যা করি, জানিনা। কিন্তু এটা স্থির, নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা না করিলে, নিজের অভাব নিজের দ্বারা না ঘুচাইলে কথনও কোন দেশের কেহ সুখের আশা করিতে পারে না। কবে আমাদের ভ্রম ঘুচিবে? কবে আমরা মানুষ হইব?

অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়া, আমরা যে বিলাসী হইয়া আমাদের আসমুদ্র অভাব আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার এইটুকু মাত্র ফল দাঁড়াইয়াছে।

"Plain living and high thinking" এদেশের এখনকার শিক্ষিত সমাজের আছে কি? এই খানেই গলদ। এই গলদ না সারিলে যে পরিত্রাণের উপায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অতি সামান্য আহার এবং পরিচ্ছদে তখনকার মনিষীগণ কত উচ্চ বিষয়ে গবেষণা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—সে আদর্শ আজ আমাদের চক্ষে উপেক্ষার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মুড়ী খাইলে বুদ্ধি খুলে না, ডিম, মাংস, চপ, কাট্‌লেট না হইলে মস্তিষ্কের চৈতন্য আনয়ণ করা যায় না, এখনকার শিক্ষায় আমরা এইগুলি শিখিয়াছি। চাষের কার্য্যে আমরা দেখিয়াছি, বৈদেশীক সারে খুব পাতা জন্মে, কিন্তু ফসল তেমন ফলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এ দেশের মস্তিষ্কে খুব বাচলতা করিবার শক্তি জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক কাজে তেমন সুফল প্রদান করে নাই। মিতব্যয়িতার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা ও অপব্যয়িতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুরুগৃহে তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া, সংযমী হইয়া তাঁহারা যেরূপ বিশ্বের হিতকামী হইতে পারিয়াছিলেন, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অজুহাতে বিলাসী হইয়া আপনাকেই ঠেকাইতে পারিতেছি না, তা—বিশ্বের কথা তো দূরের কথা—প্রতিবাসীর হিত চিন্তাও করিতে পারি না!

অভাবেই স্বভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ভিতরে ভিতরে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর অভাবী। —যেখানে অভাব, সেই স্থানেই স্বার্থপরতার জননগৃহ। সেই স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের রক্ত খাইবার জন্য লালায়িত। পরের বা দেশের বা বিশ্বের হিতচিন্তা তেমন কলুষিত হৃদয় মন্দিরে প্রবেশও করিতে প্রয়াসী হয় না। যে দেশের এই ভাব, সে দেশের সমস্ত প্রাণী অহরহ নারকীয় যন্ত্রণায়, আসমুদ্র দুর্দ্দশায় কাল যাপন করিতে বাধ্য হয়। এ দেশের সেই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। সে কালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ইহাই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন! কর্ম্মফল যাইবে কোথায়?

বাঙ্গালার রেশম শিল্প।

বাঙ্গালার রেশম শিল্প এক সময়ে সুদূর সমুদ্রপার হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে টানিয়া আনিয়াছিল। অতীত যুগের সে সমৃদ্ধির ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করা এখন বৃথা। কালের আবর্ত্তে ভারতীয় রেশমের আদর কমিয়াছে; এক সময়ে সুবর্ণ বিনিময়ে যাহা বিক্রীত হইত, এখন তাহা মাটীর দরেও বিকায় না। কেন এমন হইল—কোন্ পাপে বাঙ্গালার তুঁত জমিগুলি শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক কমিশন বসাইয়াছিলেন। কমিশনের তদন্তে স্থির হয় যে, অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত নীরোগ রেশম কীটের বীজ সরবরাহ করিতে পারিলেই তুঁতের আবাদ আবার লাভজনক হইবে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজসাহী জেলায় কয়েকটী রেশম বীজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল কারখানা হইতে অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত রেশম কীটের বীজ প্রজাসাধারণকে সরবরাহ করা হয় বটে; কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালায় রেশম শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং সরকারী বীজাগার সমূহের প্রতিষ্ঠার পর অনেক রেশম কুঠি উঠিয়া গিয়াছে, কয়েকটী সুপ্রতিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী রেশমের কারবার একেবারে বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বঙ্গীয় রেশম বিভাগের জন্য গবরমেণ্ট প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা খরচ করেন, অথচ বাঙ্গালার রেশম শিল্প দিন দিন অবনতির মুখে ছুটিতেছে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পুষা কৃষি কলেজের কীটতত্ত্ববিৎ মিঃ ম্যাক্সওয়েল লেফরে ও মিঃ ই-সি আনসের্জি সি-এস, এই দুই জনকে সারা ভারতের রেশম শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিয়োগ করেন। তাঁহারা তিন বৎসর কাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক রিপোর্ট দিয়াছেন,—

"বাঙ্গালায় রেশম শিল্পের অবনতির কারণ এই—(১) জাপানী রেশমের প্রতিযোগীতা (২) ভারতীয় রেশম কীটের পীড়া (৩) অন্যান্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি (৪) বঙ্গীয় রেশম কীটের অবনতি।" ইহার প্রতিকারকল্পে তদন্তকারিগণ

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

বলিয়াছেন যে, এ যাবৎ যে সকল নিকৃষ্ট জাতীয় রেশম কীট এদেশে পালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট সঙ্কর জাতীয় কীট পালন করিতে হইবে এবং একজন উপযুক্ত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকে উহার তত্বাবধানে নিয়োগ করিতে হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে নূতন আবিষ্কারের আশ্রয় লইতেই হইবে—কেবল পুরাতনকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালার 'ছোট পলু' ও 'নিস্তারী পলু' জাপানী রেশম কীটের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও অধিক রেশম উৎপাদন করিতে একান্ত অপারক। জাপানের একটী রেশম কীট যে পরিমাণে রেশম সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে; এ দেশের ৩।৪টী 'ছোট পলু' বা 'নিস্তারী পলু' সেই পরিমাণে রেশম দিতে পারে না। সেকালের 'চিনা' ও 'বুলু' জাতীয় রেশম কীট ত আজকাল আর দেখাই যায় না। 'বড় পলু'ও বুঝি অদৃশ্য হইয়াছে। যত্ন করিলে 'বড় পলুকে কাজে লাগান যাইত, কিন্তু বঙ্গীয় রেশম বিভাগ সে চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্কর কীট পালন ব্যতীত বঙ্গীয় রেশমের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এজন্য অবশ্য বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের প্রয়োজন; কিন্তু তিনি শ্বেতাঙ্গ (European) হওয়াই চাই, এমন জেদ কেন? শ্বেতাঙ্গ না হইলে কি কীট বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া অসম্ভব? বাঙ্গালায় রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য যিনি সর্ব্বপ্রথমে অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রেশম-তত্ত্ববিৎ কর্ম্মী নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় ত এই বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে এদেশে রেশম শিল্পের অবস্থা সম্ভবতঃ আমরা অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যে এখনও রেশম শিল্পের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট রহিয়াছেন, ইহাই আনন্দের কথা। তদন্তকারীগণ বলিয়াছেন,—"এ দেশ হইতে সে কালের মত রেশম রপ্তানির আশা আর নাই; তবে সম্ভবতঃ স্থানীয় প্রয়োজন এখান হইতেই মিটিতে পারে। এখন দেখিতে হইবে যে, জাপানীরা কি উপায়ে এত সস্তায় রেশমী কাপড় যোগাইয়া থাকে। তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে রেশমী বস্ত্র রপ্তানির আশা সুদূর পরাহত।" তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—"It is also certain that nothing but a real business-like effort will achieve anything. The mere creation of schools, institutes etc. will do nothing. It will be easy to have a large permanent staff and to really achieve nothing" অর্থাৎ ঠিক কার্য্যোপযোগী ব্যবস্থা না করিলে কোন ফললাভ হইবে না। কেবল কতকগুলি স্কুল বা প্রতিষ্ঠান রাখিয়া লাভ নাই। বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা সহজ; কিন্তু তাহা দ্বারা ফল কিছুই হইবে না।

উল্লিখিত মন্তব্য কি বঙ্গীয় রেশম বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য নহে? সুখের বিষয় মিঃ লেফরয় প্রকৃত রোগ ধরিয়াছেন। তিনি যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এই,—ভারত গবরমেণ্টের অধীনে একটী কেন্দ্রীয় রেশম প্রতিষ্ঠান বসিবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্কর কীটের উৎপাদন, বীজ সরবরাহ এবং কীট পালন চলিবে। তাহার পর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা বয়ন বিষয়ক উন্নতিতেও মন দিবেন। এই সকল বাবদ চারি বৎসর কাল বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে, ইহাই অনুমান। আমরা এই রিপোর্টের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

(বঙ্গবাসী)

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ।

যুবাদের ধূমপান নিবারণ আইন।

বঙ্গদেশে ও পঞ্জাবে যুবাদের ধূমপান নিবারণ আইন প্রণীত হইয়াছে। আগামী ১২ই মার্চ্চ মেজর ফারণ্ডিস বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এই মহৎ উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থাপন করিবেন। আমরা আশা করি, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধূমপান নিবারণ আইন প্রবর্ত্তিত হইবে।

দেশীয় নৃপতিরাজ্য সমূহের মধ্যে মহীশূর সিরমুর ও আলোয়ায় ধূমপান নিবারণ আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর ধরা হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ বৎসর ধরা হইতেছে।

সার নিউম্যান মানুষের এই অল্প আয়ুতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫০।৬০ বছর বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী কেন বাঁচিবে না?

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে ক্ষয়কারী জিনিস ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১০০ বছর কেন, পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া ৫ শত, এমন কি ১০০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

শিরা, প্রশিরা ও গ্রন্থিগুলির মধ্যে চুণ জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয় ও

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পরিণামে মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষয়কারী জিনিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাধা থাকিবে না।

দধি, ঘোল এবং আপেল ফলের মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাহাতে দেহের জমাট চূণ গলাইয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী যে জীবন তরুর ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষ আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন।

বর্দ্ধমান জেলার আউসগ্রাম ও কাকসা নিবাসী গোপী ডোমের দল দুষ্কর্ম্মান্বিত জাতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পিপীলিকার বুদ্ধি।

মিঃ চার্লস জোরডেইল পাখী ধরিবার জন্য আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের আলজিরিয়া দেশের এক উদ্যানে বহু সংখ্যক খাঁচা রাখিয়াছিলেন। পাখী গুলিকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তিনি খাঁচার মধ্যে শস্য রাখিয়া দিতেন কিন্তু এক জাতীয় কাল পিপড়া তাহা খাইয়া ফেলিত। তাই তিনি লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে খাঁচা ঝুলাইয়া রাখিতে বাধ্য হন। একদিন দেখিলেন, পিপড়া গুলি সারি সারি বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে এবং শস্য লইয়া অতি ক্লেশে নামিয়া আসিতেছে। এক দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। পরদিন দেখিলেন, এক দল পিপড়া বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিল, আর একদল নীচে রহিল, যাহারা উপরে উঠিল, তাহারা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শস্যগুলি তলায় ফেলিতে লাগিল, যাহারা নীচে ছিল, তাহারা উহা বহিয়া বাসায় লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে বহু শস্য তাহারা হরণ করিল। মিঃ জোরডেইল শস্য হরণ নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের গায়ে আঁঠা লাগাইয়া দিলেন। পিঁপড়া গুলি পরদিন বাঁশ বাহিয়া কিঞ্চিদুর্দ্ধে যাইবামাত্র দেখিল, আঁঠা রহিয়াছে, তাহা পার হইতে চেষ্টা করিলে প্রাণে মারা যাইবে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকে এক একটা মাটির ছোট ডেলা লইয়া গেল এবং আঁঠার উপর লাগাইয়া দিল। তখন অক্লেশে সেই মাটির উপর দিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

মিঃ জোরডেইল পিপীলিকার বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হইয়া উদ্যানস্থ জলাশয়ের মধ্যে ত্রিপদের উপর খাঁচা রাখিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন পিঁপড়া জল পার হইয়া খাঁচায় যাইতে পারিবে না। কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল, পিপড়ারা শুকনা পাতা লইয়া জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইল এবং উহা জলে ভাসাইয়া ক্রমে ত্রিপদের পাদদেশে পৌছিল, এবং ত্রিপদ বাহিয়া খাঁচায় প্রবেশ করিল।

পিপীলিকার বুদ্ধির অনেক কাহিনী শুনা গিয়াছে কিন্তু তাহারা যে বুদ্ধি খাটাইয়া নূতন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারে, তেমন গল্প বেশী শুনা যায় নাই। (সঞ্জাঃ।)

(চয়ন)

আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা।

ভগবান্ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রহ্লাদকে মুক্তিবর গ্রহণ করাইতে বহুনির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ভগবানকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥
[শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।৪৪]

'দেবগণ ও মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব মুক্তি কামনায় বিজনে তপস্যা করেন; তাঁহারা পরের কার্য্যে বিমুখ রহিয়াছেন। আমি কিন্তু দীনহীন জগতের জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একলা মুক্তির ইচ্ছা করি না; তুমি ভিন্ন এই সংসারে আর কে গতি আছে?

প্রহ্লাদের এই উক্তি বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, ইদানীং হিন্দুজাতি সবিশেষভাবে স্বার্থপর হইয়াছে। এই স্বার্থপরতা তাহার আধ্যাত্মিকতাকেও স্পর্শ করিয়াছে। সেই জন্য দেখা যায়, আধুনিক কালে যাঁহারা—হিন্দু সাধকের শীর্ষস্থানীয়, সেই মুনি যতিগণ স্ব স্ব নির্ব্বাণ মুক্তির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। তাঁহাদের পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই। এখনকার সন্ন্যাসী পরমহংসেরা 'স্ববিমুক্তিকাম।' তাঁহাদের মধ্যে 'পরার্থনিষ্ঠার' অবকাশ নাই। জগৎ উৎসন্ন যায় ক্ষতি নাই, জগতের জীবগণ অনন্তকাল সংসারপাশে আবদ্ধ থাকুক ক্ষতি নাই, মানবজাতি অবনতির অধস্তন সোপানে অবতরণ করে ক্ষতি নাই,—আমার যেন কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিয়া সংসারের বন্ধন এড়াইয়া নির্ব্বাণ পথের পথিক হইতে পারি। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। হিন্দুজাতির ও ধর্ম্মের অবনতির ইহাই মূলকারণ। যতদিন না হিন্দুজাতির মর্ম্মস্থান হইতে এই বিষক্ষালিত হইতেছে, ততদিন উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

স্বর্গীয় ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত "সামাজিক প্রবন্ধে" এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভূদেব বাবুর নিকট এক সাধু মহাত্মার গতিবিধি ছিল। তিনিই এ সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহাকে লোকে 'অত্যাশ্রমী' বলিত। তাহার কারণ এই যে, তিনি বলিতেন যে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আশ্রমেই স্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বা চরম আশ্রমই আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতার লীলাক্ষেত্র। সেই জন্য তিনি নিজেকে উক্ত চতুর্থ আশ্রমের বহির্ভূত বলিয়া খ্যাপন করিতেন। অত্যাশ্রমী মহাশয়ের এই মত ছিল যে, যে দিন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিলনা। উপনিষদ্ ও পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে জীবন্মুক্তপুরুষেরা নানাভাবে জগতের হিতসাধনে এবং পরার্থপালনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে একটী সূত্র আছে যে, অধিকারী পুরুষগণ অধিকারপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্ব স্ব অধিকারের ভার বহন করেন, (যাবদধিকারমবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্) ইহার ভাষ্যে সকল সিদ্ধজীব সাধনার ফলে ভগবানের জগদ্ব্যাপারকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন (তে ঈশ্বরাঃ পরমেশ্বরস্য নিদেশেন,) তাঁহারা যে যে কার্য্যের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, সেই অধিকারের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই সেই ভার বহন করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য সূর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কল্পে যে সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বমণ্ডলে উত্তাপ ও আলোক দানের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কল্পপরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত ঐ ভার বহন করিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাসদেবেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অপান্তরতমা নামে একজন পুরাতন ঋষি জীবন্মুক্তিলাভ করিয়াও বেদবিভাগরূপ গুরুতরকার্য্য সাধন জন্য ভগবানের আদেশক্রমে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইচ্ছা করিলে নির্ব্বাণের ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া এবং জীবের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এইরূপ দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে কোন্ মন্বন্তরে কে কে ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, মনু, গণদেবতা প্রভৃতির অধিকার পালন করিবেন, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা সকলেই জীবন্মুক্তপুরুষ; কিন্তু পরার্থনিষ্ঠ হইয়া নির্ব্বাণের চরম সুখকেও অবহেলা করিয়া তাঁহারা জগতের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একজন মহাত্মার পূর্ব্ববিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুরথরাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া মেধস্ ঋষির পরামর্শ অনুসারে মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আরাধনায় যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন মুক্তি তাঁহার করতলগত হয়। কিন্তু তিনি সে মুক্তিফলের আস্বাদন না করিয়া, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে মনু হইবার গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। ইনিই সাবর্ণি মনু। আগামী মন্বন্তরে ইনিই মনুর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইরূপ করতলগত নির্ব্বাণ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া জীবের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ মুক্তপুরুষ। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক অধিকারের ভার বহন করিতেছেন। পূর্ব্বকল্পের সাধনায় যখন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তখন নির্ব্বাণ তাঁহাদের অনায়াসলভ্য হয়; কিন্তু জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবত্বের ভার বহন করিতেছেন। অধিকার-পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তারপর অপর সিদ্ধ পুরুষ সেই ভার বহনে ব্রতী হইবেন। এইরূপ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে "বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি"—বলি কোনও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে ইন্দ্রত্বলাভ করিবেন; "দ্রোণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি"—অশ্বত্থামা আগামী মন্বন্তরে বেদব্যাস হইবেন।

দেবতারা যে মুক্তপুরুষ, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সাংখ্যেরা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, বেদে যে সকল ঈশ্বরপ্রতিপাদক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে মুক্ত পুরুষেরই প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।

[সাংখ্যসূত্র—১।৯৫]

অনেকের ধারণা যে দেবতারা কেবল ভোগসুখ উপভোগ করেন, তাঁহাদের কোন রূপ দায়ীত্ব বা কার্য্যভার নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে যেন ইন্দ্র শচীনাথ হইয়া কেবল পারিজাতের আঘ্রাণ ও স্বর্গের সুধা পান করিতেছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। দেবতাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকারকের দায়ীত্ব ও গুরুভার বহন করিতে হয়। সে ভারের পরিমাণ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পনাতীত। তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রধানতম সাম্রাজ্যের প্রধান সচিবের কার্য্যভার নগণ্যমাত্র। অথচ, তাঁহারা কোন প্রত্যাশায় এই ভার বহন করিতেছেন না। কারণ, তাঁহারা মুক্ত পুরুষ; তাঁহাদের কোন কিছু অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই। ভগবান্ গীতাতে নিজের কর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই কথাই বলিতে পারেন!

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
অনবাপ্ত মবাপ্তব্যম্ বর্ত্ত এব তু কর্ম্মণি ॥

[গীতা।]

পরার্থে আত্মত্যাগের ইহা বরণীয় দৃষ্টান্ত।

এইরূপ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যখন তিনি পরিনির্ব্বাণের অধিকারী হইয়া সাধনমন্দিরের গর্ভগৃহের অর্গল উন্মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন,

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

এমন সময়ে নিখিল বিশ্বের মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যেন অগণ্য জীব—পাপক্লিষ্ট, দুখদগ্ধ, দীন হীন, মলিন জীব তাঁহার উদ্দেশে বলিতেছে 'প্রভু আপনি ত জগতের সম্পর্ক ছাড়িয়া নির্ব্বাণের অনন্তসুখে নিমগ্ন হইতেছেন। কিন্তু আমাদের কি গতি হইবে? বুদ্ধদেবের আর নির্ব্বাণ গ্রহণ করা হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন একটী জীবও অমুক্ত থাকিবে, ততদিন তিনি জগতের মধ্যে থাকিয়া জীবের হিতার্থে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন। তদবধি বুদ্ধদেব নির্ম্মাণকায়া গ্রহণ করিয়া পরার্থনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মানবের দুর্ভাগ্য যে, এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে থাকিতেও, সে নিজের মুক্তির জন্য প্রয়াসী হইয়া আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতার বিড়ম্বনা ভোগ করে। বুদ্ধদেবের মহাত্যাগের অনুসরণ না করিয়া বৌদ্ধেরা "প্রত্যেক বুদ্ধযান" আশ্রয় করিয়াছে। এমতে প্রত্যেক নিজে নিজে বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে; অপরের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করিতেছে না। ইহাই আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতা। আমরা যেমন দেবতা ও ঋষিদিগের দৃষ্টান্তের অবহেলা করিয়া "স্ববিমুক্তিকাম" হইয়াছি, বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিয়া "প্রত্যেক বুদ্ধত্বের" নিষ্ফলসাধনায় চেষ্টার অপব্যয় করিতেছেন। তাহার ফলে উভয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই বর্ত্তমান মলিন অবস্থা। (যমুনা)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

Home Industries

গার্হস্থ্য-শিল্প।

Fruit-salt

ফ্রুট সল্ট

ইহা এক প্রকার মৃদু জোলাপের কার্য্য করে। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে মধ্যে মধ্যে এক গ্লাস জলে চা চামচার এক চামচা পরিমাণ দিলে উপাদেয় পানীয় স্বরূপ হইবে, অথচ একবার দাস্ত পরিষ্কার হইবে মাত্র।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া

Castor sugar	1½	oz lb
Epsom salt	2	oz
Cream of Tartar	2	oz
Bicarbonate of Soda	2	oz
Tartaric acid	2	oz
Citrate of Magnasia	2	oz

এই গুলিকে পেষ্ট মটর বা প্রস্তরের খলে বারম্বার পিশিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। এই চূর্ণ পূর্ণ বয়স্কের জন্য চা খাইবার চামচের এক চামচা শীতল জলের সহিত সেব্য।

বোতল খুব ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বাজারে অনেক বিলাতী পেটেণ্ট ফ্রুট সল্ট বিক্রয় হয়, এদেশের প্রস্তুতও বিক্রয় হয় না?

To soften hard sponge

স্পঞ্জ শক্ত হইয়া যাইলে তাহাকে কোমল করিবার উপায়।

১। স্পঞ্জটাকে শীতল ঘোল অথবা ছানার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ভাল করিয়া কাচিয়া লইলে কোমল হইয়া যায়।

২। ১ বোতল বৃষ্টির জলকে খুব গরম করিয়া তাহাতে চা চামচের এক চামচ সোডা ও একটু সাবান মিশাইয়া সেই জলে স্পঞ্জটাকে ১০ মিনিট ফেলিয়া রাখিয়া ভাল জলে কাচিয়া লইলে কোমল হইবে।

• Water proof Ink

ওয়াটার প্রুফ কালি

ভারদিগ্রিস	১ আউন্স
স্যাল-আমোনিয়াক	১ "
ভুঁসা	আধ আউন্স
জল	অর্দ্ধ পাইণ্ট

একটা মৃত্তিকা পাত্রে এই গুলিকে নাড়িয়া মিশাইতে হইবে কিন্তু ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য দ্বারা মিশ্রিত করিবে না। ব্যবহারের পূর্ব্বে বোতল নাড়িয়া ব্যবহার করিবে এবং পরিষ্কার হাঁসের পেনে লিখিতে হইবে।

(2)

ক্লোরাইড অব প্লাটিনম ৫ গ্রেণ, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা বৃষ্টির জলে দ্রব করিয়া ফেলিলে উত্তম কালী হইবে। জলের পরিমাণ ১ আউন্স। লিখিবার আগে বোতল নাড়িয়া মিশাইয়া লিখিতে হয়। এই লেখা জলে উঠে না।

SOME GOOD ESSENSES

কয়েকটী এসেন্স প্রস্তুতের ফরমুলা

Jasmine Extract জুঁই ফুলের গন্ধসার।

Mix---Jasmine essence	4 oz
Vanilla Tincture	½ oz
Tinct Ambergris	2 dr

পড়তা—৬॥০ হইতে ৭৲ টাকা এক পাইটের দাম পড়িবে।

JOCKEY CLUB

Extract	Musk	1½ Pt.
,,	Ciret	2 oz
,,	Benjoin	1½ oz
,,	Orrage flower	4 oz
,,	Otto of Rose	2 Dr
	Alchohal	1 Dr
	Water	1 Pt.

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

Note.—The water should not be put in untill the oils are all cut or dessolved by alcohal and after that the extract should have time—say one night so as to diggest fully. S. A.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যে সকল আমেরিকান ও ইংলিশ পুস্তক সাহায্যে আমরা "কাজের লোকের" বিবিধ প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় পুস্তক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দরে বিক্রয় হইবে, গ্রাহকগণের কেহ লইতে ইচ্ছুক হইলে অবিলম্বে পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাপন করিব। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দুর্ল্লভ পুস্তক, বহু ব্যয়ে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কাঃ সঃ

সোণা পাতা।

(গল্প)

(১)

ভুবন দত্ত ছিল জাতিতে কাঁসারি। সে দাদন লইয়া মহাজনের কাজ করিত না। ফরাসডাঙ্গার হাটখোলার গঙ্গার ধারে তাহার একখানি ছোট দোকান ছিল। তাহার দোকানের পাশ দিয়া পারঘাটার পথ। দোকান ঘরের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তর দিকে তাহার তিনখানি চালা ঘর। নিকটে আর লোকের বাড়ী ছিল না, দুই তিন খানি বাগান ছিল। যে স্থানে এখন বিপনি শ্রেণী ও সুরস হর্ম্ম সকল শোভা করিতেছে, সেখানে তখন কেবল ভুবনের একখানি বাড়ী ছিল, আর সমস্তই সেওড়া ও তজ্জাতীয় ছোট ছোট গাছের বন —লোকে তথায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিত।

জাতিতে কাঁসারি বটে, কিন্তু তামার কাজটাই ভুবন বুঝিত ও করিত ভাল। তামার যাহা ইচ্ছা গড়িতে দাও, ভুবনের মত সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে কেহ পারিবে না। তাহার পুত্র কন্যা ও আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া খাইতে পরিতে অনেকগুলি পোষ্য; কিন্তু উপার্জ্জন তেমন নয়, সুতরাং তাহার দারিদ্র্য আর ঘুচে না। সমস্ত দিন ও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণ বাঁচিত। নির্জ্জন স্থানে বাস হইলেও অনেক লোকের পদধূলি তাহার দোকানে পড়িত এবং তামাক খরচ ও মন্দ হইত না। তাহার দোকান ঘরে আগুন সর্ব্বদাই জ্বলিত, হুঁকা কলিকাও অনেকগুলি ছিল। দাদাঠাকুর গাড়ু হাতে করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে দুই তিন ছিলিম তামাক না খাওয়াইলে চলিবে কেন? পরাণ মণ্ডল ওপারে বেগুণ কিনিতে যাইতেছে, এখনও খেয়ার লোক হয় নাই, কাজেই তাহাকে ভুবনের দোকানে বসিয়া তামাক খাইতে হইবে। খেয়া নৌকা ওপারে রহিয়াছে, যাত্রীগণ যতক্ষণ অশ্বত্থ তলায় বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ভুবনের দোকানে তামাক খাইলে কাজ হইবে। সময়ে সময়ে তাহাকে শীতল জলও যোগাইতে হইত, আর গ্রীষ্ম কালে গুড় ছোলার ব্যবস্থা ত ছিলই। ভুবনের খাতায় কেবল যে বাজে খরচই পড়িত, এমন নহে; মাছটা, শাকটা, তরকারীটা জমার দিকেও পড়িত। ভুবন সময়ে সময়ে গাঁজা খইতে; কিন্তু তাহার সঙ্গী বেশী ছিল না। সাধু সন্ন্যাসী আসিলে ভুবন তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বড় তামাকই খাওয়াইত। সুখে দুঃখে ভুবনের দিন গুলি কাটিতেছিল মন্দ নয়।

(২)

একদিন দণ্ড চারেক বেলা হইয়াছে, এমন সময়ে তামার কি একটা তৈজস প্রস্তুত করিবার জন্য ভুবন তামা গলাইতেছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তখনও তাহার মুখ প্রক্ষালন করা হয় নাই। দাঁতন করিবার জন্য অনেকগুলি পত্র সহিত কি একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে। ডালটা হাপরের কাছে পড়িয়া আছে। তামা গলিতে বিলম্ব আছে, এমন সময়ে তাহার দোকানে একজন সন্ন্যাসীর পদধূলি পড়িল। ভুবন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল, কি বাবা! তত দিন পরে ব্রহ্ম কুণ্ড থেকে ফিরলেন? গিয়েছিলেন ত আজ নয়। সন্ন্যাসী লোটা, কম্বল ও চিমটা রাখিয়া একটা ভাঙ্গা বাঁশের মোড়া টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, হাঁ বাবা! আসাম থেকে এসেছি। কি জানি, এক বছর তিনমাস হবে এখান থেকে গিয়েছিলাম। ভুবন হাপরে বাতাস দেওয়া বন্ধ করিয়া একটু সরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল এবং বলিল, একটু বসুন, তামাটা ঠিক হলেই তামাক সেবন করাচ্ছি। সন্ন্যাসী বলিলেন, ঠিক হুয়া বেটা! রস দেও।

ভুবন তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া যাঁতার দড়ি ধরিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহাকে আরও বাতাসদিতে উদ্যত দেখিয়া, "বিগড় যায়েগা, আওর হাওয়া মাৎ দেও" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই দাঁতন করিবার জন্য আনীত শাখা হইতে পত্র গুলি ছিন্ন করিয়া দুই হস্তে মর্দ্দন করিলেন এবং সেই গলিত তামাতে রস নিঙ্গাড়াইয়া দিলেন। তামাতে রস পড়িবা মাত্র উহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইল। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী বলিলেন "আব উতারো।" ভুবন অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখিতেছিল, এক্ষণে তাঁহার আদেশ পাইয়া যে মুচিতে তাম্র গলিতেছিল, তাহা হাপর হইতে নামাইল। নামাইবা মাত্র তাম্র জমাট বাঁধিল। কিন্তু

একি! এ যে ঠিক একটা সোণার বাট, ওজনে দেড় ভরির কম হইবে না।

ভুবন নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, সন্ন্যাসী তাহার বিস্ময় বুঝিতে পারিলেন না। এ প্রকার ঘটনা যে অসাধারণ এবং ভুবন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল, সন্ন্যাসীকে তাহা বুঝিতে দিল না। দ্রবীভূত তাম্রে পাতার রসটা কোন্ সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন কেবল সেই টুকু ঠিক করিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সোণা করিবার জন্যই ভুবন তামা গলাইতেছিল এবং উহাতে রস দিবার জন্যই পাতাগুলি আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তবে রস দিবার সময়টা স্থির করিতে না পারিয়া বিলম্ব করিতেছিল।

সন্ন্যাসী গাঁজা খাইয়া প্রস্থান করিলেন। ভুবনও তাঁহাকে আর এক ছিলিম খাইবার জন্য অনুরোধ করিল না। সন্ন্যাসী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া ভুবন সোণার বাটখানা পরীক্ষা করিল, হাঁ, পাকা সোণা বটে! ভুবন পাতাটাও চিনিল, প্রক্রিয়াও শিখিল। হাপরের আগুন যে নিবিতে লাগিল, তাহাতে আর দৃক্‌পাত নাই। মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, ঘটনাক্রমে বিনা আয়াসে ঘরে বসিয়া ভুবন তাহা পাইল।

(৩)

ভুবন একখানা বড় ঘর ভাড়া লইয়া বাসনের দোকান খুলিল, কিন্তু তাহার একটা হাপরও রহিল; তবে উহাতে দিবসে অগ্নি জ্বলিত না, কোন কোন দিন রাত্রিতে কিয়ৎকালের জন্য জ্বলিত। বাসনের দোকানে ক্রয় বিক্রয় অধিক না হইলেও ব্যবসায়ে লাভ যথেষ্ট হইতে লাগিল। ভুবন দোকান খুলিবার সময়ই একটা লোহার সিন্দুক ক্রয় করিল। মহাজনের টাকা ভাল করিয়া রাখা চাই ত? মহাজনের টাকা! হাঁ তাহাই বটে। হাট খোলার সকলেই জানিয়াছিল যে, ভুবন দত্ত গোঁসাইদাস বড়ালের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া দোকান খুলিয়াছে—সময়ে সময়ে সে সুদ জমা দিয়া আসে, আসলও মধ্যে মধ্যে শোধ করে।

এক একখানি করিয়া ভুবনের স্ত্রীর অনেক গুলি সোণা রূপার গহনা হইল। পুত্র কন্যাদিগেরও পায়ে রূপার মল, কোমরে রূপার নিম্ব ফল, হাতে সোণার বালা ও গলায় সোণার হেলে হার দেখিতে পাওয়া গেল। কেহ আর ভুবনকে বা তাহার স্ত্রীকে ময়লা আট হাতি কাপড় পরিতে দেখিতে পায় না, তাহার পোষ্যবর্গের পক্ষেও এ কথা। বাজারে গেলে ভুবন বড় মাছটা, বড় কাঁটালটা, মিষ্ট আম্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দাম দিয়া ক্রয় করে। ক্রমে গঙ্গার কূলে তাহার ইটের পাঁজা পুড়িতে লাগিল এবং সালের চকোর চিরিয়া কড়ি, বরগা, দরজা জানালাও প্রস্তুত হইতে লাগিল। সহরের বড় রাস্তার ধারে এক বিঘা আন্দাজ জমি ও একটী পুষ্করিণী বিক্রয়ার্থ ছিল। কে যাইয়া ভুবনকে ক্রয় করিতে বলিল, "আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো। আচ্ছা, দেখি যদি কেউ কর্জ্জ দেয়" ইত্যাকার নানা কথা বলিয়া অবশেষে ন্যায্য মূল্যের অধিক দিয়াই ক্রয় করিয়া ফেলিল। বাগান বাগিচা জমি জহরৎ এখন যে যাহা বিক্রয় করে, সমস্তই ভুবন দত্ত ক্রয় করে।

ভুবনের প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন, কোচ কেদারা, গালিচা তুলিচা দিয়া উহা সজ্জিত হইল, দ্বারে দ্বারবান বসিল। চাকর চাকরাণী অনেক নিযুক্ত হইল। পাড়ার লোককে হাতে রাখিবার জন্য ভুবন তেজারতিও আরম্ভ করিল, লোকের সর্ব্বনাশ করিবার যথার্থ পথে পা দিল। অর্থে যাহা যাহা হইতে পারে, ভুবনের সকলই হইল; কিন্তু পূজা অর্চ্চনা, দান ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব এ সমস্ত তাহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। দ্বারে ভিক্ষুক আসিলে দ্বারবান তাহাকে বলিয়া দিত, "যাও, কাম কর্‌কে খাও।"

(৪)

ভুবনের বৈঠকখানায় বাই খেমটার নাচ হইতে আরম্ভ হইল। বাছা বাছা বন্ধু বান্ধব জুটিল, হরদম চরস গাঁজা পুড়িতে লাগিল। কুলোকে রটনা করিল যে, ফরাসী দেশে যে লাল আরক্ হয়, যাহা খাইয়া ফরাসীদের চেহারা লাল হইয়া উঠে, যাহা কাচের বোতলে বাস করে, ভুবনের মজলিসে কোন কোন দিন সন্ধ্যাকালে তাহাও আসে।

অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গ দোষে তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া উঠিল। তাহার বাটীতে কোন বারনারীর পদধূলি পড়িতে আর বাকী রহিল না। ইহাই যথেষ্ট নহে সতী সাধ্বী গৃহস্থের বউ ঝির প্রতিও তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যে সকল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাহাদিগকে বারান্দায় বসিয়া দেখে। ভগবতী নামে এক অসচ্চরিত্রা প্রৌঢ়া নাপিতনী ছিল, সে প্রলোভনের বশীভূত করিয়া দুই একটী কুলবধূর সর্ব্বনাশ করিল; বল প্রয়োগের দ্বারাও কাহার বা ধর্ম্ম নষ্ট হইল। ভুবনের টাকার জোর আছে, কেহই তাহার বিপক্ষে কথা বলিতে সাহস করে না। রাজদ্বারেও দেখা গেল যে, তাহার শত খুন মাফ। প্রতিবেশীগণ সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকদিগের পথে ঘাটে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ভুবনের সাহস ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, পাঁচকড়ি খানসামা একদিন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিধবা ভগ্নীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিল। বিধবার চীৎকারে লোক আসিয়া না পড়িলে তাহার সর্ব্বনাশ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই ভুবনকে অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল। তাহার

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিপাত কামনা না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "ভুবন মরলে বা নির্বংশ হলে ত সব ফুরিয়ে গেল, বেটা অন্ধ হয়ে একশ আট বছর বেঁচে থাক"।

সকলেই পরামর্শ করে, কি প্রকারে ভুবনকে শাসন করা যায়; কিন্তু কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় না। একজন প্রতিবেশী বলিল, "বেটার ঘরে ডাকাতি করে সর্ব্বস্ব লুট কর। যা পাও, গঙ্গার জলে ফেলে দাও। আর এক জন বলিল, তাতে কি হবে? ভুবনের ধন রক্তবীজের রক্ত, এক যাবে, আর হবে"। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, বেটা কি সত্যি সত্যি পরশ পাথর পেয়েছে? তা না হলে, তিন দিনে ফেঁপে উঠ্‌তে পারে? অন্য একজন বলিল, "বেটাকে ধনঞ্জয় করে দাও"। আর একজন বলিল, "দুদিন সবুর কর, দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প সহ্য করেন না—অতি বাড় পতনের লক্ষণ।"

(৫)

গঙ্গার ধারে শেওড়া বন হইতে সাত বৎসর ভুবনের বাস উঠিয়াছে। তাহার দোকান বা চালাঘরগুলির চিহ্ন মাত্র নাই—কোন কোন স্থানে মাটীর স্তূপ আছে, তদুপরি গাছ পালা জন্মিয়াছে। শেওড়া বন আজিও যেমন তেমনই আছে। পার ঘাটা উঠিয়াও অন্যত্র যায় নাই। নূতনের মধ্যে একখানি ঘর হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া এক সূত্রধর কাজ করে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, তখনও রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময়ে খেয়া পার হইবার অভিপ্রায়ে একজন সন্ন্যাসা সেই শেওড়া বনে উপস্থিত হইলেন এবং যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন, এই ভাবে চারিদিক দেখিলেন। যাহা অন্বেষণ করিলেন, তাহা না পাইয়া একটু হতাশ হইয়া সূত্রধরের ঘরখানিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সূত্রধর তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার গৃহ পবিত্র হইল মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইল। সূত্রধর তামাক সাজিল, সন্ন্যাসী ধূমপান করিলেন। দুই চারি কথায় সূত্রধরের সহিত আলাপ করিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "এই স্থানে এক কাঁসারির দোকান ছিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার পরিবারবর্গই বা কোথায় গেল? বোধ হয় অনেক দিন তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে।"

এই সময়ে পারে যাইবার জন্য কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হইল, নিকটেই তাহাদের বাড়ী। সূত্রধর বলিল, "আপনি ভুবন দত্তর কথা বল্‌ছেন? হাঁ, এখানে তার ঘর ছিল বটে। এখন এই সহরে বড় রাস্তার ধারে তার মস্ত বাড়ী, দোয়ারে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। আর সে ভুবন দত্ত নেই—যে সমস্ত দিন খেটে পাঁচ গণ্ডা পয়সা রোজগার করতে পারতো না, সে এখন মস্ত বড় মানুষ। তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, রাজা রাজড়া কোথায় লাগে!

হাঁ! এমন হয়েছে! কতদিন থেকে?"

"বছর আষ্টেক নয় হবে।"

"কিসে তার এত ধন দৌলত হল?"

সে কেউ জানে না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। কেউ বলে বাসনের কারবার করে, কেউ বলে তেজারতি করে—"

পারে যাইবার যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "ও সব বাজে কথা, ওতে আর কি হয়? ভুবন বাবুর দৈব সহায়—লোকে বলে, যখের ধন পেয়েছে—সে অনেক কলসী মোহর।" অন্য একজন যাত্রী বলিল, "যখের ধন না তোর বাপের মাথা! বল্‌না কেন, তার এক সন্ন্যাসী বন্ধু ছিল, সে মাঝে মাঝে আস্‌তো; সেই একবার এসে একখানা পরশ পাথর দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী মানুষ, নিজে নিয়ে কি করবে?" আর একজন বলিল, হাঁ, সন্ন্যাসীরই দয়া বটে, তবে পরশ পাথর নয়—সোনা করতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমি শুনেছি, এখনও করে; বাড়ীতে একটা লুকান জায়গায় একটা হাপর আছে, তাতে আগুন জ্বেলে কি জানি কি করে সোনা করে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, যে উপায়েই ধনবান হয় হোক, লোকটার ধর্ম্মে মতি আছে ত? দেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি কাঙ্গালী এদের সেবা করে ত? বিপদে পড়িয়া তার কাছে গেলে উদ্ধার করে ত? এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমরা হাসিলে যে?" সূত্রধর বলিল, "না ঠাকুরমশাই ও সব তার নেই—ও দিকেও সে যায় না। কার টাকা কড়ি, জমি জায়গা ঠকিয়ে নেব, কাকে ফাঁকি দিয়ে দু টাকা উপার্জ্জন করবো, কাকে পথে বসাব, কার বউ ঝির ধর্ম্ম নষ্ট করবো এই কেবল তার চেষ্টা. বড় মানুষ হলে লোকে যা করে, সেও তাই করছে!

"কম বখ্‌ৎ" বলিয়া সন্ন্যাসী গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে ও পারের যাত্রীগণ পাটনীর আহ্বানে নৌকায় যাইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর আর পারে যাওয়া হইল না।

(৬)

ভুবন দত্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চোখে মুখে জল দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আলবোলার নলটী মুখে দিয়া সুবাসিত তামাকের ধূমপান করিতেছে, একজন ভৃত্য টানা পাখা টানিতেছে। ঘরটী বেশ সজ্জিত। সবুজ পরদা ফেলাতে আলোক অধিক আসিতে পারিতেছে না। ফুল ও গন্ধ দ্রব্যের গন্ধে ঘর আমোদিত। ভুবন দত্ত একাকী বসিয়া আছে। দ্বারবান আসিয়া বলিল, হুজুর! একজন সন্ন্যাসী এসেছে। সে কিছুই চায় না, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বলছে, সে নাকি আপনার বিশেষ

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব।

পরিচিত। ভুবন দত্ত সন্ন্যাসীকে আনিবার জন্য দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু তাহার প্রাণটা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। যে ভৃত্য পাখা টানিতেছিল, সে বিদায় পাইল।

সন্ন্যাসী আসিলেন। ভুবন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই বাড়ী করেছ? বড় সুন্দর হয়েছে ত! এতে অনেক টাকা লেগেছে দেখছি, কোথা পেলি রে?"

"আপনারই টাকা বাড়ী ঘর সবই আপনার প্রসাদে।"

"আমার প্রসাদে? সোণা করতে শিখে?"

"হাঁ, প্রভু! সব আপনার দয়া।"

"এখনও তামা গলাইয়া সোনা পাতার রস দিয়ে সোণা করিস্?"

"সময়ে সময়ে করি প্রভু!

"সে গাছ আর কেউ চিনে? কারেও দেখাইয়াছিস্?"

"না, প্রভু! আমি এত কাঁচা লোক নই।

"ঠিক ত?"

"ঠিক প্রভু! আপনার সাক্ষাতে কি মিথ্যে বলতে পারি?"

তোকে বিশ্বাস নাই, আমি তোর যে গুণের কথা শুনে এলাম, তাতে তোর মিথ্যা বলা অসম্ভব নয়।

ভুবন মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "অনেক গুলি পোষ্য পালন করতে হয়, তাই মধ্যে মধ্যে এক আধ তোলা সোনা মনে করে সে দিন আমি তোর তামাতে সোনা পাতার রস দিয়ে তোকে সোনা করে দিয়েছিলাম। তুই জানতিস নে, আমার কাছে দৈবাৎ শিখে নিয়ে সেই অবধি যে কত সোনা করেছিস, তার ঠিক নেই। তবে কম বখৎ! তার ফল এমন হবে, তা কি আমি জানতাম? যা হক, আর কারেও যে গাছটা চিনাস্ নি, এই যথেষ্ট!"

ভুবন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিল "প্রভু! ক্ষমা করুন। যা হবার, তা হয়ে গেছে, আর কখন হবে না। আপনি প্রসন্ন হন।

"আর যেন হয় না, দেখিস! এখনও তোর অনেক পরামায়ু, এই বেলা ধর্ম্মে মন দে। আর কত পাপ সঞ্চয় করবি?'

হাঁ, প্রভু! আপনার কথা মত সৎপথেই চলবো"।

"আচ্ছা, আমাকে এক ঘটি জল এনেদে, দেখি।"

সন্ন্যাসী জলপান করিবেন মনে করিয়া একখানি পাথরের রেকাবে কতকগুলি সন্দেশ ও সোনার গেলাসে জল লইয়া ভুবন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী তাহার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া এক হস্তে একটু ঢালিলেন এবং মন্ত্রপূতঃ করিয়া উহা ভুবনের চক্ষে ঝাপটা দিলেন।

ভুবন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'একি কল্লেন! কিছুই যে দেখ্‌তে পাই নে! কি সর্ব্বনাশ হল!'

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোর অদৃষ্ট, আমি কি করবো? পাঁচ বৎসর পরে আবার দেখা হবে। যদি সৎপথে থাকিস, তখন তোর চক্ষু ভাল করে দিয়ে যাব।"

সন্ন্যাসী তথায় আর তিলমাত্র দাঁড়াইলেন না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।
: নং শীতলাতলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা।
কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও স্বরোদয়।

লেখক — শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী।

স্বাস্থ্যের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিশ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্য মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারাই এক সঙ্গে সমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে, আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারাই আমরা সমভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ইংরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গলা, কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারিরীক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অতীব কৌতূহল জনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েক খানি প্রাচীন যোগ শাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট সুবিস্তৃত নাড়ী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ নাড়ী সকল নাভীর নিম্নে মূলধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী

চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও ও সুষুম্না নামে খ্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উভয় নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চন্দ্র স্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নি স্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃত রূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তি সাধনে 'নযুক্ত, পিঙ্গলা রৌদ্র অর্থাৎ তেজঃ রূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সর্ব্বকার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হন্ নাই। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্য্যের সফলতা ও নিস্ফলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক, তাহা বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদূর সুবিধা জনক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। ধৈর্য্যচ্যুতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিষদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৌতুহলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল শ্বাস প্রবাহিত হইয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার অন্য নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীরে হয় কোন ব্যায়ারাম আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্ত্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন, তাহারা ব্যায়ারামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যায়ামের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যায়ারাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যায়ারাম আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যায়ারাম আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে ও এই অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটা বিষদ তালিকা যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যায়ারামে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক ব্যায়ারামই এই প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল মাথা ব্যাথা, কয়েক প্রকারের জ্বর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যারাম (Asthma) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যারামে ইহা ইন্দ্রজালের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু ডুবু খাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল, সর্ব্বক্ষণ যখন এই আশঙ্কা করি-করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্ত্তনের ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

এমন কি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই সকল রোগ আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথম। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে, শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নাসিকায় যায় যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বাম পার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যারামের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অন্য প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়। যে নাসিকার বায়ু বহিতেছে, তাহা তুলার পুঁটুলি (Plug) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলা দ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চাপনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম দুই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্য্যের সহিত কিছুকাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ। প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝাইতে হইলে অনেক গুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্য কি প্রকারে শ্বাসের ব্যারামের (asthma) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যায়ারামের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক্ সেটী দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া সেই

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

একি! এ যে ঠিক একটা সোণার বাট, ওজনে দেড় ভরির কম হইবে না।

ভুবন নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, সন্ন্যাসী তাহার বিস্ময় বুঝিতে পারিলেন না। এ প্রকার ঘটনা যে অসাধারণ এবং ভুবন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল, সন্ন্যাসীকে তাহা বুঝিতে দিল না। দ্রবীভূত তাম্রে পাতার রসটা কোন্ সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন কেবল সেই টুকু ঠিক করিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সোণা করিবার জন্যই ভুবন তামা গলাইতেছিল এবং উহাতে রস দিবার জন্যই পাতাগুলি আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তবে রস দিবার সময়টা স্থির করিতে না পারিয়া বিলম্ব করিতেছিল।

সন্ন্যাসী গাঁজা খাইয়া প্রস্থান করিলেন। ভুবনও তাঁহাকে আর এক ছিলিম খাইবার জন্য অনুরোধ করিল না। সন্ন্যাসী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া ভুবন সোণার বাটখানা পরীক্ষা করিল, হাঁ, পাকা সোণা বটে! ভুবন পাতাটাও চিনিল, প্রক্রিয়াও শিখিল। হাপরের আগুন যে নিবিতে লাগিল, তাহাতে আর দৃক্‌পাত নাই। মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, ঘটনাক্রমে বিনা আয়াসে ঘরে বসিয়া ভুবন তাহা পাইল।

(৩)

ভুবন একখানা বড় ঘর ভাড়া লইয়া বাসনের দোকান খুলিল, কিন্তু তাহার একটা হাপরও রহিল; তবে উহাতে দিবসে অগ্নি জলিত না, কোন কোন দিন রাত্রিতে কিয়ৎকালের জন্য জলিত। বাসনের দোকানে ক্রয় বিক্রয় অধিক না হইলেও ব্যবসায়ে লাভ যথেষ্ট হইতে লাগিল। ভুবন দোকান খুলিবার সময়ই একটা লোহার সিন্দুক ক্রয় করিল। মহাজনের টাকা ভাল করিয়া রাখা চাই ত? মহাজনের টাকা! হাঁ তাহাই বটে। হাট খোলার সকলেই জানিয়াছিল যে, ভুবন দত্ত গোঁসাইদাস বড়ালের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া দোকান খুলিয়াছে—সময়ে সময়ে সে সুদ জমা দিয়া আসে, আসলও মধ্যে মধ্যে শোধ করে।

এক একখানি করিয়া ভুবনের স্ত্রীর অনেক গুলি সোণা রূপার গহনা হইল। পুত্র কন্যাদিগেরও পায়ে রূপার মল, কোমরে রূপার নিম্ব ফল, হাতে সোণার বালা ও গলায় সোণার হেলে হার দেখিতে পাওয়া গেল। কেহ আর ভুবনকে বা তাহার স্ত্রীকে ময়লা আট হাতি কাপড় পরিতে দেখিতে পায় না, তাহার পোষ্যবর্গের পক্ষেও এ কথা। বাজারে গেলে ভুবন বড় মাছটা, বড় কাঁটালটা, মিষ্ট আম্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দাম দিয়া ক্রয় করে। ক্রমে গঙ্গার কূলে তাহার ইটের পাঁজা পুড়িতে লাগিল এবং শালের চকোর চিরিয়া কড়ি, বরগা, দরজা জানালাও প্রস্তুত হইতে লাগিল। সহরের বড় রাস্তার ধারে এক বিঘা আন্দাজ জমি ও একটা পুষ্করিণী বিক্রয়ার্থ ছিল। কে যাইয়া ভুবনকে ক্রয় করিতে বলিল, "আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো। আচ্ছা, দেখি যদি কেউ কর্জ্জ দেয়" ইত্যাকার নানা কথা বলিয়া অবশেষে ন্যায্য মূল্যের অধিক দিয়াই ক্রয় করিয়া ফেলিল। বাগান বাগিচা জমি জহরৎ এখন যে যাহা বিক্রয় করে, সমস্তই ভুবন দত্ত ক্রয় করে।

ভুবনের প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন, কোচ কেদারা, গালিচা দুলিচা দিয়া উহা সজ্জিত হইল, দ্বারে দ্বারবান বসিল। চাকর চাকরাণী অনেক নিযুক্ত হইল। পাড়ার লোককে হাতে রাখিবার জন্য ভুবন তেজারতিও আরম্ভ করিল, লোকের সর্ব্বনাশ করিবার যথার্থ পথে পা দিল। অর্থে যাহা যাহা হইতে পারে, ভুবনের সকলই হইল; কিন্তু পূজা অর্চ্চনা, দান ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব এ সমস্ত তাহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। দ্বারে ভিক্ষুক আসিলে দ্বারবান তাহাকে বলিয়া দিত, "যাও, কাম করকে খাও।"

(৪)

ভুবনের বৈঠকখানায় বাই খেমটার নাচ হইতে আরম্ভ হইল। বাছা বাছা বন্ধু বান্ধব জুটিল, হরদম চরস গাঁজা পুড়িতে লাগিল। কুলোকে রটনা করিল যে, ফরাসী দেশে যে লাল আরক হয়, যাহা খাইয়া ফরাসীদের চেহারা লাল হইয়া উঠে, যাহা কাচের বোতলে বাস করে, ভুবনের মজলিসে কোন কোন দিন সন্ধ্যাকালে তাহাও আসে।

অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গ দোষে তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া উঠিল। তাহার বাটীতে কোন বারনারীর পদধূলি পড়িতে আর বাকী রহিল না। ইহাই যথেষ্ট নহে সতী সাধ্বী গৃহস্থের বউ ঝির প্রতিও তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যে সকল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাহাদিগকে বারান্দায় বসিয়া দেখে। ভগবতী নামে এক অসচ্চরিত্রা প্রৌঢ়া নাপিতনী ছিল, সে প্রলোভনের বশীভূত করিয়া দুই একটী কুলবধূর সর্ব্বনাশ করিল; বল প্রয়োগের দ্বারাও কাহার বা ধর্ম্ম নষ্ট হইল। ভুবনের টাকার জোর আছে, কেহই তাহার বিপক্ষে কথা বলিতে সাহস করে না। রাজদ্বারেও দেখা গেল যে, তাহার শত খুন মাফ। প্রতিবেশীগণ সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকদিগের পথে ঘাটে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ভুবনের সাহস ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, পাঁচকড়ি খানসামা একদিন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিধবা ভগ্নীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিল। বিধবার চীৎকারে লোক আসিয়া না পড়িলে তাহার সর্ব্বনাশ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই ভুবনকে অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল। তাহার

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিপাত কামনা না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "ভুবন মরুলে বা নির্বংশ হলে ত সব ফুরিয়ে গেল, বেটা অন্ধ হয়ে একশ আট বছর বেঁচে থাক"।

সকলেই পরামর্শ করে, কি প্রকারে ভুবনকে শাসন করা যায়; কিন্তু কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় না। একজন প্রতিবেশী বলিল, "বেটার ঘরে ডাকাতি করে সর্ব্বস্ব লুট কর। যা পাও, গঙ্গার জলে ফেলে দাও। আর একজন বলিল, তাতে কি হবে? ভুবনের ধন রক্তবীজের রক্ত, এক যাবে, আর হবে"। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, বেটা কি সত্যি সত্যি পরশ পাথর পেয়েছে? তা না হলে, তিন দিনে ফেঁপে উঠ্তে পারে? অন্য একজন বলিল, "বেটাকে ধনপ্রয় করে দাও"। আর একজন বলিল, "দুদিন সবুর কর, দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প সহ্য করেন না—অতি বাড় পতনের লক্ষণ।"

(৫)

গঙ্গার ধারে শেওড়া বন হইতে সাত বৎসর ভুবনের বাস উঠিয়াছে। তাহার দোকান বা চালাঘরগুলির চিহ্ন মাত্র নাই—কোন কোন স্থানে মাটীর স্তূপ আছে, তদুপরি গাছ পালা জন্মিয়াছে। শেওড়া বন আজিও যেমন তেমনই আছে। পার ঘাটা উঠিয়াও অন্যত্র যায় নাই। নূতনের মধ্যে একখানি ঘর হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া এক সূত্রধর কাজ করে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, তখনও রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময়ে খেয়া পার হইবার অভিপ্রায়ে একজন সন্ন্যাসী সেই শেওড়া বনে উপস্থিত হইলেন এবং যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন, এই ভাবে চারিদিক দেখিলেন। যাহা অন্বেষণ করিলেন, তাহা না পাইয়া একটু হতাশ হইয়া সূত্রধরের ঘরখানিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সূত্রধর তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার গৃহ পবিত্র হইল মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইল। সূত্রধর তামাক সাজিল, সন্ন্যাসী ধুমপান করিলেন। দুই চারি কথায় সূত্রধরের সহিত আলাপ করিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "এই স্থানে এক কাঁসারির দোকান ছিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার পরিবারবর্গই বা কোথায় গেল? বোধ হয় অনেক দিন তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে।"

এই সময়ে পারে যাইবার জন্য কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হইল, নিকটেই তাহাদের বাড়ী। সূত্রধর বলিল, "আপনি ভুবন দত্তর কথা বল্‌ছেন? হাঁ, এখানে তার ঘর ছিল বটে। এখন এই সহরে বড় রাস্তার ধারে তার মস্ত বাড়ী, দোয়ারে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। আর সে ভুবন দত্ত নেই—যে সমস্ত দিন খেটে পাঁচ গণ্ডা পয়সা রোজগার করতে পারতো না, সে এখন মস্ত বড় মানুষ। তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, রাজা রাজড়া কোথায় লাগে!

হাঁ! এমন হয়েছে! কতদিন থেকে?"

"বছর আষ্টেক নয় হবে।"

"কিসে তার এত ধন দৌলত হল?"

সে কেউ জানে না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। কেউ বলে বাসনের কারবার করে, কেউ বলে তেজারতি করে—"

পারে যাইবার যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "ও সব বাজে কথা, ওতে আর কি হয়? ভুবন বাবুর দৈব সহায়—লোকে বলে, যখের ধন পেয়েছে—সে অনেক কলসী মোহর।" অন্য একজন যাত্রী বলিল, "যখের ধন না তোর বাপের মাথা! বল্‌না কেন, তার এক সন্ন্যাসী বন্ধু ছিল, সে মাঝে মাঝে আস্‌তো; সেই একবার এসে একখানা পরশ পাথর দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী মানুষ, নিজে নিয়ে কি করবে?" আর একজন বলিল, হাঁ, সন্ন্যাসীরই দয়া বটে, তবে পরশ পাথর নয়—সোনা করতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমি শুনেছি, এখনও করে; বাড়ীতে একটা লুকান জায়গায় একটা হাপর আছে, তাতে আগুন জেলে কি জানি কি করে সোনা করে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, যে উপায়েই ধনবান হয় হোক, লোকটার ধর্ম্মে মতি আছে ত? দেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি কাঙ্গালী এদের সেবা করে ত? বিপদে পড়িয়া তার কাছে গেলে উদ্ধার করে ত? এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমরা হাসিলে যে?" সূত্রধর বলিল, "না ঠাকুরমশাই ও সব তার নেই—ও দিকেও সে যায় না। কার টাকা কড়ি, জমি জায়গা ঠকিয়ে নেব, কাকে ফাঁকি দিয়ে দু টাকা উপার্জ্জন করবো, কাকে পথে বসাব, কার বউ ঝির ধর্ম্ম নষ্ট করবো এই কেবল তার চেষ্টা, বড় মানুষ হলে লোকে যা করে, সেও তাই করছে!

"কম বখৎ" বলিয়া সন্ন্যাসী গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে ও পারের যাত্রীগণ পাটনীর আহ্বানে নৌকায় যাইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর আর পারে যাওয়া হইল না।

(৬)

ভুবন দত্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চোখে মুখে জল দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আলবোলার নলটী মুখে দিয়া সুবাসিত তামাকের ধূমপান করিতেছে, একজন ভৃত্য টানা পাখা টানিতেছে। ঘরটী বেশ সজ্জিত। সবুজ পরদা ফেলাতে আলোক অধিক আসিতে পারিতেছে না। ফুল ও গন্ধ দ্রব্যের গন্ধে ঘর আমোদিত। ভুবন দত্ত একাকী বসিয়া আছে। দ্বারবান আসিয়া বলিল, হুজুর! একজন সন্ন্যাসী এসেছে। সে কিছুই চায় না, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বলছে, সে নাকি আপনার বিশেষ

পরিচিত। ভুবন দত্ত সন্ন্যাসীকে আনিবার জন্য দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু তাহার প্রাণটা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। যে ভৃত্য পাখা টানিতেছিল, সে বিদায় পাইল।

সন্ন্যাসী আসিলেন। ভুবন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই বাড়ী করেছ? বড় সুন্দর হয়েছে ত! এতে অনেক টাকা লেগেছে দেখছি, কোথা পেলি রে?"

"আপনারই টাকা বাড়ী ঘর সবই আপনার প্রসাদে।"

"আমার প্রসাদে? সোণা করতে শিখে?"

"হাঁ, প্রভু! সব আপনার দয়া।"

"এখনও তামা গলাইয়া সোনা পাতার রস দিয়ে সোণা করিস্?"

"সময়ে সময়ে করি প্রভু!

"সে গাছ আর কেউ চিনে? কারেও দেখাইয়াছিস্?"

"না, প্রভু! আমি এত কাঁচা লোক নই।

"ঠিক ত?"

"ঠিক প্রভু! আপনার সাক্ষাতে কি মিথ্যে বল্‌তে পারি?"

তোকে বিশ্বাস নাই, আমি তোর যে গুণের কথা শুনে এলাম, তাতে তোর মিথ্যা বলা অসম্ভব নয়।

ভুবন মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "অনেক গুলি পোষা পালন করতে হয়, তাই মধ্যে মধ্যে এক আধ তোলা সোনা মনে করে সে দিন আমি তোর তামাতে সোনা পাতার রস দিয়ে তোকে সোনা করে দিয়েছিলাম। তুই জানতিস নে, আমার কাছে দৈবাৎ শিখে নিয়ে সেই অবধি যে কত সোনা করেছিস, তার ঠিক নেই। তবে কম বৎস! তার ফল এমন হবে, তা কি আমি জানতাম? যা হক, আর কাহেও যে গাছটা চিনাস্ নি, এই যথেষ্ট!"

ভুবন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিল "প্রভু! ক্ষমা করুন। যা হবার, তা হয়ে গেছে, আর কখন হবে না। আপনি প্রসন্ন হন।

"আর যেন হয় না, দেখিস! এখনও তোর অনেক পরামায়ু, এই বেলা ধর্ম্মে মন দে। আর কত পাপ সঞ্চয় করবি?'

হাঁ, প্রভু! আপনার কথা মত সৎপথেই চলবো"।

"আচ্ছা, আমাকে এক ঘটি জল এনেদে, দেখি।"

সন্ন্যাসী জলপান করিবেন মনে করিয়া একখানি পাথরের রেকাবে কতকগুলি সন্দেশ ও সোনার গেলাসে জল লইয়া ভুবন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী তাহার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া এক হস্তে একটু ঢালিলেন এবং মন্ত্রপূতঃ করিয়া উহা ভুবনের চক্ষে ঝাপটা দিলেন।

ভুবন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'একি কল্লেন! কিছুই যে দেখ্‌তে পাই নে! কি সর্ব্বনাশ হল!'

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোর অদৃষ্ট, আমি কি করবো? পাঁচ বৎসর পরে আবার দেখা হবে। যদি সৎপথে থাকিস্, তখন তোর চক্ষু ভাল করে দিয়ে যাব।"

সন্ন্যাসী তথায় আর তিলমাত্র দাঁড়াইলেন না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।
নং শীতলাতলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা।
কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও স্বরোদয়।

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী।

স্বাস্থ্যের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিশ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্য মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারাই এক সঙ্গে সমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে, আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারাই আমরা সমভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রাণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ইংরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গলা, কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারিরীক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অতীব কৌতুহল জনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েক খানি প্রাচীন যোগ শাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট সুবিস্তৃত নাড়ী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ নাড়ী সকল নাভীর নিম্নে মূলধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও ও সুষুম্না নামে খ্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উভয় নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চন্দ্র স্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নি স্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃত রূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত, পিঙ্গলা রৌদ্র অর্থাৎ তেজঃ রূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সর্ব্বকার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হন্ নাই। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্য্যের সফলতা ও নিস্ফলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক, তাহা বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদূর সুবিধা জনক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। ধৈর্য্যচ্যুতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিষদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৌতুহলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল শ্বাস প্রবাহিত হইয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার অন্য নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীরে হয় কোন ব্যায়রাম আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন, তাহারা ব্যায়রামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যায়ামের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যায়রাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যায়রাম আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যায়রাম আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে ও এই অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটা বিষদ তালিকা যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যায়রামে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক ব্যায়রামই এই প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল মাথা ব্যাথা, কয়েক প্রকারের জ্বর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যারাম (Asthma) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যারামে ইহা ইন্দ্রজালের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু ডুবু খাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল, সর্ব্বক্ষণ যখন এই আশঙ্কা করি-করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্ত্তনের ক্রিয়াটির অনুষ্টান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

এমন কি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই সকল রোগ আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথম। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে, শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্ত্তিতহইয়া অন্য নাসিকায় যায় যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বাম পার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যারামের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অন্য প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়। যে নাসিকার বায়ু বহিতেছে, তাহা তুলার পুঁটুলি (Plug) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলা দ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চাপনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম দুই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্য্যের সহিত কিছুকাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ। প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝাইতে হইলে অনেক গুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্য কি প্রকারে শ্বাসের ব্যারামের (asthma) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যায়রামের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক্ সেটী দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া সেই

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার পর একটুও দেরী না করিয়া অর্থাৎ বায়ু কুম্ভক না করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা সঙ্কাপিত করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। আবার এই প্রকারে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই (সাধারণ প্রাণায়ামের ন্যায় বাম নাসিকা দ্বারা নহে) শ্বাস গ্রহণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ৫।৭ মিনিট করিতে পারিলে সদ্য ও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। শ্বাসের ব্যারামের প্রকোপের সময় এই ক্রিয়া করিতে খুবই কষ্ট হয়। নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে প্রথম প্রথম রোগীরা ইহা করিতেই চাহে না। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত যদি কিছুকাল, অন্তত ২।৩ মিনিট এইরূপ করা যায়, তবে আর শেষে কষ্ট হয় না। প্রবল শ্বাসের টান ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। বোধ হয় যেন এক মুহূর্ত্তে প্রবল ঝড় প্রশমিত হইয়া প্রকৃতি দেবী শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু টানিতে বলিলাম, কারণ ব্যারামের সময় ঐ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি ব্যারামের সময় বাম নাসিকাপুট দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়, তবে উহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা বদ্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ এবং দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ত্যাগ। এইরূপ বারে বারে করিতে হইবে। এই ক্রিয়া করিবার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া করাই ভাল। বলা বাহুল্য, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সুবিধা-টুকুও ইহাতে লওয়া যাইতে পারিবে।

শ্বাসের ব্যারামের ন্যায় অজীর্ণ রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই আহারের প্রকৃষ্ট সময়। এই কালে আহার করিলে তাহা সহজে জীর্ণ হয়। আহারের পরেও কিছুকাল দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হওয়া দরকার। সেই জন্য আহারের পর কিছুকাল বাম পার্শ্বে শয়ন করা আবশ্যক। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই সহজ নিয়মটী অবলম্বন করিয়া দেখিলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা। স্বাঃ সঃ

MEDICAL.

(চিকিৎসা সম্বন্ধীয়)

Homœopathic Notes.

মাথাধরা।

ককলসের মাথাধরা, মস্তকের পশ্চাৎ দিকে আরম্ভ হইয়া গলা পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

মাথার উষ্ণতা, মুখ লাল, সম্মুখ মস্তকে বেদনা এরূপ লক্ষণ গ্লোনইনের নির্দ্দেশক।

অম্লোদ্গার, বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা প্রায়ই কার্ব্ব ভেজিটেবিলসের লক্ষণ জ্ঞাপক।

Lycopodium is a good remedy for simple water brush.

নেট্রাম মিউর ৩০ বহুদিনের ম্যালেরিয়ার উপর অতি আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে। কিন্তু ইহা বিজ্বর অবস্থায় ব্যবহার্য্য এবং বারম্বার সেবন করা নিষিদ্ধ। জ্বরাবস্থায় নেট্রাম ব্যবহারে গাত্রদাহ ভয়ানকরূপে বাড়িয়া যায়। যখন জ্বর না থাকে এবং ম্যালেরিয়ায় ক্রমাগত কুইনাইন ব্যবহারে রোগী কোন সুফল পাইতেছে না, এমন অবস্থায় নেট্রাম এক মাত্রা মাত্র সেবন করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। যদি জ্বর ১১টার সময় আসে, তাহা হইলে নেট্রাম সুন্দর কাজ করিবে।

মাথা ঘোরা।

যাঁহাদের বহির্বায়ুতে মাথা ঘোরে অর্থাৎ বাহিরে যাইবার সময় মাথা ঘোরে, তাহাদের আম্বাগ্রিসিয়া ৩ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, পরীক্ষা করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক এনভয় বলেন, সিনা ৩ দিবসে ৩ বা ৪ বার ২।৫ দিন ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার কৃমি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞের উপদেশ।

দেনাদার অপেক্ষা পাওনাদারের স্মরণ-শক্তি অধিক। সুতরাং নিশ্চিত থাকিও না, ঋণ পরিশোধের চেষ্টা কর নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে। ঋণ মানবকে অকর্ম্মণ্য করিয়া মনুষ্যত্ব হীন করিয়া দেয়।

আলস্যই অভাবের জননী। বসিয়া থাকিও না—কর্ম্মই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান।

"Sleep without supper and wake without owing." বরং অনাহারে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া ভাল, তথাপি যেন ঋণী হইয়া জাগরিত হইও না। ঋণের তুল্য পাপ নাই। মিতাচারী হইলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না।

রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিও না—নিজের ধান্দা দেখ। রাজার যাহা সুবিধা রাজা তাহাই করিবেন। তুমি তোমার ঘরের রাজত্ব ঠিক রাখ, আপনার অবস্থার উন্নতি কর, বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দূরে থাক, যেন আইনের আদালতের ফাঁদে পড়িয়া সর্ব্বস্ব না যায়। আপনার দুঃখ নিজে ঘুচাইবার চেষ্টা কর। ধার্ম্মিক হও, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর—কাজ কি আদার ব্যাপারী ও জাহাজের খবরে।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ।/০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

"Clean conscience is the best law" পবিত্র বিবেকই উৎকৃষ্ট আইন—অতি বড় কথা। সর্ব্বদা বিবেককে পবিত্র রাখিয়া চলিলে কাহারও সহিত তোমার শত্রুতা হইবে না—তখন বিশ্বের সকলেই তোমার মিত্র।

নৈতিক উন্নতি কর। পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি ধ্বংশের মূল। পরস্বাপহরণ করিয়া যেন তোমার হৃদয় আনন্দিত না হয়—অন্যায়ের জন্য যদি তোমার হৃদয় ব্যথিত হইতে শিক্ষা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তুমি নররূপে পিশাচ মাত্র।

"পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং, পরার্থ প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।" পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন। সাধুগণ পরের জন্য সমুদয় ত্যাগ করেন। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়, দ্বিতীয় উপায় নাই।

পরের জন্য কল্যাণময়ী চিন্তা দ্বারা নিজের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি ভাল চাও ত ঘন্টা ফন্টা গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের——মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে——বিরাট আর স্বরাট।"

"বিরাটরূপ এই জগত, তার পূজা মানে তার সেবা, এর নাম কর্ম্ম। ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে ১০ মিনিট বস্‌ব কি আধ ঘণ্টা বস্‌ব—ঐ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগ্‌লা গারদ।"

এই জগতের জীবের সেবাই তাঁর সেবা—সর্ব্বধর্ম্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সকলের আত্মায় তিনি বিরাজিত—তোমার অত্যাচারে একের প্রাণ কেন্দে উঠলে তাঁরও প্রাণ কেন্দে উঠবে, তখন আর রক্ষা নাই। যুগে যুগে তোমার চেয়েও অতি বড়—অত্যাচারীকেও তিনি ধ্বংশ করেছেন। ঈশ্বর আছেন—তিনি ন্যায়বান বিশ্বাস কর।

সৎ সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন স্যাদ ধর্ম্মগঃ॥

নির্ম্মল বিবেক এবং সৎসঙ্গরূপ যাহার দুইটী চক্ষুর অভাব, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অন্ধ। সে অপথে গমন করিবে না কেন? সে ত ধর্ম্মপথ দেখিতে পাইবে না।

অনেক ভোগপিপাসীর নীতি বটে যে, "ও সব কিছু নয়, জোরে বা কৌশলে পরস্বাহরণ করায় আবার হয় কি?" কিন্তু সময়ে সব কোথায় যে নিশার স্বপনের মত উড়ে যায়, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন অসংখ্য ঘটনাও নিত্যই দেখা যায়। কিন্তু এরা তাতেও বুঝতে পারে না—সে যে অন্ধ।

হিত উপদেশ এরা শুনতে চায় না—উপরে যে কেহ আছে, এরা তা দেখতে পায় না। শিক্ষিত হলেও এরা অন্যায়কে ন্যায় বলতে কুণ্ঠিত হয় না—এরা নিজেকে নশ্বর বিবেচনা করে, জগতের সব মরে যায়—কেবল তারা মরবে না এই বিশ্বাস রাখে। কিন্তু সংসারের তাবৎ বস্তুই, তাবৎ জীবই নশ্বর। সব নশ্বর হলে কিন্তু সৎ নাম অমর—ইহাদের ধ্বংশের পর সে সৎ নামও থাকে না। এত যে নাম রাখিবার, ভোগ করিবার প্রয়াস, তাহার চিহ্নও থাকে না—কিছু সঙ্গেও যায় না। ইহারাই প্রকৃত দীন, যাহার ধর্ম্ম নাই, সেই ত কাঙ্গাল।

সে কাল ও এ কালের বাজার দর।

সে কালের লোকে বিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই দোল-দুর্গোৎসব করিত শুনিয়া এখন আমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া থাকি বটে, কিন্তু ঐ হাসি আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে, 'সমাচার-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রে মণ হিসাবে এই বাজার-দরটি প্রকাশিত হইয়াছিল—"বালাম চাল ১৷৵০; উত্তম গব্য-ঘৃত ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৬৲; মধ্যম ঐ ১৫৲; কাশীর চিনি ১০৲; মধ্যম ৮৷০ ইত্যাদি।"—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই বাজার দর ছিল। যে ঘৃতের মণ এখন সত্তর টাকার কমে বিক্রয় হয় না, সেই ঘী তখন পনেরো টাকা করিয়া মণ বিকাইত। যে চিনির মণ এখন ষোল টাকার কম নহে, সেই চিনির দর তখন সাড়ে আট টাকা করিয়া মণ ছিল। অতএব সে কালের লোক যে সামান্য আয়ে দোল-দুর্গোৎসব করিত, ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না।

তারপর, সে দিন ১২৫৮ সালের একখানি 'ভাস্কর' পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিলাম যে,একস্থানে তাহার লেখা রহিয়াছে,—"এ দেশে অদ্যাপি বৃষ্টির লেশ নাই, দিবাকরের এমন প্রভা আর কখন হইয়াছে এমত শুনা যায় না। বোধ করি, আর কিঞ্চিদ্দিন বারিবর্ষণ না হইলে রোগে বহুতর লোক মরিবেক। আর খাদ্য দ্রব্যাদি এমত দুর্ম্মূল্য হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। গত বৎসর যে চাল টাকায় ২৷০ মণ তাহাই এ বৎসর ১৷০ মণ, কলাই পূর্ব্বে ২৷০ মণ, এক্ষণে ২ মণ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিতে এইরূপ সকল দ্রব্য মহার্ঘ্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়াছে, দেশে আহারীয় দ্রব্যাভাবে হাহাকার শব্দ পড়িয়াছে।"—এইটুকু পড়িতে পড়িতে নয়ন-কোণে অশ্রু ঠেলিয়া আসিল! মনে হইল, আমার সোণার বাঙ্গালা কি ছিল, আর কি হইয়াছে! এক টাকা করিয়া চাউলের মণ বিকাইলে যে দেশে একদিন হাহাকার রব উঠিত, সে দেশের লোক এখন ৫।৬ টাকায় চাউলের মণ পাইলেই বর্ত্তাইয়া যায়।

ইহা ত গেল একশত বৎসর ও ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এমন কি ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে খাদ্য দ্রব্যাদির দর যেরূপ সুলভ ছিল, তাহার সহিত এখন কার বাজার-দর তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। একখানি সংবাদ-পত্রে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাজার-দর মোটামুটি এইভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—ধান টাকায় একমণ, চাউল অর্দ্ধমণ, খাঁটি সর্ষপ তৈল চারি সের, উৎকৃষ্ট মটকির ঘৃত পাচপোয়া, খাঁটি দুগ্ধ ১৬ সের, মৎস্য চারি সের। তখন তরী তরকারী এত সুলভ ছিল যে আট আনা পয়সা লইয়া বাজার করিতে গেলে মুটের আবশ্যক হইত।" এখন গড়পড়তায় ধান তিন টাকা, চাউল ৭ টাকা, ঘৃত ৭০ টাকা, দুগ্ধ ১০ টাকা, মৎস্য ৩৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। বিশুদ্ধ তৈল এবং ঘৃত এখন আকাশ কুসুমবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুধু চাউল, তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ নহে; এখন সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই দর আগুন হইয়াছে। ডাল, মসলা, গুড় চিনি, ফল মূল, এমন কি ঝাঁটা কুলা কয়লা কেরাসিন পর্য্যন্ত সমস্তই এখন দুই, তিন বা ততোধিক গুণ দরে বিক্রয় হইতেছে!

আমাদের এ শোচনীয় অবস্থার কি কোনও প্রতীকারের উপায় নাই? আমাদের ত মনে হয়, এ অবস্থার জন্য আমরাও অনেকটা দায়ী ও দোষী। আমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীর শ্যামলতা উপভোগ করিতে চাহি না, সকলেই চাই সহরে বাস করিতে। আমাদের সকলেরই সাধ ডাক্তার, উকীল বা কেরাণী হইব। কিন্তু আমাদের এই কর্ম্ম-শীলতাকে যদি সহরমুখী হইতে ফিরাইয়া পল্লীমুখী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, আমরা এই দারুণ অভাবের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাইতে পারি। পল্লীতে থাকিয়া যদি চাষ-বাস আরম্ভ করি, ক্ষেতে তরী-তরকারী লাগাই, গরু-মহিষ জন্য গোশালা রচনা করি, তাহা হইলে এতটা পেটের জ্বালা থাকে না। ডাক্তারী শিখিয়াছ বেশ কথা।—নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা কর, অল্পমূল্যে চিকিৎসা ব্যবসা কর। উকীল হইয়াছ, তাহাতেই বা গ্রামে থাকিতে ক্ষতি কি? গ্রামে গিয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও, লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া দাও। তোমরা শিক্ষিত হইয়া, 'স্বদেশপ্রেমিক' হইয়াও যদি এটুকু করিতে না পার, তবে অশিক্ষিতেরা কেমন করিয়া উন্নতি করিবে—দেশের দুর্দ্দশা মোচনই বা কেমন করিয়া হইবে? এতদিন ত দেশকে কথায় ভালবাসিয়া আসিয়াছ, আজ একটু কার্য্যতঃ ভালবাসিলে হয় না? এতদিন ত বক্তৃতায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছ, আজ উপস্থিত লোভ একটু ছাড়িতে পারিবে না? তাহা হইলে আমাদের সেই সোণার দেশ যে আবার সোণার হইয়া উঠে! এ স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত করিতে পারিবে না?

লক্ষ্মীছাড়ার দশা।

নিগ্রো কর্ম্মবীর বুকারটি ওয়াশিংটন এক দিন যে সকল কথা তাঁহার জাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথাই আজ আমাদের প্রতি-প্রয়োজ্য। তাঁহার সে লেখা পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যেন বর্ত্তমান বাঙ্গালী-চরিত পড়িতেছি। তাঁহার আত্মজীবনার একস্থলে আছে—"বড় সহরের সুফল কুফল সবই আমার স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকের আড্ডা অনেক স্থানেই দেখিতে পাইতাম। বিলাসের স্রোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। ৩৫৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিয়া কত নিগ্রো যুবক জুড়িগাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন—আমি নিজ চোখে এসব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম, পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত না, কিন্তু সংসারকে তাহারা দেখাইতে চাহিত যে তাহারা নিতান্তই গরিব ও নগণ্য নয়। আরও কত নিগ্রোকে দেখিয়াছি, যাহারা ২৫০।৩০০৲ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত—অথচ প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হইত। অত টাকা পাইয়াও তাহারা স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিত না! আরও অনেক নিগ্রোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়া কর্ত্তামী ও দেশনায়কতা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের অভাব ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। অধিকন্তু বহুলোক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। নিজে খাটিয়া অন্নের ব্যবস্থা করিতে তাহাদের চেষ্টা ছিল না। সরকারের একটা চাকরীর আশায় বসিয়া থাকিয়া জীবন নিরানন্দময় করিতে থাকিত। তাহাদের বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের খোসামোদ করিলে দু-একটা চাকরী তাহাদের কপালে জুটিবে।"—এই অতীতের অসভ্য নিগ্রো জাতির চরিত্রের সহিত আধুনিক অতি সভ্য বাঙ্গালী জাতির চরিত্র মিলাইয়া

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

দেখিলে কিছু পার্থক্য দেখা যায় কি? ঐ লেখার মধ্যে যেখানে যেখানে 'নিগ্রো' কথাটা আছে, সেই সকল স্থানে বাঙ্গালী কথাটা বসাইয়া দিলে মনে হয় বাঙ্গালী-চরিত্রের প্রতি একটুও অবিচার বা অত্যুক্তি করা হয় না।

বিলাসের প্রবল স্রোতে বাস্তবিকই আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছি। খুঁজিয়া দেখিলে নিষ্কর্ম্মালোকের আড্ডা কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫ টাকা মাসিক বেতনের কর্ম্মচারীর বহর দেখিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়; ১৫ টাকা চাকুরের পায়ে দশ টাকা মূল্যের পম্প্-সু হাতে ত্রিশ টাকা মূল্যের 'রিষ্ট্-ওয়াচ্' এদেশে নিত্য দ্রষ্টব্য। এ লক্ষ্মীছাড়ার দশা ছোট হইতে বড় সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীকেই পাইয়া বসিয়াছে। যাঁহাদের উপার্জ্জন একটু বেশী, তাহারা নিজেদের 'বড় মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য আয় ছাড়াইয়া ব্যয় নিত্যই করিয়া থাকেন। এমন 'বড় বাবু' এদেশে খুব কমই আছেন, যিনি ঋণের ভারে পীড়িত নহেন। কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যেও অনেকের 'অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ।' অনেকেই পয়সার জন্য 'পেট্রিয়ট' হইয়াছেন। অনেকের পরান্নেই সংসার চলিয়া থাকে। সুতরাং, কেমন করিয়া বলিব যে, সেকালের নিগ্রোজাতিদের অবস্থার চেয়ে আমাদের অবস্থা ভাল।

নিগ্রোরা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া সাময়িক ফ্যাসানের মোহে যখন অতিরিক্ত বিলাসভোগে মত্ত, তখন তাহা দেখিয়া বুকারটি ওয়াসিংটনের মনের ভাব যাহা হইয়াছিল, তাহা তিনি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, —"আমার সাধ হইত যে, তাহাদিগকে সম্মোহন মন্ত্রে ভুলাইয়া জীবনের যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই। আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি তাহাদিগকে সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃতি জননীর সুকোমল ক্রোড়ে বাস করিয়া তাহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। দেশের মাটিতে তাহারা একবার বসিতে পারিলে প্রকৃত সুখভোগের উপায়গুলি তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিবে। কৃষিক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য কাচা মাল তৈয়ারী হইয়া থাকে—পল্লীজীবনেই সকল জাতির যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে কৃষিকর্ম্ম করিয়াই সকল দেশের জন-সমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। এই স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যা ধর্ম্ম ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা বড় কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার ঐ কার্য্য হইয়া গেলে ভবিষ্যতের সকল উন্নতিই সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি আমি আমার 'সভুরে' নিগ্রোদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম"—বলা বাহুল্য, সহুরে বাঙ্গালী বাবুদের একথা বুঝাইয়া বলিবার মত লোক একটিও এখন দেখিতে পাই না। এদেশে সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও ব্যোমকেশ প্রভৃতি আছেন কিন্তু বুকারটি ওয়াসিংটন একটিও নাই। যথার্থ ব্যাধির চিকিৎসা করিবার জন্য কেহই ব্যাকুল নহেন নাম নাম নাম! সকলেই এ নামের জন্য পাগল, নেতাগিরি করিবার সাধ—সকলেরই! কিন্তু নেতা হওয়া কি কথার কথা! নেতা হইব বলিলেই কি নেতা হওয়া যায়! নেতা—'দাসস্য দাসঃ'—হাজার লোকের মন জোগাইয়া—তাহাদের মর্ম্মের কথা বুঝিয়া চলিতে হয়। স্বার্থপরতা, যশের পিপাসা আদৌ থাকিবে না—তবে তো নেতা!

কিন্তু একথা বুঝে কে! কেহ জাতিভেদের নিন্দা করিয়া জাতিভেদ লোপ করিবার উপদেশ দিলেন!—যেন এই জিনিষটাই আমাদের সকল উন্নতির অন্তরায়! কেহ বা হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে সামাজিক ব্যাধি রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই উপর খড়্গা ঘাত করিতেছেন। অথচ মজা এইটুকু যে যাহারা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাই উপদেশের ঠিক উল্টাপথে বরাবর চলিয়া যান। এদিকে যেটা আমাদের আসল রোগ, সেদিকে কাহারও নজর নাই বিলাস; রোগেই যে আমরা মরিতে বসিয়াছি, একথা আমরা কেহ ভাবিয়া দেখি না। 'হাত ছোট—আম বড়,' ইহাই আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি। এ ব্যাধি আমাদিগকে ক্রমশঃই অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে। দরিদ্র-জাতির পক্ষে ইহা যেরূপ সাংঘাতিক, ধনী জাতির পক্ষে ততটা নহে। অথচ এই অতি দরিদ্র জাতিই বিলাস-স্রোতে তাহার মস্তক আবৃত হইয়া আছে। বিবাহ পণ হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু সামাজিক ব্যাধি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ও করিতেছে, সে সমস্ত উহার ফল। আমাদিগকে বাঁচাইতে হইলে উহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু কে তাহা করিবে? ইহা তো বক্তৃতার চোটে দেশ-ছাড়া হইবার নহে।

দেশবাসীর সম্মুখে এখন ত্যাগের সংযমের আদর্শ ধরিতে হইবে। কিন্তু সে আদর্শ কে ধরিবে? বাঙ্গালা দেশে কর্ম্মবীর গান্ধি নাই,—স্বামী বিবেকানন্দও স্বর্গগত,—বিলাস-পঙ্ক হইতে কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে?

দর্শক।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।/০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১।০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪।/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সনস্,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ঝৌর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠ্‌তে হবে। আর দেখ ফের্‌বার বেলায় এক ডজন "ক্যাম্ফারাইডিন" যেন আন্‌তে ভুলো না।. এক ডজন কিন্‌লে ৯৲ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুহ্য রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাষ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আমুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ৷৵০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের নিদান ও লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

১১নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেগু সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যায় সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। দরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে, বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকা পুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২॥০, ছোট (অৰ্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩৬১৫, কলিকাতা

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার:

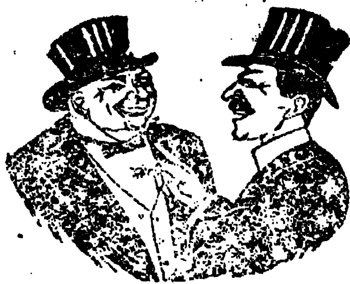
	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩।০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামপ্রবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মানুশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূহুমূহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট্ কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৫০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৩০০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৭ নং [illegible] হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৷৷০ টাকা মাত্র ।) মাসিক পত্র। (Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series. February 1919. | নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী ১৯১৯। | Vol. XIII. No 2



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত নির্গত হওয়া বা অনৈচ্ছিক স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে, স্নায়বিক, মানসিক বা দেহগঠিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।৶০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেটচূণ

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ।৵৹।

বাট্‌লিওয়ালার অলকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং অজীর্ণাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১।০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জ্বারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ৷৷০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জ্বারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on recipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট,

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না, সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— • • • is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation."

Indian Daily News.

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

• • "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

• • • "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি সত্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় • • • •

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

পুলমাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে স্বাভাবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। • • • জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবপ্রযুক্ত সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অপমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫৷৵০, ৬.০ ও ১১॥০। সুগার মোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৩১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি লইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩০ নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।৵০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

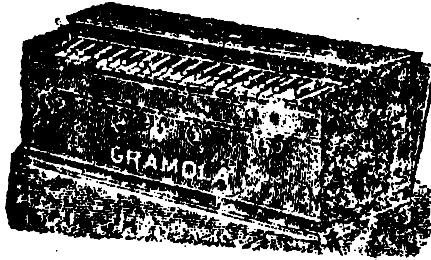
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৵০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ৫২৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬ ও ৪০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২।০ এবং মাত্র ।০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,

Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc, etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814),

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৮।১২ নং বেন্টিং ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫।৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ যুক্ত ২৫৲, ২৭।০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২।০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮।১২ নং নং বেন্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়িন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	।৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৵৵০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৵০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিলস্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্লুব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্লুব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲ ৷৶

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ⁄৴০ ২নং ।⁄০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

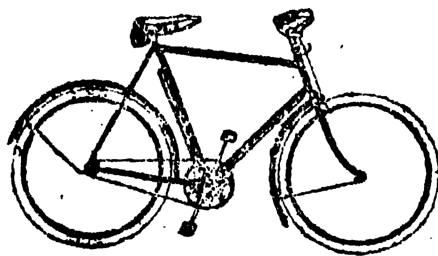


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।⁄০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।⁄০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল্‌স



টেনিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলায় আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফোন আছে, তাহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারের পীড়া হউক না। কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যৌবন, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস্ প্রভৃতি ও ফুস্ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয় :—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। | New Series February 1919. | নব পর্য্যায়। ফেব্রুয়ারি ১৯১৯। | Vol. XIII No. 2

প্রিয় গ্রাহক মহোদয়গণ। আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় 'কাজের লোক" নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে, এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিতে হইবে, যখন ভগবানের করুণায় পুর্ণজীবনলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তখন অবিলম্বেই এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইতে পারিব।

আমার অসুখের জন্য অনেক কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। যদি গতবর্ষের কোন সংখ্যা "কাজের লোক" অপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা আমাকে লিখিলে অবিলম্বে আমি সেই সংখ্যা পাঠাইয়া দিব। সমস্ত সংখ্যা একত্রে বান্ধাইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইলে তখন আর দিতে পারা যাইবে না। তখন এক সংখ্যার জন্য পূর্ণ পুস্তকখানিই লইতে হইবে ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন।

একান্ত বশম্বদ—

"কাজের লোক" সম্পাদক।

Notes of Interest
আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

বাঙ্গালী বীরের নবীন সম্মান—কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, সুবাদার মেজর শৈলেন্দ্র নাথ বসু মেসোপোটেমিয়ার রণাঙ্গনে বিশেষ শৌর্য্য প্রদর্শনের পুরস্কারস্বরূপে বাহাদুর খেতাব লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অর্ডার অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমরা এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম।

গম আমদানী।—ভারতে গমের দাম অত্যন্ত চড়িয়াছে, এ জন্য ভারত গবরমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু গম কিনিয়া ভারতে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত শনিবার গবরমেণ্টের এই কেনা গমের প্রথম ক্ষেপ গম কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। "জিডস্‌ডেল" জাহাজে ৩২৫ টন (এক টন প্রায় সাতাশ মণ) গম খিদিরপুর ডকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পাছু পাছু আরও গম বোঝাই জাহাজ আসিতেছে। আশা করি, এইবার ভারতের গমের বাজার নরম হইবে।

উড়োকলে আবরু নষ্ট।—এরোপ্লেন বা উড়োকলে এইবার বুঝি হিন্দু মুসলমানের আবরু নষ্ট হয়। সহযোগী "বাঙ্গালী" লিখিয়াছেন,—

লক্ষ্ণৌ নগরে দেখিতেছি, ভদ্রমহিলাদিগের আবরু রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। দুইখানা উড়োকল লক্ষ্ণৌ নগরের গড়ের মাঠে আছে। এই দুইখানা এরোপ্লেন সকাল ও সন্ধ্যায় অনবরত নগরের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। লক্ষ্ণৌ নগরের মহিলাগণ ছাদের উপরে যাইয়া স্নান করেন। ঠিক তাঁহাদের স্নানের সময়ে এরোপ্লেন আকাশে উড়িয়া বেড়ায়! ইহার প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পর্দ্দাই মর্য্যাদার আবরণ, সে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা লইব।

আবরণ, ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে উভয় সম্প্রদায় চটিয়া লাল হইবে। 'এম্পায়ার' ঠাট্টা করিয়াছেন, পরন্তু মেম সাহেবদের গোসলখানায় উঁকি মারিলে তোমরা সহিতে পার কি? এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকের লেখায় যত মনোমালিন্য ঘটে, এত আর কিছুতে হয় না। জিজ্ঞাসা করি, নগরের উপর এত ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়াইবার প্রয়োজনই বা কি?

আমরা বর্ণে বর্ণে সহযোগীর কথা সমর্থন করি। পুরীর সমুদ্রে মেমেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করে বলিয়া কালা আদমীর চলাচল নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সে নজীরে এরূপ ভাবে উড়োকল উড়ান নিসিদ্ধ হওয়া উচিত।

সতীদাহ—আগরা ও অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে বান্দা জেলার বাড়ণা গ্রামে এক হিন্দু দম্পতি বাস করিত। গত ১১ই নভেম্বর তারিখে স্বামীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃতদেহ যখন দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার স্ত্রীও সহমরণে যাইবে বলিল। সহমরণোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া এই সাধ্বী রমণী নৃত্যগীত করিয়া স্বামীর মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা শ্মশানের দিকে ছুটিল। চৌকীদারও ছুটিল, কিন্তু শ্মশানের দিকে নয়—থানার দিকে। এদিকে মহাসমারোহে চিতা প্রস্তুত হইল। স্বামীকে চিতায় শায়িত করা হইল। সতী হইবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে চিতায় শয়ন করিলেন, দাউ দাউ চিতানল জ্বলিল। জীবিত ও মৃত এক চিতায় ভস্মীভূত হইল। পুলিশ আসিল। তখন সব ফুরাইয়াছে। অমর দম্পতি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। পুলিশ সাহায্যকারী বলিয়া কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিল। বিচারে কয়েক জনের কারাদণ্ড হইয়াছে!

বিষাক্ত কালী—"বেঙ্গলী"তে একজন লিখিয়াছেন যে, আজকালকার কেরাণী ও ছাত্রদের মাথাধরা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগের জন্য লিখিবার কালী অনেকটা দোষী। আজকালকার লিখিবার কালীতে এক প্রকার বিষাক্ত এসিড আছে। যদি এই বিষাক্ত কালীর অতি অল্প মাত্রাও কোন রকম করিয়া শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে। যাহারা সর্ব্বদা লেখার কাজ করে, তাহাদের শরীরে কালী প্রবেশ করিবেই, তাহা হইলেই আস্তে আস্তে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবেই। "বেঙ্গলী"র লেখকের কথা সমূলক কিনা, আশা করি বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ তাহার পরীক্ষা করিয়া সাধারণে প্রচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টও বিশেষজ্ঞের দ্বারা ইহার পরীক্ষা করান। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। হায়! আমাদের সে কালের বিনামূল্যের বহুকাল স্থায়ী সুন্দর নির্দ্দোষ কালীর পরিবর্ত্তে আজ এই সব বহুমূল্য বিষাক্ত কালী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইতে বসিলাম। এদিকে তেল, ঘি দুধ প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, ওদিকে মফস্বলে সুপেয় পানীয় জলের অভাব, সে দিকে রেলের বাঁধ প্রভৃতিতে জলনিকাশী পথরোধের ফলে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে দেশ উৎসন্ন, দুর্ম্মূল্যতায় পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, রোগে ঔষধ নাই, তাহার উপর যদি আবার লিখিবার কালীতে বিষ লেখকের শরীরে সংক্রামিত হইয়া শরীর নষ্ট করে, তাহা হইলে বল মা তারা দাঁড়াই কোথা? বঙ্গবাসী।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

গত শুক্রবার অপরাহ্ণে কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'শিক্ষা' বিষয়ে এক সুচিন্তিত সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষার আয়োজন হইলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবাসী আপনার দেয় প্রদান করিয়া সগৌরবে সসম্মানে জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতে পারেন, কবিবর সুকৌশলে নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কর্ত্তব্য আছে। তাহাকে আপনার চিত্ত প্রদীপ অনির্ব্বাণ রাখিবার জন্য সতত সচেষ্ট রাখিতে হইবে। যে জাতি আপনার জ্ঞানবর্ত্তিকা নিভাইয়া ফেলিলেন; বিশ্বযজ্ঞে তাহার কোন আসন থাকিবে না। যে জাতির স্বকীয় জ্ঞান প্রদীপ নাই, সেই জাতির পরম দুর্ভাগ্য। আবার সেই জাতি অধিকতর দুর্ভাগ্য, যে জাতি আপন ঘরের জ্ঞান বর্ত্তিকার খবরই জানে না।

ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের স্বকীয় দর্শন বিজ্ঞান আছে। স্বকীয় জ্ঞান রশ্মির শুভ্রালোকে ভারতবর্ষ জীবনের যাবৎ রহস্য আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ আপনার জ্ঞানবলে সত্যকে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, চিনিয়া লইয়াছেন। যে ধীশক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের শিক্ষা ঐ ধী বিকাশের অনুকূল করিতে হইবে। এই দেশে এমন শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে যে, সেই শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষ যেখানে যে সত্য পাইবেন, তাহা আপন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে। মনের এমন বিকাশের জন্য সুশিক্ষকের নিকট যথোচিত উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

আদান প্রদান।

সুশিক্ষার জন্য ভারতের বিক্ষিপ্ত ধীমান্‌দিগকে একই শিক্ষাকেন্দ্রে মিলিত করিতে হইবে। এইরূপ সম্মিলন যখন সত্য হইবে, তখন ভারতবর্ষ এক হস্তে জ্ঞান যেমন বিতরণ করিবেন, অপর হস্তে তেমনই গ্রহণ করিবেন। আমাদের হস্ত যেমন পাইবার জন্য, তেমন দিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষার পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা। সুবিজ্ঞ সুধীরা একস্থলে মিলিত হইবেন; সেখানে জ্ঞানের এমন উৎস সৃষ্টি হইবে যে, উহা হইতে বিভিন্ন স্থানের রসধারা আপনি উৎসারিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাতরু যদি দেশের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সজীব ও স্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই ঐ বনস্পতি ফলদান করিতে পারে। সঞ্জীবনী।

অস্ত্র আইন সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাব।

অস্ত্র আইন কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল যাবৎ উহা আলোচনা করিতেছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত এক কমিটি উহা আলোচনা করিয়াছেন। সেই কমিটির রিপোর্ট মতে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন—

১। ব্রহ্মদেশ, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন আর কোন স্থলে আগ্নেয় অস্ত্র ভিন্ন অপর অস্ত্র এবং অতি প্রাচীন ধরণের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারে কোন বাধা থাকিবে না। বিশেষ কোন স্থলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবেন।

২। ইংরেজ অস্ত্র রাখিতে পারিবে, ভারতবাসী পারিবেনা এইরূপ বৈষম্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তবে যাহাদের উপর অস্ত্র আইনের বাধা থাকিবে না, তাহাদের নাম তালিকায় ভুক্ত থাকিবে।

৩। এই সকল ব্যক্তিকে তাহাদের অস্ত্র রেজিষ্টী করিতে হইবে না। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে এই ক্ষমতা থাকিবে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে রাইফেল, রিভলবার এবং পিস্তল রেজিষ্টী করিতে বলিতে পারিবেন।

৪। যে সকল ভূম্যাধিকারীর সহচরগণ এখন অস্ত্র আইন হইতে মুক্ত আছেন, এখন হইতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অস্ত্র ব্যবহারে স্বাধীনতা পাইবেন। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অস্ত্র বৎসর অন্তর রেজিষ্টী করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা রাইফেল ব্যবহারের লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

১। গবর্ণমেণ্টের উপাধিপ্রাপ্ত, কেইজারী হিন্দ্‌ মেডেল বা সরকারী সম্মানের প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত।

২। ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব্ব বা অধুনাতন সদস্য।

৩। পথকর বা পাব্‌লিক ওয়ার্কস কর ২৫০ টাকার বেশী দেন।

৪। যিনি ৩ বৎসর যাবৎ ন্যূনকল্পে ৩ সহস্র টাকা আয়ের উপর আয় কর দিতেছেন।

৫। ২৫০ টাকা ও উর্দ্ধ বেতনের সরকারী আমলা।

৬। জল, স্থল, সৈন্য বিভাগের কমিশন।

৭। যাহারা সরকারী চাকরীকালে ৫ ও ৬ দফা ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা পেন্সেন প্রাপ্ত হইলেও উক্ত অধিকার পাইবেন।

৮। যাহারা এতকাল লাইসেন্স পাইয়াছেন, কিন্তু এখন এই সকল নিয়মের মধ্যে পড়েন না।

আবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

বাঙ্গালার স্যানিটারি কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি আবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, বাঙ্গালায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আর এক দফা অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিবে—ইহাই নাকি শেষ কামড়। এই কামড়ে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে?

বাঙ্গালার স্যানিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী এই উপদেশ দিয়াছেন যে, যখনই কোন স্থানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হইবে, তখনই প্রতিদিন তিনবার দারচিনির তৈল দুই ফোঁটা, গরমজলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রোগীর থুথু, কফ এমন কি নিঃশ্বাস হইতে ঐ রোগ হইতে পারে। রোগীকে পৃথক রাখা উচিত। শুশ্রূষা কারীরা নাক ও মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রোগীর সেবা করিলে রোগাক্রান্ত না হইতে পারে।

লণ্ডন হইতে নিউজিলাণ্ড ১২০০০ মাইল ব্যবধান। একজন প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই এমন টেলিফোন বসান হইবে যে, লণ্ডনে বসিয়া নিউজিলাণ্ডের লোকের সহিত আলাপ করা যাইবে।

আমেরিকার আজগুবি হোটেল—এক সময়ে চীন আজবগুবির দেশ ছিল, এখন আমেরিকা উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক নগরে পেনিসেল্‌ভেনিয়া হোটেল নামে এক হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

ইহা এক বিরাট ব্যাপার। আমরা এদেশে অত্যাধিক ৪ বা ৫ তলা বাটী দেখিয়াছি। কিন্তু এ হোটেলের ২৭ তলা! তথাপি নামা উঠার কোন কষ্ট নাই, কলে বিনা শ্রমে নামা উঠা হয়। হোটেলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২,৩০০, তাহাদের বেতনে বাৎসরিক ৩৯ লক্ষ টাকা পড়ে। আমাদের দেশে এত বড় জমিদারও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

হোটেলে ২,২০০ শয়ন গৃহ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্র স্নানের ঘর ও পাঠ খানা সংযুক্ত। প্রতি গৃহের দ্বারে একটী একটী বড় বাক্স লাগান আছে, তাহা ঘরের ভিতর ও বাহির উভয় দিক্ দিয়া খোলা যায়। অভ্যাগত ব্যক্তি, তাহার কাপড় জুতা প্রভৃতি পরিষ্কারের প্রয়োজন হইলে, গৃহের দ্বার না খুলিয়া কাহাকেও না ডাকিয়া ঐ বাক্সের ভিতর রাখিয়া দেয়, হোটেলের চাকর বাহির হইতে তাহা লইয়া গিয়া কার্য্য সমাপন হইলে পুনরায় সেই বাক্সে রাখিয়া যায়। অভ্যাগতের আহারের দ্রব্য সকলও বাহির হইতে ঐ বাক্সের ভিতর দিয়া ঐরূপ সরবরাহ হয়। অভ্যাগতের সকল প্রয়োজন যেন অদৃশ্য দূত-দ্বারা সমাধা হয়। নিউইয়র্কে এই শ্রেণীর ৩০০ ছোট বড় হোটেলের আছে, এবং তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষের অধিক শয়ন গৃহ ও এক লক্ষের অধিক কর্ম্মচারী আছে।

সময়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পুরস্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক প্রবন্ধের বিষয়।

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র লালের স্থান।

(২) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

(৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

(৪) রামগোপাল-রোপ্যপদক -স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

(৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

পুরস্কার।

(৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষার্থি (২১,) এমার্সনের চিন্তা-প্রণালীর সহিত ভারত বর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫,) নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—প্রবন্ধ গুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধ গুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

একটী মোহর।

(১)

আমিনগঞ্জের কোন কুটীরে এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা রোগ শয্যায় শয়ানা ছিল, তাহার শয্যার উপর তাহার একমাত্র কন্যা দীপিয়া নিজ শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিল, বৃদ্ধা কন্যার দক্ষিণ করখানি আপন বক্ষে লইয়া বলিল, "মা! যে রকম দেখ্ ছি, এ রোগ থেকে আর নিস্কৃতি নাই, তবু তুজনে দুঃখ মেহন্নত করে এনে তোমাকে আর সুন্দরকে পালন কর্ছিলাম, আমি গেলে লছমন একা রোজগার করে সংসার করতে পারবে কি?" মেয়ে অশ্রু সজল চক্ষে বলিল,—"মা! তুমি গেলে আমি কি করে থাক্‌বো?"

মা মেয়ের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, "দেখ্ মা, পাপ মা কারো চিরদিন থাকে না, যার হাতে পড়েছ, সে মন্দ লোক নয়, আশীর্ব্বাদ করি, মনের সুখে থেকো।" যুবতী সে কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু তাহার স্বচ্ছ নয়ন দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বৃদ্ধার বক্ষের আবরণ ছিন্ন কন্থার উপর পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিল, "দেখ্ দীপিয়া! তাকের উপর ঐ যে বাক্সটা রয়েছে, এইখানে নিয়ে আয়তো। দীপিয়া ক্রোড়স্থ সুন্দরকে তাহার মাতামহীর বিছানায় বসাইয়া হাতে একটী ঝুনঝুনী দিল; শিশু লাল খেলনাটী উদরস্থ করিবার প্রয়াসে দন্তহীন মুখে পুনঃপুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিল; মুখের লালা চই কস বহিয়া বক্ষে ও উদরে পড়িতে লাগিল, ইত্যবসরে যুবতী বাক্সটীর ধুলা ঝাড়িয়া মাতার শয্যার উপরে স্থাপন করিল, বৃদ্ধা কটিদেশ হইতে চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিয়া একটী কাগজের মোড়ক বাহির করিল, মোড়ক হাতে লইয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিল;—

"আমি খুব বড় লোকের একমাত্র মেয়ে,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমার স্বামী গরীবের ছেলে, আমার বিয়ে হ'বার পরেই, মা বাবা মারা গিয়ে, অনেক টাকা কড়ি হাতে পড়ে তাঁর স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, একটী কুচরিত্রা স্ত্রীলোককে তিনি অনেক টাকা দিয়েছিলেন, আর জুয়া খেলায় রাশি রাশি টাকা উড়ে গেল, শেষে যখন আর কিছু নাই, তখন তিনি বল্লেন, "কিছু টাকা পেলে একটা ব্যবসা করি, আর এ সব স্বভাব পরিত্যাগ করে, তুমি আমি আর ছোট মেয়েটীকে নিয়ে পবিত্রভাবে সংসার করি।" আমি খুব আনন্দিত হয়ে আমার শেষ কপর্দ্দক অবধি সংগ্রহ করে, তাঁকে দিলাম, তোমাকে বুকে করে পরের কুটীরে ভাড়া নিলাম, তুমি তখন খুব ছোট।

তিনি বিদেশ গিয়ে ব্যবসা করবার মতলব করেছিলেন, কেন না টাকা সামান্য. দেশে থেকে সুবিধা নয়, তাই যাবার দিন একটী মোহর আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমাদের হাতে একটী পয়সাও রইল না দেখে গেলাম, আমি গিয়েই তোমায় টাকা পাঠাব, আর এই মোহরটী তুমি গলায় রেখো, আমার চিহ্ন, অভাবে পড়ে বেচে ফেল না।" তার পর কত বছর কেটে গেল, তাঁর আর কোন সন্ধান পাই নাই, আমার বোধ হয়. তিনি বেঁচে নাই। আমার উপর দিয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট গেছে, কতদিন অনাহারে কাটিয়েছি, ধনীর আদরের দুহিতা হয়ে শারিরীক পরিশ্রমে দিনপাত করেছি, কিন্তু মোহরটী নষ্ট করি নাই।"

মোড়ক খুলিয়া একটী কারে গ্রথিত মোহরটী যুবতীকে পরাইয়া নারী আবার বলিতে লাগিল, "এই সেই মোহর, কখনও একে নষ্ট করো না। মৃত্যুকালে তোমার ছেলেকে দিও, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত গুরু জনের আশীর্ব্বাদটী যেন বংশপরম্পরায় বংশে রক্ষা করা হয়। বড় আক্ষেপ রইলো, তাঁর জিনিষটী কত যত্ন করে যে রেখেছিলাম, তাঁকে আর তা দেখাতে পারলাম না। ওটী আকবরী মোহর, ঘরে রাখ্‌লে সংসারে লক্ষ্মী অচলা থাকে, তাই একজন বড়লোক আমায় অনেক টাকা দিয়ে ওটী চেয়েছিলেন, তখন আমার বড় কষ্ট, বাড়ীতে তুই ক্ষিদেয় কাঁদছিস তবুও আমি দিই নাই, সেইদিন মনের কষ্টে পরের চাকরি স্বীকার করলেম।" বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল, দীপিয়া অসীম স্নেহে অঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইতে লাগিল। তাহার কয়েক দিন পরেই বৃদ্ধা মানব লীলা সংবরণ করিল।

(২)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছিল, দীপিয়া কুটীরে প্রদীপটী জ্বালাইয়া দিয়া সুন্দরলালকে ঘুম পাড়াইতেছিল, তাহার অসম্বন্ধ নিদ্রাগীতির অস্ফুট শব্দে "আ যারে নিদিয়া তু আ যারে আ মেরে বালে কা আঁখি পর নিদ দিয়ে যা।" শুনিতে শুনিতে সুন্দর শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সাবধানে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া সাবধানে তাহার কোমল গণ্ডে একটী চুম্বন দিল, শিশু সন্তানকে চুম্বন করিয়া মাতার হৃদয়ে যে পবিত্র সুখ, যে শান্তি, এ জগতে বুঝি তাহার তুলনা নাই। তাহার পরে দীপিয়া প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। স্বামীর এবং নিজের জন্য রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, লছমন আসিলে তাহাকে দিবে ও নিজেও খাইবে।

বাহিরে যেন পদশব্দ শুনা গেল, দীপিয়া আগ্রহময় চক্ষে দ্বারের প্রতি চাহিল, ২।৩ জন লোক ধরাধরি করিয়া লছমনকে আনিয়া শয্যায় শোয়াইল, এবং তাহাকে জানাইল লছমনের পক্ষাঘাত হইয়াছে। তাহারা তো চলিয়া গেল, বিদেশে অসহায়া যুবতী অচেতন স্বামী ও শিশু পুত্রকে লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, আজ কয়েক মাস মাত্র সে এই গয়াতে স্বামীর কর্ম্মস্থানে আসিয়াছে, কাহাকেও চেনে না শুনে না, হাতে পয়সাই বা কোথায়, চিকিৎসাই বা হয় কিসে, খায় বা কি?

* * *

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহার হেমরশ্মি গাছে পালায় কনকচ্ছটা প্রকাশ করিতেছে, চিকিৎসাতে লছমন বাকশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং জীবনেরও কোন ভয় নাই, তবে কিছুদিন চিকিৎসা চলিলে তবে আরোগ্য হইবে, শয্যা হইতে উঠার ক্ষমতা নাই। আজ লছমনের শয্যার উপর বসিয়া দীপিয়া বলিল, "রোগের খরচ দূরে যাক, আমাদের তিনটী প্রাণীর আহার চাইতো! তাই একটা মতলব করেছি, আমাদের ঐ সাম্‌নের বড় বাড়ীতে লালা শীতলপ্রসাদ বলে একজন থাকেন, ওঁদের বাড়ী একজন লোকের দরকার, আর কিছু নয়, শুধু ভাঁড়ার দেওয়া, আর ছেলেদের খাওয়া দাওয়া দেখা, কুটনো কোটা এই কাজ, তা' করলামই বা। ঘরেও তো আমরা ও সব করি, অথচ ১২টা করে টাকা ঘরে আস্‌বে, তা'তে আমাদের খাওয়াটা চলে যা'বে। কি বল তুমি?"

লছমন বিষাদে বাতায়নের পথ দিয়া বাহিরের নীলাকাশ প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন উত্তরই দিল না।

দীপিয়া একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল, "তুমি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিলেই আমি যেতে পারি। বেশীক্ষণ নয়, সকালে ঘণ্টা চারেক, আর বিকালে ঘণ্টা চারেক হলেই কাজ হয়, বাকী সমস্ত দিন ঘরেই তো থাকবো।"

শুধু চক্ষের দুটী ধারা দিয়া লছমন স্ত্রীর কথায় সম্মতি জানাইল, একটু পরে বলিল, "সুন্দরকে কে দেখ্‌বে?" দীপিয়া একটু ম্লানমুখে বলিল, "আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে,

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

হাতে খেলনা দিয়ে, তোমার বিছানার কাছে ঐ জানলাটাতে ওর পেটে বড় দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে যাব।"

স্বামী স্ত্রী উভয়েই নীরব, ক্ষণপরে লছমন বলিল, "এর চেয়ে দীপিয়া আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, তবু তোমার একটা ভার কমতো।" দীপিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া কথা বন্ধ করিল।

লালা শীতল প্রসাদ বাবুর স্ত্রী দেখিতে খুব স্থূলকায়া, একটু বেঁটে খাট, রং গোলাপী মিশ্রিত সাদা ধবধবে, মুখ খানি গোলাকার ও হাসি হাসি, নাসিকায় বিশাল নথ, হস্তে তাড়, কঙ্কন, চুড়, বাঁক প্রভৃতি অতি মোটা মোটা পাকা সোণার গহনা, মোটা মোটা যুগল পায়ে রূপার টাইট তুইগাছি মল, গলায় পাকাসোণার অতিশয় ভারি হাঁসুলী, পরনে সাটীনের কুর্ত্তা ও জরীদার ফিকে নীল সাড়ী। দীপিয়া এই অন্নদাত্রী গৃহিণীকে ভক্তি করে ও ভালবাসে।

একদিন গৃহিণী তাঁর বধুকে বলিতে ছিলেন, দেখ বহু, ঐ যে বহু কাজ করতে আসে, ওর গলায় একটা আকবরী মোহর আছে, দেখেছ? শুনেছি ও মোহর ঘরে থাকলে লক্ষ্মী অচলা হয়, ঐটা ভুজং ভাজাং দিয়ে নিলে হয়।"

পুত্র বিষণদয়াল বলিল, "যদি লক্ষ্মী অচলাই হয়, তবে এখন তো লক্ষ্মী ঐ বহুর গলায় ঝুলছে; ওর অমন অবস্থা কেন? মা খুব রাগিয়া বলিলেন, "কলেজে পড়ে ঐ সব হচ্ছে, রোস, কর্ত্তাকে বলে তো'র কলেজ ছাড়াচ্ছি।" বিষণ হাসিয়া বলিল, "হাঁ সত্যি কথা বললেই কলেজ ছাড়া'বে।"

সন্ধ্যাবেলা গিন্নি বলিলেন, "হাঁরে বহু! তো'র ছেলেটাকে একদিন আনিস্‌নি কেন?" দীপিয়া বলিল, সে মা বড় দুষ্ট, এসে আমায় ব্যস্ত করবে। গিন্নি বলিলেন, 'তা' হো'ক একদিন আনিস। তা হাঁরে বউ, তো'র গলায় ও আকবরী মোহরটা কেন? ওটা বেচ্‌লে তো'র গলায় হাঁসুলী হয়, কি দানা হয়, ওর যে দাম আছে।" দীপিয়া বলিল, তা' হয়, কিন্তু এটী পুরান জিনিস, তাই রয়েছে।"

গিন্নি। কেন? ওটী বেচে হাঁসুলী করা'না।

দীপিয়া। না মা ঐ থাক্! আমার আবার হাঁসুলী। বলিয়া চক্ষু মুছিল। গিন্নি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আহা এমন দিন কি তো'র চিরদিন থাক্‌বে? দেখিস্ তোর স্বামী ভাল হ'বে। কিন্তু ঐ মোহরটা আমাকে বেচ্‌বি? ওটা আমার বড় পছন্দ হয়েছে।

দীপিয়া। না মা মাপ করুন, এটী আমার মা'র জিনিস, আমি বেচ্‌বো না।

গিন্নি। তা থাকুক, তবে যদি কখন বেচিস্, তবে আমি তো'র খদ্দের রইলাম। সেদিন আর কথা হইল না।

দীপিয়ার অর্থে উদর পোষণ হয় বটে, কিন্তু লছমনের ঔষধ পত্র হয় না, লছমন কি চিরদিন এমনই পড়িয়া রহিবে? একদিন উভয়ে পরামর্শ করিয়া কবিরাজকে ডাকাইল, অনেক কথার পর কবিরাজ বলিলেন, "যখন তোমরা এত গরীব, তখন আমি কিছু নিতে চাই না, কিন্তু আমায় ৫০টী টাকা দিলে জিনিস পত্র কিনে ঔষধ করে দিই, আর আমি কথা দিচ্ছি, সে ওষুধ একমাস খেলে আর মালিস করলে, রোগ আরাম হ'বেই হ'বে।"

৫০টী টাকা মাত্র, দিতে পারিলেই লছমন আগে যেমন ছিল, তেমনি হ'বে না, হইলে চিরদিন এই ভাবেই কাটিবে, সর্ব্বনাশ! ওগো কেহ কি ৫০টী টাকা দিয়া এ মহাবিপদের স্রোত ফিরাইয়া দিতে পারে না? কে দিবে? এই কোলাহলময় জগতে, সকলে আপনাপন স্ত্রীপুত্র লইয়া তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া ব্যস্ত, পরের জন্য ৫০ টাকা জলে ফেলিয়া কে দিবে? একটী উপায় আছে, ঐ যে মাতৃদত্ত মোহরটী, ঐটীই এ বিপদে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু ও মোহর নষ্ট করিবে? তা'র চেয়ে দীপিয়ার হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু এই জগতে বিষয়ী সংসারী লোকের আবাসস্থলে, দীপিয়ার হৃদপিণ্ডটী নিতান্তই মূল্যহীন, অসার, তাহাতে দুনিয়ার কাহার কি হইবে? মোহরটীর মূল্য আছে, তাহা দ্বারা জগৎ স্ত্রীপুত্রের সুখ স্বচ্ছন্দতা কিনিতে পারে আবার বিপদ সাগরে ভাসমানা নারীর মোহরের ন্যায্য মূল্যই বা কি দিবে? তাহার গরজ দেখিয়া ১০৲ টাকা উচিত মূল্য স্থলে ২৷৷০ টাকায় রফা করিয়া সংসার বাজারে চতুর আখ্যা লইতে চাহিবে! এক ভরসা, শীতল বাবুর স্ত্রী, সেই ঠিক, সন্দেহ নাই যে তিনি লইবেন। লছমন ভাল হইয়া সংসার করিবে, দীপিয়া না হয়, আরো ৫ মাস পরের দাসীত্ব করিয়া, মোহরটী উদ্ধার করিবে এই মতলবই ঠিক।

সকালে উঠিয়া দীপিয়া অশ্রু মুছিয়া মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মোহরটী খুলিয়া হাতে লইয়া লালাজীর বাড়ীতে গেল, স্বামীনীকে বলিল, "মা! বড় দায়ে পড়ে এই মোহরটী তোমাকে দিতে চাচ্ছি। ৫০টী টাকা আমাকে দিতে হ'বে, পরে আমি কিন্তু ৫০টী টাকা দিলে তখন আমাকে আবার ফেরত দিতে হ'বে। সুদও দেব।"

গিন্নি ভাবিলেন, "ও মোহর ঘরে এলে হয়, আর তুমি ও নিতে পেরেছ, আমি ও আর দিয়েছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেব বৈকি! এতো তো'র ঘরের কথা বহু!" ৫০টী টাকা তাহার হাতে দিয়া মোহরটী লইয়া আহ্লাদে উপরে গেলেন। শীতল প্রসাদ বাবু স্নানান্তে পূজা সারিয়া দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া খাতাপত্র দেখিতে ছিলেন, গৃহিণী

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গিয়া সাহ্লাদে বলিলেন, "ওগো দেখ, সেই যে মোহরের কথা বলেছিলাম না, এই দেখ, আজ সে ৫০৲ টাকা নিয়ে আমায় দিয়েছে, আমার এত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হ'ল।"

স্বামী মোহর হাতে লইয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ! এ যে আমি চিনি, তা'কে ডাক দেখি!"

দীপিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আসিয়া প্রণাম করিল, লালাবাবু বলিলেন, "তুমি সত্য করে বল, এ মোহর কোথায় পেলে?"

দী। মা দিয়েছেন।

লালা। মা কোথায় পেয়েছেন?

দীপিয়া তখন সভয়ে মোহরের কাহিনিটী খুলিয়া বলিল, লালাবাবু বলিলেন, "তবে সে অভাগিনী বেঁচে নাই? তা'র কোন ফটো আছে?" দীপিয়া বাড়ী গিয়া একখানি পুরাতন ফটো আনিল, মা'র কোলে শিশু দীপিয়ার চিত্র। লালাজী আলমারী খুলিয়া তদনুরূপ আর একখানি আনিয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার কাছেও একখানি আছে, দীপিয়া আয় মা কাছে আয়,তুই আমারি মেয়ে, আমিই ঐ মোহর দিয়ে গিয়েছিলেম, এই দেখ আমার নাম।" মোহরের উপর লৌহ কিলক দ্বারা স্পষ্ট S এই অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখিয়া বিস্ময়ে দীপিয়া পিতার পদধূলী মাথায় লইল, ও পরে মা'কে প্রণাম করিল।

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা তুই আমার মেয়ে, তাই তো'কে দেখে আমার মায়া হ'ত।"

শীতল বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাদের ছেড়ে বিদেশে গিয়ে প্রথমে মনোহারী দোকান খুলি, পরে উন্নতি হয়ে হয়ে এখন লক্ষ ২ টাকার মালিক হয়েছি, আমি বরাবরই অব্যবস্থিত চিত্ত, তাই নিরপরাধিনী স্ত্রী কন্যার বিনাদোষে খোঁজ করি নাই, বরং মাঝে এঁকে বিয়ে করে ছিলাম, এই সব ছেলে মেয়ে হয়েছে, একেবারে তোমাদের মনে করিনি, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের জন্য অনুতাপ হ'ত। একবার তোমাদের খোঁজও নিয়েছিলাম, খোঁজ পাই নাই, বড় কষ্ট যে তা'কে আর সুখী করলাম না।

মা বলিলেন "তবে দীপিয়া! তো'রা এই বাড়ীতেই উঠে আয়।" দীপিয়া বলিল, "সে অসুখ মানুষ কি করে আসবে?" কর্ত্তা বলিলেন, "পাল্কী করে আনা'ব তখন।"

লছমনের চিকিৎসা ভাল ডাক্তারে করিতে লাগিল, ক্রমে সে আরোগ্য হইল। একদিন শীতল প্রসাদ দীপিয়াকে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, "আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক তোমাকে এইতে দান করলেম, কাগজখানি রেখে দাও।" দীপিয়া কাগজখানি চারখণ্ডে ছিঁড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা! ওসবে আমার কাজ নাই, আমার মা না খেয়ে মরেছে, আমি তোমার বিষয় নেবনা, আমার স্বামীকে যে ভাল করে দিয়েছ, তাই ঢের। তা'র একটী চাকরী হ'লেই আমি এখান থেকে চলে যা'ব।"

শীতল প্রসাদ কথা কহিতে পারিলেন না, অভিমানিনী কন্যার ললাটে, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

যেদিন লছমনের চাকরী হইল, তার পরদিনই দীপিয়া স্বামী পুত্র লইয়া কুটীরে যাইতে প্রস্তুত হইল, তাহার মা বলিলেন "না বাছা, সেখানে আমি তো'দের যেতে দেবনা।" কন্যা মাতার বুকে মাথা দিয়া বলিল,"মা! বিয়ে হ'লে কি আর বাপের বাড়ী থাকে? সীতামায়ী রঘুনাথজীর সঙ্গে বনে গিয়ে ছিলেন, মা হয়ে মেয়েকে ঐ সব শিক্ষা দাও মা।"

একদিন দীপিয়ার কুটীরে লালা শীতল প্রসাদ বাবু গিয়া বলিলেন, "দীপিয়া! তো'কে দিচ্ছিনা, আমি ভাইজী সুন্দর লালকে আমার অর্দ্ধেক বিষয় যৌতুক দিচ্ছি। আমায় দিতে দে মা, না হলে আমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না যে!"

তা'র পর যে সুন্দর বাঁধা থাকিত, সে পেরাম্বুলেটারে চড়িয়া দাসী সহ হাওয়া খাইতে যাইত। গ্যাসালোকিত ত্রিতল অট্টালিকায় স্প্রিংয়ের গদিতে মখমলের বিছানায় শুইয়া লছমন বলিত, "ও দীপিয়া! এ কি রে? এতে যে ঘুম হয় না!" দীপিয়া হাসিয়া বলিত "আমারো তাই, অনভ্যাস কিনা!" উভয়ের হাস্যরবে গৃহ মুখরিত হইত।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সমাপ্ত।

অভিজ্ঞের উপদেশ।

আত্মাকে কলুষিত করিও না, ইহাতে সমগ্র জাতির নিকট তুমি অপরাধী হইবে। দেশের যাবতীয় অনিষ্টের জন্য তুমি ভগবানের নিকট দায়ী হইবে।

তুমি নীচ স্বার্থের বশীভূত হইয়া স্বীয় পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিয়া যদি পরস্বাপহরণ কর—তাহাতে তোমারই ঘোর অনিষ্ট। তুমি সেই অপহৃত সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইবে না। কেন? যে হেতুক অনুতপ্ত বহু ব্যক্তি তোমার ধ্বংসকামনা করিবে—না করিয়াই থাকিতে পারে না। কারণ সে দুর্ব্বল, সে—কোন কারণে তোমার নিকট বাধ্য—তুমি সেই সুবিধা সুযোগ লইয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাক। কিন্তু তাহার কাতর হৃদয় প্রতি সেকেণ্ডে উত্তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস না ফেলিয়াও থাকিতে পারে না—সে তোমার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নীরবে তোমায় ধ্বংস কামনা করিবে, ইহা তো স্বাভাবিক।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"

কামনা উচিত হৌক, আর অনুচিত হউক, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অহরহ চিন্তায় তাহা সিদ্ধ হইবেই।

আমি যাহা মনে করি, তাহা সত্বর বা বিলম্বে ফলে। রোগীর অমঙ্গল চিন্তায় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, শুভ চিন্তায় শুভ ফলিয়া থাকে, ইহা সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণ ও স্বীকার করেন। ইহারই নাম Will-force ইচ্ছা শক্তি। ইহা বৈজ্ঞানিক তথ্য, অতি সত্য। সুতরাং তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তুমি মদগর্ব্বে অন্ধ, তাই তুমি এই মহাতথ্য বুঝিতে পার না। তোমার বিষয় পিপাসা ধনলিপ্সা পূর্ণ হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত, কেননা তুমিও ঐ ভাবনাই অহরহ করিয়া থাক, তাই তাহা পূর্ণ হইবেই—কিন্তু অন্য দিকে তোমার অত্যাচার জনিত ব্যথিত হৃদয়ের, অহরহ তোমার ধ্বংস চিন্তাও বিফল হইবার নহে। সুতরাং সাবধান হও। ধ্বংসকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আর অগ্রসর হইও না।

বাসনাকে সংযত কর, লোকালয়ে বসবাস করিতে হইলে লোকের প্রতি অন্যায় করিলে চলিবে না—লোক নারায়ণ। প্রত্যেক আত্মায় সেই হৃষিকেশ বিরাজিত—লোক অশ্রদ্ধেয় নয়—লোকের কল্যাণকামী হও, লোকের কল্যাণ কামনায় তোমার শুভ হইবে। কল্যাণময়ী চিন্তায় কল্যাণই হইয়া থাকে।

মনের অগোচর পাপ নাই। তুমি জান সবই। তুমিও যেমন জান, অপরেও তাহা বেশ জানে। তবে তুমি প্রবল—কোন রকমে সে তোমাকে পারে না, তাই নীরবে কান্দে—নীরবে তোমার ধ্বংস কামনা করে। সে কামনা সিদ্ধ হইবে।

যদি সে তোমার সমকক্ষও হয়, তাহা হইলে তোমার অত্যাচার সহ্য করিবে না তাহাতে মামলা মোকর্দ্দমার দ্বারা দেশ হীন হইবে। এ অনিষ্টেরও তুমি মূল। কত সংসার ধ্বংস হয়, দেশের স্তম্ভ স্বরূপ কতজন দারিদ্রের পেষণে দুশ্চিন্তায় মরিয়া যায়, তাহাদের নিরীহ স্ত্রী পুত্র অসহায় হইয়া তোমার কি চক্ষে দেখে বা দেখিতে পারে, একবার ভাব কি?

দেশ স্তম্ভ হীন হইতে থাকে, সুতরাং সমগ্র দেশের অনিষ্ট সাধন করা হয়। তুমি অর্থ-বলে—বুদ্ধি-বলে জয়ী হইতে পার, তোমার সাধনা সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরিণাম শুভ নহে।

কেন তুমি অপরের হৃদয়ে আঘাত করিবে? কার জন্য অনধিকারকে অধিকার করিয়া লইবে? সৎপথে শান্তি—তাহাই ইহ জীবনে স্বর্গ—অসৎ পথে অশান্তি—অহরহ অশান্তি—তাহাই নরক, হায় হায় স্বেচ্ছায় কেন গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া পড়িয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ কর—প্রতিনিবৃত্ত হও—ওতে নিজের অশুভ—ওতে কোন লাভ নাই। হলাহল পান করিও না, ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর, তোমার শুভ হইবে।

রামকৃষ্ণপুরের চাউলের কাজ।

কলিকাতা ও কলিকাতার সন্নিহিত চেতলা ও রামকৃষ্ণপুরে ধান চাউল বিক্রয়। চেতলায় চাউল বিক্রয়। চেতলায় চাউল অপেক্ষা ধান অধিক আমদানী হয়। চেতলায় রেঙ্গুন চাউলের ও দক্ষিণ দেশের আতপ চাউলের আমদানী অধিক। কলিকাতার মধ্যে বেলেঘাটায় বালাম চাউল এবং গঙ্গাধারে কুলপী ঘাটে দেশী ও রেঙ্গুন চাউল সমধিক পরিমাণে আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থান অপেক্ষা রামকৃষ্ণপুরে চাউলের কারবার খুব বড়। এখানে ই, আই, আর, বেঙ্গল নাগপুর রেল যোগে ও গঙ্গায় কিস্তি ও জাহাজে চাউল আমদানীর সুবিধা আছে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদিগের নিকট এক প্রকার ভারতের ম্যাপ আছে। তাহাতে কোন জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দ্রব্য বেশী পাওয়া যায়, তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রং দিয়া দিয়া দেখান হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বঙ্গের প্রত্যেক মাঠেই ধান্য রোপিত হয়। অতএব চাউলের মোকাম বঙ্গের সর্ব্বত্রই। কত মোকামের নাম করিব? এই সমুদয় মোকাম গুলিকে আমরা রেলের লাইন ধরিয়া মোটামুটি একটা এই বুঝি যে, বেঙ্গল নাগপুর লাইনের চাউলকে 'কাজলা" সাটের চাউল বা কটকী সাটের চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে জলেশ্বর, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, ভদ্রক, শোরো, কটক, জটনি ইত্যাদি স্থান হইতে অধিক চাউল আইসে। তৎপরে লুপলাইনের চাউলকে "রাঢ়ী" চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান, বোলপুর, সিন্থিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে এই চাউল অধিক আমদানী হয়। শিয়ালদহ রেলের চাউলকে "পূরবী" (অর্থাৎ পূর্ব্বদেশের) চাউল বলা হয়। রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে পূরবী চাউল আইসে। এই সমুদয় চাউল রামকৃষ্ণপুরে আনীত হইয়া জাহাজে বিক্রীত হয়। ইহার ভিতর রাঢ়ী ও পূরবী চাউলের কাজই রামকৃষ্ণপুরে বেশী। বেঙ্গল নাগপুর রেলের চাউল যথেষ্ট আসে বটে, কিন্তু ইহা কদমের চাউল বলিয়া ইহা ফলনে তত বেশী নহে। তবে যেমন ফলন, সেই মত কাট্‌তি। কোন জাহাজে যদি ৯৬ হাজার বস্তা চাউল রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে পূরবী, রাঢ়ী এবং অন্যান্য দেশী চাউল যাইবে ৭৬ হাজার বস্তা, এবং

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কটকী সাটের যাইবে ২০ হাজার বস্তা। ঐ সকল স্থানের যে কোন স্থানে মোকাম করিয়া চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে বিক্রয় করিলে তাহাকে "কোরার কাজ" বলা হয়। কোরার কাজ ভিন্ন রামকৃষ্ণপুরে আরও চাউলের কাজ আছে; ছাটা ও বিলি।

বিলির কাজ,—একাজ কেবল বঙ্গদেশের লোকে করে। মঙ্গলঘাট পরগণার লোকে হস্তেই একাজ একচেটিয়া বলিলে হয়। হাবড়া এবং হুগলী জেলার মধ্যেই ইহাদের অনেকের বাস। ইহারা মগরাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া কিস্তি বোঝাই করিয়া স্ব স্ব গ্রামে লইয়া যায়। ধান্য ধারে ক্রয় করে। এই ধান্য স্বগ্রামে দুঃখী স্ত্রীলোকদিগকে দুই মণ, দশ মণ হিসাবে বিলি করে। তাহারা ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল করিয়া দেয় এবং মজুরী পায়। এই কাজকে উহারা বাণীর কাজও বলে। বাণীওয়ালা ব্যাপারী চাউল পাইয়া, তাহা তথাকার অন্য কিস্তিওয়ালাকে বিক্রয় করে। এই সকল কিস্তিওয়ালা সেই চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে আড়তদারদিগকে দেয়। ইহাদের কাজকে "হেটো" কাজ বলে। অর্থাৎ ইহারা হাট হইতে বাণীর চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া আড়তদারকে দেয়। আড়তদারের নিকট ইহারা দাদন লয়। যাহার যত মণ কিস্তি, তাহাকে তত টাকা দাদন দিবার নিয়ম। বাণীওয়ালারাও দাদন লয়। দাদন লয় না, এরূপ ব্যাপারী রামকৃষ্ণপুরে নাই বলিলেই হয়। বাণীওয়ালারা ইহাদের মধ্যে ধনবান। কিস্তি ইহাদের বড় জোর মাসে দুইখানা আসে। কিন্তু "হেটো" কিস্তি ৫।৭ দিন অন্তর ক্ষেপ দেয়। ক্ষেপ বেশী হইলেই আড়তদারের সুবিধা। অনেকের বাণী ও হেটো দুই কাজই আছে। ইহাদের চাউলকে দেশী চাউল বলে। বাঁকতুলসী, সরবতি, পেশু, নাগরা ইত্যাদি এই শ্রেণী চাউলের নাম। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণপুর হইতে ইহারা ধান্য ক্রয় করিত। এক্ষণে ধান্যের কাজ এস্থানে কমিয়াছে। ইঁহারা এখন মগরাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া তথায় বাণীতে দিয়া চাউল করিয়া রামকৃষ্ণপুরে আনিয়া সেই চাউল বিক্রয় করেন। ইহাদের চাউল কাটায় বিক্রয় হয়। লাখোদা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাহকেরা এই চাউল লইয়া মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জাহাজে চালান দেন। এ চাউল কলিকাতার মুদী গ্রাহকেরাও লইয়া থাকে। ইহাদের যেমন দাদন আছে, তেমনিই অনেক বাবে ইহাদের খরচা আছে। আড়ত এক আনা (মুদী গ্রাহক লইলে), কাটায় বিক্রয় হইলে আড়ৎ ১০ অর্দ্ধ আনা। কাঁটায় বা বাজারে আড়তদারেরা অধিক লয়েন, এজন্য আড়ত কম। কটকী, বাঢ়া এবং পুরবী চাউলের আড়ত ১০ দুই পয়সা। টাকা অগ্রিম হইলে ১৫ আড়ত অথবা ১০ পয়সা আড়ত দিলে, টাকার ব্যাজ দিতে হয়। ব্যাজের সেরেস্তা শত করা মাসিক এক টাকা।

কলিকাতায় উড়ো-জাহাজের আড্ডা।

(:০:)

১২০০ বিঘা ভূমি গ্রহণ।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বালিগঞ্জ পার হইয়া খানিকটা দূরে সোণারপুরে ৪০০ একার জমি গ্রহণ করিতেছেন। এইখানে রয়েল এয়ার ফোর্সের অবতরণের স্থান প্রস্তত করা হইবে, আর একটা বিমানের আস্তাবলও গড়া হইবে। সোণারপুর একটা বড় ষ্টেশন, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলপথের দক্ষিণ শাখায় ডায়মনহারবার লাইনে অবস্থিত।

যে জমি লওয়া হইবে, তাহার চৌহদ্দি এইরূপ:—উত্তর দিকে সোণারপুর, ধরখাড়া, কুড়িগাছি, ঘিসেরা প্রভৃতি গ্রামের জমি, এবং সোণারপুরের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি পূর্ব্বদিকে ঘিসেরা মথুরাপুর গ্রামের জমি এবং সোণারপুর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি এবং নারাণপুরের রোড, দক্ষিণে পূর্ব্ববং রেলের জমি, ঘিসেড়া ও মথুরাপুরের জমি এবং সোণারপুর, ধর খাড়া, কুড়িগাছি গ্রামের জমি এবং সোণারপুর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি, পূর্ব্ববং রেলের, জমি এবং নারায়ণপুর রোড। এই জমির নিকট যে একটী মন্দির আছে, সেটি বাদ পড়িবে। সমস্ত জমিটী সোণারপুর, ধরখাড়া কুড়িগাছি, ঘিসেড়া ও মথুরাপুরের অন্তর্গত।

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

(Aegle Marmelos).

বা

বেল।

আরবী—সফরজল হিন্দি। ফারসী-বিহ্ হিন্দি। হিন্দি—বেল। উর্দ্দু-বেল। ইংরাজী—বেল ফ্রুট (Bael fruit)। গুঃ—বিলিভ' ফল। মাঃ—বেল। তৈঃ—বিল্বমু। তাঃ—বিল্বম। মাল—কুবলম্।

পরিচয় বেল ভারতবর্ষীয় একপ্রকার। বৃক্ষের ফল। ইহার গাছ কাটাযুক্ত এবং পাতা তিনভাগে চেরা হইয়া থাকে। গাছ আকারে বড় হয়। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজবর্ণ ও পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ফলের শাঁস হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ফলের শাঁস হরিদ্রাবর্ণ ও আটাযুক্ত সদ্‌গন্ধযুক্ত, হইয়া থাকে। ইহার খোসা কঠিন।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা লইব।

পাকা বেল—১ম শ্রেণীর উষ্ণ ও ২য় শ্রেণীর রুক্ষ। কাঁচা বেল—সিক্ত ও রুক্ষ (২য় শ্রেণীর)।

আস্বাদ।—মিষ্ট ও সদ্‌গন্ধ যুক্ত।

অপকারিতা।—অর্শরোগে অপকারী। বদ্ধমল উৎপন্ন কারক।

শোধন।—চিনি (সম পরিমাণ)।

উপকারিতা।—সঙ্কোচক, পুরাতন উদরাময় নাশক।

আমায়িক প্রয়োগ।—পাকা বেলের শাঁস মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সবলকারক এবং সঙ্কোচক। আমাশয় রোগে উপকারী, ক্ষুধা উৎপন্ন করে। পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে, বায়ু উৎপন্ন করে। অধিক পরিমাণ পাকা বেল খাইয়া জলপান করিলে একবার দাস্ত হয়। কাঁচা বেলের শাঁস গুরুপাক ক্ষুধামান্দ্যজনক ও গাঢ় কফ উৎপাদক। **পুরাতন জ্বরে ও অন্যান্য রোগে ব্যবহার নিষিদ্ধ।** কাঁচা বেলে কাদা মাখাইয়া উহা আগুনে পোড়াইয়া সেই শাঁস গুড়সহ সেবন করিলে পুরাতন উদরাময় রোগ আরোগ্য হয়। ইহার বীচির তৈল পাতাল-যন্ত্রের সাহায্যে বাহির করিয়া উহা ১ দাম মাত্রায় সেবন করিবার পর ত্রিফলার জোশাঁদা (পাচন) সহ পান করিলে অনেক প্রকার রোগে উপকারক হয়। কাঁচা বেলের নির্য্যাস উদরাময় ও আমাশয় রোগে অত্যন্ত উপকারী। বহুকালের পুরাতন রোগও ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। অপক্ক বেলের সরবৎ ও আরক সঙ্কোচক ও পাকস্থলী সবলকারক। উদরাময় ও সর্ব্বপ্রকার আমাশয় নাশক—ইহার আরক বার্ত্তঙ্গের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপক্ক বেল কুট্টিত আধপোয়া লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধকরতঃ অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, এবং মিছরী মিশাইয়া পাক করিয়া সরবৎ প্রস্তুত করিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মত।

ভাব প্রকাশের মতে পাকা বেল মৃদুরেচক, অর্দ্ধ পক্ক ফল আগ্নেয় ও সঙ্কোচক; বেলশুঁঠ সঙ্কোচক, পাচক, কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, এবং বাত ও কফনাশক। ইহার ছাল—বাত, আম ও সলনাশক।

বৃহৎ ও স্বল্প পঞ্চমূল। বেলছাল, সোনা-ছাল, গাম্ভারীছাল পারুল ও গনিয়ারী ইহাদের কাথ বাতজ্বরে উপকারী। ইহা দীপন এবং বাত ও কফ নাশক। ইহাকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—ইহাকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহা বাত ও পিত্ত নাশক।

দশমূল। পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার পঞ্চমূল একত্র করিলে তাহাকে দশমূল বলে। ইহার কাথ পান করিলে, সান্নিপাত জ্বর ও তদানুসঙ্গিক শ্বাস, কাশ, তন্দ্রা ও পার্শ্বশূল উপশমিত হয়। পিপুল চূর্ণ সহ সেবনীয়।

(চক্রদত্ত।)

চতুর্দ্দশাঙ্গ কাথ।—দশমূল, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। (চক্রদত্ত।)

অষ্টাদশাঙ্গ কাথ। দশমূল, চিরতা, দেবদারু, শুঠ, মুথা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল—ইহাদের কষায় সেবনে তন্দ্রা প্রলাপ অরুচি ও শ্বাস ইত্যাদি উপদ্রব যুক্ত সান্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

(ভাব প্রকাশ।)

বিল্বাদি অবলেহ। বেলশাঁস, গুড়, লোধ, তৈল ও মরিচ একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

(ভাব প্রকাশ।)

বিল্বাদি চূর্ণ। বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঁঠ ও মোচরস—ইহাদের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ১০।২০ রতি মাত্রায় ঘোল ও ইক্ষুগুড় সহ সেবনীয়। ইহাতে আমাতিসার প্রশমিত হয়।

(চক্রদত্ত।)

বিল্ব তৈল। বেলশুঁঠ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের। তিল তৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; কল্কার্থে—বেলশুঁঠ, ধাইফুল, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্ণবা, দেবদারু, বচ মুথা, লোধ ও মোচরস—প্রত্যেক দ্রব্য ৬ তোলা দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গ্রহণী আরোগ্য হয়।

(ভাব প্রকাশ)

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুথা ও আতিস ইহাদের কাথ সেবন করিলে পিত্তাতিসার বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।)

বেল পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে মৃদুরেচক ও জ্বর নাশক হইয়া থাকে। বেল পাতার রস গোল মরিচ চূর্ণসহ কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলা রোগে ব্যবহার্য্য। বেল পোড়াইয়া উহার শাঁস ইক্ষুগুড় সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার ও আমশূল নষ্ট হয়। বেলশুঁঠ, গজপিপুল, বালা, ধাইফুল ও লোধ—ইহাদের কাথ পান করিলে শিশুদিগের অতিসার বিনষ্ট হয়।

(চক্রদত্ত।)

জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্ত্তনবৎ যন্ত্রনা থাকে, তবে তাহাকে বেলশুঁঠের কাথ পান করাইবে। অর্শরোগী বলির যন্ত্রনায় কাতর হইলে তাহাকে ঈষদুষ্ণ বেল ছালের কাথে উপবেশন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকা রোগে—বেলশুঁঠ ও তিল

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। পরে উহার সহিত দধির সর, ডালিমের রস ও তিল তৈল যোগ করিয়া ঘোলের সহিত খড়যুস পাক করিবে। শীতল হইলে সেবন করাইবে।

(চরক।)

বেল পাতার রস গাত্রে মর্দ্দন করিলে স্থূলব্যক্তির অতি স্বেদ জন্য গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়। বেলশুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ সহ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবনান্তে ঘোল পান করিলে উৎকট গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বিল্ব মূলের ক্বাথ শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়। বেলশুঁঠের কল্ক সেবনে রক্তার্শ আরোগ্য হয়। বেল পাতার রস মরিচচূর্ণ সহ পান করিলে ত্রিদোষ জাত শোথ আরোগ্য হয়। বেলশুঁঠ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উহার কল্ক এবং ছাগীদুগ্ধ দ্বারা তিল তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কাচা বেল পোড়াইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে আমাতিসার আরোগ্য হয়।

বিল্বমূলের ক্বাথের সহিত খৈ চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবনে শিশুদিগের বমন ও অতিসার আরোগ্য হয়। (বঙ্গসেন।)

ডাক্তারী মত।

পাকা বেল—স্বাদু, সুগন্ধি, পোষক, রসায়ন ও মৃদুরেচক। ইহা সেবনে অর্শ রোগ বাড়িতে পারে না। যাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে পাকা বেল খাওয়া বিশেষ উপকারী। কাঁচা ও অৰ্দ্ধপক্ক বেলের ক্বাথ বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বেল ধারক ও পাচক, এবং ইহা অতিসার রোগে ব্যবহার্য্য। পাকা বেলের সিরাপ গ্রহণীরোগে উপকারী। বিল্বমূলের ছাল জ্বর ও শ্বাস রোগীর অস্বাভাবিক হৃৎকম্পে সেব্য। বেলের মোরব্বা অতিসার ও রক্তাতিসারে উপকারী। অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ উদরাময় ও রক্তামাশয় উৎপন্ন হইলে বেল ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অৰ্দ্ধপক্ক বেলের শাঁস ১ ছটাক জল ২ ছটাক, ও চিনি ১ তোলা দিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিনে ২।৩ বার সেব্য। বালকদিগের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত। যে প্রকার পেটের পীড়ায় পর্য্যায়ক্রমে তরল ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। বেল পাতার রস পিত্ত ও জ্বর নাশক। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ ইহার সরবৎ বা পানীয় সেবন করিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহার প্রভাবে অন্ত্রের ক্রিয়া রীতিমত সম্পাদিত হয়।

বেল মিশ্র। বেলের শাঁস ১ ছটাক ও জল ২ ছটাক উত্তমরূপে মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার সেব্য। পাকা বেল দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিলে সংকোচক ও রেচক উভয় ক্রিয়াই প্রকাশ করে। উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে শেষোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বেলের সার। সুপক্ক ফলের শাঁস একটি পাত্রে জলে ডুবাইয়া রাখিবে। পরে উহাকে ২ ঘণ্টা কাল উত্তমরূপে নাড়িয়া ছাকিয়া লইবে। পুনরায় এইপ্রকার বারংবার যতক্ষণ জল আস্বাদহীন না হয়। পরে সমস্ত জল একত্র করিয়া জলস্বেদন যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় করিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ হইতে ৩০ রতি দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

বেলের তরল সার বেলের শাঁস আধসের জল ৭॥০ শের, সুরাসার ১ছটাক। এক তৃতীয়াংশ জলে বেল ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া উপরিস্থ জল ঢালিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। পরে অবশিষ্ট জলে আরও দুই বার উক্ত বেলশাঁস এক এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে ও ছাঁকিয়া লইবে। পরে সমুদয় জল একত্র করিয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাকিয়া লইবে, এবং জলস্বেদন যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় করিয়া ৭ ছটাক থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে সুরাসংযোগ করিয়া লইবে।

মাত্রা ১—২ ড্রাম। হাকিম

ব্যবসায় বাণিজ্য সংবাদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ব্যবসায়ীর স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স পি, এম্ বাগচী এণ্ড কোং প্রসিদ্ধ ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার পারফিউমরস, ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা প্রকাশক।

১৬ নং সুকিয়াস্ লেন (মুরগীহাটার পর্টুগিজচর্চ্চের সম্মুখে) উঠিয়া আসিয়াছেন।

মেসার্স এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স প্রসিদ্ধ গ্রামোফন ও হারমোনিয়ম বিক্রেতা। তাঁহাদের সাবেক স্থানে অর্থাৎ ১E বেণ্টিং ষ্ট্রীট্, লালবাজারের মোড়ে মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং এ উঠিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

ম্যাচফ্যাক্টরী স্থাপিত—কতিপয় উদ্যমশীল ব্যক্তির চেষ্টায় জলপাইগুড়ী সহরে আরোবা ফ্যাক্টরী" নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানীর মূলধন ১লক্ষ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২০ টাকা হিসাবে ৫ হাজার অংশে মূলধন বিভক্ত। দিয়াশালাইয়ের ন্যায় একটী নিত্য ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিস স্বদেশে উৎপন্ন করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই কার্য্যের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কোম্পানী এই কার্য্যে কয়েক জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। এই উদ্যমে সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

গোপালন। *

আমাদের উপাস্য দেবতাকে প্রণাম করবার সময়ও আমরা বলিয়া থাকি—"গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ"। কিন্তু কাজে কতখানি যে হিত সাধিত হয়, আজকাল তাহা বড় বোঝা যায় না। ব্রাহ্মণের সে দিন এখন শশ-শৃঙ্গের মত; আর গোমাতার কথা—তিনি ত সাধারণ পশু, চতুষ্পদের সুখ দুঃখের অনুভবশক্তি এমন কি বেশী আছে? ছাগলও যেমন গাভীও তেমনি। তবে পশু-আইন রক্ষার জন্য যেটুকু পারা যায়, সেইটুকু দয়া দেখালেই যথেষ্ট হবে।

দিনকতক এমনই হইয়াছিল যে, স্বপক্ষের যুক্তি অতি হেয়—স্বপক্ষের বক্তা অতি উপহাসাস্পদ; বিপক্ষ বিজয়ী—সে যেন যুক্তি-তর্কের নবীন অবতার, তার যুক্তি তীক্ষ্ণধার তরবারির মত নিষ্কল ঝকমকে। তাঁর শক্তির সম্মুখে দাঁড়ান বড়ই কষ্টকর। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া একটুকু ফিরিয়াছে। পূর্ব্বগগনে ব্রহ্মণ্যের অরুণ-রেখা আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে দিন আসিয়াছে—সময় হইয়াছে, তাই পূর্ব্বের লুপ্ত ব্যবহারগুলিকে সজাগ করার জন্য তার আলোচনার বড়ই প্রয়োজন।

বাল্যকালে নব্যভারতে পড়িয়াছিলাম—অন্ধ কবি বিজয় মজুমদার লিখিয়াছেন—

ধর্ম্মের হয়েছে লোপ ধর্ম্মশালা শুধু 'তোপ,
ধর্ম্মশিক্ষাশালা—শুধু সৈন্যের মন্দির;
কি লজ্জা তোমার দেশে, বিদেশী শুনায় এসে
অনার্য্য অসভ্য এই ধর্ম্ম হীন্দুদীর।
হিন্দুনের দীপ্তানলে বাইবেল যাবে জ্বলে
রবে শুধু ভস্ম ছাই শতাব্দীর পরে;
সেই ছার ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইছে খ্রীষ্টভক্ত,
এত কি কলঙ্ক ছিল ভারতের তরে!"

কিন্তু সে কলঙ্ক ক্ষালনের এই শুভ অবসর। হিন্দু আমরা, বর্ণাশ্রম আমাদের মজ্জাগত ধর্ম্ম। সেই বর্ণাশ্রমের আবার মাথার মণি হইলেন—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের অবনতিতে বর্ণাশ্রমের অবনতি, বর্ণাশ্রমের পতনে হিন্দুর পতন। ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুর উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আবার ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

কসাই ব্যতীত আর কেহ গো-জাতিকে অপ্রীতির চক্ষে দেখে না এবং তাহারা যে উপকারী সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ নাই। তবুও হিন্দুর ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বেশী সূক্ষ্ম। আমরা গোজাতির উপকারিতা যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কোনও দেশের কোনও জাতি অত সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদে আছে।

"পয়ো ন ধেনুঃ শুচির্বিভা বা"

যেমন ধেনু দুগ্ধের দ্বারা সকলের উপকার করেন, তেমনি অগ্নি দীপ্তপ্রভায় আমাদের উপকার সাধন করুন।

সে উপকার বড় অল্প নহে। যেমন আহার ব্যতীত প্রাণধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম গোজাতির অভাবে আমাদের জীবন-যাপন করা বড়ই সুকঠিন।

গাভী দুগ্ধ দান করে বৃষ ভূমি কর্ষণ করে এবং গোময় ও গো-মূত্র—গোরচনাও আমাদের অনেক উপকার সাধন করে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

"ইতঃ সিক্তং সূর্য্যগতং চন্দ্রমসে রসং কৃধি বারাদং জনয়াগ্নেহগ্নিং"

অগ্নিতে হুত দ্রব্যবস্তু আদিত্যকে পাইয়া জলরূপে পরিণত হয়। পরে দ্যুলোকে চন্দ্রের এবং ভূলোকে ধান্যাদি ঔষধির বৃদ্ধিদান করে। সেই ধান্যলব্ধ পদার্থে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়। অতএব এ বর্ষণের কারণ ও অগ্নি। সুতরাং এরূপ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ যজ্ঞাগ্নির সঙ্কর কর।

শ্রুতি অন্য আর একস্থলে বলিয়াছেন—

"দ্রব্যাশ্চ স্কন্দ পৃথিবীমনু"

বৈশ্বানর-অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবি জলবিন্দু-রূপে পরিণত হইয়া পৃথিবিতে পতিত হয়। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। এই প্রবাদ বাক্য ভারত ছাড়া কথা না থাকার পক্ষে প্রকৃষ্ট সমর্থনকারী।" তেমনি বেদছাড়া যে তত্ত্ব নাই, বেদে যা অঙ্কুরিত, তাহাই যে সংহিতাদিতে পল্লবিত, এই কথা প্রমাণিত করিতেই যেন মনু বেশ বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, যে হবি আমাদের এত উপকারক—সেই হবির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা গাভীর আজ আর তেমন সম্মান করি না—তাহাকে তত ভাল চোখে দেখি না তার উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হই না।

আজকাল আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাওয়ার পক্ষে বিকৃত হবিও কারণসমষ্টির মধ্যে অন্যতম একটী।

ব্যক্তিগত চেষ্টা না হইলে, তাহা সমষ্টিতে পরিণত হইবে না। যদিও গো-পালন বৈশ্যের কাজ—তবুও দেশ-কাল-পাত্র ভাবিয়া এখন আমাদের গো পালনের দিকে একটু বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে বৃষ কলঙ্কিত না হয়, বৎস বিনষ্ট না হয়—গাভীও অত্যধিক পীড়নে ধ্বস্ত না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কএক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে পড়িয়া ছিলাম—কোনও একস্থলে মনীষী পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা অনুসারে মৃত্তিকার বৃষ উৎসর্গ করা হইয়াছিল; সেই জন্য আজ এখানে আমি সবিনয়ে প্রার্থনা

* মাদারীপুর ব্রাহ্মণ- মহাসম্মিলনে পঠিত।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

করি, আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা যেন এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী হয়, এবং বৃষ বা পুংবৎস যদি কেহ গোমুণ্ডচ্ছেদনকারীর নিকট বিক্রয় করেন—তাহা হইলে তাঁহাকেও যেন পণ্ডিত-সমাজ হইতে অপাংক্তেয় করা হয়।

আরও একটী ব্যবস্থার সবিশেষ প্রয়োজন। প্রতিগ্রামে গোচারণের জন্য একটী স্থান যেন রক্ষিত হয়। শ্রুতি ও মনুস্মৃতি গোচারণের পৃথক্ স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সাক্ষী প্রদান করিতেছেন—

প্রিয়া পদানি পশ্বো নিপাহি
বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ"
ঋগ্বেদ ৩।১।৬ সূক্ত

হে অগ্নি। তুমি বিশ্বের আয়ুঃ। অতএব গবাদি পশুর চরণস্থানে গমন করিও না। তাহারা গোচারণ স্থানে গমন করুক। তুমি গুহাগত হও।

"ধনুশতং পরীহারাঃ গ্রামস্য স্যাং সমন্ততঃ।
৮।২৩৭

ক্ষুদ্রগ্রামের চারিধারে চারিশত হাত জমি গোচারণের জন্যঅনাবাদ রাখিবে।

এখন উপযুক্ত বৃষের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ লাঙ্গল-যোজিত বৃষের দ্বারা গাভীর গর্ভাধান করান হয়। আমরা আত্মনির্ভরতাকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি, কাজেই প্রতিকথায় প্রতিকার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। রাজা দৃষ্টি না করিলে অবিলম্বে বৃষকুল নির্ম্মূল হয়; সেই জন্য এইরূপ একটী আইনের জন্য—সহৃদয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক। উৎসৃষ্ট বৃষকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে এবং যেন সাধারণের অর্থে পুষ্ট ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটী হইতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৃষ রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

আর ব্রহ্মণ্যদেবের ভক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার-বর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন। যেন তাঁহারা ব্রহ্মণ্যের পূর্ণজ্যোতিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাব কয়টী কার্য্যে পরিণত করেন। একথা খুবই ঠিক যে—ব্রহ্মণ্যের—

"পাইয়া পবিত্র স্পর্শ
জাগিবে ভারতবর্ষ
ঘুচে যাবে হিংসা দ্বেষ গ্লানি হাহাকার"।

এই মঙ্গলমুহূর্ত্তকে বিফলে অতিবাহিত করিলে আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণ কবির সঙ্গে এক সুরে গাহিয়া নিজেদের মানসিক দৈন্য দূর করিতে চেষ্টা করিবে—

"আজিবে সজল নেত্রে
জিজ্ঞাসিএ পুণ্যক্ষেত্রে
আছ কি তোমরা যোগী লুকাইয়া কোথা?
নির্ব্বাণ মন্ত্রে কি হায়,
পরাণও নিবিয়া যায়,
কিছু নাই শেষ তার নিবেছ সকল?"

এখন আশা ব্রহ্মণ্যদেবকে—উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করিয়া—ব্রাহ্মণের পদরজঃ সহিত আপনাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধরিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিব। (ব্রাহ্মণ)

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

মহত্ত্বের ছবি।

রেভারেণ্ড ডাঃ গদারি "Stories of Golden deeds" নামক পুস্তকে একটী মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন—

বিশ্বাসী কাফ্রি কৃতদাস।

একজন নিগ্রো তাহার প্রভুর বড় বিশ্বাসী ভৃত্য। তাহার প্রভুর ২টী শিশু পুত্রকে ইংলণ্ড হইতে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। যে জাহাজে তাহারা যাইতে ছিল, দৈবদুর্বিপাকে সেই জাহাজ জলোমগ্নোমুখ হইল—বিপদ জ্ঞাপক নিশান তুলিয়া তাহার কাপ্তেন অন্য জাহাজের কাপ্তেনের নিকট সাহায্য চাহিতে লাগিল।

অবিলম্বে সেই জাহাজ হইতে লাইফ্ বোট্ প্রেরিত হইল। জলোমগ্নোমুখ জাহাজের স্ত্রীলোক যাত্রী, কাপ্তেন, নরর প্রভৃতি একে একে সেই জাহাজে চলিয়া গেল, পুনরায় যখন লাইফ বোট ফিরিয়া আসিল, তখন একজন নিগ্রো একটী কাপড়ের পুটলীর ন্যায় কি একটা তাহার স্কন্ধে ঝুলাইয়া লাইক বোটের অপেক্ষা করিতেছে। জাহাজখানি তখন ডুবু ডুবু, আর দশ মিনিট বিলম্ব হইলেই সে অতল জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। লাইক-বোটের নাবিকগণ বলিল, ভারি দ্রব্য লইয়া তুমি লাইফ বোটে উঠিতে পাইবে না। হয় নিজে এস, না হয় পুটলী লাইক বোটে দাও, তুমি জলমগ্ন হও।

নিগ্রো একবার নীলাকাশের দিকে তাকাইল, একটু চিন্তা করিয়া পুটলি খুলিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে ২টী সুকুমার শিশু। নিগ্রো বলিল, ভাই নাবিকগণ—এই শিশু দুটীকে লইয়া ইহাদের পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বলিও যে তোমাদের নিগ্রো ভৃত্য জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিতে পারিয়াছে; অবিলম্বে শিশু দুইটীকে এবং তাহাদের পিতার ঠিকানা সহ একখানি পত্র লাইফবোটে ফেলিয়া দিল—জাহাজের কানা পর্য্যন্ত জল উঠিয়া ছিল, নিগ্রো হাঁটু গাড়িয়া উর্দ্ধ হস্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া জাহাজ সমেত সমুদ্রের অতলগর্ভে প্রবেশ করিল—জীবন গেল বটে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনা জগতের ইতিহাসে তাহার যে অমর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল—তাহা আর বুঝি মুছিবার নয়। ইহাই মহত্ত্বের অমর ছবি।

অনেক সময়ই অসভ্য বলিয়া যাহারা সভ্যতায় হাট বাজারে নগণ্য চিরঘৃণ্য, তাহারাও মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ দেখাইয়া জগতকে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব।

যুদ্ধ করে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত ও রাজস্থানে এইরূপ আত্মত্যাগের বহু আদর্শ আছে।

Home Industries

গার্হস্থ্য শিল্প—শিক্ষা।

Artificial Writing Slate.

লিখিবার কৃত্রিম শ্লেট।

প্রস্তরেরই শ্লেট প্রস্তুত হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু শ্লেট ভঙ্গপ্রবণ ছেলেরা ভাঙ্গিয়া ফেলে। পিচবোর্ডের কৃত্রিম শ্লেট করিলে হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গে না, অথচ যথেষ্ট হাল্‌কা। বিলাত হইতে এমন শ্লেট আসে। এদেশে করিলেও ইহা একটী বেশ অর্থকরী কার্য্য হয়। প্রস্তুত প্রণালীও তেমন কঠিন নহে, অতি অনায়াসেই ঘরে করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

সূক্ষ্ম বালীচূর্ণ	৪১ ভাগ।
ল্যাম্প ব্লাক (ভুষা)	৭ ভাগ।
লিনসিড্ অয়েল,	
বা পাকা মসিনার তৈল	৫ ভাগ।

এইগুলিকে একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া মিশ্রিত কর; বেশ ঘন হইলে ইহাতে স্পিরিট অফ্ টারপিন মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে পাতলা কর, যেন তুলি দ্বারা পিচবোর্ডে লাগাইতে পারা যায়। প্রত্যেকবার ১ কোট করিয়া মাখাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। এইরূপ ৩ কোট মাখানর পর শুষ্ক হইলে স্পিরিট টারপেনটাইনে এক টুকরা ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঐ বোর্ড খানিকে মুছিতে থাক, ইহা দ্বারা শ্লেটের রং সমতল হইয়া যাইবে। এই পিচ্‌বোর্ডের দুই পিঠেই রং দিতে হইবে, কারণ দুই দিকেই লেখা হইবে। এখন ইহা উৎকৃষ্ট কৃত্রিম শ্লেট প্রস্তুত হইল। ঐ শ্লেটকে পকেট বুক সাইজে কাটিয়া পকেট বুক করা যাইতে পারে। উপরোক্ত পকেট বুকে ও শ্লেটে শ্লেট পেন্‌সিল দিয়া লিখিতে হইবে। সেই লেখা ন্যাকড়া ভিজা দ্বারা মুছিলে কোন ক্ষতি হইবে না। এখন একখানা শ্লেটের দাম ৸৹ আনা। পিচ্‌-বোর্ডের শ্লেট ।৹ আনায় বিক্রয় করিলেও লাভ থাকিবে।

HANDS TO KEEP SOFT

কেমন করিয়া হস্ত কোমল রাখিতে হয়।

Glycerine	1 oz
Bay-rum	3 oz
Oil Cajeput	½ dr.
Oil Bergamut	½ dr.

এই গুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে। রাত্রিকালে হস্তে মর্দ্দন করিয়া শয়ন করিবে। ইহা দ্বারা হাত মখমলের ন্যায় কোমল থাকিবে। ইহাকে পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়, মহিলাগণের আদরের সামগ্রী।

কৃত্রিম বরগণ্ডি পিচ্।

আসল বরগণ্ডি পিচ নরওয়ের Spruce Tar হইতে যে তারপিন জন্মে, তাহা হইতে বহিস্কৃত অপরিস্কৃত রজনই বরগণ্ডি পিচ্। কিন্তু কৃত্রিম বরগণ্ডি প্রায়ই দেখিতে ও গুণে সেইরূপ হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

সাধারণ রজনকে তিসির তৈলে গলাইয়া রং করিবার জন্য আনাটো বা নটকন ফলের বিচী বা পাম অয়েল মিশাইয়া দিলেই ঠিক বরগণ্ডি পিচের মত দেখিতে হইবে।

WOOL WASHING COMPOUND

উলের জিনিষ কাচিবার আরক।

Dried Soda	35 parts
Powdered Soap	10 ,,
Sal. Amoniac	10 ,,

এই মিশ্রণ গরম জলে আবশ্যকীয় পরিমাণে দিয়া তাহাতে উলের দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া ৩।৪ ঘণ্টা পরে ধৌত করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। উল কাচিতে আমাদের দেশের রিটা ও মুগুর ডাল বাটাও মন্দ নহে।

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

(শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় (গ্রাহক নং ১৮২৮)

প্রশ্ন। একটী বিধবা মহিলার বয়স প্রায় ২৪ বৎসর। প্রায় বৎসরাবধি রজ-নিবৃত্তি হইয়া আছে। তাঁহার গাত্রে আমপাতা বাহির হওয়ার ন্যায় এক প্রকার ইরপসন বাহির হইতেছে। মহিলাটী কোমল স্বভাবের। তাঁহার হাতের ও পায়ের চাটু ঈষৎ ফুলিতেছে। এমন অবস্থায় আপনাদের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য করিলে চিরবাধিত হইব।

উত্তর। পালসেটিলা ২০০ শক্তি সপ্তাহে ১ মাত্রা দিয়া দেখুন, আমাদের বিশ্বাস ইহাতেই সুফল হইবে।

মিঃ মহম্মদ আবেদালী মিয়া (গ্রাহক) হোড়গ্রাম, দুপতারা, ঢাকা।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় ‘কাজের লোকে, তুলসীর গুণাবলী আছে। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

তাঁহার ঠিকানা কোথায়?

তুলসী ২ প্রকার, সাদা এবং কাল। কোন তুলসীর গুণ অধিক?

উত্তর। বঙ্কুবিহারী সেন গুপ্ত মহাশয়ের ঠিকানা আমরা অবগত নহি। প্রবন্ধটী সংগ্রহীত। "সম্মিলনী" পত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন। "সম্মিলনী" ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

সাদা এবং কাল তুলসী উভয়ই সমগুণ সম্পন্ন। দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

শ্রীভবতারণ বসাক।

প্রশ্ন। সিরপ প্রস্তুতের ফরমুলা জানাইলে বাধিত হইব।

উত্তর। "কাজের লোকে" বহুবার ইহা আলোচিত হইয়াছে এবং শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত "কাজের লোক" ৩০৲ স্থলে এক্ষণে ১২॥০ টাকার মাত্র বিক্রয় হইতেছে। তাহাতে সীরপ কেন, বহু দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিছু যদি করেন তো আমাদের শ্রম সফল হয় এবং নিজেরাও ধন্য বিবেচনা করি। এত সুলভেও যদি "কাজের লোক" গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় প্রতি গৃহে রক্ষিত না হয়, তবে আমাদের এবং আমাদের সমাজের দুর্ভাগ্য বই আর কি, বলিব। এ উপন্যাস প্লাবিত আমাদের দেশে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার প্রবৃত্তি কোথায়? এরূপ ক্ষেত্রে একজনকেও স্বাধীন জীবিকার জন্য অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আত্ম নির্ভরশীল হইয়া নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিয়া অভাব মোচন করিতে না প্রয়াসী হইলে, কাহারও আর মুক্তির উপায় নাই। বড় দুর্দ্দিনই ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে।

Agricultural notes.

কৃষি-প্রসঙ্গ।

অনাবৃষ্টিসহ ধান্যগাছ—ধান্যের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতেই, বিভিন্ন সময়ে ইহা ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের নানা-স্থানে ও ভারতমহাসাগরের মাডাগাস্কার (Madagascar) দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আনুমানিক ১৭০০ খৃঃ অব্দে, জাহাজের জনৈক নাবিক কর্ত্তৃক মাডাগাস্কার হইতেই আমেরিকায় বীজধান্য নীত হয়; এবং সেই সময় হইতেই আমেরিকায় ধান্যচাষ চলিতেছে। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাজ্যসমূহ ধান্যচাষে ভারত ও জাপানের পরবর্ত্তীস্থানাধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানসময়ে আমেরিকার 'কেরোলিনা' নামক ধান্যই (Carolina rice) পৃথিবীর যাবতীয় ধান্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ ধান্যের চাউল বৃহদাকার ও শ্বেতবর্ণের হয়; এবং উহাতে অত্যধিক পরিমাণে পরিস্কার শ্বেতসার রহে। উত্তর আমেরিকার 'কেরোলিনা' ধান্যের ইহাই যে কেবল উৎকর্ষতার পরিচায়ক, তাহা নহে। উহার শিকড়গুলি মৃত্তিকার উর্দ্ধস্তরের অব্যবহিত নিম্নস্তরে (Sub-soil) সরলভাবে প্রবিষ্ট হওয়াতে, উহারা মৃত্তিকার নিম্নভাগ হইতেই খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারে। ফলে, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলেও 'কেরোলিনা'-ধান্য গাছ জীবিত রহে। ভারবর্ষের ধান্যসম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা যায় না। কারণ, অনাবৃষ্টি-সহ কোন প্রকার ধানের গাছ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় না;—ভারতের ধান্যগাছ বৃষ্টিজল ব্যতীত জীবিত রহিতে পারে না। ভারতের ধান্যের শিকড়গুলি মৃত্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে জালের মত ছড়াইয়া পড়ে (The Indian variety has horizontal roots, which spread over the surface of the ground like net-work and ramify.)। এই জন্যই অনাবৃষ্টিবশতঃ মৃত্তিকার উপরিভাগে রসের অভাব ঘটিলেই, ভারতের ধানগাছগুলি মরিয়া যায়। ফলে, অনাবৃষ্টির বৎসর বা যথাকালে বৃষ্টির অভাব হইলেই যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। এমতাবস্থায় আমাদের দেশেও আমেরিকার 'কেরোলিনা, ধান্যের চাষ-প্রথা প্রচলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আম্রবৃক্ষে ধূম্র প্রয়োগের উপকারিতা।

ফিলিপাইনদ্বীপে নানাপ্রকার সুস্বাদু আম্র জন্মে। ঐ দ্বীপবাসীরা আমগাছে বোল (মুকুল) ধরিবার প্রায় দেড়মাস পূর্ব্ব হইতেই উহার নাচে আগুন জ্বালাইয়া, ডালা ও পাতাতে ধুঁয়া দিয়া থাকে; এবং আমগুলি লিচুর মত বড় হইলেই ধুঁয়া দেওয়া বন্ধ করে। কেহ কেহ আমমুকুলগুলিপরাগ দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলে পরিণত হইলেও ধুঁয়া দেওয়া স্থগিত রাখে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আমগাছের কিঞ্চিৎ অপকার সাধিত হয় সত্য, কিন্তু উহার শাখাসমূহে ধুঁয়া লাগিবার ফলে—(১) সত্বর অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বোল ধরে, (২) আমও শীঘ্র পাকে, (৩) আম্রমুকুলের মধ্যস্থিত কীটগুলি ও ছাতাধরা-রোগের বীজগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এবং (৪) আমের ফলনও অধিক হয়—এই চতুর্ব্বিধ উপকারই সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আম্রবৃক্ষের তলদেশে একটী গর্ত্ত করা হয়; এবং তৎপর সেই খনিত গর্ত্তের মধ্যে শুষ্কপত্র, আগাছা প্রভৃতি রাখিয়া অগ্নিসংযোগ

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

করিবার প্রথাই উক্ত দ্বীপে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রজ্জলিত অগ্নির শিখা উচ্চ হইয়া উঠিলে, উহাতে তুষ, করাতের গুঁড়া কিংবা মাটী ঢালিয়া দিয়া অগ্নির তেজ খুব কম করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তদবস্থায় কেবল ধুঁয়াই উঠিতে থাকে। ঐ ধুঁয়ার উপরে একটি সচ্ছিদ্র লম্বা বাঁশ রাখা হয়; এবং উহার সাহায্যেই ইচ্ছানুরূপ আমগাছের সকল স্থানে ধুঁয়া লাগান সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বংশ-খণ্ডের ছিদ্রপথে ধুঁয়া উঠিয়া যাহাতে শাখা প্রশাখা ও পত্রাদিতে লাগিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই, উহা হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ করা হয়। ধূমসংস্পর্শে শিশিরসিক্ত মুকুলগুলি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়; এবং ঐগুলি সহজে নষ্ট হইতে পারে না। সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে, একবার করিয়াই ধুঁয়া লাগান হয়। আমাদের দেশের আম গাছেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে একবার করিয়া ধুঁয়া দিতে পারিলে, আমের ফলন অধিক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, উহাতে আম্রকীটের উপদ্রবও অনেকটা কমিয়া যায়।

রবারের বীজের তৈল—মালয় ষ্টেটে রবারের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া ইউরোপে রপ্তানি করা হইতেছে; এবং বীজের খৈল পশুখাদ্য ও সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে আসামের বন-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গবাদি পশুর সংখ্যা—গত আদম সুমারীতে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রায় ১৪৪৯০০০০০টি গবাদি পশু রহিয়াছে। তন্মধ্যে ষাঁড়ের সংখ্যা প্রায় ৪৯০০০০০০, গাভীর সংখ্যা প্রায় ৩৭৪০০০০০, মহিষের সংখ্যা প্রায় ১৯২০০০০০ এবং বাছুরের সংখ্যা প্রায় ৪২৯০০০০ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহেই অধিক-সংখ্যক গো-মহিষাদি পশু দৃষ্ট হয়।

যুক্ত-প্রদেশ	৩১৭০০০০০
বাঙ্গালা-প্রদেশ	২৫৩০০০০০
মান্দ্রাজ-প্রদেশ	২১৪০০০০০
বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশ	২০১০০০০০

গো-খাদ্য ইতালী-গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গাভীকে প্রতিদিন দুইসের আন্দাজ তুষ খাওয়াইয়া বেশ ভাল ফল পাইতেছেন। ইহাতে গাভীর দুধ একটুকুও বিকৃত হয় নাই। গো-খাদ্যরূপে তুষের ব্যবহার আমাদের দেশের কুত্রাপি প্রচলিত নাই। সুতরাং সব্বত্রই গো-খাদ্যরূপে তুষের ব্যবহার করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কৃঃ সঃ

ধানের খোসাকে তুঁষ বলে—শুষ্ক কুটিত তুঁষকে "কুঁড়ো" বলে। এই কুঁড়ো প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধমান, বিরভূম অঞ্চলে গরুকে খাওয়ান হয়। তুঁষও এদেশের গরু খাইয়া থাকে। কাঃ সঃ।

কাঁঠালের ফলন বৃদ্ধির উপায়।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার এম, আর, এ, এস মহোদয় লিখিয়াছেন,—যদি কোনও কাঁঠালগাছে ক্রমাগত ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফলন কম হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে বর্ষান্তে ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে, ঐ গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকের মাটি কোদালি দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে এবং উহার উপরিভাগের শিকড়গুলি 'ভাসাইয়া' রাখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, গাছের গোড়া ও ডালা এবং শিকড়গুলির স্থানে স্থানে দা দিয়া একটু একটু করিয়া কোবাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে, ঐ স্থানগুলি আউশধানের খড় দিয়া বাঁধিয়া, রাখা আবশ্যক। শীতের প্রারম্ভে আল্‌গা শিকড়গুলি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। যতদিন শিকড়গুলি ভাসা রহিবে, ততদিন গাছের গোড়ায় কিছু কিছু করিয়া জল দিতে পারিলে ভাল হয়। আমি এই উপায় অবলম্বনে, আমার কতকগুলি কাঁঠালগাছের ফলনবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়গণ—

অনুগ্রহ করিয়া ১৩১৯ সালের বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দিয়া ভি পি করার কষ্টের পরিশ্রম হইতে রক্ষা করুন, ইহাই এবারকার সানুনয় প্রার্থনা। কেননা, বড় কষ্ট এবং দুর্ব্বল।

বশম্বদ—

কার্য্যাধ্যক্ষ।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক
১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।



সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৷০ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৷৵০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ডৌর—গলসী. জেলা বর্দ্ধমান



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠ্‌তে হবে। আর দেখ ফেরবার বেলায় এক ডজন "ক্যাম্ফারাইডিন" যেন আনতে ভুলো না। এক ডজন কিনলে ৯৲ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলিকাতা।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুড় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃপি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের-গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট রেব্জিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষুর বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও একমাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ভি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া।

পি, এম, বাক্চি এণ্ড কোং,

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫, প্রত্যেকখানি ।৵০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ৷৹ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্‌ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেগু সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানালা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

" এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে, বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার ঘেয়ের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং পেপার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে		৭৲ টাকা প্রতি মাসে		৬৲ টাকা প্রতি মাসে	
½ "	৫৲	"	৪৲	"	৩৷০	"
¼ "	৩৲	"	৩৷০	"	২৲	"
১ কলম	৩৲	"	২৷০	"	২৲	"
½ "	১৸০	"	১৷০	"	১।০	"

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংশের কারণ।



"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মানুশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূহুজ্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাশুলাদি ৷৷৵০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন: ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়	দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়
১ম পুরস্কার ১০০০৲	১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲	২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲	৩য় পুরস্কার ১৩০৲
	৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৩০ হিসাবে
	৫ম পুরস্কার ১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং বাস প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সাক ডাকমাশুল ২, (অগ্রিম দেয়।) [illegible] Registered No. C. [illegible]

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। New Series, March 1919. নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ ১৯১৯। Vol. XIII. No 3.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক. ইউ, এস, এ।

OD CHEM .CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সীলেটচূণ

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ।৵০।

বাট্‌লিওয়ালার অল্‌কিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহৌষধ।

জ্বরমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোবিন্দ এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাশুল খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং,
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman-- * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazive.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক"

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিক্ষাদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাববশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, পুষ্পতিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অন্য নাম নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ কোটা কেনা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৹, ৫৷৴৹, ৬৷৹ ও ১১৷৹। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত। পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৩ নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০১ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷৹ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ৴৹ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ৴১০ ও ৴১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৷৹, ৩৸৹, ৪৲, ৭৲ ও ১২৷৷৹ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৷৹।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৷৷৹ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৷৷৹ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ৷৹ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভৈষজ্য-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৷৹ টাকা।

৬। ভৈষজ্যলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷৹ টাকা।

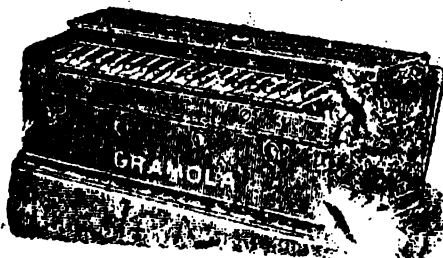
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৸৹ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৷৷৹ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৫৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ॥০ ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷০ এবং মাত্র ৷০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.
Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৮।১২ নং বেন্টিং ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫।৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড যুক্ত ২৫৲, ২৭॥০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২॥০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮।১২ নং নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে)
কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৸৶০।

কিটিংসের বনবন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড্স লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী, বং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৵০ ২নং ।৵০

এজেণ্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

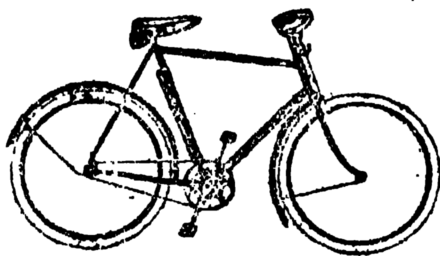


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০ ; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করায় দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর স্প্রিং ডাম্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০, টাকা মাত্র। যাহাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূলে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্ প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয়ঃ—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ২৸০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XIII
৩য় সংখ্যা।	March 1919.	মার্চ্চ ১৯১৯।	No. 3

আমাদের "কাজের লোকে" ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কেন, এমন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় কার্য্যের মূল স্বরূপ থাকিলে সর্ব্ব বিষয়েই সফলতা লাভ করা যায়। এই সংসারে, ধর্ম্মই, অর্থ, কাম মোক্ষ, এই চতুর্বিধ ফলের আমরা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। দেশের পূজ্যপাদ মনিষীগণ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাহা সংগ্রহ করিয়া "কাজের লোকে" দেওয়া আমরা অসঙ্গত মনে করি না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আধুনিক সম্প্রদায় ধর্ম্মের বা ধর্ম্মোপদেশের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। সেই জন্য যথেচ্ছাচারিতা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যবসায়ে অধর্ম্ম ঢুকিয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া যে দেশে দেনা পাওনা চলিত—কখন কেহ ধর্ম্মের গণ্ডী পার হইয়া কাহাকেও প্রতারণা করিতে জানিত না। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আদালত আইন বুঝিয়াছি, আমরা বুঝিয়াছি "Might is right" এই নীতিই ধন ও বিষয় লাভের উৎকৃষ্ট নীতি। এই নীতির ফলে দীনতাই বৃদ্ধি পাইতেছে; মোকদ্দমার ব্যয়ে সর্ব্বশান্ত, সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া পশুতে পরিণত হইতেছি। ওটা যে দেশের নীতি সেই দেশেই হজম হইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে প্রকৃতই ইহা গরহজম আনিয়াছে। পাশ্চাত্য ধনকুবের গণেরও ধর্ম্ম ভাবের অভাব দেখা যায় না। তাঁহারা উদার, দানশীল, ধর্ম্মপ্রাণ, দয়ালু—ধর্ম্মকে ভিত্তি স্বরূপ করিয়াই তাঁহারাও ধনকুবের হইতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মই সর্ব্ব কার্য্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। আমাদের আবার সেই আর্য্য ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, আবার আমরা পুরাতন সদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মিতাচারী—মিতব্যয়ী হই, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতগণের উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত হইবে কেন? বরং সুখরোচকই হইবে। এদেশ প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের গণ্ডী পার হইতে শিথিল হইয়াছে। আবার সকলে স্বধর্ম্মে ফিরিয়া এসো, পরধর্ম্মে অহরহই ভয়। আর কেন?

Selections
চয়ন।

নিম।

ভাষানাম।—আরবী—আজা দরখ্ তুন হিন্দ; ফার্সী—আজ দরখ্তে হিন্দ, নিব, উর্দ্দু—নিম, নিব; হিং—নিম; মঃ—কড়নিম্ব; গুঃ—নিম্বড়ো; তৈঃ—বেয়াটৌর চেট্টু; তাঃ বেপ্পনরম, সংস্কৃত—নিম্ব; ইংরাজী—(Neem tree.)। "আজা দরখ্ত" প্রকৃত পক্ষে "আজাদ দরখৎ" বকায়েন বা ঘোড়ানিমকে বলা হয়। "মোহিতে আজম"

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

পুস্তক রচয়িতার মতে ইহার আরবী নাম—হবৰিৎ, শজরাতুল হরৎ। ওমদাতুল মোহতাজের গ্রন্থকর্ত্তার মতে ইহাকে মিসরবাসীগণ জঙ্গালাখ্ বা শ্যামবাসীগণ আলজারুদ, এবং তিব্রেস্তানীগণ তাফেক বলিয়া থাকে।

পরিচয়।—নিমগাছ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিনা যত্নে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ বেশ বড় হয়। ইহার ফল, ফুল, ছাল ও পাতা—সমস্ত তিক্তাস্বাদ যুক্ত। ইহার পাতা ক্ষুদ্র, বক্র এবং করাতের ন্যায় দাঁত যুক্ত। পাতার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। সাধারণ বৃন্তে ২।৪ যোড়া পাতা থাকে। ফুল সাদা, ছোট এবং থোবা থোবা হইয়া থাকে। ইহার ফল ছোট ও লম্বা। ফল পাকিলে ঈষৎ মিষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। নিমগাছ চারি প্রকার। প্রথম প্রকার নিমের বর্ণনা উপরে লিখিত হইল। দ্বিতীয় মহানিম; তৃতীয়—ভুঁই নিম; এবং চতুর্থকার্পাক নিম। মহানিমকে স্থানবিশেষে ঘোড়ানিম বা বাকায়েন বলা হয়। ঘোড়ানিমের পাতা সাধারণ নিমের পাতা অপেক্ষা হ্রস্ব, কিন্তু অপেক্ষাকৃত চওড়া। সাধারণ নিমের পাতার প্রান্তভাগ গভীরভাবে চিরিত। সাধারন নিমের পাতা বক্র; কিন্তু ঘোড়ানিমের পাতা বক্র নহে। মহানিমের গাছ অত্যন্ত বড় হয়। ভুঁই নিমের গাছ খুব ছোট হইয়া থাকে। কার্পাক নিমের পাতার এক পৃষ্ঠ কৃষ্ণাভ ও অপর পৃষ্ঠ শ্বেতাভ হইয়া থাকে। ইহার ফল কুলের ন্যায় হইয়া থাকে। পাকিলে নীলের আভাযুক্ত লাল ও কাল হইয়া থাকে। উল্লিখিত চারি প্রকার নিমের উপকারিতার বিশেষ তারতম্য নাই। সকল জাতীয় নিমই প্রায় সমান উপকারী বলিয়া ধরা যাইতে পারে নিম্নে আমরা প্রথম প্রকার নিমের গুণাগুণ ইত্যাদি বর্ণন করিব।

প্রকৃতি।—প্রথম শ্রেণীতে শীতল এবং ২য় শ্রেণীতে রুক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও সিক্ত বলেন। অপর কেহ কেহ ইহাকে মোতাদল অর্থাৎ মধ্যম অবস্থায় শীতল ও রুক্ষ বলিয়া বর্ণন করেন।

বর্ণ ও গন্ধ।—পাতা সবুজ, ফুল সাদা, পুষ্পরেণু হরিদ্রা বর্ণ, কাঁচা ফল সবুজ, পাকা হরিদ্রাবর্ণ।

আস্বাদ।—অত্যন্ত তিক্ত। পাকা ফল ঈষৎ মিষ্ট।

অপকারিতা।—রুক্ষতা বৃদ্ধি করে। রুক্ষ প্রকৃতির লোকের পক্ষে অপকারী।

শোধন।—খাটি মধু, মরিচ ও তৈল প্রভৃতি।

প্রতিনিধি।—রক্ত পরিষ্কারের জন্য অন্য রক্ত পরিষ্কার ঔষধ ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্রিয়া।—মোস্লেজ, মোসহেল, রক্ত পরিষ্কারক ও সওদাঘটিত রোগনাশক।

মাত্রা।—পাতা ২ মাষা হইতে ৯ মাষা হইতে ৭॥ মাষা।

আময়িক প্রয়োগ।—শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া গেলে তাহা বিলীন করিয়া দেয়। ফোঁড়া ফুস্কুড়ি পাকাইয়া দেয়। নিমের সমস্ত অংশই রক্ত পরিষ্কারক। ইহা রক্ত পরিষ্কারক গুণে অদ্বিতীয়। কুষ্ঠ রোগে উপকারী। চুলকণা ও ফোড়া ফুস্কুড়ি ইত্যাদি আরোগ্য করে। পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক। পিত্তাধিক্য জনিত জ্বরে উপকারী। ইহা পাচক। বুকজ্বালা ও পিপাসা দূর করে। ইহার ভাপরা কাণে দিলে কাণের বেদনা দূর হয়। ইহার পাতার রস প্রমেহ রোগে উপকারী। ইহার ফুলের জোঁসাদা বা পাচন অর্থাৎ ফুলকে চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া সেই জলে চুল ধৌত করিলে, চুলের কৃষ্ণবর্ণ রক্ষিত হয়। ইহার পাতা পোড়াইয়া উহাতে লেবুর রস মিশাইয়া চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুলাল হওয়া চুলকাণ এবং চক্ষুর ছানি দূর হয়। ইহার ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে গরগরা বা কুলি করিলে মাড়ি ও দাঁত শক্ত হয়। ইহার মূলের ছাল ১২ মেস্কাল (৪॥ তোলা) পরিমাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে স্ত্রীলোকের ঋতু পরিষ্কার হয়। ইহার পাতা তৈলেসিক্ত করিয়া ক্ষতের উপরে লাগাইলে ক্ষতের মুখ প্রশস্ত করিয়া দেয়; এবং ক্ষতের ভিতরে পুরিয়া রাখিলে ক্ষতের পুঁজাদি নির্গত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহার মলম ও তৈল নূতন ও পুরাতন ক্ষত এবং অস্ত্রঘাতের ক্ষত আরোগ্য করে। শরীরের কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে ইহা লাগাইলে উপকার দর্শে। ইহার রস পান করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়। উপদংশ এবং চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহার আরক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত, অবশাঙ্গ বাত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, লাকোয়া (মুখ বাঁকিয়া যাওয়া), দুষ্টক্ষত, দাদ প্রভৃতি রোগে উপকারী।

পুরাতন নিমগাছের মূলের ছাল আবশ্যক মত গ্রহণ করিয়া কুটিয়া উহার সিকি পরিমাণ গুড়ের সহিত মিশাইয়া উহার দশগুণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ২১ দিবস পর্য্যন্ত দিনের বেলা রৌদ্রে ও রাত্রিকালে তুলিয়া রাখিবে। পরে গোলাপ জলের নিয়মে আরক চোলাই করিয়া লইবে। প্রত্যহ ২ তোলা হইতে চারি তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবনের ২ ঘণ্টা পরে ঘৃত সংযুক্ত টাট্কা রুটি আহার করিবে। এই নিয়মে ২১ দিন বা ততোধিক কাল সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন কালে লবণ, মৎস্য এবং অন্যান্য শীতল দ্রব্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিষিদ্ধ। ইহার কচিডাল দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও মজবুত হয়, এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহার পাতার ডাটি দ্বারা খেলাল করিলে দাঁতের রক্ত পূঁজপড়া দূর হয় ও দাঁত শক্ত হয়। নীমের বীজ জলে ঘসিয়া ব্রণ ও ফুস্কুড়িতে লাগাইলে আরোগ্য হয়। ইহার পাতার রস নাকে টপ্‌কাইলে শিরোরোগের উপশম হয় এবং খাটি মধুর সহিত ঈষৎ গরম করিয়া কাণে দিলে কাণের বেদনা দূর হয়। পাতার রস পান করিলে পাকস্থলীর বায়ু নষ্ট হয় এবং মূত্রনালীর ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার কচিপাতা ২।৩ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিলে শুষ্ক চুলকণা, পাচড়া ইত্যাদি আরোগ্য হয়। ইহার ফল ব্যবহারে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ইহা কুষ্ঠ রোগে উপকারী। ইহার পাতা বাটিয়া সামান্য লবণ মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ফুলা নিবারণ হয়। এবং ফোড়ার উপর কয়েক বার গরম করিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং পূঁজ রক্ত ও দূষিত মাংস নির্গত হইয়া বেদনার উপশম হয়। লবণ ব্যতীত শুধু ইহার প্রলেপ দিলে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার পাতা পোড়াইয়া লবণ মিশাইয়া অল্প অল্প চাটিলে শ্লেষ্মার কাশি দূর হয়। নিমের তৈল সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগে উপকারী। ইহা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করা হয়।

নীমের বীচির শাঁস বাহির করিয়া ঘানির সাহায্যে তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়।

নিমের পাতার তৈল।

ইহা অত্যন্ত উপকারী। নিমের পাতা ৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং পাতার অর্দ্ধ পরিমাণ তিল তৈল লইয়া তাহাতে উক্ত জল নিঃশেষ করিবে; কিন্তু তৈল পুড়িয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যদি পাতার রস বাহির করিয়া সেই রসের অর্দ্ধ পরিমাণ তিল তৈল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তৈল আরও উৎকৃষ্ট হয়। এই তৈলকে কাঁসার পাত্রে লইয়া জল সহ মর্দ্দন করিয়া সেই জল ফেলিয়া দিবে; পুনরায় নূতন জল দিয়া আবার মর্দ্দন করিবে। এই প্রকার ১০১ বার ধৌত করিলে ঐ তৈল মাখনের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহা ক্ষতস্থানে লাগাইলে যে প্রকার দুষ্ট ক্ষত হউক না কেন, আরোগ্য হয়। যদি উক্ত মলমের সহিত অল্প পরিমাণে মুদ্রাশংখ ও মেটে সিন্দুর মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়।

নিমের মলম। শুষ্ক নিম পাতা একভাগ, মুদ্রা শঙ্খ এক ভাগ উৎকৃষ্ট মোম এক ভাগ, গব্য, ঘৃত ৮ ভাগ, গন্ধবিরোজা এক ভাগ, রসবৎ ও গুগ্‌গুল প্রত্যেক দুই ভাগ। প্রথমে ঘৃতকে কোন একটি লৌহ পাত্রে গলাইয়া উহাতে মোম মিশাইয়া দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ চূর্ণ করিয়া মিশাইবে; পরে একটি লৌহ হাতল দ্বারা উত্তমরূপে খল করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে সকল প্রকার খোস পাচড়া এবং নূতন পুরাতন সকল প্রকার দুষ্ট আরোগ্য ক্ষত অতি সত্বর আরোগ্য হয়। (হাকিম)

ভগবানের নাম মাহাত্ম্য *

কোন ভক্ত ভগবানের নামেও রুচি হইল না বলিয়া বিষাদ ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, আমি দীন, কিন্তু আমার এ দৈন্য, নাম লইবার অধিকার শূন্যতাজন্য দৈন্য—

* দুঃখের বিষয় সমস্ত প্রবন্ধটী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাঃ সঃ।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণ, লোক সকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির নিমিত্ত বহুপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছেদে।

এই 'সকল শক্তি' বলাতেই বুঝা গেল, নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞান-যোগাদি কিছুই খুজিতে হইবে না; কারণ সর্ব্বশক্তির মধ্যে যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, এই "হরেকৃষ্ণ" নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন, "অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" অর্থাৎ সেই নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি এই যে, এ নাম উচ্চারণে শুদ্ধি বা অশুদ্ধতার অপেক্ষা রাখেন না যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং
তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেৎ দেহ-দ্রবিণ-জনতালোভ-
পাষণ্ডমধ্যে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

(পুনা—আনন্দাশ্রম-মুদ্রিত) পদ্ম পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

হে বিপ্র! একমাত্র নাম যাহার বাক্যগত (অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাক্‌ মধ্যে প্রবৃত্ত) স্মরণ-পথ (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃস্পৃষ্ট) কিম্বা কর্ণ-মূলে স্পৃষ্ট হয়েন, তাহা শুদ্ধবর্ণই হউন্‌ বা অশুদ্ধবর্ণ হউন্‌, ব্যবহিতরহিত হইলেই নাম-কারীকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু ঐ নাম যদি দেহ, ধন, ও জনতায় লোভ-পরায়ণ পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না। (নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে—এমন সময় যদি অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু নামের অবশিষ্টাংশের উচ্চারণ না করা হয়, তাহা হইলে ঐ উচ্চারণ ব্যবহিত। যেমন "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পরে অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয় ও নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে "ব্যবহিত" বলে। "তদ্রহিত" অর্থাৎ "নারা" শব্দের পর অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া পরে "য়ণ" শব্দ উচ্চারণ করা হইলে তাহাকে "ব্যবহিতরহিত" বলে।) নামের আরও শক্তি এই যে, নামাভাস হইতে পাপক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে! পাবনং
পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তম-
শ্লোক-মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃ শ্রবণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক
ধ্বান্তরাশিং॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে ১ম লহর্য্যাম্।

মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে গুণনিধে! তুমি সেই পাবন সকলের পাবন উত্তমশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-বিশুদ্ধ মতিদ্বারা অকপটে ভজনা কর; কারণ যদি তাঁহার নাম রূপ সূর্য্যের আভাসমাত্র একবার অন্তঃকরণ-কুহরে উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা মহা পাতক-রূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিবে।

ঐ নামাভাস হইতে সংসার-ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্‌ পুত্রোপচারিতম্‌।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত
শ্রদ্ধয়া গৃণন্‌॥
শ্রীভাগবতে ৬।২।৪৯।

মহাত্মা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন যে, অজামিল যখন মৃত্যু সময়ে (শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াও) পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে যে ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তি হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি?

এ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কহিয়াছেন—

নামাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহে অজামিল সাক্ষী॥

শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়াং ৩ পরিচ্ছেদে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি নামাভাসে মনুষ্য মুক্তি লাভ করেন, তাহা হইলে অজামিল ত জীবদ্দশায় পুত্র নারায়ণকে অনেকবার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মুক্তি না হইয়া মরণ সময়ে নারায়ণকে আহ্বান করিতেই তাঁহার মুক্তি হইল কেন? নাম মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে পুত্রের "পুঁটি" "পচা" প্রভৃতি অন্য "ডাকনাম" ছিল, সেই নামেই অজামিল তাঁহার পুত্রকে চিরকাল আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু মৃত্যু সময়ে পূর্ব্বজন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ "নারায়ণ" নামেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল—

"যদি পূর্ব্বং তন্নোচ্চারিতবান্‌ তথাপ্যেতেনৈব নিষ্কৃতং কৃতং স্যাদিতি হি তত্রার্থঃ"।

শ্রীভাগবতে ৬।২।৮ শ্লোকে জীব-গোস্বামিপাদঃ।

নাম-মহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ কহিয়াছেন যে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে যে অনেকবার নাম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমনাম-গ্রহণেই সমুদায় পাপক্ষয় হইয়াছিল, এবং তৎপরে দ্বিতীয়বার হইতে যত নাম করিয়াছিলেন—সেই নাম-সমুদায় অজামিলের ভক্তির সাধক হইয়াছিল—

"বস্তুতস্তু পুত্র-নামকরণসময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকমভূদন্যানি তু ভক্তি-সাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ং।"

শ্রীভাগবতে ৬।২।৭। শ্লোকে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এই নাম, হেলা করিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাতে ফল আছে যথা—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্‌।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম॥

স্কন্দ-পুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

হে শৌনক! সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গল, সকল বেদরূপ লতার সৎফল এবং ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণনাম, যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম, মনুষ্যমাত্রকে ত্রাণ করিয়া থাকেন।

এ নাম, সঙ্কেত কিম্বা পরিহাস করিয়া বলিলেও ফল আছে যথা—

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

সাঙ্কেতং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টঃ তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ॥

শ্রীভাগবতে ৬ ২। ১৪ — ১৫।

সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে (অর্থাৎ গীত আলাপে স্থানপূরণের জন্য) কিম্বা হেলাতে (অর্থাৎ "বিষ্ণু কি করিবে?" এইরূপ অবজ্ঞায়) গৃহীত শ্রীকৃষ্ণের নাম, অশেষ পাপ নাশ করিয়া থাকেন। অট্টালিকাদি হইতে পতিত, পথে পদস্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদিপীড়ায় তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া, আবেশে "হরি" শব্দ বর্ণাশ্রমাদিনিয়মশূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)

নলরাজা বিবিধ উপচার দ্বারা নারায়ণের পূজা কালে নারায়ণের নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

লীলয়াঽপি তব নাম জনা যে
গৃহ্নতে নরকনাশকরস্য।
তেভ্য এব নরকৈকরুচিতাভি-
স্বেতু বিভ্যতু কথং নরকেভ্যঃ॥
মৃত্যু-হেতুষু ন বজ্রনিপাতাৎ
ভীতিমর্হতি জনস্তুয়ি ভক্তঃ।
যৎ তদোচ্চরতি বৈষ্ণব-কণ্ঠা-
ন্নিপ্রযত্নমপি নাম তব দ্রাক্॥

নৈষধ-চরিতে ২১ সর্গে—১৭ — ১৮।

যে সকল মনুষ্য পরিহাস-প্রসঙ্গে নরকনাশক তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট নরক ভীত হইয়া থাকে, তাঁহারা নরককে ভয় করিবেন কেন?

তোমার ভক্তজন, মৃত্যুর কারণ দারুণ বজ্রনিপাত হইতেও ভীত হন না, কারণ বজ্র পাতকালে হঠাৎ বৈষ্ণব জনের কণ্ঠ হইতে বিনাপ্রযত্নেও তোমার নাম বহির্গত হইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

এ নামে প্রায়শ্চিত্ত নাই; কারণ প্রায়শ্চিত্তে কর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিতে পারে না। যেরূপ হস্তী স্নান করিয়া পুনরায় নিজ অঙ্গে ধূলি লেপন করে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তকারীকেও পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হইতে দেখা যায়

প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবৎ।

শ্রীভাগবতে ৬। ১। ১০।

বেদও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"যঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদেনং ততোঽপরং।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭। ৩। ৫।

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য কহিয়াছেন—

যঃ পুমান্ ধর্ম্মশাস্ত্রভীতিরহিতঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ, স পুমান্ তৎ পাপদন্যৎ এনং পাপং তদভ্যাসবশাৎ কুর্য্যাদেব।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রভীতিরহিত হইয়া একবার পাপকরে, সেই ব্যক্তি সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সেই পূর্ব্ব পাপের সংস্কার বশে অভ্যাসবশতঃ পুনরায় সেই পাপ করিয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাপ-কর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ না হইবে এবং তজ্জন্য চক্ষু দিয়া অশ্রু বহির্গত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে; প্রায়শ্চিত্ত কাহাকে বলি? তদুত্তরে বলিয়াছেন যে

"প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্"।

শ্রীভগবতে ৬। ১ ১১।

জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত।

যদিও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ করিয়াছেন যে—

"তেন পাপক্ষয়মাত্র সাধনত্বেন বিধিবোধিতং কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তং" প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে।

পাপক্ষয়মাত্র সাধনোপযোগী বিধিবোধিত কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে; তথাপি বলা যায়, প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয় মাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু সংস্কার ত্যাগ করাইতে পারে না।

"হিন্দু পত্রিকায়"

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সদাচার।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং গৌরীপুরাধিপতি ধর্ম্মপরায়ণ মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্র নিঃস্বার্থ দেশোপকারী মনস্বী যদি বহুলভাবে ভারত অলঙ্কৃত করেন, তবে এই দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যাপকভাবে উপস্থিত হইয়া উদীয়মান সূর্য্যালোকের মত জ্ঞানলোক প্রতিগৃহে ছড়াইয়া অজ্ঞাতরূপ তিমির রাশি অপসারিত করিতে পারে।

বৈদেশিক শিক্ষার আধিক্যে শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে। সুতরাং সদাচার বিলুপ্তপ্রায়। এই সকল দুঃখে এক জন কবি বলিয়া গিয়াছেন:—

"বিদ্যাসাগরপারমারদচিরাদাচারিতা"

বৈদেশিক শিক্ষা অর্থকরী এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অর্থ কৃচ্ছ্রতা,—এই দুইটী দেখিয়া সাধারণের নিকট বৈদেশিক শিক্ষা ব্রতরূপে গৃহীত হইতেছে। এবং বাল্যকাল হইতে ঐ শিক্ষা অভ্যস্ত হওয়ায় স্ব স্ব জাত্যুচিত সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাল্যকাল হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মোচিত সদাচার যদি অভ্যস্ত না হয়, তবে তাহার অভ্যুদয় আশাতীত।

এইজন্য নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যেরূপ নূতন পাত্রে লগ্ন চিহ্নাদিস্বরূপ সংস্কারের অন্যথা হয় না, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব।

সদাচারাদির শিক্ষা না দিলে ঐ শিক্ষা দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয় না। ঐ ধর্ম্মস্থাপন করিতে গেলে ধর্ম্মমন্দির ও চতুষ্পাঠি স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। অন্য উপায়ে সদাচারাদির সুশিক্ষা হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীগণ সংবাদপত্র বা সদা দৃশ্যমান বৈদেশিকগণের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুকারী হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র সদাচার নিঃশেষভাবে হারাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের অনুকরণ করিয়া আমরা অধঃ-পতনের পথ প্রশস্ত করিতেছি, সেই প্রতীচ্য জাতি স্বধর্ম্ম সংরক্ষণবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মো ভয়াবহঃ' ইহা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন, প্রতীচ্য জাতির অপ্রতিহত আধিপত্যবিস্তারের কারণ কেবল মাত্র নীতিমূলক কৌশল, তাঁহারা ভ্রান্ত।

'প্রতীচ্য জাতি স্বজাত্যুচিত ধর্ম্ম আচার সর্ব্বদা অকুতোভয়ে রক্ষা করেন বলিয়া লক্ষ্মী-দেবীর স্থায়ী কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন। (আচার প্রবন্ধ) ইহাই আমার বিশ্বাস।

সদাচার রক্ষা করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়; তাহাতে মন ও শরীর দৃঢ় হয়। মন এবং শরীর বলবান হইলে, সকল কার্য্য অনা-য়াসে সম্পাদন করিতে পারা যায়।

প্রথম তিনটী দোষ নিবারণ করা বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। কারণ, কোন বিশ্বাসী শাস্ত্র-জ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিধি-নিষেধ জানিতে পার।

ইচ্ছা করিলে অনুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা না দেখাইতে পার, এবং বৈদেশিকগণের অনুকরণ ত্যাগও করিতে পার। সুতরাং এই ৩টী দোষ প্রবলতম নহে। শেষোক্ত দুইটী দোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও আলস্য, নিরন্তর শাস্ত্রচর্চ্চা পূর্ব্বক সদনুষ্ঠান না করিলে নিবারিত হইতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা এবং আলস্য মনুষ্যের স্বাভাবিক দোষ, ইহা আগ-ন্তুক নহে, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই ইহা ত্যাগ করা যায় না।

বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা নিয়ত ভাবে করিতে পারিলে এবং তৎ সম্মত কার্য্য নিয়ত ভাবে করিলে উক্ত দোষ দুইটী পরি-হার করিতে পারা যায়।

স্বেচ্ছাচারিতা পশু ধর্ম্ম। পশুরা ইচ্ছা হইলেই শয়ন করে, ইচ্ছা হইলেই ভোজন করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা রাখে না। ক্রোধের তাহারা দাস, ক্রোধ হইলেই তৎ-ক্ষণাৎ তদনুরূপ কার্য্য করে। কাম নিয়তই তাহাদের অনুগামী। ভগবানের সৃষ্টরূপে সকল জীব সমান হইলেও অদৃষ্টের প্রবলতা নিবন্ধন জীবের মধ্যে মনুষ্যের বিচার শক্তি অধিক ঐ শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে বিধিনিষেধস্থানসাধন শাস্ত্রকে আশ্রয় করিতে হইবে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সংকীর্ণ জাতির পক্ষে যথাযথরূপে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ আছে।

ঐ শাস্ত্রকে আদেশকরূপে এবং এবং নিজেকে আজ্ঞাবহরূপে গণ্য করিয়া চলিতে শিখিলে, স্বেচ্ছাচারিতার করাল কবলে পড়িতে হইবেনা এবং দুর্দ্দমনীয় আলস্য ও উপশমিত হইয়া যাইবে। কারণ যে সময়ের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অনতিবিলম্বে করিতেই হইবে; যেহেতু শাস্ত্র প্রভু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্রের আদেশ মানিতে হইলে, ইচ্ছানুসারে শয়ন ভোজন, পরিধান ও নিজের স্বাভাবিক রুচির সাকল্য কিছুই চলিবে না। তাহাতে জীবনের অশান্তি হয় না, বরং শান্তি অধিক পরিমাণে বাড়ে।

আলস্যপরতন্ত্র লোক শীতকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না; কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপ্রতিপালনের অভ্যাস থাকিলে, জড়তা নাশক সত্ত্বগুণের সমধিক অভিব্যক্তিবশতঃ কর্ত্তব্যের অনুরোধে ঐ সময় শয্যাত্যাগ করিতে অনায়াসে সমর্থ হন।

শরীরের যথাবিধি কর্ত্তব্য প্রতিপালনরূপ ব্যায়াম দ্বারা সর্ব্বতোমুখী শারীরিক স্ফূর্ত্তি আবির্ভূত হয়।

সুতরাং, এইরূপে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ মহা-গুণ তাহাকে আশ্রয় করে। অতএব সর্ব্ব-সময়ে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিবার সামর্থ লাভ হয়।

শাস্ত্রে আছে "অসবঃ প্রকাণ্ড" জীবন সদাচার বৃক্ষের কাণ্ড।

অর্থাৎ সদাচার প্রতিপালন করিলে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং দৃঢ় হয়।

দীর্ঘজীবনের পক্ষে অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে মনের শান্তি পিতামাতার সদাচার, বৈধ ভক্ষ্য ভক্ষণ, অভক্ষ্য ত্যাগ, শম, দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং চরিত্রশুদ্ধি এই-গুলি প্রধানতম কারণ।

শাস্ত্রসম্মত পথে চলিলে এই গুলি তাহার পক্ষে করায়ত্ত হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত হৃদয়ে পোষিত হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল না ফলিলে, হৃদয়ে তৃপ্তি থাকে না; এবং ক্রমশঃ কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মীর অবিশ্বাস সংঘটিত হয়। সংসারী হইলে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা অশান্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে কর্ম্মকরা কঠিন হয়।

কর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচারী ফলা-কাঙ্ক্ষার দুর্ভাবনায় পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হন না।

পিতামাতার সদাচারিতা না থাকিলে জাতব্যক্তির জন্মশুদ্ধি না থাকায়, নীরোগতা হয় না। সুতরাং অকালমৃত্যু অনতিবিলম্বে গ্রাস করে। সন্তানের দীর্ঘজীবন এবং সাধু-

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

শীলতা ,যাহাতে হয়, প্রতিগৃহস্থেরই তাহা কর্ত্তব্য।

খাদ্যের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ, খাদ্যের দোষ থাকিলে মন মলিন হয়। মনে মালিন্য আসিলে, শারীরিক বৃত্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

ভক্ষ্যবস্তুর সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ—

"দধ্নঃ সৌম্যমথ্যমানস্য যোঽনিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎসর্পি র্ভবতি।
এবমেব খলু সৌম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽনিম্যা-স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনো ভবতি।" হে সৌম্য। দধি মন্থন কালে তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা উর্দ্ধে উঠে; এবং তাহা যেমন ঘৃতরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ভক্ষণকালে ভক্ষ্যমাণ দ্রব্যের যে সূক্ষ্ম অংশ তাহা উর্দ্ধে উঠে এবং তাহা মনরূপে পরিণত হয়।

ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মন ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুযায়ী হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও ইহা স্থিরীকৃত হয়। ভোজনকালে বিঘ্ন ঘটিলে, মানসিক অশান্তি হয়। মনকে উন্নত না করিতে পারিলে, শরীর উন্নত করা যায় না। শরীর উন্নত না হইলে, কর্ম্মজীবন নষ্ট হয়। কর্ম্মজীবন নষ্ট হইলে, শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মনকে উন্নত করিতে গেলে ভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অভক্ষ্য ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে।

মন উন্নত হইলে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সমুদ্ভাসিত হইলে, তাহার আজ্ঞাবহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও সত্ত্বগুণময় হইয়া দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের রাজসিকতা বা তামসিকতা আসুর ভাব। এই আসুর ভাব থাকিলে, মনের দেবভাব—অর্থাৎ সৎ-পথে থাকা—কঠিন হয় অর্থাৎ মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে ধাবমান হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে সর্ব্বদা আসক্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তার অভাবে দুঃসাধ্য রোগ-পীড়িত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। সেই সকল দ্রব্যের ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

মনুও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে—
"অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"
বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, আলস্য এবং খাদ্যদোষ ঘটিলে মানব অল্পায়ু হয়।

সর্ব্বপ্রকার লক্ষণহীন হইলেও মানুষ যদি সদাচারযুক্ত হয়, সে শতবর্ষজীবী হয়। এই কথাও মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বলক্ষণ হীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥
"বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ॥"

সদাচার-বৃক্ষের ধন শাখা, এবং অভিলাষ পত্র।

সদাচার ধনবত্তার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। অর্জ্জন, রক্ষণ, এবং বর্দ্ধন এই ত্রিবিধ উপায় সামান্যতঃ ধনবত্তা সিদ্ধ হয়।

সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির মন সত্ত্বগুণময় হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হয়। বিচারশক্তি রীতিমত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীর শাস্ত্র সম্মত নিয়মের বাধ্য হইয়া দিন দিন উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া যথাবিহিত কার্য্য সম্পাদনে নিপুণতম হয়। এই সকল শক্তি যাহার, তাহার আবার অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষে ভাবনা কি?

বিলাসিতার বিজয় পতাকা উড়াইয়া যাহারা অর্থ ব্যয় করেন, যাহারা অস্থায়ী ভোগের উচ্চ আসনে বসিয়া কালযাপনে পরিণাম রুগ্ন শরীর হইয়া পড়েন। তাঁহাদের নিয়ত অসদুপায় দ্বারা অর্থনাশ বশতঃ ধনের বর্দ্ধন এবং রক্ষণ ঘটে না।

যাঁহারা সদাচারী, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সুতরাং ধনরক্ষণ ও ধনবর্দ্ধন তাঁহাদেরই একমাত্র অধীন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

যে পুত্ররত্ন সংসার যাপনের পক্ষে অদ্বিতীয় সহায় বলিয়া বিশ্বপ্রচারিত, প্রতি সদাচারী পক্ষে সেইরূপ সুসন্তান উৎপন্ন হয়।

কোন কোন অসদাচারীর পক্ষে সুসন্তান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তাহা জন্মান্তরীন বলবৎ শুভাদৃষ্টের গুণে। ঐ শুভাদৃষ্টেরও বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, মূলে সেই শুভাদৃষ্ট সম্পাদক জন্মান্তরীয় সদাচারই অনুমিত হয়।

আরও এককথা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে সুসন্তান হয়। কিন্তু প্রতি অসদাচারীর তাহা হয় না।

এইজন্যই মনু বলিয়াছেন—
"আচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধন মক্ষয্য মাচারোহন্ত্যলক্ষণম্।"

সদাচার হইতে দীর্ঘজীবন, উৎকৃষ্ট সন্তান ও অক্ষয় ধনলাভ হয়, এবং স্বাভাবিক কোন দুর্লক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হয়।

সদাচারী ব্যক্তির সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় ধারণাশক্তি খুব প্রবল হয়। সর্ব্বদা শিক্ষিত বিষয় গুলি চিত্তে প্রতিভাত হয়।

যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে কথিত আছে যে—"সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ জড়তা নষ্ট করে, এবং বস্তু প্রকাশ করে। উপনিষদেও এই সকল কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—যে,
"আচার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি, স্মৃতিশুদ্ধৌ চ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

সদাচারের উৎকর্ষ হইলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শিক্ষিত বিষয়গুলির স্মৃতি বিদ্যুতের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা হৃদয়কে আলোকিত করে। স্মৃতির ঐ

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

জাতীয় উৎকর্ষ হইলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক নষ্ট হয়।

স্মৃতি এবং প্রতিভা এই দুইটী পাণ্ডিত্য লাভের পক্ষে একমাত্র উপায়। এই দুইটী উপায় হস্তগত হওয়ায় সদাচারীব্যক্তি বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রচারিত হন।

সত্বগুণময় সদাচারী যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা কখনও ব্যাহত দেখা যায় না। কারণ তাঁহার ইচ্ছা ধর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ। এই জন্যই "ছন্দনানি কানাঃ" এই কথা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অতিশয় দূষ্য।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম ফললাভেও উপশমিত হয় না। উহার দ্বারা কেবল দুঃখলাভই হয়।

"যশাংসি পুষ্পাণি"

সদাচার মহাবৃক্ষের পক্ষে যশপুষ্প।

সদাচারীব্যক্তি অনন্য সাধারণ যশোলাভ করিয়া থাকেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সত্যবাদিতা, সংযম, পরোপকারিতা প্রভৃতি শিষ্টাচার যশলাভের প্রকৃষ্ট উপায়

এই সকল শিষ্টাচার সদাচারীর নিয়ত সহচর। সদাচারীগণ নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চারদ্বারা ভগবানের নিকট বিশিষ্ট পুরস্কার পাইয়া থাকেন।

সমাজের নিকটও চিরাদৃত শিষ্টাচার দ্বারা বিশিষ্টশ্রদ্ধার পাত্র হ'ন। অর্থের দ্বারা সমাজ জয় হয় না।

যাহা প্রকৃত সমাজ বলিয়া গণ্য, তাহাকে নিয়তভাবে জয় করিতে গেলে প্রকৃত সদাচার আশ্রয় করিতেই হইবে। সমাজের প্রতি রাজার যেরূপ অধিকার, একজন দরিদ্র ব্যক্তিরও সেইরূপ অধিকার। সমাজ অর্থের দাস নহে। বহু সমাজে বড় বড় ধনী স্বেচ্ছাচারীতার অদম্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। সমাজ যদি অর্থের দাস হইত, তাহা হইলে সেই সকল সমাজ পলকে পলকে তাঁহাদের ইঙ্গিতে চলিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। এখনও পদে পদে সমাজকে শিষ্টাচার পরায়ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে স্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজই হইতেছে যশঃ এবং তন্মূলক আধিপত্য পরীক্ষার স্থল। সুতরাং শিষ্টাচারী ব্যক্তির যশঃ সিংহাসন অধিকার করা সহজ সাধ্য বলিয়া মনে হয়।

এই শিষ্টাচার কেবলমাত্র অভ্যন্তরে রাখিলে চলিবে না। বাহিরে এবং অভ্যন্তরে এই দুই দিকেই দেখাইতে হইবে। দুইদিকের শুচিতাই শুচিতা।

এইজন্যই মনু—বেশশুদ্ধি সকলদিকেই দৃষ্টি করিয়াছেন।

"ফলঞ্চ পুণ্যান"

এই সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য।

সদাচারীব্যক্তির সাত্বিকভাব থাকিলে মন অতিশয় শক্তিযুক্ত হইয়া ধ্যান-ধারণাদি ধর্ম্মময়কার্য্যে নিয়ত তৎপর হইতে পারে।

সর্ব্বদা নিয়ম প্রতিপালন করায় শরীর নীরোগ হইয়া বিশেষরূপে কার্য্যক্ষম হয়।

সর্ব্বদা নিষ্ঠা করার অভ্যাস থাকায় শরীর কঠোর তপস্যাদি করিলেও পরিশ্রমে কাতর হয় না। অর্থাৎ কার্য্যকারিতা বাড়ে। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সদাচারের গুণে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। অতএব দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সেই সমস্ত জীবন ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে একজীবনে সাধারণ বহুজীবন সংগ্রাহ্য বহুতর ধর্ম্ম সংগৃহীত হইতে পারে।

সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন, ধর্ম্মচর্চ্চা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, পরিশ্রম শীলতা, মনের প্রতি আধিপত্য, নীরোগীতা, এবং সংযম প্রভৃতি গুণ সমূহ ভূষিত হইয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্ত বিষয় স্রকচন্দনবনিতাদির প্রতি অভিলাষ শূন্য হইয়া সারাজীবন ধরিয়া চিরসুখময় জীবনের একমাত্র উপায় ধর্ম্মময় কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারেন।

নচেৎ সংসার সংগ্রামে প্রবল প্রতিপক্ষ মনরূপ গুপ্তস্থানে নিয়ত নিলীন পাপবাসনারূপ দুষ্ট পিশাচীর করাল ভ্রূকুটির বিভীষিকায় অবশ্যই পড়িতে হইবে। তাহা হইলে চিরদুঃখ বিকটাস্য হইয়া গ্রাস করিবে।

এইজন্য মনু বলিয়াগিয়াছেন যে—

"দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ দুঃখ ভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ॥

সদাচার বর্জ্জিত মানুষ সংসারে সর্ব্বদা নিন্দিত হয়। এবং সর্ব্বদা দুঃখ ও রোগ ভোগ করে সুতরাং তাহার জীবন অল্পকাল স্থায়ী হয়।

এই সকল সদাচার প্রভৃতি যাবৎ ধর্ম্মকার্য চালাইবার ভার ব্রাহ্মণের উপর। বিশ্ব সমষ্টি জগদীশ্বর ব্রাহ্মণের উপর ধর্ম্মকোষের ভার দিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা মনু বলিয়াছেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে।'

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকোষ রক্ষা করেন বলিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অতএব যাহাতে দেশে দেশে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালনাদির সুব্যবস্থা হয়, তাহা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণের শক্তি অধিক বলিয়াই ব্রাহ্মণের উপর সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের ভার নিপতিত। ইহা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মনে করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণে ভগবানের নিকট হইতে দণ্ডিত হইতে হইবে। ইতি— "ব্রাহ্মণে"

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

—

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাঙ্গালার শ্রমজীবি।

বাঙ্গালার বাবু শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ যেমন অধঃপাতে গিয়াছেন, বাঙ্গালায় শ্রমজীবি শ্রেণীর লোকও সেইরূপ বিলাসী ও শ্রম কাতর হইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। এখন বাঙ্গালী মজুর পাওয়া যায় না। তাহারা আর খাটিতে চাহে না, তাহারা এইরূপ অলস এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় প্রতিদিন দলে দলে সাঁওতাল, হিন্দুস্থানী এবং বিশেষভাবে উড়িয়াতে দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। আসল বাঙ্গালী শ্রমজীবি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অন্ন অনেক দিনই মারা গিয়াছে। বাঙ্গালার বাগ্দী মজুর ছিল, বাগ্দী ডোম প্রভৃতি। তাহারা এখন সভ্য ঘেঁসা বাবু শ্রেণীর জমী লইয়া নিজে আবাদ করিবারও জন্য পরিশ্রম করে না। ঘরে দীনতার একশেষ, এদিকে ভদ্র লোকের ন্যায় তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যয় সংকুলান করিতে দেনাদার হয়—আগে গ্রাম্য শাসনে ইহারা ঠিক থাকিত, এক্ষণে ইহারা আইন শিখিয়াছে। কাজেই গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা আর ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই বিদেশের আমদানী লোকের দ্বারা অনেক সময়ে অল্পপয়সায় ঘর কাজ চালাইয়া লইতেছেন, আর ইহাদের অবস্থা শোচনায় হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি বাঙ্গালার শ্রমশীলশ্রেণী অনাহারে, রোগে, শোকে ঋণ দায়ে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে—তাহাদের অন্ন আজ সাঁওতাল, উড়িয়া, কোঁড়া বাউরী এবং হিন্দুস্থানী লোকের হস্তে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর ইহাদের দশা যে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা দেশের লোকের একটা ভাবিবার বিষয় বটে।

ইহাদের সহিত যখন গ্রাম্য ভদ্র লোকগণের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন ইহারা বহুপ্রকারে উপকৃত হইত, সাহায্য পাইত, উপদেশ বা শাসন দ্বারা বহু অন্যায় দুষ্কর্ম্ম করিতে পশ্চাদপদ হইত। এখন সেই স্নেহ বাহিরের আমদানী লোকে বা অধিকার করিতেছে। ভদ্র লোকেরা এক্ষণে তাহাদিগকে তাহাদের বাসস্থানাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া বসবাস করাইতেছে। এই সকল অসভ্য বন্য জাতি সরল প্রকৃতির, বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণীর লোকের সরলতা গিয়াছে, ইহারা অসৎ চরিত্র হইয়াছে, কথার ঠিক রাখে না, পয়সা লইয়া পরিশ্রম করে না, বরং অনেকস্থলে অসতপায়ে কিছু হাতাইয়া সরিয়া পড়ে। যাহারা নিম্ন শ্রেণীর উদ্ধারের জন্য বড় বড় কথা কহিয়া বেড়ান, আমরা তাঁহাদিগকে এই পতিত নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবিদিগের কথা ভাবিতে বলি। নচেৎ বাঙ্গালার শ্রমজীবির দল কালে চিরতরেই লোপ পাইবে। বিভিন্ন প্রদেশের লোকের দ্বারা কাজের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ বাঙ্গালার শ্রমজীবির এরূপ অবস্থা কদাচই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের সহায় ছিল—আজ তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে দেখিলে বাস্তবিক কষ্ট হয়। ইহারাও বিলাসী বাবুদের অনুকরণে বিলাসী হইয়াছে, এখন আর সে বাগদী, হাড়ী তেতুলে, ডোম দেখিতে পাইবেন না। বাঙ্গালী বাবুদের ন্যায় ইহারাও অধঃপাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালার শ্রম শীল জাতির মধ্যে মুসলমানগণ প্রায় সমস্ত কৃষিক্ষেত্র অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা কৃষির—উন্নতি সাধন করিয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উপর চালাক হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অনাহারে দুর্ব্বল, রোগে জর্জ্জরিত, ইহাদের অনেকেরই এক কাঠাও জমী নাই, অলস অকর্ম্মণ্য বলিয়া কেহ ইহাদিগকে কাজও দেয় না। সুতরাং সত্বর ভবিষ্যতে উদরান্নের জন্য ইহারা অসৎপথে অগ্রসর হইয়া পল্লীকে বিভীষিকাময় করিয়া যে না তুলিতে পারে, তাহাও বলা যায় না।

প্রত্যেক স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাদের শোচনীয় অবস্থা ইহাদিগকে বুঝাইয়া ইহাদিগকে আবার শ্রমশীল করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই শ্রেণীর শ্রমজীবির সাহায্য প্রত্যেক লোকের অপরিহার্য্য আবশ্যকীয় উপকরণ।

Home Industries.

পাঁউরুটী প্রস্তুত প্রণালী।

("স্বাস্থ্য সমাচার হইতে উদ্ধৃত")

গত শ্রাবণ মাসের স্বাস্থ্য সমাচারে পাঁউরুটী প্রস্তুত সম্বন্ধে আমার দেশীয় পদ্ধতি প্রকাশিত হইবার পর স্বাস্থ্য-সমাচারের শতাধিক গ্রাহক এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি জানিবার জন্য পত্র লেখেন। তাঁহাদিগের পত্রেই জানিয়াছি, অনেকে আমার নির্দ্দেশ অনুসারে পাঁউরুটী প্রস্তুত করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে পারিলেও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই। আমি পাঁউরুটী প্রস্তুত সম্বন্ধে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাদিগের অনেকের কাজে লাগিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। পাঁউরুটী প্রস্তুত সম্বন্ধে অন্য যে সকল তথ্য আমি অবগত আছি, এবারে পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহা বিবৃত করিতেছি। অনেকে দেশীয় উপাদানে পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার পক্ষপাতী। সুতরাং দেশীয় উপাদানে পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার উপায় আমি বর্ণন করিলাম। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বাস্থ্যসমাচারের পাঠকপাঠিকাগণ কিয়ৎ-পরিমাণে উপকৃত হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

খেজুর ও তালরস কিয়ৎকাল কোন স্থানে রাখিয়া দিলে গাঁজিয়া ফুলিয়া উঠে। গুড়ও অবস্থা বিশেষে বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করিয়া সময় সময় এতটা ফুলিয়া উঠে। পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ময়দা বা সুজিকে উপযুক্তরূপ ফুলাইয়া বা ফাঁপাইয়া তুলিতে হয়।

আমাদের দেশীয় প্রণালীতে পাঁউরুটী তৈয়ার করিবার নিম্নলিখিত প্রণালীটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি নিজে এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্তোষলাভ করিয়াছি।

প্রস্তুত প্রণালী।

দশ সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট ময়দায় সওয়া-[illegible] পরিমাণ বিশুদ্ধ তালের তাড়ি এবং উপযুক্ত পরিমাণ জল মিলাইয়া উহা মুষ্টিবদ্ধ হস্তে উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিতে হইবে। ময়দা সুমর্দ্দিত হইলে একটা গামলার তিন চতুর্থাংশ উক্ত সুমর্দ্দিত ময়দার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া একখানা পরিষ্কার মোটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে (অনুমান ২।৩ ঘণ্টা) যখন মর্দ্দিত ময়দা ফুলিয়া গামলাটী পরিপূর্ণ হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত মর্দ্দিত ময়দার ছোট ছোট খামিরার গোলক প্রস্তুত করিবে ও একখানা পরিষ্কৃত কাষ্ঠখণ্ডের বা একটী বড় টেবিলের উপর গোলকগুলি সাজাইয়া রাখিয়া আবার একখানা পরিষ্কৃত মোটা চাদর দিয়া সে গুলিকে ঢাকা দিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে যখন খামিরার গোলকসমূহ উপযুক্তরূপ স্ফীত হইয়া উঠিবে, তখন টিনের চাক্তির উপর কলার পাত বসাইয়া তাহার উপর ঐগুলি গোলক স্থাপন পূর্ব্বক অবিলম্বে টিন চাক্তিসমূহ লম্বা কাঠের হাতলের উপর বসাইয়া তন্দুরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া হাতল টানিয়া আনিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত খামিরার গোলক তন্দুরের ভিতর দেওয়া হইলে তন্দুরের মুখ ঢাকিয়া দিতে হইবে। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, খামিরার গোলক সমূহ টেবিল বা কাষ্ঠখণ্ডে রাখিয়া ঢাকা দেওয়ার পর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ গোলকগুলি অতিরিক্ত স্ফীত হইলে ফাটিয়া যাইবে এবং সেগুলি উপযুক্তরূপ ভাল প্রস্তুত না হইলে রুটী হইবে না। গোলকগুলি কি পরিমাণ ফুলিলে উত্তম রুটী প্রস্তুত হইবে? তাহা বিচার ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। কারণ উহা লিখিয়া বুঝান সম্ভবপর নহে। সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, খামিরা দেওয়াতে পাঁউরুটীর ময়দা বা সুজির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। খামিরার রাসায়নিক ক্রিয়া বশতঃ ময়দা ও সুজির মধ্যে অত্যধিক বায়ু সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য উষ্ণবায়ুর তাপে যখন রুটী সুসিদ্ধ করা হয়, তখন গোলকের ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যাওয়াতে রুটী উত্তমরূপ সচ্ছিদ্র ও সুপক্ব হয়। ঐরূপ সচ্ছিদ্র ও সুপক্ব রুটী সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। উপযুক্ত বায়ুর তাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহাতে সকল স্থানে সমান তাপ প্রযুক্ত হয়। সুতরাং কোন স্থান চুঁইয়া যায় না এবং কোন স্থান কাঁচা থাকে না।

উপরে যে প্রণালীর উল্লেখ করিলাম, তাহা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু গৃহে অল্প পরিমাণে পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার এক চতুর্থাংশ এক বা অষ্টমাংশ হিসাবে ময়দা ও তাড়ি লইয়া রুটী তৈয়ার করা যাইতে পারে। পাঁউরুটী ময়দা ও সুজি দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রত্যেক উপকরণ দ্বারাই পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। আমি নিজে ময়দা এবং সুজি উভয় প্রকার দ্রব্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াই সুফল লাভ করিয়াছি। অনভ্যস্ত কার্য্যে প্রথম বারে কেহ কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। যে কার্য্যে আমি নিজে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাতে অন্যে কৃতকার্য্য হইবে না, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। দুই এক বারের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইলে তাহাতে আসে যায় কি? আমার নিজেরও প্রথম কয়েকবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হই।

এতদ্দেশীয় ময়দা সুজি জলে গুলিয়া দীর্ঘকাল পচাইয়া থাকে। জলে গোলা সুজি উষ্ণস্থানে সারা দিন রাত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা রাখিলে স্বতই ফুলিয়া উঠে, কিন্তু পাঁউরুটী ব্যবসায়িগণ অতি শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সুজি বা ময়দাতে তাড়ি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তালের তাড়িই সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়। খেজুরের তাড়ি দ্বারাও উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমি তালের তাড়ি দ্বারাই পরীক্ষা করতঃ আশানুরূপ ফললাভ করিয়াছি। পাঁউরুটী উষ্ণবায়ুর তাপে সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ১৩২৩ সালের শ্রাবণ মাসের "স্বাস্থ্য-সমাচারে" যে প্রকার সমতল উনানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে একেবারে ছোট ছোট ৩।৪ খানা রুটী সেকা হইতে পারে। পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঁউরুটী উষ্ণবায়ুর তাপে সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যাহার যেরূপ উপায় মনোনীত হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

পাঁউরুটী প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রণালীতে বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা ৩ গ্রেণ স্থলে ৩০ গ্রেণ হইবে। যাঁহারা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এ বিষয়টী যেন স্মরণ রাখেন।

বিলাতী ঔষধাদি আজকাল দুর্ল্ভ এবং

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পল্লীগ্রামে দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রধানতঃ পল্লীগ্রামবাসীদিগের জন্য কিরূপে তাড়ি দ্বারা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই বিবৃত করিলাম। শ্রীরজনীকান্তদাস আমরা "কাজের লোকে" কিছুকাল পূর্ব্বে পাঁউরুটী প্রস্তুত প্রক্রিয়া লিখিয়া ছিলাম, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, তাহাতে যে প্রক্রিয়া ছিল, তাহাপেক্ষা পাঠকগণ যদি এই প্রবন্ধে কিছু বিশেষত্ব পান, তাই আমরা এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

কাং সং

Syrups বা সরবৎ।

বহুপূর্ব্বে "কাজেরলোক" ১ম বর্ষে আমরা সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়া ছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে সে সকল ফরমূলা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ফরমূলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে সীরাপ অতি উপাদেয় সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সুখ সহরেই উপভোগ্য হইলেও মফঃস্বলের লোকেও প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারেন। ইহা একটী বেশ লাভজনক কাজ। কলিকাতার পথে পথে এখন বরফ সংযোগে সরবতের দোকান হইয়াছে। ১ পয়সা বা এক আনা দিলে মাটীর গ্লাসে করিয়া হিন্দুস্থানীগণ এই সরবৎ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াছেন। ইহারা এই কার্য্যদ্বারা দৈনিক ৩।৪ টাকাও উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কোন বাঙ্গালীকে এ কার্য্যে দেখা যায় না! মানের কাঙ্গাল বাঙ্গালী না খাইয়া মরিলেও রাস্তার ধারে ইহারা একাজ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহা অপেক্ষা গাঁজা আফিং, চায়ের অন্ততঃ ধোপার দোকানও ভাল। যাক্ বাজে কথা। এখন আমরা সীরাপের কারবারের কথা বলিব।

সীরপ প্রস্তুতের সরঞ্জাম। সীরপ প্রস্তুত করিতে হইলে ১ খানি ভাল ইনামেল করা কড়াই, একখানি ছাঁকনী গাদ কাটিবার জন্য, খুব পরিষ্কার সাদা বোতল, নূতন কর্ক, ভাল চিনি, এইরূপ চিনি গলাইবার ও সীরপ রাখিবার সরঞ্জাম আবশ্যক। সীরপের কারখানায় খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা আবশ্যক। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত স্বাস্থ্যের নৈকট্য সম্বন্ধ, একটু অসাবধানতার জন্য কতশত জীবন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে ধর্ম্ম জ্ঞান রাখিয়া অতি পবিত্রতার সহিত কার্য্য করা উচিত।

Simple syrup.
সিম্পল সীরপ।

সীম্পল অর্থাৎ সাদা সীরপ প্রথমে প্রস্তুত করা উচিত। এই সীরপে নানাপ্রকার ফলের এসেন্স মিশাইয়া নানা নামের সীরপ প্রস্তুত হইবে, যথা লেমন সীরপ, অরেঞ্জসীরপ রোজ সীরপ ইত্যাদি।

সাদা সীরপ কেবল ডাক্তারখানার ঔষধের সহিত মিশাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহারও বিক্রয় কম হয় না।

খুব ভাল সীরপ করিতে হইলে Distilled water ডিষ্টিল্ড ওয়াটার অথবা বৃষ্টির জল, তাহাও না হইলে নদী বা পুকুরের জলকে ফিল্টার করিয়া সেই জলে চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিলে খুবই স্বচ্ছ সীরপ হইবে এবং অল্প গাদ কাটিলেই হইবে।

সীরাপ প্রস্তুতের জন্য পরিষ্কৃত চিনি ব্যবহার করাই সঙ্গত, নচেৎ সীরপ তেমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত এনামেল কটাহে

জল ... ৬ সের।

চিনি ... ২॥ হইতে ৵৩ সের।

দিয়া উত্তর রূপে নাড়িয়া তাহার পর অগ্নিতে চড়াইবে, যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন দেখিবে যে, তাহার উপর একটা ময়লা ফেনার মত পদার্থ ভাসিয়া উঠিতেছে।

ইহাকেই গাদ বলে। সেই গাদ যতবার জমিবে, ততবার উঠাইয়া একটা পাত্রে ফেলিয়া দিবে। ফুটাইতে ফুটাইতে যখন আর গাদ উঠিবে না, তখন কেমন ঘন হইয়া আসিতেছে তাহাই দেখিতে হইবে। বেশী ঘন করিলেই দানাইয়া যাইবে। আবার বেশী পাতলা করিলেও দোষ আছে, ইহাতে সরবৎ খাইবার সময় অল্পে মিষ্ট হইবে না। সুতরাং এই দুটী মনে রাখিয়া যতটুকু ঘন করা উচিত, তাহা করিয়া লইতে হইবে।

সীরপ প্রস্তুত আমাদের ময়রা ঘরের রসগোল্লার রস প্রস্তুতের প্রক্রিয়ারই মত। গাদ কাটাইয়া ফেলিবার জন্য ময়রারা দুগ্ধ মিশ্রিত জলের ছিটা দিয়া থাকে, তাহাতে শীঘ্রই গাদ উঠিয়া রস পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ইংরাজী মতে ডিম্বের শ্বেতসারও চিনি জলের সহিত মিশাইয়া কটাহে ঢালিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে নাকি সীরপ আরও পরিষ্কার হইয়া থাকে।

যখন যথাবশ্যকীয় ঘন হইয়া আসিল, তখন চুলা হইতে নামাইয়া শীতলস্থানে ঠাণ্ডা হইতে দিবে। যদি খুব পরিষ্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাদা ফ্লানেল একটা কলসীর বা—জারের মুখে দিয়া তাহার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই হইবে। যদি ভাল পরিষ্কার বোধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় কিছু জল মিশাইয়া উনানে চড়াইয়া গাদ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইল সাদা সীরপ বা Simple syrup.

পূর্ব্বের নিয়ম ছিল, লেবুর খোসা বা কমলা লেবুর খোসা, আনারসের রস, বেদানার রস

উপরোক্ত সীরপ ফুটিবার সময় মিশাইয়া ফুটান হইত, তাহাতে ফলের তেমন সুন্দর গোসবয় হইত না—কিন্তু এক্ষণে সমস্ত ফলের এসেন্স বড় বড় ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। সেই এসেন্স কয়েক ফোঁটা সাদা সীরপের সহিত মিশাইয়া দিলেই সেই ফলের সীরাপ হইয়া যায়, খাইবার সময় মনে হয়, যেন টাট্‌কা সেই ফলের সরবৎ খাইতেছি।

Lemon syrup.

লেমন সীরপ্।

সাদাসীরপ	১ গ্যালন।
অয়েল অফ লেমন	২০ ফোঁটা।
সাইট্রিক আসিড	১০ গ্রেণ।

প্রথমে লেমন অয়েলটাকে আসিডের সহিত মাড়িয়া আসিড ও লেমন অয়েল মিশ্রণটী মিশাইয়া তাহার পর বাকী সিরপটাকে দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—

এক গ্লাস জলে অর্দ্ধ আউন্স সীরপ মিশাইয়া তাহাতে প্রায় এক ছটাক আন্দাজ বরফকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পান করিলে অতি উপাদেয় হইবে। সকল সীরপই এই রূপে খাইতে হয়।

২য় প্রকার।

১ ড্রাম আসিড টারটারিক এবং ১ আউন্স গম আরাবিক টুকরা করিয়া ১গ্যালন সাদা সীরপে ফেলিয়া দিয়া উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর লেবুর সৌরভের জন্য উৎকৃষ্ট লেবুর তৈল ১।০ ড্রাম মিশাইয়া দিলেই সুন্দর সৌরভযুক্ত লেমন সীরপ হইবে।

কেহ কেহ লেমন সীরপকে হরিদ্রা বর্ণে রং করিয়া থাকেন। এজন্য জাফরান দিলেই রং হইবে। তাহার কিছু পরিমাণ নাই। রং ফিকে করিতে হইলে অল্প এবং গাঢ় করিতে হইলে কিছু বেশী জাফরান দিতে হয়।

Orange Syrups

কমলালেবুর সীরপ।

অয়েল অরেঞ্জ	৩০ ফোঁটা।
টারটারিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম।
সাদা সীরপ	১ গ্যালন।

প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ। আগামী মাসে অন্যান্য সীরপের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

Agricultural notes.

কৃষিতথ্য।

খেজুর গুড় সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

"Agricultural Journal of India" নামক পত্রিকায় Mr. H. E. Annett. B Sc. F. I. C. খেজুর গুড় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতে ৩৩ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই চিনির প্রায় ৩ লক্ষ টন চিনি এক খেজুর গুড় হইতে পাওয়া যায়। এক বঙ্গদেশে ১ লক্ষ টন খেজুর গুড় উৎপাদিত হয়, ইহার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। এইরূপ প্রকাণ্ড কারবারের বিষয়ে উন্নতিবিধায়ক ২১১টী উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

রস সঞ্চয় করিবার জন্য ভাঁড়ে ধোঁয়া ধরাইবার পর ভাঁড়ের ভিতর চুণকাম করিয়া দিলে রস ভাল থাকে। খেজুর রসে পচনকারক উদ্ভিদবীজাণু থাকে, রস সেইজন্য গাজিয়া উঠে, গাজিয়া উঠিলে রসের শর্করা অংশ নষ্ট হয়। কিন্তু চুণ থাকিলে গাজিয়া উঠে না, রসের চিনি ঠিক থাকে। মান্দ্রাজে গুড় করিবার জন্য রস ধরিতে হইলে ভাড়ে চুণ লাগাইতে হয়। না লাগাইলে আবকারী বিভাগের আইন অনুসারে কঠোর অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। চুণ লাগাইলে দিন রাত গুড়ের জন্য রস পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গে দিনের বেলার রসে গুড় হয় না। যদি ও বা দিনের রস হইতে গুড় তৈয়ারী হয়, তাহাতে চিনি হয় না। ইহা ওলা গুড় নামে পরিচিত। ভাল গুড়ে এই ওলার ভেজাল দেওয়া হয়। দিনের বেলায় যে রস পড়ে, তাহা রাত্রির গুড়ের প্রায় পঞ্চমাংশের এক অংশ। এই রস হইতে ভাল গুড় না হওয়ায় এবং এই গুড় হইতে আদৌ চিনি না হওয়ায় মোটের উপর সমগ্র আয়ের পঞ্চমাংশ লোকসান হইতেছে। তা ছাড়া দিনের বেলার গুড়ে চিনি বেশ থাকে। যদি দিনের রস নষ্ট না হয়, তাহা হইলে এখন যত উৎকৃষ্ট গুড় উৎপাদিত হইতেছে, তাহার শতকরা ২০ ভাগ অপেক্ষা অধিক গুড় উৎপন্ন হইত। তা ছাড়া চুনকাম করা ভাঁড়ের রস রাত্রির রসের সহিত মিলে জাল দিলে চলে, রাত্রিতেই জাল দিবার আবশ্যক হয় না।

খেজুর গুড় উৎপাদনের দ্বিতীয় কথা জ্বালানি কাঠ। প্রথম কয়েক সপ্তাহ খেজুর পাতায় চলে, তাহার পর কাঠ কিনিতে হয়। যে প্রথায় দেশীয়গণ রস জ্বাল দেয়, তাহাতে অনেক উত্তাপ বৃথা নষ্ট হয়। উক্ত আনেট মহোদয় একরূপ টিনের চিম্‌নি দেওয়া চুল্লীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে উত্তাপ নষ্ট হয় না একমন গুড় করিতে ৬।০ মণ কাঠ লাগে। এই কাঠের মূল্য ১৲ টাকা। কিন্তু ঐ চিম্‌নি দেওয়া চুলিতে জাল দিলে ৫ মণ কাঠে এক মণ গুড় হয় অর্থাৎ মণকরা ৵১০ আনা লাভ হয়। পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহারে আরও



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।/০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাঁহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১॥০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৶০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। দূষিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ডিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠ্‌তে হবে। আর দেখ-ফেরবার বেলায় এক ডজন "ক্যাম্ফারাইডিন" যেন আন্‌তে ভুলোনা। এক ডজন কিনলে ৯৲ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্,
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।
মূল্য ।৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুপ্ত রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ডিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে-বাঁধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্যে বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵৹ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

এস, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

৺ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ॥৶০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্ মেকার্স এণ্ড কনট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অনুগ্রহ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। দর ও এখানে সুবিধা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়।

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া যা'য়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে, শুনে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, থামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২।০, ছোট (অৰ্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৭১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



[illegible] শরীর ধ্বংসের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। "অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ৷৵০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়
১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়
১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৫০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৫০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে প্রদান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

কলিকাতা ... প্রেস, ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৭ নং ... প্রকাশিত

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN
কাজের লোক

১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। | New Series. April 1919. | নূতন সংস্করণ। এপ্রিল ১৯১৯। | Vol. XIII. No 4.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সীলেটচূণ

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ।৵০।

বাট্‌লিওয়ালার অলকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১।০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজঃ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা, দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাল খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কো
সুনাম গঞ্জ,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক"

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫৶০, ৬।০ ও ১১৷০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পাশী ও ইহুদী মাবড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" 'সুখে থাক' ইত্যাদি লেখা বোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেকট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাফটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ⁄০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ⁄১০ ও ⁄১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।⁄০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৷৷০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৷৷০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷⁄০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৷৷০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতের জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-লিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-দের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। বস্তুতই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমা-দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎ-সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা ১৬ নং সুকিয়াস লেনে মুরগীহাটার পর্টুগীজ চর্চ্চের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়াছি।

৬ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১২৯৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ॥৶০।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।



সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অযোগ্য হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৶০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটাৰ্জ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বৰ্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান

হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা, অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ

অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান

অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য

অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান

এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। | New Series April 1919. * নব পর্য্যায়। এপ্রেল ১৯১৯। | Vol. XIII No. 4

পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, "কাজের লোকের" শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, সহযোগীগণ আমাদের নববর্ষের অভিবাদন এবং সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। নববর্ষ আমাদের পক্ষে শুভ হউক, ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

গত জানুয়ারীতে "কাজের লোক" ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, শারিরীক অসুস্থতার জন্য "কাজের লোক" প্রকাশ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, আমরা অতি তৎপরতার সহিত বাকি সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। এখন হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

যাঁহারা "কাজের লোকের" প্রথমে গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহারা "কাজের লোকের" আজ তের বৎসরই গ্রাহক আছেন—নিত্য নূতন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও আমরা এরূপ কাগজের জন্য যত গ্রাহক আশা করিয়াছিলাম, তেমন আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, শিল্পশিক্ষা বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে এদেশের আস্থাই কম। এ দেশের ছেলেরা অতিশয় উপন্যাস ভক্ত। বাঙ্গালা ভাষার উপরই ভাল শ্রদ্ধা নাই, তবে সুন্দর হাব ভাবময়ী চিত্র সমন্বিত গল্প উপন্যাসের প্রতি বিলক্ষণ টান দেখা যায়। ছেলেরা স্বাধীন—পিতা মাতার পরামর্শও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। নৈতিক অবনতিই এই সকল অবস্থার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের ছেলেদিগকে স্বাধীনচেতা করিয়া তুলিয়াছে, যাহাকে, আমরা বলি---যথেচ্ছাচারিতা, তাহাই স্বাধীনতা বলিয়া ইহারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। আর ছেলেরা শিখিয়াছে "Love"—অতিশয় প্রেমের কাঙ্গাল। দেশ বিলাসী হইলে এই সকল উপসর্গ ঘুটিয়া থাকে। এই সকল উপসর্গপূর্ণ দেশের ছেলেরা---যে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে, এমন আশা করাটাই দুরাশা হইয়াছিল। তথাপি আমাদের প্রত্যেক পিতার নিকট, ছেলের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক গুরুজন এবং অভিভাবকগণের নিকট প্রার্থনা, যেন সুব্যয়ই হউক, আর অপব্যয়ই হউক, "কাজের লোকের" পুরাতন খণ্ডগুলি অতি অবশ্যই গ্রহণ করিয়া গৃহে রাখেন। কারণ দ্বাদশ বর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া বড় মানুষ গড়িয়া তুলিবার উপকরণ ঐ সকল দুর্লভ খণ্ডগুলিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমরা অতি নীরবে নিঃশব্দে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া নীরবে শুষ্ক দেশের হিতার্থেই দেহপাত করিয়াছি, যদি তাহা দেশের প্রত্যেক গৃহে দিতে না পারি, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, একটা বড় ক্ষোভ থাকিয়া গেল।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

"কাজের লোকে" অর্থকরী অসংখ্য উপায়, উপদেশ, সাহিত্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান রন্ধন, কৃষি, বাণিজ্য—এমন বিষয় নাই, যাহার নিতান্ত শিক্ষণীয় এবং আবশ্যকীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। প্রত্যেক খণ্ড ওজনে প্রায় ⁄১ সের, খরচাই প্রায় ৩৲ টাকা পড়িয়াছে, আমরা নূতন সংস্করণ ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত ১২৷৷৹য় মাত্র দিতেছি—বহুল প্রচারের জন্যই ৩০৲ টাকা স্থলে ১২৷৷৹ টাকা মাত্র মূল্যে দেওয়া হইতেছে। আপনি যদি "কাজের লোক" একখণ্ড মাত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে অন্যান্য খণ্ডগুলি না লইয়া থাকা অসম্ভব হইবে।

"কাজের লোক" ইংরাজীতে করিলে আমাদের খুবই আর্থিক অবস্থা ভাল হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বণিতার পাঠোপযোগী হইত না—অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালার ছেলেদের কোন হিত সাধন করা হইত না—ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাই নিদ্রিত—এমন অভাবের প্রদেশ অন্যত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—মান্দ্রাজ,বোম্বে প্রভৃতি স্থানে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তকাদির যেমন আদর, এমন আর কুত্রাপি আমরা দেখি না। ব্যবসায় ও শিল্পে ইহাদের স্পৃহা আছে, ব্যবসাতেই ইহারা ধনী—সেই ধন-বলে ইহাদের সৎসাহসও অনেক। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা গড়ে অনেকেরই মন্দ। ওদিকে সভ্যতার অজুহাতে বাঙ্গালীর অপব্যয় অধিক। সুতরাং অর্থাভাবের দুর্ব্বলতা বড় বেশী দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা মোচন করিতে হইলে আমাদিগকে অর্থকরী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। আমেরিকায় প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মাসিক পত্র বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে বিবিধ বিষয় একধারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া 'কাজের লোক' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যতদূর আমাদের বিশ্বাস, বরাবরই সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া 'কাজের লোক' পরিচালন করিয়া আসিয়াছি কিনা, সহযোগী সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্র সমূহের মূল্যবান মন্তব্যসমূহই তাহার প্রমাণ।

আমরা এত করিয়াছি, আর আপনি কি বৎসরে ২৷৷৹ মাত্র ব্যয়ে "কাজের লোক" গ্রহণ করাকে অপব্যয় মনে করিবেন?

যদি তাহা করেন, তবে আমাদের ও দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। নববর্ষে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা—এখন আপনার কর্ত্তব্য আপনার নিকট।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
"কাজের লোক"

গতবর্ষ।

দেখিতে দেখিতে জীবনের আর একটী বর্ষ কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ১৩২৫ সাল কিছুকাল এদেশের স্মৃতি পটে অঙ্কিত থাকিবে। ১৩২৫ সালে সমর জ্বরে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিনা চিকিৎসায় কোটী কোটী লোক কালের করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ১৯২৫ সালে কৃষির অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রস্তুত ফসল সামান্য বৃষ্টির অভাবে লোকে গৃহে তুলিতে পারে নাই, মাঠের ধান্য মাঠেই শুখাইয়া গিয়াছে। ১৩২৫ সালের ন্যায় দুর্ম্মূল্যতা এদেশে আর কখনও কেহ দেখে নাই, কাপড় ও যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য অগ্নি মূল্য হইয়াছে যাহারা দীন দুঃখী, তাহারা একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। তাহার উপর নানাপ্রকার রোগের আক্রমণে দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছে। এমন সংসার নাই, যেখানে শোকের হাহাকার ধ্বনীতে আকাশ নিনাদিত হয় নাই—শবের সদ্গতি হয় নাই—গ্রামের বহু বাড়ীতে ৭।৮ দিনের মধ্যেই চাবি পড়িয়া গিয়াছে। ১৩২৫ সালে দেশের বহু গণ্য মান্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—শেষে বর্ষ শেষ হব হব সময়েও ভারতের নানাস্থানে অশান্তি রক্তপাতাদি হইয়া তবে ১২২৫ সাল গত হইয়াছে। কি দুর্ব্বৎসর! তাই বলিতে ছিলাম—১৩২৫ সালের ন্যায় কঠোর বৎসর বুঝি আর কখনও আমরা দেখি নাই।

এ দেশ যেন বিধাতার অভিশপ্ত দেশ, যেন কোন দিকেই ইহার শান্তি নাই—অহরহ ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে—কোন্ পাপে পুণ্যভূমি শস্যশ্যামলা ভারতের এমন দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইল কে বলিবে?

আমরা আবার বলিব—এ সমস্তই আমাদের দোষে। আমাদের নিজকৃত পাপে আমরা দণ্ডিত হইতেছি। এই দেশে অন্য দেশের অন্য জাতিও তো আছে, তাহাদিগকে সংক্রামক পীড়ায় ধরে না কেন? তাহাদের মধ্যে এত মড়ক, এত হাহাকার উঠে না কেন?

যেহেতুক তাহারা বাঁচিতে জানে—থাকিতে জানে—খাইতে পায়, ভাল—জীবন রক্ষার সঙ্গতি আছে—তজ্জন্য ব্যয়—করিবার অর্থ প্রাচুর্য্য আছে।

আমরা বহুদিন বৈদেশিক বিলাসিতার পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া দীন হইয়া পড়িয়াছি, অৰ্দ্ধভুক্ত চির-অনশনে দেহ যন্ত্রসমূহ স্তিমিত—আমরা দুর্ব্বল, অর্থহীন—তাই অতি সহজে সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হই।

আমাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই—প্রাণের শান্তি নাই, অহরহ অভাব—অভাবেই

স্বভাব নষ্ট হইয়াছে,ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরও বাসোপযোগী করিয়া রাখিতে পারি না, চিকিৎসার ব্যয়ে চিকিৎসা করাইতেও সামর্থ থাকে না। এইরূপে আমাদের জীবন অকালে অবসান হইয়া যাইতেছে, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের মুখের দিকে তাকাইবার কেহ নাই। এমন অবস্থায় আমাদের নিজেদের জীবন নিজেরাই না রক্ষা করিলে তো আমাদের চলে না। কিন্তু আমরা তাহা করিতেছি কি ?

আমরা পর মুখাপেক্ষী, হীন স্বার্থপর, হিংসা দ্বেষে হৃদয় পরিপূর্ণ, পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা একদিনও করি কি ? যদি আমরা তাহা করিতে জানিতাম, তাহা হইলে আমরা পরস্পর সমবেত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র গ্রামটীর স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুখে দুদিন বাঁচিতেও পারিতাম।

প্রত্যেক লোকের নিজেকে রক্ষা করিয়া চলা তো উচিত ? স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে অর্থের আবশ্যক, তজ্জন্য অপব্যয় কমাইতে হইবে। আমরা অভাবে হাহাকার করি, কিন্তু প্রকৃত প্রতিবিধানের কোন পন্থা এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছি কি ?

অর্থের অভাবে সাহস, বল, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সরলতা, সদাশয়তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যাবতীয় সদ্গুণ ও উপকরণগুলি নষ্ট হইয়া মানুষ রাক্ষসে পরিণত হয়, তখনই পরস্পর পরস্পরের শোণিত পানের জন্য লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সংসারকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলে। তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের দিকে দৃষ্টি থাকে না, অতি সংকীর্ণচিত্ত হইয়া সে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া কেবল নিজেকে দেখিতে পায়—নিজের জন্য সে প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের হিত কামনা ভুলিয়া যায়, তখন মনে করে, গ্রামশুদ্ধ লোক মরিয়া যাউক—সমস্ত সম্পত্তি আমার হইবে—আমি তখন সেই শ্মশানভূমিতে প্রেতের সংসার পাতাইয়া পৈশাচিক সুখ একাই ভোগ করিব। কিন্তু ছিল একদিন সুখের, যে দিন লোকে আত্ম ভুলিয়া পরার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছে, নিজের বিপদ ভুলিয়া পরের জীবন রক্ষার্থে ধাবমান হইয়াছে—সে কি পুণ্যের দিন ছিল, সামান্য আহার বিহারে সন্তোষ লাভ করিয়া পরার্থে রাজপথ, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় করিয়া দিয়া, গ্রামে কন্যা ও জামাতাকে বসবাস করাইয়া, কি উদারতা মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া চিরঅমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে !

তখন কি এত রোগ শোক ছিল ? তখনকার লোকে বিলাসিতাবর্জ্জিত পুণ্যময় জীবন ধারণ করিয়া অল্প আয়েও বৃহৎ কর্ম্মসমূহ করিয়া গিয়াছেন—অকাল মৃত্যু তাঁহারা জানিতেন না। এত ঔষধ বাহুল্য, এত ব্যয় বাহুল্য চিকিৎসা ব্যতিতও তাহারা বাঁচিতেন কেন ? যেহেতুক তাহারা বাঁচিতে জানিতেন,থাকিতে জানিতেন—এ সকল আমরা জানি কি ? যত গুলি অকাল মৃত্যুর পন্থা তাহাই আমরা অতি যত্নে গ্রহণ করিয়াছি—সদাচার বর্জ্জিত,বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অপব্যয়ী—আমরা, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী অহরহই দুশ্চিন্তার, অশান্তির প্রতি নিয়ত আঘাতে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, এমন অবস্থায় যে কোন রোগ গ্রামও নগর ওজড় করিতে পারে—করেও তাই ?

সুতরাং এসকল আমাদের কর্ম্মফলের উপযুক্ত ফল কি না ? বর্ষ শেষ হইয়া গেল, একবার তোমার জীবনের ইতিহাস নির্জ্জনে বসিয়া দেখিবে কি—যে এই পাপগুলিই তোমার ও তোমার দেশের ধ্বংসের কারণ কিনা ?

প্রত্যেক বিষয় উপেক্ষা করা এদেশের একটী সাংঘাতিক রোগ দাঁড়াইয়াছে, শাস্ত্র উপেক্ষিত, সদুপদেশ উপেক্ষিত—কে কাহাকে বুঝায়—কে কাহাকে সৎপথে আনয়ন করে। এ সকল কুশিক্ষার বিষময় ফল। স্ব স্ব প্রধান, স্ব স্ব স্বাধীন—এ দেশের আর মঙ্গল নাই। স্বাস্থ্য এবং ধন এই দুইটী জাতীয় জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট উপকরণ, কিন্তু এই দুইটীই এই দেশে উপেক্ষিত। আবার আমরা বলিব,—আবার সেই সে কালের পন্থা অবলম্বন কর—সাত্বিক হও, গুরুলঘু জ্ঞান করিতে শিক্ষা কর—সংযমী হও—অর্থের সংস্থান কর, তবে মঙ্গল হইবে। হৃদয় সংকীর্ণ করিও না, প্রতিবেশী গ্রামবাসীর মঙ্গলের সহিত তোমার মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহাদিগকে কষ্ট স্বীকার করিয়া সরলতা শিক্ষা দাও—নিজে সরলতার আদর্শ হও, তবে এ পাপ কাটিবে, তবে এদেশ আবার সুখের মুখ দেখিবে।

চয়ন।

আরিয়লের কাগজ।

উত্তর বিক্রমপুরস্থ আরিয়ল গ্রাম এক সময়ে কাগজ প্রস্তুতের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। আমরা শৈশবে আরিয়লের কাগজে সেবক পাঠ লিখিতাম। সে সময়ের জমিদারি সেরেস্তার ও মহাজনি খাতা ইত্যাদির সমুদয়ই উক্ত কাগজীদের নির্ম্মিত কাগজে লিখিত হইত। কাগজীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ছেঁড়া নেকড়া, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদির সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে আরিয়ল গ্রামে ৮০০০ আট হাজারের উপর কাগজী ছিল, তাহারা কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াই জীবিকা

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

নির্ব্বাহ করিত। এখন আর সেদিন নাই। এখন কাগজীরা আর কাগজ নির্ম্মাণ করে না, কারণ তাহাদের কাগজের আর আদর নাই। কলের প্রতিযোগীতায়, মসৃণ সুন্দর নানা শ্রেণীর কাগজ পাইলে সাধারণে আর সে কাগজ ব্যবহার করিবে কেন? স্বদেশীর হুজুগে কাগজীরা তাহাদের পরিত্যক্ত ব্যবসা ধরিয়াছিল, কিন্তু কোনও উৎসাহ না পাইয়া উহারা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যে আরিয়ল গ্রামের কাগজীদের ঢেঁকির শব্দে নৌকারোহী পথিকেরা রাত্রিতে বুঝিতে পারিত যে, তাহারা আরিয়ল গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, আজ সে আরিয়ল গ্রামের কাগজীরা নিরুপায় হইয়া নানা ব্যবসাবলম্বনে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। এখনও যে অল্প কয়েক ঘর কাগজী কাগজ প্রস্তুত করে, তাহাদের সেই কাগজ দ্বারা মুদী পসারিরা "পোট্‌লা" বাঁধে এবং বাজি নির্ম্মাতারা "মাতাব" প্রভৃতি বাজির মোড়ক বাঁধে করে।

আজ কাল ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুণ কাগজের একান্ত অভাব। এসময়ে কাগজীদিগকে কি কোনরূপ উৎসাহিত করা যায় না? ইহাদের কাগজ নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে অশিক্ষিত পটুত্ব আছে, যদি এখন গভর্ণমেণ্ট কিংবা দেশের কোনও ধনবান ব্যক্তি এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী ইহাদিগের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, দেশের একটী লুপ্তপ্রায় শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, এবং তদ্বারা কাগজের এই দুর্মূল্যের দিনে দেশের কাগজের অভাবও আংশিকরূপে হ্রাস পায় এবং একটী শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের জীবিকার্জ্জনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা এখন হইতে আরিয়লের নির্ম্মিত কাগজ দ্বারা "বিক্রমপুরের" মলাট মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে মলাট দেওয়া হইয়া হইয়াছে, তাহাও আরিয়লের প্রস্তুতি কাগজ, এই কাগজ অতি সাধারণ রকমের, আমরা আরও ভাল নানা রংয়ের কাগজ প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছি। আশা করি, বঙ্গের অন্যান্য পত্র সম্পাদকগণ ও আমাদের পন্থানুসরণে দেশের এই গৌরবজনক লুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। কাগজের দিস্তা ২০ তা'য়ে গণনা করা হয়, প্রতি দিস্তা ।০ আনা মাত্র, এ সঙ্গে রিম হিসাবে কাগজ লইলে মূল্য ও অনেক সুলভ হয়। হলদে বংয়ের বৃহদাকারের তুলট কাগজ ও ইহারা নির্ম্মাণ করিতে পারে।

আমাদের দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার জন্য অনেকে প্রস্তাব করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহার সাফল্য দৃষ্ট হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত, কিন্তু কালক্রমে বৈদেশিক চিনি আমাদের দেশীয় চিনির ব্যবসায় একেবারে নির্ম্মূল করিয়াছে। বৈদেশিক চিনি আমাদের দেশে আমদানী না হইলে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণের আশা অনেকাংশে আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। ইক্ষু, তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে পারদর্শী উপযুক্ত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ একান্ত আবশ্যক। দেশীয় শিল্পের বহুল প্রচার এবং শিল্পের পুনরুদ্ধার ব্যতীত দেশের কল্যাণ সাধিত হইবেনা, ইহা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। বিক্রমপুর।

আমাদের মন্তব্য :—

এই কাগজের ডিমাই এবং রয়েল সাইজ কাগজ হইতে পারে কিনা এবং এই কাগজের জন্য কলিকাতা বা অন্যান্য স্থান হইতে কাহাকে টাকা ও অর্ডার পাঠাইলে কাগজ পাওয়া যাইতে পারে, এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বিক্রমপুর সম্পাদক প্রকাশ করিলে বাধিত হইব কাঃ সঃ।

গরুর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রাণালী।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, গরুর ৪টী পাকস্থলী আছে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গোরুর অধিক আহারের প্রয়োজন। কাঁচা ঘাস, তৃণ, বিচালী ইত্যাদি খাইয়া গরু উদর পূরণ করে বটে, কিন্তু ইহাতে গরু অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হইতে পারে না, অথচ ঘাস ও খড়কুটা না খাইলে ইহার উদর পূর্ত্তি হয় না। নানাদেশে নানাবিধ খড়কুটা, বিচালী শুষ্ক তৃণাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যে দেশে যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহা গরুকে খাওয়াইলে কম খরচ লাগিবে।

কঠিন খড়কুটা, বিচালী ইত্যাদি যত ছোট করিয়া কাটিতে পারা যায়, কাটিয়া লওয়া উচিত। কাঁচা ঘাস ও শুষ্ক তৃণাদি না কাটিয়াও গরুকে খাওয়ান যায়। পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধার জন্য কোন কোন দ্রব্য ছোট করিয়া কাটিয়া লইতে হয়; কোন কোন খাদ্য জলে ভিজাইয়া দিতে হয়; কোন কোন খাদ্য সিদ্ধ করিয়া দিতে হয় এবং কোন কোন খাদ্য চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গরুকে প্রত্যহ দুই বেলায় ২টী জাব তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিবে। যাহারা মাঠে চরিয়া খায়, তাহাদিগকেও জাব তৈয়ার করিয়া খাইতে দিবে। প্রত্যহ ডাবাটী পরিষ্কার না

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

করিয়া গরুকে জাব দেওয়া উচিত নহে, কেন না ডাবায় দুর্গন্ধ থাকিলে গরু তৃপ্তির সহিত আহার করে না। খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় কোন্ কোন্ জিনিষ কি কি পরিমাণে গরুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বিবৃত হইল, সেই তালিকা দেখিয়া খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইবে। ছোলা, দাইল, ভুষি, খইল, ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে গরু পীড়িত হইতে পারে। অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইলেও গরু দুর্ব্বল হয়। অল্প পরিমাণে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণ অল্প পুষ্টিকর দ্রব্য মিশাইয়া জাব প্রস্তুত করিতে হয়। ছানি তৈয়ার করিবার সময় মানুষের ব্যবহারোপযোগী বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিবে। কখনও দুর্গন্ধময় অপরিস্কৃত জল ব্যবহার করিবে না। গরু প্রত্যহ ১॥০ মণ এমন কি ২.০ মণ জল খাইয়া থাকে, সে কারণ জাব তৈয়ার করিবার সময় অধিক জল ব্যবহার করিবে।

আমাদের দেশে গরুকে লবণ খাওয়ানর রীতি নাই বলিলেই হয়। লবণ ব্যবহারে গরু হৃষ্টপুষ্ট হয়; দুধাল গাভীর দুধ বাড়ে। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক গরুকে প্রত্যহ ✓০ এক ছটাক লবণ খাইতে দেওয়া উচিত। কাটা খড় কুটা প্রথমে বেশ করিয়া জলের সহিত মাখিয়া লইবে; পরে তাহাতে পরিমাণমত লবণ, খইল ও ভূষি মিশাইবে এবং অনেক বার উলট পালট করিয়া দিবে। ছানি বেশ করিয়া তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলে গরু তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

গাভীর দুগ্ধ বেশী হইবার উপায়।

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে না পায় ও অল্প বয়সে গর্ভিণী হয়, তাহাদের প্রায় অধিক দুধ হয় না, কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে কোন কোন গাভীর দুধ বেশী হয়। যে গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয়, সে বেশী দুধ পাইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "গাভীর বাঁটে দুধ নহে, গাভীর মুখে দুধ" অতএব দুধ বেশী করিবার প্রধান উপায় গাভীকে অধিক খাইতে দেওয়া। খাইতে দিলে যে গাভীর দুধ হয়, ইহা সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প লোকই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেন। কি কি জিনিষ খাওয়াইলে দুধ বাড়ে তাহা অধিকাংশ লোকই জানে না। অধিক দুধ পাইবার আশায় অনেক লোক গাভীকে দাইল ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে অধিক দুধ পাওয়া যায় না তাহা বলা বাহুল্য। দুগ্ধ বৰ্দ্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল যথা:— কাঁচা ঘাস, শুষ্ক তৃণাদি, চাউল ও কলাই সিদ্ধ, সিমুল বাঁটি সিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, তিল ও সরিষার খইল, দাইলের ভুষি, কলার থোড়, লাউ সিদ্ধ, কাঁটা নটে সিদ্ধ, মদের ছিব্‌ড়ে, মাড়, ঘাস, ফেন, আমানি, চাউলের কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাঁশ পাতা সিদ্ধ, চাউল ধোয়া জল লবণ ইত্যাদি।

প্রসবের পর ॥০ সের সিদ্ধ মাস কলাই, আধ সের ভাতের মাড়, এক পোয়া ইক্ষু গুড়, ১ এক তোলা পিপুলের গুঁড়া ও ✓০ এক ছটাক আদা, এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন কতক খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে। আধ সের কাঁজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়া এবং তাহাতে আকের শিকড় চূর্ণ ✓০ এক ছটাক মাখিয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বাড়ে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যোয়ান ও গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর বেশী দুধ হয়। বেড়ির কচি কচি দুই চারিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া দিলে গরুর বেশী দুধ হয়। রেড়ির সিদ্ধ কচি কচি পাতা ২।৪ টা পালনের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দুধ দোহাইলে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রসবের ১২।১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া এবং খেসারী দাইল ভিজাইয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয়। দুধ দোহন করিবার পূর্ব্বে গাভীকে খইল ভুষি, জল, ফেন ও লবণ খাওয়াইলে বেশী দুধ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ দোহান উচিত। দুধ দোহাইবার সময়ে গাভীটীকে বিরক্ত না করিলে বেশী দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

গাভীর সারা দিনের খোরাকী।

১। সরিষা কিম্বা তিলের খইল ✓২ সের

চাউল সিদ্ধ ...	।✓০ পোয়া	একত্রে
খেসারী কিম্বা কলাই সিদ্ধ ॥✓০,		

খড়কুটা	...	৩।৪ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস	...	যত খায়
ফেন	...	এক হাঁড়ি
লবণ	...	✓০ এক ছটাক

অন্যান্য দুগ্ধ বৰ্দ্ধিকারক খাদ্য পরিমাণ মত দিবে।

২। খইল	...	... ✓১ সের
কলাই বা খেসারী দাইল সিদ্ধ		।✓০ সের
ভুষি	...	... ৩।৪ ঝুড়ি
বিচালী	...	... যত খায়
লবণ	...	... ✓০ ছটাক
ফেন	...	... একহাঁড়ি

৩। সিমুল বিচীর গুঁড়া ...		।✓০ সের
খইল	...	... ✓০ পোয়া
ফেন	...	... এক হাঁড়ি
বিচালী	...	... ৩।৪ ঝুড়ি

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাঁচা ঘাস	... ...	যত খায়
লবণ	... ...	৴০ ছটাক

৪। খইল	...	৴২ সের
লাউ ও কাঁটানটে সিদ্ধ	...	২।০ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস	... ...	যতখায়
বিচালী	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
লবণ	... ...	৴০ ছটাক

৫। থোড়	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
খইল	... ...	৴১৷৷০ সের
ভুষি	... ...	৴১ সের
বিচালী	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস	... ...	যত খায়
লবণ	... ...	৴০ ছটাক

এতদ্ভিন্ন দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য দুধাল গাভীকে পরিমাণমত খাওয়াইবে।

বলদের সারা দিনের খোরাকী।

খইল	... ...	৴১৷৷০ সের
গমের ভুষি	... ...	৴১ সের
কুলাইয়ের দাইল	...	৴১৷৷০ সের
বিচালী	... ...	যত খায়
কাঁচা ঘাস	... ...	৴৪-৴৫ সের
লবণ	... ...	৴০ ছটাক

ষাঁড়ের সারা দিনের খোরাকী।

খইল	... ...	৴১৷৷০ সের
গমের ভুষি	... ...	৴১৷৷০ সের
দাইল কিম্বা ছোলা	...	৴১৷৷০ সের
বিচালী	... ...	যত খায়
কাঁচা ঘাস	... ...	৴৪-৴৫ সের
লবণ	... ...	৴০ ছটাক

পূর্ব্বে যে ষাঁড়, বলদ ও গাভীর সারা দিনের খোরাকীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গাভী হইতে বলদ ও বলদাপেক্ষা ষাঁড়কে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে হইবে। সমস্ত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য গাভীর উত্তম খাদ্য নহে। যে যে দ্রব্য খাওয়াইলে গাভী বেশী দুধ দেয়, তাহা খাওয়াইবে।

শৈশব কাল হইতে এঁড়ে ও দামড়া বাছুরদিগকে ভাল করিয়া না খাওয়াইলে তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। তাহাদিগের কি কি খাদ্য উত্তম, ষাঁড় ও বলদের খাদ্যের তালিকা দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

বয়স নির্ণয়।

গরুর বয়স জানা অতি দরকার। পেট ভরিয়া খাওয়াইলে ও উত্তমরূপে সেবা শুশ্রূষা করিলে গরু ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। শিং ও দাঁত দেখিয়া বয়স নির্ণয় করিতে হয়। অনেক গরুর শিং উঠে না; কোন কোন গরুর শিং কখন ভাঙ্গিয়া যায়; সে কারণ দাঁত দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করা সহজ ও ঠিক। অনেকে গরুর আকৃতি ও গঠন প্রণালী দেখিয়া বয়স নির্ণয় করে।

শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শিংএ কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে শিংএ আংটির ন্যায় গোলাকৃতি একটী দাগ পড়ে। প্রতি বৎসর ১টি করিয়া দাগ শিংএ পড়িতে থাকে। যে গরুর শিংএ তিনটী আংটির ন্যায় গোলাকৃতি দাগ আছে, তাহার বয়স ৫ বৎসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা সকল সময়ে ঠিক হয় না।

গরুর দাঁত।

প্রসবের পর বাছুরের নিম্ন মাড়ীতে ২টী দাঁত দেখিতে পাইবে; উপরের মাড়ীতে দাঁত হয় না। ২য় সপ্তাহে ৪টী, তৃতীয় সপ্তাহে ৬টী এবং কয়েক মাসের মধ্যে ৮টী দাঁত উঠে। ৬ মাসের মধ্যে দাঁতগুলি বেশ বড় হয়। গরুর দাঁত দুই প্রকার, দুগ্ধ বা অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী। অস্থায়ী দাঁত দুগ্ধের ন্যায় সাদা; ইহার গ্রীবাদেশ। চিরস্থায়ী দাঁত দুগ্ধের ন্যায় সাদা; ইহার গ্রীবাদেশ চিরস্থায়ী দাঁত হইতে অপেক্ষাকৃত সরু ও আকারে ক্ষুদ্র। ৬ মাসের পরে দাঁতগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে কিন্তু সকল দাঁত এক সময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টী যেমন পূর্ব্বে উঠে, সেরূপ ইহারা সকলের পূর্ব্বেই ক্ষয় পায়; ক্রমশঃ ৮টী দাঁতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহাদের স্থানে নূতন চিরস্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ ১ বৎসর বয়সের সময় মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে, ১৫ মাসের সময় উভয় পার্শ্ব দাঁত ২টীতে, ১৮ মাসে তাহাদের সংলগ্ন ২টীতে এবং ২ বৎসর বয়সের সময় অবশিষ্ট ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয়। মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টী সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের স্থানে ২টী নূতন চিরস্থায়ী দাঁত উঠিবে এবং একুনে ৫ বৎসরে নিম্ন মাড়ীতে ৮টী চিরস্থায়ী দাঁত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দাঁতদ্বারা বয়স নির্ণয়।

৫ বৎসর বয়সে গরু পূর্ণবয়স্ক হয় এবং দাঁতগুলিতে কোন প্রকার ক্ষয়ের চিহ্ন থাকে না। ৬ষ্ঠ বৎসর হইতে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সময় দাঁতের ক্ষতের পরিমাণ দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা হয়। ৬ষ্ঠ বৎসরে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীর, ৭ম বৎসরে তৎপার্শ্ববর্ত্তী দাঁত ২টীর, ৮ম বৎসরে তৎসংলগ্ন দাঁত ২টীর ও ৯ম বৎসরে অবশিষ্ট দাঁত ২টীর উপরিভাগে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ১০ম বৎসরে সমস্ত দাঁতেই ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১১শ বৎসরে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে বেশী পরিমাণে

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং পর বৎসর তৎপার্শ্ববর্তী দাঁত ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন কঠিন দ্রব্য খাইয়া গরুর দাঁত অসময়ে কখন কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব দাঁত, শিং, আকৃতি ও গঠন ইত্যাদি দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে।

দুগ্ধ।

ঈষৎ-হলুদ বর্ণের সহিত সাদা, অল্প পরিমাণে স্বচ্ছ, গন্ধ বিহীন, মিষ্ট আস্বাদযুক্ত, ক্ষার ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ও জল অপেক্ষা ঘন। ভাল দুধের ১টী ফোঁটা মাটীতে ফেলিলে গোলাকৃতি হয় ও কোনদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। শীতকালে গাভী কম দুধ দেয়। অতিরিক্ত শীতে গাভীকে রাখিলে ইহার দুগ্ধ ক্ষরণ হ্রাস পায়। এইজন্য দুধাল গাভীর গায়ে গাত্রবস্ত্র বান্ধিয়া দিবে এবং ইহাতে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রাতঃকালের দুধ বৈকালের দুধ হইতে সুমিষ্ট। প্রসবের পরে ও শাঙ্গর্য্যের সময় গাভীর দুগ্ধ ভাল নহে। শাঙ্গর্য্যের ৩ সপ্তাহ পর হইতে গাভী কম করিয়া দুধ দেয়। প্রসূতির প্রথম ১০ দিনের দুধ ভাল নহে এবং উহা কেবলমাত্র বাছুরের উৎকৃষ্ট ও একমাত্র আহার। এই সময়ে গাভীকে দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য খাওয়াইবে। সকল গাভী সমান পরিমাণে দুধ দেয় না; এক গাভী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ও খাদ্যের তারতম্যানুসারে কম বেশী দুধ দেয়। রাখাল অথবা চাকরের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থের নিজেরই গাভীর তত্ত্বাবধান করা উচিত। গাভীকে মাঠে প্রত্যহ চরাইতে দিবে। কাল গাভীর দুধ অধিক সুমিষ্ট।

গো-জাতীর অবনতীর কারণ ও উন্নতির উপায়।

উপক্রমণিকায় গো-জাতির অবনতির কয়েকটী কারণ বিবৃত হইয়াছে, সে কারণে এ স্থলে বিস্তৃতভাবে কোন কথা বিবৃত হইল না। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান কারণ লিখিত হইল:—

১। বলবান ষণ্ডের অভাব।

২। উপযুক্ত আহারের অভাব ও পালনের দোষ।

৩। গো-চারণ ভূমির অভাব।

৪। উপযুক্ত পশুচিকিৎসকের অভাব।

৫। রোগ ও প্রতিবোধাত্মক চিকিৎসার অনাদর।

৬। বিষপ্রয়োগে গো-হত্যা।

৭। গো-খাদকদিগের আহারের জন্য ও গো-চর্ম্মের ব্যবসায়ের নিমিত্ত গো-হত্যা।

যেরূপ ভাবে দিন দিন গো-জাতির হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিকার করা আমাদের ও গবর্ণমেণ্টের উচিত।

সুস্থাবস্থায় ও রোগকালীন সেবাশুশ্রূষা, লালনপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করা।

গো-চারণ স্থাপন।

গো-শালা প্রতিষ্ঠা।

গো-রক্ষিণী সভা স্থাপন।

সংবাদপত্রে গো-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ন্যায় গো চিকিৎসালয় স্থাপন।

গো-প্রদর্শনী।

প্রচুর পরিমাণে গো খাদ্য জন্মান।

গো চিকিৎসা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপভাবে গো-চিকিৎসার বহি লিখিতে হইবে, যাহা পড়িয়া কৃষকগণ রোগনির্ণয় করিতে পারে ও অল্প খরচে চিকিৎসা করিতে পারে। গো-রোগ নির্ণয় অতি দুরূহ ব্যাপার, এই হেতু ইহারও বিস্তৃত বর্ণনা প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও তৃণাদি গরুকে খাওয়াইতে হইলে গো-চারণ স্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে জমিদার, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের সমবেত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। আদর্শ গো-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলবান ষাঁড় ও দুধাল গাভীর অভাব মোচন করিতে হইবে। ভাল ভাল ষাঁড়, গাভী ও বলদদিগের মালিকগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। দেশীয় গাছ গাছড়া ও ঔষধের মাত্রাদি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কৃষকগণকে বিতরণ করা প্রয়োজন।

মোট কথা গো জাতির উন্নতিকল্পে সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। ২/১ জনের দ্বারা গোজাতির উন্নতি হইবে না।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাবে গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। বলবান ষণ্ডের অভাবে গাভীগণ হৃষ্টপুষ্ট বাছুর প্রসব করিতে পারে না। অনেক লোক বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ২/১ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ষাঁড় আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অকর্ম্মণ্য হয়। সে কারণ স্থানীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করা উচিত। রীতিমত খাওয়াইলে ও সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলে স্থানীয় ষণ্ডগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকে। বিদেশ হইতে গরু আনিয়া আমাদের দেশীয় গরুর উন্নতি হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের মতে গো-জাতীর উন্নতির জন্য দেশীয় উৎকৃষ্ট গরু উত্তম।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের লক্ষণ।

কর্ণ দুইটী লম্বা ও দোলায়মান। কপাল—প্রশস্ত; নাসিকা—উন্নত। চক্ষু—উজ্জ্বল; শিং দুইটী বাঁকা বাঁকা, ফাঁক ফাঁক, লম্বা ও

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷৹ টাকা লইব।

কাল রং বিশিষ্ট। মুখ কাল বা ঠোঁট কাল রং বিশিষ্ট ও ভিজে ভিজে; গ্রীবাদেশ নানানসই লম্বা ও সজোর। ঝুঁট উন্নত, স্থূলাকার ও পুরু। পৃষ্ঠ ও কোমর—প্রশস্ত ও সমতল। বক্ষঃস্থল গভীর। উদর নিটোল। লেজটী—লম্বা। পাগুলি—পরিষ্কার। চক্ষুর ঊর্দ্ধ ও নিম্নস্থ চর্ম্ম কাল লোমে আবৃত। ক্ষুর কাল রং বিশিষ্ট। গ্রন্থিগুলি মোটা কর্কশ ও উহাদের সম্মুখভাগ কাল লোমে আচ্ছাদিত। ক্ষুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অল্প অল্প ফাঁক। শরীরটী প্রায় গোলাকৃতি; উদরের ও বক্ষঃগহ্বরের পরিধি প্রায় সমান। স্ফীত উদর ও সরু বক্ষঃ গহ্বর ষণ্ডের উৎকৃষ্ট লক্ষণ নহে। উচ্চতা ক্ষুর হইতে ঝুঁট পর্য্যন্ত প্রায় ৪৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৸০ হাত, কিন্তু ইহাপেক্ষা বক্ষঃগহ্বরের পরিধি ২।১ ইঞ্চি বেশী হওয়া উচিত। পার্শ্বদেশ হইতে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের ক্ষুর হইতে ঝুঁট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ঋজুভাবে আছে এবং ইহার শরীরটী গোল পানা, উরুসন্ধির উপরস্থ চর্ম্ম স্থলাকার ও পুরু, পিছনের পা বক্র ভাবে অবস্থিত ও মস্তকটী ঢালু। পিছন দিক হইতে দেখিতে পাইবে যে, উভয় পায়ের, মধ্যস্থানে কিছু ব্যবধান আছে এবং এক পা অন্য পায়ের সহিত লাগে না। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের চর্ম্ম কোমল, মসৃণ স্থিতিস্থাপক ও নমনশীল এবং ইহার রংটী ঈষৎ ধূসরবর্ণের হইলে বেশ ভাল হয়। রোগমুক্ত বলবান ১টী ষাঁড় দ্বারা বৎসরে ৪০।৫০টী গাভী গর্ভিণী হইতে পারে। পাঁচ বৎসর হইতে ১২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ষাঁড় উৎকৃষ্ট কাজ করিয়া থাকে। গাভী হইতে ষাঁড় কিছু উচ্চ হইবে—ছোট গাভী হইলে ষাঁড়টী ছোট ও বড় গাভী হইলে ষাঁড়টী বড় হওয়া আবশ্যক। রোগাক্রান্ত ষাঁড়কে শাঙ্কর্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না এবং শাঙ্কর্য্যের পূর্ব্বে দেখিয়া লওয়া উচিত পশুটী রোগমুক্ত কি না। প্রাতঃকাল শাঙ্কর্য্যের উৎকৃষ্ট সময়। ৭।৮টী গ্রামের জন্য ৩।৪টী নিখুঁত ষাঁড় রাখা যাইতে যাইতে পারে। ষাঁড় রক্ষকগণ গাভী প্রতি কিছু কিছু আদায় করিয়া ষাঁড় পুষিবার খরচ উঠাইতে পারেন। ষাঁড়টী হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, কিন্তু অত্যধিক মোটা হইবে না। ষাঁড়কে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইবে।

উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

মুখখানি মেয়েলি মেয়েলি। কপালটী প্রশস্ত; কর্ণ দুইটী লম্বা ও দোলায়মান। শিং ২টী বাঁকা বাঁকা ও ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা। মুখজালী ও খুব কাল। গ্রন্থি কাল লোমে আবৃত। ঝুঁট পুষ্ট। গ্রীবাদেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সোজা। শরীরটী গোলপানা, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত; পৃষ্ঠদেশ সমতল। পাছা ভারি। রংটী এক বর্ণের হইলে ভাল। নাকটী চ্যাপ্টা বা খাঁদা হইবে না। মস্তকটী সমস্ত শরীরের তুলনায় ক্ষুদ্র। লেজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম বিশিষ্ট ও ভূতল স্পর্শী। অবয়বের তুলনায় পাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। হাড়গুলি সূক্ষ্ম ও গাঁটগুলি সজোর। লোমগুলি ঘন ঘন; উরু প্রদেশটী প্রশস্ত ও গভীর; লোম গুচ্ছটী চামরের ন্যায়; পশ্চাতের পাগুলি সোজা, অপেক্ষাকৃত লম্বা ও স্থূল। পাঁজরের হাড়গুলি ছোট ছোট ও ধনুর ন্যায় বক্র। পালানটী বড় কোমল, নিটোল, অমাংসল ও চর্ব্বি বিহীন। পালানের তলটী সমতল। বাঁটগুলি মোটা, কোমল ও লম্বা। পালানটী কেবল দেখিতে বড় হইলে ভাল নয়, কারণ সেটী দেখিতে বড়, তাহাতে অল্প পরিমাণ দুধ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে পালানটী দোহনের পূর্ব্বে বড়, নিটোল ও মসৃণ হয়, কি দোহনের পরে কোঁকড়াইয়া যায় সেটী ভাল। বড় গাভীর বাঁটগুলি ১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ছোট গাভীর বাঁটগুলি ১২ ইঞ্চি। লেজের নীচে পালানের উপরে ও উরুপ্রদেশের গোড়ায় যে সকল লোম উঁচু হইয়া থাকে উহার আয়তন যত বেশী হইবে, গাভীও সেই পরিমাণে অধিকতর দুগ্ধবতী হইবে। বাঁটগুলি নিটোল স্তম্ভাকার ও সমভাব হইবে এবং লম্বা হইয়া ঝুলিবে। পালানে বেশী মাংস ও চর্ব্বি থাকিলে তাহাতে দুধ থাকিবার পরিসর কম থাকে।

দামড়া করিবার উপকারিতা ও অপকারিতা।

যে সকল পুংজাতীয় বাছুর শাঙ্কর্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে না, তাহাদিগকে ২।৩ মাসের সময়ে দামড়া করা হয়। ২।৩ মাসের সময়ে দামড়া করিবার উৎকৃষ্ট সময়। ২।৩ বৎসর বয়সের দামড়াকে বলদ কহে। খাসি না করিলে পুং জাতীয় বাছুরকে এঁড়ে বাছুর কহে। ২।৩ বৎসর পরে এঁড়ে বাছুর ষাঁড় হয়। গো-খাদকদিগের দামড়ার মাংস অতি উপাদেয়। শৈশবে দামড়া করিলে বাছুর শিষ্টশান্ত, সুস্থ, সবলকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হয় এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম হয়। গাভীর সহিত একত্রে লালিত পালিত হইতে পারে ও ষাঁড়ের ন্যায় ইহাদিগকে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে হয় না। বলদগুলি দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইলে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু গো জাতির অবনতি হইতে পারে না।

অপকারিতা।—উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়; দুর্ব্বল ষণ্ডের সহিত একত্রে থাকিয়া গাভীগণ দুর্ব্বল ও কৃশ বৎস উৎপাদন করে। শাঙ্কর্য্যের জন্য বলবান ষাঁড় নিযুক্ত না করিলে বাছুর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। বিশেষতঃ যখন বলবান বলদ দিয়া কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে, তখন দুর্ব্বল ও রোগযুক্ত ষণ্ডের প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। কৃষক

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে।

Animal Food
প্রাণীজ খাদ্য।

প্রাণিশরীর হইতে যে সমুদায় খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তৎসমুদায়কে প্রাণিজ খাদ্য বলা যায়। শরীরের অনেক অংশে এই জাতীয় খাদ্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শরীর হইতে এই জাতীয় খাদ্য বহির্গত হইয়া গেলে এই প্রাণিজ খাদ্য ঐ সকল ক্ষতি পূরণ করে। প্রাণীর শরীর নির্ম্মাণ ও তদুপযোগী উপাদান প্রাণীর শরীর হইতে যত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপিচ প্রাণীদের উপাদান প্রাণীর শরীরে সমশীল হওয়া যত সুগম, এরূপ আর কিছুতেই নহে, সুতরাং কোন কারণ বশতঃ আমাদের শরীরের গঠনাবলীর ধ্বংস হইতে থাকিলে, তৎপূরণ প্রাণিজ খাদ্য হইতে সুসম্পন্ন হইবার অধিক আশা করা যায়। এই খাদ্য সহজেই রক্তের সহিত মিলিত হইয়া দেহ পরিপোষণোপযোগী সমজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে, সেজন্য ইহা শরীর ধারণোপযোগী প্রধান খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্য পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, 'পেপ্‌টোন' নামক পদার্থে পরিণত হয়, এই 'পেপ্‌টোন' পোর্টেল শিরায় প্রবেশ করে, কিন্তু সাধারণতঃ রক্তস্রোতে যাইবার পূর্ব্বে অদৃশ্য হয়। এই জাতীয় খাদ্য পরিপাক প্রায় পাকস্থলীর উপর নির্ভর করে। ইহা পরিপাক করিতে বিশেষরূপ আভ্যন্তরিক শক্তি আবশ্যক হয় না এবং ইহা সহজেই শোধিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। এই জাতীয় খাদ্য রক্তের ফাইব্রিণ ও রক্তকণিকা বৃদ্ধি করে, রক্তের ফসফেট ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহারা পেশীবর্দ্ধক ও পেশী উত্তেজক। শরীরের তন্তুদিগকে বিকসিত ও পুনর্গঠিত করে। ইহাদের দ্বারা শরীরের আবশ্যকীয় রস উৎপন্ন হয়। ইহারা শরীরের শক্তি উৎপাদন করে এবং কিয়ৎপরিমাণে শরীরের উত্তাপও রক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা মূত্রযন্ত্রের উপর বিশেষ কার্য্য করে। এই কার্য্য ফলে, মূত্রে ইউরিক এসিড নিঃসৃত হয়। ইহারা জনন যন্ত্রকে উত্তেজিত করে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যদ্বারা সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই জাতীয় খাদ্যে স্বভাব গঠিত হইলে বুদ্ধিবৃত্তি মলিন ও নিস্তেজ হয়। কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহ বলবতী হইয়া উঠে। আমিষভোজী প্রায়ই দুর্দ্দান্ত, হিংসাচারী ও ক্রোধী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা শরীরের অতিরিক্ত মেদ ধ্বংস করে। জ্বররোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে, এই জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিলে, শরীরে দহনক্রিয়া (Oxidation) বাড়িয়া যায় এবং তাহাতে তাপের মাত্রা অধিক হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই জাতীয় খাদ্য বিশেষ হিতসাধন করে। প্রধানতঃ যে সমুদয় ব্যাধিতে শারীরিক দৌর্ব্বল্য অধিক হয়, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং প্রচুর নাইট্রোজেনাস খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থানে ইহা মহোপকারী। উদ্ভিজ্জ খাদ্য দ্রব্যেও এই জাতীয় খাদ্য অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, সে জন্য যাহারা নিরামিষভোজী, তাহাদের সেই সকল দ্বারা এই জাতীয় খাদ্যের পরিপূরণ হয়। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এইজাতীয় খাদ্যকে তামসিক খাদ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এজন্য এই জাতীয় খাদ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ এই জাতীয় খাদ্য দ্বারা স্বভাবতঃ মনের বৃত্তি সকলের অধিক উত্তেজনা হয় বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং পুরাকালে হিন্দু ঋষিরা সেই জন্যই এরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, চর্ব্বি, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্য। মধু, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কিন্তু প্রাণী দ্বারা সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকেও প্রাণীজ বলা যাইতে পারে। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্য একটি উপাদেয় প্রয়োজনীয় খাদ্য। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ইহা একটী প্রধান ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য। বিশেষ প্রকার বাধা বাধকতা না থাকিলে, এই খাদ্য সহজে কেহ পরিত্যাগ করেন না। মৎস্য না হইলে অনেকেরই আহারে উদর পূর্ণ ও পরিতৃপ্তি হয় না। বৃহৎ ভোজে মৎস্যই প্রধান উপকরণ মধ্যে গণ্য এবং তাহা সংগ্রহ করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় ও নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশবাসীরা কেহ কেহ কোন কারণে মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিয়া রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ইহা অভ্যাসের দোষ অথবা স্থানীয় জল বায়ুর দোষ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং মূল্যও কম ছিল। অধুনা জলাশয়াদির শুষ্কতা ও অল্পতা হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। তথাপি বঙ্গদেশের হাটে বাজারে মৎস্যের দোকানে গেলে ইহার কত আদর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশে শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক মৎস্য আহার করে। হাণ্টার সাহেব কৃত ষ্টেটীস্‌টিকেল একাউণ্ট (A Statistical Account of Bengal by W. W. Hunter) নামক পুস্তকের ৯ম ভাগে এক পাবনা জেলাতেই হিন্দু ধীবরের সংখ্যা সমস্ত জেলার লোক ২/৩ ভাগ। পাবনা জেলার মৎস্য ধরায় জন্য গভর্ণমেণ্টের খাস জলায় প্রায় ১৫০০ শত টাকা খাজনা আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত জমীদারের সহিত জলকরের বন্দোবস্ত আছে। তদ্বাদে ছোট নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতির জন্য

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

নিকটস্থ জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য অনেক জেলাতেই ইহাপেক্ষা অনেক বেশী জলকর আদায় হইয়া থাকে। এসিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার উত্তর অংশে মৎস্য অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। এই দেশের গরীব লোক অন্য খাদ্য না জুটিলে শুধু মৎস্য আহার করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটায়। সাইবেরিয়া দেশে মৎস্য শুষ্ক করিয়া ময়দা প্রস্তুত করে। উহা রুটীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানে মৎস্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও আবার অনেক স্থানের লোক ইহা মোটেই গ্রহণ করে না। ভারতের পশ্চিমদেশবাসী লোক এবং মিসর দেশের পুরোহিতেরা মৎস্য আহার করেন না। আমাদের দেশের হিন্দু বিধবাগণের ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের এবং যাগ, যজ্ঞ, ব্রত প্রভৃতিতে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ ইহা রাজসিক ও তামসিক আহার এবং অত্যধিক শুক্রবর্দ্ধক। বীর্য্য ধারণই ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্ম পথে যাইবার উপায়। বীর্য্যাধিক্য হইলে সে কার্য্যের হানি হয়, সে জন্য ধর্ম্মপিপাসুদিগের ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীদিগের আমিষ আহার করা আর্য্যঋষিদিগের মতে নিষিদ্ধ। পৃথিবীতে অনেক প্রকার মৎস্য আছে। বঙ্গদেশে প্রায় ৫০ প্রকার মৎস্য খাদ্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেওয়া যায়। মৎস্য একটী উৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় খাদ্য হইলেও কেবল মাত্র ইহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করা যায় না। ইহা সেবনে মাংসাশীর ন্যায় বলিষ্ঠ দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মৎস্যের নিম্নলিখিত উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া অনেকস্থলে জানিতে পারা গিয়াছে।

মৎস্যের উপাদানের তালিকা।

ফাইব্রিন, কোষীয়তন্তু, স্নায়ু ও রক্ত প্রণালী		১২.০
অণ্ডলাল (এলবুমেন)	...	৫.২
য়্যালকোহলিক সার ও লবণ	...	১.০
জলীয় সার লবণ	...	১.৭
ফসফেট্‌স্	...	সামান্য
জল	...	৮০.১

(ক্রমশঃ)



কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৬ই চৈত্র রবিবার বেলা ৭টার সময় "বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য—কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ইহজগত পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান—করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর—নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যাবশায় গুণে সর্ব্বজন পরিচিত এবং বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হইতে পারিয়া ছিলেন। আমাদের মনে পড়ে, যখন উপেন্দ্র নাথের বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র, তখন তিনি নারকেলের মালায় অক্ষর সাজাইয়া কাঠের প্রেসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিতেন। সেই উপেন্দ্রনাথ ক্রমে নিজ অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা গুণে "বসুমতী" সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলাম যে, তিনি শিমুলতলায় ছিলেন, তাহারপর রোগের আতিশয্যতা বশতঃ কলিকাতা আহিরীটোলায় তাঁহার স্বভবনে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৬ই চৈত্র ৭ ঘটিকার সময় প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার শারিরীক গঠনে, কর্ম্মোদ্যোগিতা দেখিলে তাঁহার অকাল মৃত্যু বই আর কি বলিব। তাঁহার কয়টী পুত্রকন্যা তাহা আমরা জানি না—কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র "খোকাবাবু" সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিয়া—"বসুমতী" কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেন। তিনিই এখন "বসুমতী"র পরিচালক এবং আমাদের বিশ্বাষ তিনি পিতার কীর্ত্তি—এবং নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

উপেন্দ্রনাথ প্রকৃতই কর্ম্মবীর। এমন অধ্যাবশায়শীল, লোকরঞ্জক, কর্ম্মিষ্ঠ প্রতিভাশালী—সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং সারা-জীবনের লক্ষ্য ছিল "সাহিত্য প্রচার"—অতি কিশোর বয়স হইতেই তিনি বাণীর উপাসক।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সেই উপাসনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়া ছিলেন। আজ বাঙ্গালায় প্রতি গৃহে তাহার প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ, কাব্য উপন্যাসাদি তাঁহার কীর্ত্তি এবং অমর নাম রক্ষা করিতেছে—উপেন্দ্রনাথ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কীর্ত্তিই মানবকে অমর করে। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন তাহার অমর কীর্ত্তি এবং অক্ষয় নাম রক্ষিত হইবে। বাঙ্গালায় "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" ও "বসুমতী" তিনখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্র। এই তিনখানি পত্রের প্রকাশক এবং সম্পাদকগণ সুলভে বাঙ্গালায় সাহিত্য এবং শাস্ত্রপ্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া লুপ্তপ্রায় সাহিত্য এবং শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্র নাথ, হিতবাদীর কালী-প্রসন্ন গত, শেষ উপেন্দ্রনাথ, তিনিও গতাসু হইলেন। উপেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ দেবের একনিষ্ট সেবক ছিলেন। রামকৃষ্ণের আদর্শে তিনি গুপ্তভাবে বহু নিরন্নকে সাহায্য করিতেন, কত দুঃখী কাঙ্গাল তাঁহার সাহায্য পাইত।

উপেন্দ্রনাথ অতি অমায়িক, চিরশান্ত—নিরহঙ্কার, সদা হাস্যানন ছিলেন। যে এক-দিন, একদণ্ড—তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছে, সে উপেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারিত না। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে উপেন্দ্রনাথ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দরিদ্রকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—দরিদ্র বলিয়া কেহ তাহার নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। ভগবান তাঁহার আত্মায় সদগতি করুণ, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন শ্রীমান সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়া পিতৃকীর্ত্তি অক্ষয় রাখিতে সক্ষম হউন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আমাদের আশা হয় যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি অক্ষয় রাখিতে সক্ষম হইবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যেন "বসুমতী" আফিস হইতে তাঁহার জীবন চরিত স্বতন্ত্রভাবে প্রকা-হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ ইত্যাদি "বসু-মতীতে" প্রকাশিত হয় নাই। এইরূপ কর্ম্মীর জীবনী এখন বাঙ্গালায় আধুনিক যুবকগণের চরিত্র গঠনের সহায়ক হওয়া উচিত। অতি সামান্য অবস্থা হইতে এইরূপ উন্নতির উপেন্দ্রনাথ একটী উচ্চ আদর্শ।

Home Industries
গার্হস্থ্য-শিল্প।

সীরপ প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

LICORICE SYRUP.

যষ্টীমধুর সীরপ

ইহাও সুমধুর এবং পিপাসা শান্তিকারক।

জল	...	৪৫ ভাগ
যষ্টী মধুর মূলের কুটী		।৷০ ভাগ।

১৫ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া অন্য পাত্রে ঐ জলটুকু বা ডিককসনটা ঢালিয়া লইয়া তাহাকে পুনবায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া যখন ১৬ ভাগ আন্দাজ থাকিবে, তাহাতে ৩০ ভাগ মধু দিয়া পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া গলাইয়া এবং ফুটাইয়া লও। যেন দানাইয়া না যায়। তাহা শীতল স্থানে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত কর। যষ্টী মধু পিপাসা নাশক, সর্দ্দী তরল কারক, স্নিগ্ধ এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারক, আয়ুর্ব্বেদে ইহার বহু প্রশংসা আছে।

PINE APPLE SYRUP

আনারসের সীরপ্

উৎকৃষ্ট সুপক আনারসের ছাল ও চক্ষুগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া একটী প্রস্তরের বা মাটীর বা কাষ্ঠের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর একটা কাষ্ঠের উদোখল মুশলে সেই আনা-রস গুলিকে থেঁতলাইয়া ফেল, এবং সেই থেঁতলান আনারস গুলিকে বেশ নূতন কাপ-ড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লও। ইতিপূর্ব্বে যে সিম্পল সীরপ বা সাদা সিরপের কথা গত মাসে বলিয়াছি, সেইরূপে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই আনা-রসের রসটা তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ ফুটাইয়া লইয়া শীতল স্থানে নামাইয়া রাখ। তাহার পর বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিতে হইবে।

২য় প্রকার।

যদি ফল না দিয়া ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হইবে।

Oil of Pine apple	1 dr.
Tartaric acid	1 dr.
Simple syrup	6 Pt.

একত্র মিশ্রিত করিলেই হইবে। এই উপায়ে কলার, বেদানার এবং অন্যান্য বিবিধ ফলের এসেন্স মিশ্রিত করিয়া বিবিধ প্রকার সীরপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সীরপের বোতল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব সাদা হওয়া চাই। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদেশে কমলা লেবু, পাতিলেবু, আনারস, বেদানা, কলার সীরপই সাধারণে অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। বিলাতে নানাপ্রকার ফলের সিরপ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সেই ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত হয়।

ROSE SYRUP.

গোলাপের সীরপ্

সাদা সীরপ	১ গ্যালন
Essence of Rose	১ আউন্স

ইহাতে ঈষদাম্ল স্বাদযুক্ত করিতে হইলে সামান্য

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

সাইট্রিক এসিড্ গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া দিতে পারা যায়। গোলাপী রং করিতে হইলে Prepared Cochineal দিয়া রং করিতে হয়।

COLD DRAWN CASTOR OIL.

কোলড্ ড্রন ক্যাষ্টর অয়েল।

জোলাপের জন্য যে তৈল ব্যবহার হয়? তাহা "cold drawn castor oil" নামে অভিহিত। ক্যাষ্টর অয়েল অর্থাৎ রেড়ীর তৈল। ইহা প্রদীপ জ্বালাইবার জন্যও ব্যবহার হয়। যাহা মেডিক্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই কোল্ড্ ড্রন আখ্যা দেওয়া হয়।

"Cold drawn Castor oil is the best quality and the only one fit for medical use."

এই কাষ্টর অয়েলের কাজ এদেশেও অনেকে করিয়া থাকেন, ইহাও একটা লাভজনক ব্যবসাও বটে।

কোলড্ ড্রন কাষ্টর অয়েল

প্রস্তত প্রণালী

(আধুনিক প্রক্রিয়া)

রেড়ীর ফল গুলিকে থেঁতলাইয়া খোলা সমেৎ বা খোলা ছাড়াইয়া মোটা মোটা ক্যাম্বিশের ব্যাগে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া দিতে হয়। তাহার পর হাইড্রোলিক প্রেসের মধ্যে দিয়া চাপ প্রয়োগে তৈল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। সমস্ত তৈল নিঃশেষ ভাবে বাহির হইয়া যাইলেই সেই তৈল টীনের পাত্রে ধরিয়া লইতে হয়। তাহার পর সেই তৈলটাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইতে হয়। যখন জল ফুটিতে থাকে এবং তৈলের Albumen এবং Rasin অর্থাৎ তৈলের শ্বেতসার ও রজনের অংশ গাদ রূপে ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তখন সেই গুলিকে সযত্নে ছাঁকনী দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর চুলা হইতে নামাইয়া স্থির থাকিতে দিলেই জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে,সেই তৈলকে উঠাইয়া লইয়া অথবা জল সমেত Canton Flannel নামক একপ্রকার ফ্লানেলের মধ্য দিয়া ফিল্টার করিয়া লইয়া জলটা স্থির হইলে তাহার উপর যে তৈলটা ভাসিয়া উঠে, তাহা তুলিয়া লইতে হয় এবং টীনে বা বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। ইহার নাম "Cold drawn Castor oil."

আমেরিকার পদ্ধতিতে একটু পার্থক্য আছে। "In the United States a somewhat different method of extraction is adopted. The cleansed seeds, are heated in an iron tank with care to avoid scorching. Pressure is then applied and first quality oil is drawn off. The pressed residue is again heated and squeezed, the product being the second quality. A third quality oil is obtained after repetition of heat and pressure. Each these three products has to be further purified by heating with water as described above under cold drawn oil."

আমেরিকায় প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া লইয়া রেড়ীর শুষ্ক ফল গুলিকে একটা লৌহ কটাহে গরম করিতে দেওয়া হয়, এবং খুব সাবধানে ভাজিতে হয়, যেন ভাজিতে যাইয়া পুড়িয়া না যায়,তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। তাহার পর হাইড্রলিক প্রেসে চাপিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহাই ফাষ্ট কোয়ালিটী বা এক নম্বরের তৈল হয়। তাহার পর বীজের শীটে গুলোকে আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তাপ দিয়া কলে চাপ দিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহাকে সেকেণ্ড কোয়ালিটী বা ২নং তৈল বলা হয়, তাহার পর ৩য় বার আবার ঐ শিটে গুলাকে কটাহে উত্তাপ দিয়া পুনরায় কলে চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়, ইহাকে থার্ড কোয়ালিটী বা ৩নং তৈল বলা হয়।

তাহার পর ১ নং ২ নং ৩নং সকল নম্বরের তৈলকেই পূর্ব্বোক্ত কোলড্ ড্রন তৈল প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় জলের সহিত মিলাইয়া ফুটাইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। আমাদের বোধ হয়, আমেরিকান প্রথাই উৎকৃষ্ট প্রথা। যে সকল তৈল কল কব্জায় এবং পোড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী বীজকে থেঁতলাইয়া হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়া তৈল ব্যবহার করা। তাহাকে গরম জলে ফুটান হয় না।

আমেরিকান পদ্ধতিতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহার রং কিছু গাঢ় (Darker) হয়। কিন্তু বিশেষঃ ভাবে যে পরিস্কৃত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আমাদের দেশের গরীব লোকেরা ঐ রেড়ীর ফল গুলিকে শুষ্ক করিয়া ঢেঁকিতে কুটীয়া জলের সহিত মিশাইয়া খুব জ্বালদিয়া ফুটাইতে থাকে, তাহার পর জলের উপর যে তৈল ভাসিয়া উঠে, তাহাই যত্ন সহকারে তুলিয়া লইয়া প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে বীজ—হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর যে শিটে থাকে, তাহাকে রেড়ীর খোল বলে। কৃষি কার্য্যে রেড়ীর খোল প্রচুর পরিমাণে আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১।৷০ টাকা লইব

Kapok or Tree Cotton.

সিমুল তুলা।

কার্পাসের তুলার চাস এবং তাহার সূতা হইতে বস্ত্রবয়ন করিয়া বস্ত্র-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের যে গবেষণা দেশকে কয়দিন তোড় পাড় করিয়া তুলিতেছিল, এখন সে ঢেউ থামিয়া গিয়াছে, কেহ যে নূতন করিয়া তুলার চাস করিয়াছে,এমন সংবাদ আমরা পাই নাই। যাক্ সেতো গেল। চাষের কথা, তাতে বড় কষ্ট, বাঙ্গালী আমরা, এতকষ্ট করিয়া বস্ত্র কষ্ট নিবারণ করা অপেক্ষা বরং যত দামই চড়িয়া যাউক না কেন, ক্রয় করিয়া বিলাতি বস্ত্র পরিধান করাই সহজ সাধ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি। নাকে কান্দা আর মুখের বক্তৃতায় দুঃখ ঘুচে না, এইটাই হইতেছে বিষম গোলের কথা। সে কথায় আর কাজ নাই, কিন্তু আর একটা তুলার কথা বলিব, সেটা সিমুল তুলা। বাঙ্গালার বহু জঙ্গলে, গ্রামে গ্রামে বসন্ত সমাগমে লোহিত বর্ণ, সিমুলের ফুল দীগন্ত আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে কাহারও বাকী নাই। সেই নির্গুণ গন্ধ শূন্য পুষ্পরাজী হইতে আমাদের উপাধানের উপযোগী সিমুল তুলার জন্ম, ইহাও অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু সেই তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা একটা উৎকৃষ্ট ব্যবসায় চলিয়া থাকে। ইহা বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফাগুন চৈত্র মাসে এই সিমুলের ফল পাকিয়া উঠে। একটা জন প্রবাদ আছে, চৈত্র মাসের শিবের গাজনে ঢাকে কাটি পড়িলে অর্থাৎ ঢাক বাজিলে সিমুলের ঐ সকল পাপ্‌ড়ী ফাটিয়া বাতাসে উড়িয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গলার বহু স্থানে এইরূপে তুলাটা উপেক্ষিত হয়। কোন কোন স্থলে কৃষকেরা এই পাবড়ী গুলিকে সময়ে গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া রৌদ্রে দিয়া ইহার তুলা সংগ্রহ করিয়া থাকে মাত্র। অধিকাংশ স্থলে জঙ্গলা দিতে আপনা হইতে ফাটিয়া দিক দিগন্তে উড়িয়া যায়, জিনিসটা নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল তুলার আমরা বালিস ও গদী প্রভৃতি প্রস্তুত করি, তাহা পশ্চিমের আমদানী তুলা, এ তুলা বিদেশেও রপ্তানী হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহার নাম "Kapok or Tree Cotton." সিমুলের গাছের কেহ চাষ করে না। ইহার বীজ পড়িয়া আপনা হইতে নিতান্ত অযত্নেও গাছ হয়। গাছের গায়ে কাঁটা আছে, এবং গাছ ও খুব বড় হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার লোকে সমস্ত দ্রব্যেরই যেমন ক্রেতা, ইহারও সেইরূপ। এ তুলা প্রতি গৃহস্থ সংগ্রহ করিলে প্রতি বৎসর অনেক বালিস হইতে পারে, এবং অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়। কেন না খুচরা ॥০, ॥৵০, ৸০, সের বিক্রয় হয়। উদ্যোগী হইলে জঙ্গলের মালিকগণের নিকট হইতে গাছ প্রতি কিছু খাজনা দিয়া এই তুলা সংগ্রহ করিলে সহরে আনিয়া বেশ একটী উৎকৃষ্ট অর্থকরী ব্যবসায় চালান যায়। স্বর্ণপ্রসূ ভারতে যে শ্রমশীল, তাহার অন্নের অভাব হয় না। কিন্তু সকল বিষয়ই উপেক্ষা করা আমাদের যেন একটা মজ্জাগত ব্যাধি। দেশের জিনিস নিজেরাই উপেক্ষা করিয়া আমাদের নিজের অভাব নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়া নাকে কান্দি, আর হায় হায় করি। কিমাশ্চর্য্যং মতঃপরং! ইহাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা আর কি আছে? এ সকল কথা জানে সকলেই, কিন্তু তথাপি মনে পড়াইয়া দিলাম যে, ইহা একটা লাভজনক কাজ, সুতরাং বাগানের চতুর্দ্দিকে সিমুলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া ২।৫ বৎসরে ইহার দ্বারা একটা অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সিমুল তুলার দর এখন ২৩৷৷ হইতে ২৩৸০ এই। সিমুল তুলা জাহাজে বিলাত যায়। এত বড় একটা লাভ জনক কার্য্যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত নহে কি? আমরা বহুস্থলেই দেখিয়াছি যে, বাঙ্গলার বনে জঙ্গলে এমন কি বাগানের সিমুল তুলাও কেহ যত্ন সহকারে সংগ্রহ করেন না। বহু সংখ্যক বৃক্ষের তুলা উড়িয়া দিক দিগন্তে চলিয়া যায়। কিন্তু কোন কোন প্রদেশের লোকে আগ্রহ এবং যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে বলিয়াই আমরা সিমুল তুলা খরিদ করিতে পাই। যাহারা সংগ্রহ করে, তাহারা ইহার লাভ বুঝিয়াছে বলিয়া বন জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করে এবং তাহা এত প্রচুর যে বিদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে। পশ্চিমের প্রচুর তুলা বাঙ্গলায় আসিয়া থাকে, তাহাই আমরা ক্রয় করিয়া থাকি। বাঙ্গালার মাটীতেও প্রচুর সিমুল গাছ জন্মিয়া থাকে, ব্যবসায়ের হিসাবে বাঙ্গলার কেহ ইহার চাষ করে না। কদাচিত বীজ পড়িয়া অযত্নে বাগানে পুকুরের পাড়ে আপনা হইতে জন্মিয়া বড় হয়, এবং তাহাতে তুলা জন্মিলেও কেহ সংগ্রহও করে না। বাগানের চতুর্দ্দিকে সিমুল বৃক্ষ রোপণ করিলে বসন্তে দূর হইতে বাগানের সৌন্দর্য্যও মন্দ হয় না, অথচ একটা লাভজনক কার্য্যও হইয়া থাকে। কত দেখাইব, সিমুল তুলার ন্যায় তেতুল, হরিদ্রা, সুট, আদা প্রভৃতিও বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় এই সকল দ্রব্যের প্রচুর আবাদ হওয়া উচিত।

আমরা "কাজের লোকে" রেড়ীর চাষের কথা লিখিয়া ছিলাম, রেড়ীর বীজ ১২৷৷, ১৩, মন বিক্রয় হয়। রেড়ীর তেল এখন ৸৵০ সের, ৩৫।৩৬৲ টাকামন বিক্রয় হইতেছে। লোকে আর ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। পশ্চিমে সরিষার আমদানী হওয়ায় বাঙ্গলার অনেক স্থলেই সর্ষপের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। রেলে সর্ষপ আসিতে না পারায় বাঙ্গালা দেশের ঘানির কাজ বন্দ হইতে বসিয়াছে তৈল ৪০৲ মন বিক্রয় হইতেছে। এ দেশে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

সর্ষপের চাষ থাকিলে এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

Medical Notes.

নানা কথা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া।

অনেকেরই মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, তাড়াতাড়ি খাওয়ায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু Jouanal of Mental and Nervous Desease নামক পত্রে প্রকাশ যে, তাড়াতাড়ি খাওয়া বা আস্তে আস্তে খাওয়াতে বিশেষ কোন আসে যায় না—স্বাস্থ্য বিশেষরূপ চর্ব্বণের উপর নির্ভর করে। তাড়াতাড়ি খাইলে চর্ব্বণের ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যই তাড়াতাড়ি খাওয়া ভাল নয়। জর্ণাল বলেন There is a prevalent idea that slowly eating is very favourable to digestion, but this is largely fallacious. The important point is not that we eat slowly or fast, but that when we do eat, we chew with energy. * * Energetic chewing stimulates the secretion of saliva in the most favourable manner."

কাঁকড়া বিছার কামড়ে মধু।

Dr. Chalke, Civil Surgeon of Nagapatam, Madras ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড নামক পত্রে কাঁকড়া বিছার কামড়ে মধুর উপকারিতার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দষ্ট স্থানে মধুর প্রলেপ দিবা মাত্রই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার আরও বলিয়াছেন যে, যদি মধু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিনিকে খুব ঘন করিয়া জল দিয়া গুলিয়া লাগাইলেও উপকার হইবে। অভাবে গুড় লাগাইয়া দিলেও উপকার হয়। "That the application of honny to the affected part acts best by prducing almost instant releif."

ডাক্তার সরকার তাঁহার "Calcutta Journal of Medicine" নামক পত্রিকায় উহার নীচে মন্তব্য করিয়াছেন যে, We may add that treacle and brandy are almost as efficatious as honey or sugar" অর্থাৎ গুড় এবং ব্রাণ্ডী মিলাইয়া আহত স্থানে দিলেও ঐ রূপই উপকার পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হোমিওপ্যাথিক Ledum সেবন করাইলেও যন্ত্রণা আশু শান্তি হইয়া যায়। "Ledum is a good internal remedy."

Calcutta Journal of Medicine 1896, May.

Death Caused by BROMIDE OF POTASSIUM.

ব্রোমাইডে মৃত্যু।

কলিকাতা জর্ণাল অফ্ মেডিসিন, মে সংখ্যা, ১৮৯৬।

১৮৯৬ সালের এপ্রেল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, একটা লোকের Neuralgia (স্নায়ুশূল) পীড়ার যন্ত্রনার জন্য সে লোকটা ২ হইতে ৩ ড্রাম ব্রোমাইড পটাসিয়ম ব্যবহার করিত, এইরূপ বৃহৎ মাত্রায় ব্রোমাইডের বিষ ক্রিয়ায় কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও তাহার Palpitation of the heart অর্থাৎ হৃদিস্পন্দন আরম্ভ হইল। ২৩শে মার্চ্চ তারিখের রাত্রিকালে তাহার অতিশয় শীত বোধ হইতে লাগিল, তাহার পর ২বার গভীর খাস টানিয়া পরক্ষণেই মরিয়া গেল।

যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি ২৬শে মার্চ্চ করোনারের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যখন যাইয়া রোগীকে দেখিলেন, তখন সে মৃত। তাহার মুখ সম্পূর্ণ হাঁ হইয়া আছে, চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত, চক্ষের কনিকা কতক প্রসারিত। তাহার টেবিলের উপর লবণের ন্যায় একটা পদার্থ পূর্ণ শিশি ছিল। পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম, যে তাহা বিশুদ্ধ ব্রোমাইড পটাসিয়ম। হার্টফেল হইয়াই রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।"

লানসেট্ পত্র সতর্ক করিতেছেন যে, পুনঃ পুনঃ ব্রোমাইড্ দেওয়া অনুচিত।

আমরা এইরূপ মৃত্যুর একটা ঘটনা জ্ঞাত আছি। সে রোগীর ভয় পাইয়া মেনিঞ্জাইটিসের ন্যায় খেচনী ইত্যাদি লক্ষণ ছিল, রোগী কলিকাতায় নিমতলায় প্রায়ই বেড়াইতে যাইত, অকস্মাৎ একদিন ভয় পাইয়া, তাহার শিরঃপীড়া এবং তৎপরে ভয়ানক খেঁচনী আরম্ভ হয়।

তাহাকে যিনি দেখিতেছিলেন, তিনি হোমিওপ্যাথিক opium 6 দিয়া যেন একটু রোগীকে সুস্থবোধ করিতেছিলেন, তাঁহার বিশ্বাষ ছিল যে, ২০০ শক্তির এক মাত্রা opium দিলে রোগী আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু তাঁহার নিকট তাহা ছিল না। তিনি কিং কোম্পানীকে ঔষধ পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়া, নিজে ম্যালেরিয়ার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কাজেই স্থানীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময় রোগীর লক্ষণ, সম্পূর্ণ অনিদ্রা, মধ্যে মধ্যে প্রবল আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, ঘাড়ে বেদনা। চক্ষের চাহনী ফাঁকা। ইত্যাদি।

এসকল উপসর্গের জন্য ডাক্তার তাহাকে পটাস ব্রোমাইড দিয়াছিলেন।

কত পরিমান দিয়াছিলেন, জ্ঞাত নহি, কিন্তু পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

ঠোঁট দুটী নীলাভ হইয়া কথা কহিতে কহিতে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সেই অবধি আমাদের বিশ্বাস যে, ব্রোমাইড অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইয়া রোগী অকস্মাৎ মারা পড়ে। এ ঔষধটাকে আমরা ভয়ানক ভয় করিয়া চলি।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, ডি, মহোদয় "Calcutta Journal of Medicine" পত্রে উপরোক্ত ল্যানসেট পত্রের ঘটনাটীর উপর মন্তব্য করিতেছেন যে, This case shows as clearly as possible the danger of taking any drug however harmless it might be said to be by allopaths in large and repeated doses."

Homeopathie notes.
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

-:০:-

বালকের বয়স ৯ বৎসর, বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে—একাদশীর পূর্ব্বে বা পরে পূর্ণিমা, অমাবশ্যার মাঝে তাহার ১০।১১টার সময় প্রায় প্রতিমাসেই জ্বর হয়। গত ২০শে এপ্রিল নাগাদ তাহার এবারে যে জ্বর হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়।

অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব—কাপড়ে লাগিলে ঠিক হুকার জল লাগিলে যেমন লালচে লালচে দাগ হয়, সেইরূপ দাগ হইতে লাগিল, ৪।৫ দিন এইরূপ উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। ইতিপূর্ব্বে তাহার একটা নাকটানা উপসর্গ দেখা যায়। বালকের ক্রিমির ধাতু, তাহাকে সাবাডিল্লা ৩০ দেওয়া হয়। এক মাত্রাতেই তাহার সেই নাকটানা অভ্যাস বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কয়েক দিন পরেই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের উপসর্গ আরম্ভ হয়। ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় তাহাকে ২০০ শক্তির ২টী মাত্র ঔষুবটিকা ১বার মাত্র সেবন করিতে পরামর্শ দেন। সেবন করার অর্দ্ধ ঘণ্টা পর হইতে সে সকল উপসর্গ আরোগ্য হইয়া যায়। এখন বালক সুস্থই আছে।

ম্যালেরিয়ায় দেশীয় মহৌষধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাটা সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষালব্ধ ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাটার কিরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমার অনুরোধ—কোনও কবিরাজ মহাশয় নাটার গুণ সাধারণের গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইবে, দরিদ্র রোগীগণও বাঁচিয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে আমাদের দেশীয় ঔষধ গুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা এমনি অলস ও কর্ত্তব্য বিমুখ যে, নিজের হাতের নিধি হেলায় হারাইতে বসিয়াছি! এজন্য আমাদের লজ্জা কি অনুতাপও হয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি চিরদিনই এইরূপে জগতের মাঝে ধিকৃত হইবে? আমরা কি আপনার জিনিষ কখনও চিনিবার চেষ্টা করিব না!

আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়াশক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
L. M. S.

Curious Facts.
বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

মৃত্যুর একটী বিশেষ লক্ষণ।

যে ব্যক্তি শীঘ্রই মরিবে, অথবা মরণের পর তাহার শরীরে যদি একটী পিন্ ফুটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র যেমন মৃত জীবের চর্ম্মের উপর ছিদ্র করিলে বন্ধ হয় না—খোলাই থাকিয়া যায়, মৃতোন্মুখ ব্যক্তির গাত্রেও সেইরূপ থাকিয়া যায়। তাহা সংকোচ হইতে জানে না। ইহাই মৃত্যুর একটী ধ্রুব চিহ্ন স্বরূপ। কিন্তু যতক্ষণ জীবনী শক্তি থাকে, ততক্ষণ পিন্ ফুটাইয়া পিন্ তুলিয়া লইবা মাত্র ছিদ্র বন্ধ হয় এবং সেখানে পিন্ ফুটানর চিহ্ন মাত্র থাকে না।

HOW TO PROLONG LIFE.

Activity without over work, healthful living, Modaration, selfcontrol, the due excise to all faculties, the cultivation of the reason, judgement and the will, the nature of kindly feeling and the practice of doing good—all these things in fact, which tends to build up noble hood—also prepare the way to long life and happy and blessed old age" অর্থাৎ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কর্ম্মে, পরিশ্রমে, বাক্যে, আহারে বিহারে, মিতাচারিতা, রাগ দ্বেষাদি পরিশূন্যতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণের উৎকর্ষতা, সর্ব্বদাই পরহিত সাধনের চেষ্টা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণে মনুষ্যত্ব গঠন করে, ঠিক সেই সমুদয় গুণেই দীর্ঘ জীবন এবং সুখময় বার্দ্ধক্যতার পথ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অহরহই হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা দ্বারাই জীবনকে দীর্ঘ করিতে পারা যায়। এদেশের ছেলেরা এ কথা কবে বুঝিবে ?

বাঁশের চাউল।

বাঁশের সচরাচর ফুল হয় না, হওয়াও বড় অস্বাভাবিক। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সেই সময় ভগবানের কি অপার করুণা, ভারতের সর্ব্বত্রই বাঁশ গাছে ফুল এবং সেই ফুল হইতে ধান্যের ন্যায় একপ্রকার বীজ জন্মিয়া ছিল, তাহারই চাউল দ্বারা প্রায় ৫০০০০ লোক প্রত্যহ জীবন ধারণ করিত। এইরূপ কত কঠোরতার পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হইয়া আজও বর্ত্তমান আছে। ধন্য ভারতের জ্ঞান, সহিতেই যেন ভগবান ভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন!

বয়স গণনার সঙ্কেত।

বয়স গণনার নানা প্রকার উপায় অনেকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে একটা পন্থা দেওয়া গেল।

মনে করুন, একটী বালিকার বয়স ১৫ বৎসর। সে আগষ্ট মাসে জন্মিয়াছে। তাঁকে বলুন, তাহার যে মাসে জন্ম, সেই মাসের সংখ্যা লিখিতে।

জানুয়ারী হইতে আগষ্ট	৮ মাস।
ইহাকে ২ দিয়া গুণ কর	১৬
উহাতে ৫ যোগ দাও	২১
তাহাকে ৫০ দিয়া গুণ কর	১০৫০
তাহাতে তাহার বয়স ১৫ বৎসর যোগ দাও, হইল ...	১০৬৫
তাহা হইতে ৩৬৫ বাদ দাও.	
থাকে ...	৭০০
ইহাতে ১১৫ যোগ দিলে হইল	৮১৫

এখন তাহার বয়স হইল, ১৫ বৎসর, জন্ম মাস হইল ৮ অর্থাৎ আগষ্ট। এইরূপ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, তাহার ডাইনের ২টী অঙ্ক তাহার বয়সের বর্ষ, বাম ধারের অঙ্কটী বা অঙ্কগুলি তাহার জন্ম মাস সংখ্যা। এই নিয়মে ১০০ বৎসর গননা পর্য্যন্ত গননা করিতে কখনই নিষ্ফল হয় নাই। ১০ বৎসর কম বয়সের ভাগ শেষ ০ থাকিবে, তাহার কোন হিসাব ধরা হয় না।

কৌতুক কণা।

জননী!

আদিত্য কুমার! তোমার ভগিণী পার্ব্বতীকে আমের যেটুকু ভাল, সেটুকু দিয়েছ তো?

আদিত্য। দিয়েছি মা, আমি সমস্ত খেয়ে আঁটীটা তাকে দিয়েছি।

জননী। সে কি? আঁটীই কি ভাল জিনিস?

আদি। ওমা—ভাল জিনিস নয়, আঁটীটা পুতলে কত গাছ জন্মাবে—সে গোটা বাগানটার আম খাক্ না কেন—তখন আমি চাইতেই যাব না।

ম্যাডাম। আয়র্লাণ্ডের জল বায়ু খুব ভাল ও স্বাস্থ্যকর।

জনৈক ভদ্রলোক। চুপ করুন ম্যাডাম, ইংলণ্ডে একথা বলবেন না, তা হলে ট্যাক্স হয়ে যাবে।

ডাক্তারী পরীক্ষার হল।

ফার্ষ্ট এডের পরীক্ষা।

পরীক্ষক। আচ্ছা বল দেখি, কোন লোক যদি বারুদে আগুণ লাগিয়া উড়িয়া যায়, তা'হলে সব প্রথমেই তুমি কি করবে?

ছাত্র। যে পর্য্যন্ত লোকটা নীচে এসে না পড়ে, সেই পর্য্যন্ত আকাশ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করবো, আর কি। আমিও কি তার সঙ্গে উড়্‌বো?

পরীক্ষক। বাঃ বুদ্ধিমান ছেলে বটে—

(ফুল নম্বর)

সানুনয়ে নিবেদন—

যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত "কাজের লোকের" ১৩১৯ সালের বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাঁহারা যেন অবিলম্বে টাকা পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করে। "কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য অগ্রিমই দেয়।

বশম্বদ—

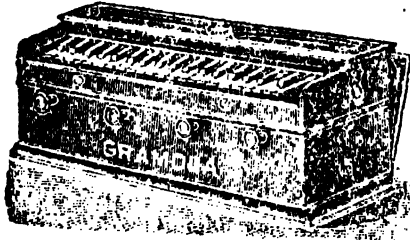
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৫৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ॥৵

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৸০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৫ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographie and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £&10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, Lodon, E C.
Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেণ্টিকষ্ট্রীট মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং (ঠিক লালবাজারের দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ বুক ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ বুক ২৫৲, ২৭॥০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২॥০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮৩।২ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে।
কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৶০
মাঝারী	।৶০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৵৶০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৵০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্‌স্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর — ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোর্ডকালী ১নং প্রতি বোতল ৶৹ ২নং ।৹

এজেণ্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট

১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

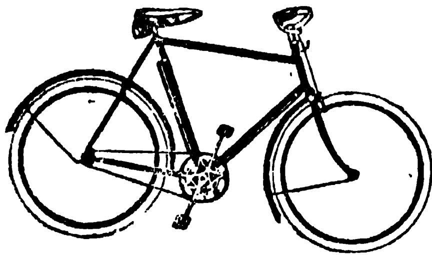


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৴০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৴০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল্‌স



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-একস্প্যাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুট-বল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না। কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যৌবন, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্‌ প্রভৃতি ও ফুস্‌-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয়:—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে, বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়হ, খামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২॥০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৷০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মানুশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মৃদুজ্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৩০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৩০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম :—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২ জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বার নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

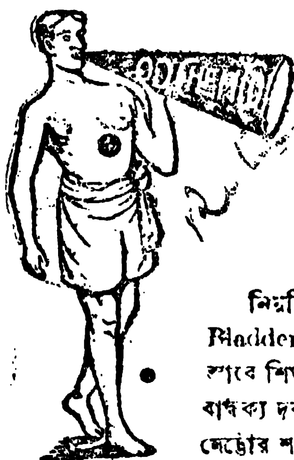
Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

কলিকাতা ... ওয়েলিংটন লেন, ... প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৭ নং ... হইতে প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN
কাজের লোক

১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। | New Series, May 1919. | নূতন সংস্করণ। মে ১৯১৯। | Vol. XIII. No 5.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।৵৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড্ চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

সীলেট চুন

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ৷৴০।

বাটলিওয়ালার অল্‌কিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ৷৴০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাটলিওয়ালার (কলেরোল) কলেরায় এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলতার উপসর্গ নিবারিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কার্য্যকারিতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৷০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমি...
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ...
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply: also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on recipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাল খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিক্ষানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

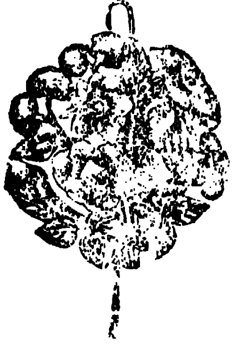
১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৹, ৫৵৹, ৬৷৹ ও ১১৷৹। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্ট্রো ব্লক, ডিক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার নায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৷০, ৩৸০, ৪৲, ৬৲, ৭৷০ ও ১২৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ৷০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৷০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷০ টাকা।

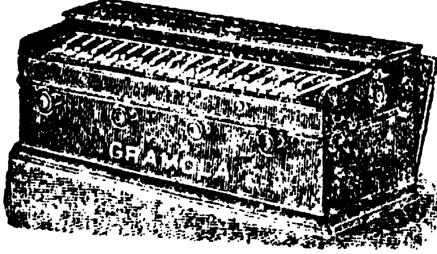
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৸/০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৲
সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৹ এবং মাত্র ৷৹ অধিক দিলেই ১৯১৬ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leathar, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographie and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814),

25, Abchurch Lane, Lodon, E C.

Ca Address : "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেণ্টিক ষ্ট্রীট মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং (ঠিক লালবাজারের দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট রিড যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট রিড যুক্ত ২৫৲, ২৭৷৹, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৷৹ টাকা, চিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরঞ্জবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮৸২ নং নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে।

কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৸৵০।

কিটিংসের বনবন—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড্‌স্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

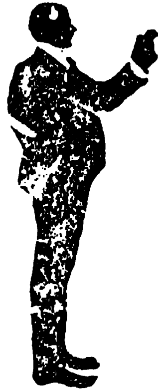
কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৶০ ২নং ।৵০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ।১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

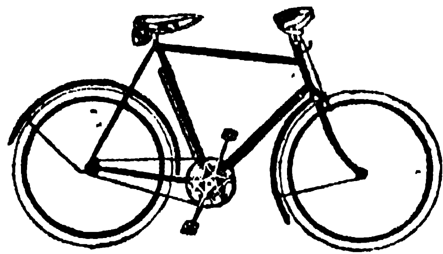


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করায় দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্স্‌পাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না। কেন. উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস্ প্রভৃতি ও ফুস্-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয় ঃ—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক।

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। | New Series May 1919. | নব পর্য্যায়। মে ১৯১৯। | Vol. XIII No. 5

কিছু নিজেজের কথা।

মে মাসের মধ্যেই আমাদের "কাজের লোক" যে এক মাস পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সে দোষ সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। "কাজের লোক" প্রত্যেক মাসের ৩০শের মধ্যে ছাপা হইয়া পর মাসের ২রা ৩রার মধ্যে সহরে ও মফঃস্বলে ডাকে প্রেরিত হয়। তাহার পর যদি কেহ কাগজ না পান, তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিবা মাত্রই তাহা পুনরায় পাঠাইয়া দিই।

এ বৎসরে সাংঘাতিক পীড়ার জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম্মচারী শয্যাশায়ী হইয়াছিল, আমাদের কত আত্মীয়স্বজন আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রস্তুত কাগজ আমরা সময়ে ডাকে দিতে পারি নাই। ছয় মাসের বিজ্ঞাপনের বিল আদায় করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশী এবং স্বদেশী বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের প্রতি যেরূপ সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন—আমরা জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। আমরা হৃদয়ের অতি গভীর স্থল হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এত বিলম্বের জন্য কেহ একটী কথাও বলেন নাই, আমাদের বিল গুলি একদিনেই শোধ করিয়া দিয়া আমাদিগকে ঘোর শোচনীয় অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। "কাজের লোক" ত্রয়োদশ বৎসরের পুরাতন কাগজ, সাধারণে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিমাসেই ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থকরী পন্থা সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় ইহাতে প্রত্যেক গৃহীর, বেকারের, ব্যবসায়ীর, এবং চিকিৎসকের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। আপনি এ পর্য্যন্ত গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত না হইয়া থাকিলে অদ্যই গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, অপব্যয় হইবে না। এই শ্রেণীর মাসিক পত্রের মধ্যে "কাজের লোকই" সর্ব্ব প্রথম এবং এখনও সর্ব্ব শেষ বলিলেও বলা যায়। সুতরাং আপনার সহায়তা পাইবার আশা আমরা করিতে পারি এবং প্রকৃতই সেরূপ সাহায্য পাইবার যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশের উন্নতি, দেশের কথা সকলে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত কাজের আশা রাখিলে দেশের কাহারও প্রচেষ্টাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। কেহ মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা কোন বিষয় আবিষ্কার বা পরিচালনের জন্য অগ্রসর হয়, অপর সকলে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে,।

সহানুভূতি দ্বারা, সামান্য সামান্য সাহায্য দ্বারা সেই প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করে, ইহাই সর্ব্বদেশের শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি উন্নতির প্রকৃত পন্থা এবং উপায়। এ দেশের কাহার মস্তিষ্ক প্রসূত প্রচেষ্টার পশ্চাতে কেহ দাঁড়ায় না সামান্য সামান্য সাহায্যে যে সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইত, তেমন সাহায্যও কেহ করে না, কাজেই কাহারও কোন চেষ্টা সফলতা লাভ করিতে পারে না। আপনি একটু স্থির মস্তিষ্কে প্রণিধান করুন যে, শিল্প ব্যতীত উন্নতি করা অসম্ভব। "কাজের লোক" সেই বিবিধ বিষয় একাধারে শিক্ষা দিবার জন্য আজ ত্রয়োদশ বৎসর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে। আপনার অতি অকিঞ্চিৎকর সাহায্যেও তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহাতে False Economy দেখাইতে যাইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

মহাত্মা কার্ণেজী যিনি প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর, জগতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের, তিনি বলিতেন যে, অন্যান্য দান অপেক্ষা শিক্ষাগারে, সাধারণ পুস্তকালয়ে, মানুষ গড়িবার মাসিক পত্র এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীর প্রচারে সাহায্য স্বরূপ অল্প দান, অল্প উৎসাহ প্রদানেও জগতের মহৎ হিতসাধন করা হইয়া থাকে বলিয়াই এ সকলে আমি সাহায্য করিতে ভাল বাসি। কারণ এই সমুদায় সাধারণ পুস্তকালয়ের পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠে দেশের বহু সুবক মানুষ হইবে। ব্যক্তি বিশেষকে দানে কেবল তাহারই উপকার হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা সমগ্র দেশের হিতসাধন করা হইবে। কবে আমাদের দেশের লোকে এই মহদুদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে শিক্ষা করিবেন?

আমরা এবার অন্ততঃ আর এক হাজার গ্রাহক চাই, আপনি গ্রাহক না হইয়া থাকিলে অদ্যই ঐ একহাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটা মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুন। ইহাই আমাদের অদ্যকার প্রার্থনা। আপনার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের ইঙ্গিতে গ্রাহক হইবার পরামর্শ দিলে হাজার সংখ্যা পূর্ণ হইতে কতক্ষণ? ইহা অপব্যয় হইবে না, অপাত্রে পড়িবে না। অধিকন্তু বিনিময়ে আপনি "কাজের লোক" একবর্ষ পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।



তারকেশ্বরের মন্দির।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চয়ন।

Animal Food.

প্রাণীজ খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মৎস্যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণের ভাগ কম, কিন্তু ফস্ফরাস অধিক থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্যের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বর্ণভেদেও ইহারা নানাপ্রকার এবং তদনুযায়ী উপাদানেরও কম বেশী হইয়া থাকে। এক জন গ্রন্থকার নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন।

মৎস্যের নাম।	জল।	নাইট্রোজেন।	তৈল।	লবণ।
রোহিৎ	৮০	৬·১	৫·৫	১·৪
শিঙ্গী, মাগুর	৭৫	৯·৯	১৩·৮	১·৩
বাটা মৌরলা	৭৮	৮·১	১১·৯	১·৩০

মৎস্যের বাসস্থান, খাদ্য, জল ও বয়সভেদে ইহার উপাদানের কমবেশ হইয়া থাকে। ডিম্ব-ত্যাগের পূর্ব্বে ইহার পুষ্টিকারিতা অধিক, পরে অনেক কম হইয়া যায়। মৎস্য মরিবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও কোমল থাকে, তৎপরে কঠিন হয়, এই কঠিন অবস্থা পর্য্যন্তই মৎস্যের সত্তাবস্থা। কিছুক্ষণ শক্ত থাকিয়া পুনরায় কোমল হইতে আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয়বার কোমল অবস্থাই মৎস্যের পচনাবস্থা। তৎপরে ফোলে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সত্তযুক্ত মৎস্যই খাদ্যোপযোগী। যে মৎস্য যত পুরু, ছোট, আঁইশ উজ্জ্বল ও স্পর্শ করিলে দৃঢ় অনুমিত হইবে, তাহাই তত ভাল। ভাল মৎস্যের কানকো লোহিতবর্ণ ও পেট আঁটো, যে সকল মৎস্যের কান্কো উজ্জ্বল ও আরক্তিম নহে এবং উদর প্রদেশ শিথিল ও চক্ষু অনুজ্জ্বল ও কোটরজাত, তাহারা আহার্য্য নহে। সদ্য মৎস্যের আমিষ গন্ধ কম। দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, মিষ্ট প্রভৃতি সহ মৎস্যের অসম্মিলন ঘটে, একারণ তাহা আহার করিলে পীড়া জন্মে। মৎস্য নানাপ্রকার ও নানাপ্রকার জলাতে বাস করে। সেজন্য প্রত্যেক প্রকার মৎস্যের গুণেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সকল মৎস্যই, মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, কফপিত্ত জনক। কাম্য ব্যক্তির হিতকর। যে সকল মৎস্য কাটিলে লালবর্ণ দেখা যায়, তাহা অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাদু কিন্তু দুষ্পাচ্য। রোহিৎ, কাতলা মৎস্য সেই জাতীয়। বৃহৎ মৎস্য—গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্য—লঘুপাক, মলরোধক। আঁইশ শূন্য মৎস্য—অপেক্ষা, আঁইশযুক্ত মৎস্যের গুণ অধিক। কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, শৈল ইত্যাদি মৎস্য কৃষ্ণবর্ণ। শুভ্রবর্ণ মৎস্য—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলভেদক ও দোষজনক। বাটা, পুঁটি, মৌরলা, বোয়াইল মৎস্য শুভ্রবর্ণ। সমুদ্রেয় মৎস্য—অধিক তৈলময়, সেজন্য গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। সরোবরের মৎস্য—মধুর, কষায়-রস, স্নিগ্ধ, রক্তকারক বায়ুনাশক। ইহাদের মস্তক লঘুপাক, কিন্তু অন্যান্য অবয়ব গুরুপাক। কোন কোন পুষ্করিণীর মৎস্য অত্যন্ত দুর্গন্ধ-জনক, পুষ্করিণীর অবস্থা ভেদে মৎস্যের গুণ বর্দ্ধে। পুষ্করিণীতে অল্প জল ও কদর্য্য জল হইলে, মৎস্য সম্যক পরিবর্দ্ধিত হয় না, সুতরাং তাহার মৎস্য ভাল নহে। কূপ ও ইন্দারার মৎস্য—শ্লেষ্মা, শুক্র, মূত্র ও কুষ্ঠের বৃদ্ধিকারক। পচা মৎস্য অত্যন্ত অপকারী, খাইলে অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া বর্দ্ধক। শুষ্ক বা শুটকী মৎস্য—সর্ব্ব-দোষ জনক। লোনা মৎস্য—সারক, কফপিত্ত-বর্দ্ধক। আদাযুক্ত সর্ষপ তৈলে ভাজা মৎস্য—মধুর রস বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। মৎস্যের ঝোল—বলকারক। মৎস্যের দম্ট রুচিকর বলকারক, বায়ুনাশক। মৎস্যের তরকারী—নানাবিধ তরকারী সহ পক্ব মৎস্য রুচিকর পুষ্টিকর ও বলকারক। দগ্ধ মৎস্য—গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক। ভাজা মৎস্য-স্নিগ্ধ-মধুররস, রুচিকর, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, বাত ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক। গ্রহণী-রোগে ক্ষুদ্র মৎস্য উপকারী। দর্শন শক্তির উপর মৎস্য-ভোজনে অধিক ফল হয়, সেজন্য দর্শন ক্রিয়া তীক্ষ্ণ বা স্বাভাবিক হয়। মস্তিষ্কের উপর মৎস্যের ক্রিয়া অধিক, কারণ মৎস্যে ফসফরাসের ভাগ বেশী, সেজন্য যাঁহারা অধিক মস্তিষ্ক চালনা করেন বা চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্য বিশেষ উপকারী। রোগান্তে দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপকারী। উদরাময় ও আমাশয় রোগে, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল ভাল। কিন্তু গল্দা চিংড়ি, ভাজা ইলিস মৎস্য সেবনে ঐ রোগ বৃদ্ধি হয়। ও জন্মে। নিত্য স্ত্রীসেবী, ক্ষীণশুক্র, তেজহীন, ভগ্নদেহ ও জর্জ্জরিত ব্যক্তির পক্ষে দগ্ধ মৎস্য

ও রোহিত মৎস্যের মস্তক উপকারী রক্ত, পিত্ত, কুষ্ঠ ও আমাশয়, গ্রহণী ও শ্লেষ্মা ঘটিত রোগে মৎস্য অত্যন্ত অপকারী, মৎস্য সেবনে ঐ সকল রোগ বৃদ্ধি করে। যক্ষা (থাইসিস) রোগে মৎস্য সেবন না করিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকা যায়। উপদংশ, খোস পাঁচড়া, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি রোগ মৎস্য সেবনে বৃদ্ধি হয় এবং মৎস্য সেবন করিলে এই সকল পীড়া সহজে আরোগ্য হয় না।

শাস্ত্রমতে মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ :—

রবিবার, বৈশাখ মাস, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে জন্মতিথিতে এবং শৈব্যের মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
মানবে ৫ অধ্যায়।

জলস্থল-চরা যেচ প্রাণিস্তান্ মৃতানপি।
ন ভক্ষেন্মানবো জ্ঞানী হন্তা তেষাং ভবেন্নহি॥
হন্তা হন্তা তু মৎস্যাশী সর্ব্বেষাং হো বিশেষতঃ।
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্ মৎস্যান্ পরিত্যজ্যেৎ॥
পদ্মোত্তর খণ্ড। ১০৫ অধ্যায়।

বর্জ্জনীয়া মৎস্যা :—

শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদান্ নিবোধমে।
নাদেয়ং তিক্ত কমঠং পশুশৃঙ্গিণ মে বচ॥
গোমীনাং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা।
বাধীনং চল কর্ণঞ্চ সচক্র চেঙ্গমেবচ।
ভুবিলঞ্চ নিরুদ্ধঞ্চ গাঙ্গোয়ানি বিবর্জ্জয়েৎ॥
মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।

হেমন্তে কূপজা মৎস্যা, শিশিরে সারসা হিতাঃ।
বসন্তে তৌতু নাদেয়া, গ্রীষ্মে চৌণ্ড্যসমুদ্ভবাঃ॥
নির্ঝরা শরদি শ্রেষ্ঠ, বিশেষোঽয় মুদাহৃতঃ।
ভাব প্রকাশ।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ নামক পুস্তক হইতে আমাদের দেশে চলিত কতকগুলি মৎস্যের গুণ নিম্নে লিখিত হইল।

কই মাছ (কবয়ী মৎস্য)—মধুর কষায় রস স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর বলকারক, বায়ু নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কাতলা মাছ (কাতলা মৎস্য)—মধুর কষায় রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, বায়ু নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কাতলা মাছ (কাতলা মৎস্য মধুর রস)—উষ্ণবীর্য্য গুরুপাক, এবং ত্রিদোষের উপকারক। কালবাউস (বাউস মৎস্য)—মধুর রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রস রক্তাদি ধাতু সমূহের বৃদ্ধিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক। খল্‌সে মাছ (খলিস মৎস্য)—এই মৎস্যের আকার কতকটা কই মৎস্যের অনুরূপ। ইহা মধুর কষায় রস, লঘু, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ু প্রকোপক, শূল নাশক এবং আম দোষের উপকারক। ইলিস মাছ (ইল্লিশ)—মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও পিত্ত কারক, বায়ু নাশক ও শুক্র বর্দ্ধক কিন্তু অত্যন্ত গুরুপাক। চিংড়ি মাছ (চিঙ্গিট)—বড় চিংড়িকে গল্‌দাচিংড়ি ও ছোট চিংড়িকে ঘুষো চিংড়ি কহে। গল্‌দাচিংড়ি মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও মেদ পিত্ত এবং রক্তের উপকারক। ঘুষোচিংড়ি—মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও মেদ পিত্ত এবং রক্তের উপকারক। চিতল মাছ (চিত্রফল মৎস্য)—মধুর রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক। ট্যাংরা মাছ (ত্রিকণ্টক মৎস্য) গাগর মাছ—উভয়ই মধুর রস, লঘুপাক, অগ্নিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্ত নাশক। তিমি মৎস্য—সমুদ্রজাত এক প্রকার মৎস্য। মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, মল ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মাজনক। পাবদা মাছ (পর্ব্বত মৎস্য)—মধুর রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক শোল্ মাছ—ইহার উপরিভাগ (গাত্র) কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নাবয়ব শ্বেতপীত বর্ণ, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, পিত্ত ও রক্তের উপকারক। পুঁটিমাছ—ছোট বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার। ছোট পুঁটি—কটু তিক্ত মধুর রস। শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। ক্ষত, খোস প্রভৃতির বৃদ্ধিকর। বড় পুঁটি—মধুরতিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগের উপকারক। বেলেমাছ—শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র জনক, অম্ল-পিত্তকারক, কুষ্ঠাদি রোগজনক। ভেটকীমাছ (ভাটুক মৎস্য)—মধুর রস শীতল, গুরুপাক রুচিকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বাত পিত্ত নাশক এবং আমবাতজনক। মউরলা মাছ (মুরল মৎস্য)—ক্ষুদ্রমৎস্য লঘুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক। মাগুরমাছ (মদগুর মৎস্য) ইহা আঁইস শূন্য ও কৃষ্ণবর্ণ, ইহা মধুর রস, লঘুপাক, রুচিকর বলকারক, রক্তজনক, জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ড, আমলা, বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে হিতকর। রুইমাছ—ইহাকে মৎস্যরাজ কহে। মধুর কষায় রস, গুরুপাক স্নিগ্ধ, বলকারক, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত ব্যাধির উপকারক। ইহার মুণ্ড অর্থাৎ মুড়া শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি রোগ সমূহে বিশেষ উপকারক। সিঙ্গিমাছ—আকৃতি কতকটা মাগুর মাছের মত। হিন্দুমতে একজাতীয় মৎস্য দুই প্রকার, আহার করা নিষিদ্ধ, সেজন্য ইহা হিন্দুশাস্ত্র মতে হিন্দুর অখাদ্য। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্য মানুষ আহার করিয়া থাকে। প্রত্যেকের গুণাগুণ উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

বিজ্ঞান।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

হীন অবস্থা হইতে উন্নত হইবার আদর্শ।

জগতের যত বড় লোক, তাঁহারা হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া জগতে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার ইতিহাসেও কম নহে। যদিও এখনকার over-active বা উপর চালাক যুবকগণ বলিয়া থাকেন যে, সহায় ও সম্পত্তি নাই, মূলধন নাই, পৃষ্ঠপোষক নাই, কেমন করিয়া কি করিব? কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে, এই শ্রেণীর যুবকগণই অকর্ম্মণ্য, এবং সমাজ কলুষিত করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর যুবকেই বাঙ্গালা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আজ আমরা দেখাইব যে, উন্নতি করিবার আন্তরিক বাসনা থাকিলে কিছুতেই প্রতিবন্ধক হয় না।

মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র, তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, ভূদেব বাবু স্বীয় প্রতিভাবলে অতি উচ্চ শিক্ষিত হইয়া, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা তাঁহার উইলে স্বোপার্জ্জিত অর্থের অনেক অংশ সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চা এবং চিকিৎসার উন্নতির জন্য দিয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, যাঁহার এত বড় নাম ও কীর্ত্তি, তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কেবল স্বীয় অধ্যবশায় এবং প্রতিভা গুণেই অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও গরীবের সন্তান, পিশিমার দ্বারা লালিত পালিত হইয়া কালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি বাঙ্গালায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মধ্যে গণ্য, তিনিও— দীন ব্রাহ্মণ সন্তান।

সামান্য অবস্থা হইতে ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহারা উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের শৈশবের অবস্থাও ভাল ছিলনা।

ওদিকে ব্যবসায়ী মহলে ৺ বটকৃষ্ণ পাল, প্রভৃতি প্রতিভাবান ব্যবসায়ীগণও সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছিলেন। এমন আদর্শও বাঙ্গালায় অপ্রচুর নহে।

পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস হইতে দেখাইতেছি যে, সামান্য অবস্থা হইতে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্যামুয়েল পেপিস পিতা ছিলেন দর্জী।

বিখ্যাত কবি, সেক্সপিয়ারের পিতা একজন পশম ব্যবসায়ী।

জর্জ ওয়াশিংটনের পিতা একজন কৃষক।

মার্টিন লুথারের পিতা ছিলেন কৃষক এবং কাঠুরিয়া।

হারবী যিনি জীবশরীরের রক্ত চলাচলের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতাও একজন কৃষক ছিলেন। স্যার রবার্ট পীল যিনি বিখ্যাত Statesman রাজনৈতিক ছিলেন তাঁহার পিতা দৈনিক মজুরের কাজ করিয়া দিনযাপন করিতেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা সাবান কুটাইবার মজুরী করিতেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিজে প্রেসের মুদ্রাকর ছিলেন।

কৃষ্টোফার কলম্বস তাঁতির ছেলে।

জন ক্যালভিনের পিতা প্যাকিং করিতেন, ছেলে সেই কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করিতেন। তাহার পর আধুনিক কার্ণেজী, রক্‌ফেলার প্রভৃতি ধনকুবেরগণ অতি সামান্য অবস্থা হইতেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত আর কত দেখাইব? বাঙ্গালায় বহু কর্ম্মবীর অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছিলেন, লোক মুখে শুনা যায়। এদেশের মহৎ লোকের জীবনী প্রায় থাকে না, লোকে রাখিতে চেষ্টা করে না, কেমন যে দেশটার অধঃপতন হইয়াছে, সকল বিষয়ই উপেক্ষায় নষ্ট করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের একটু সামান্য বালকের বীরত্ব, মহত্বের ইতিহাস রক্ষিত হয়, কিন্তু এদেশের মহাপণ্ডিতেরও জীবনচরিত পাওয়া যায় না। যাহাহউক সহায় ও সম্পত্তিই উন্নতির একমাত্র উপাদান নহে। স্বীয় অধ্যবসায় এবং প্রতিভাই সমস্ত উন্নতির মূল। এদেশের যুবকগণ ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, আত্মনির্ভরতা, অধ্যবসায় সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া কেবল বিলাসিতার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান। এমন দেশের জাতীয় উন্নতির কল্পনাও বিড়ম্বনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুনঃ পুনঃ মহৎজীবনী পাঠ করিয়া সেই আদর্শে গঠিত হইবার চেষ্টা করিলে বাস্তবিক উন্নতি করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ছেলের পাঠ্য পুস্তকসমূহের পশ্চাদ্ভাগ অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন আধুনিক হাব ভাবময়ী নানারঙ্গে রঞ্জিত উপন্যাস, সঙ্গীতাদির পুস্তকে পরিপূর্ণ! এই সকলই আধুনিক যুবকগণের অতি প্রিয় এবং আদরের পুস্তক। কোন পিতা বা কর্ত্তৃপক্ষও এই সকল পুস্তকের সংবাদ জানেন না কি? সকলেই জানেন। তাহার মধ্যে একটাও জীবন চরিত দেখাইতে পারিলে আমরা বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইতাম। আসল কথা এই যে, দেশের ছেলে ইউনিভারসিটি পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে, কিন্তু নৈতিক উন্নতির অনেক স্থলেই শোচনীয় অভাব দেখিয়া বাস্তবিক ক্ষুব্ধ হইতে হয়। কিন্তু যে শিক্ষায় মানুষ গঠিত হয়, দেব চরিত্র গঠিত হয়, তেমন শিক্ষা প্রচলনের সহজ উপায়

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব।

কি? বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্যে তেমন শিক্ষা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আমরা আগামী সংখ্যায় দেখাইব, অতি হীন অবস্থা হইতে কেমন করিয়া অনেক বাঙ্গালীই উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা আবার আমাদের মনিষীগণের জীবনী আলোচনা করিব। তাহা কখনও পুরাতন হইবার নয়।

Cost of carelessness.

অসতর্কতার মূল্য।

এক সময়ে বিলাতের রগ্‌বী স্কুলের শিক্ষক একটী বালকের হাতে লেখা অতি কদর্য্য বলিয়া তিরস্কার করেন। বালক বলিল, অনেক জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকেরও হাতের লেখা খারাপ, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

দশবৎসর পরে বালক ইংলিস সৈন্যগণের একজন অফিসার হইলেন, এবং ক্রিমান সংগ্রামে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। সেই সৈন্যদলের জেনারেলের একটী আদেশ পত্র নকল করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে প্রচারের ভার সেই অফিসারের হাতে পড়িল। তিনি তাহা নকল করিতে এরূপ কদর্য্য হস্তলিপির আদর্শ দেখাইলেন যে, সৈন্যগণ তাহা অশুদ্ধ ভাবে পড়িয়া আদেশের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া লইল। ফলে সহস্র সৈন্য একহাতের লেখার দোষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। সামান্য দোষ উপেক্ষায় অনেক সময় ভীষণ অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

"The beauty of holiness can not be seen in a mirror" পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দর্পনে দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্থিব মুখের সৌন্দর্য্য দর্পনে প্রতি ফলিত হয় বটে।

শ্রীহট্টের শীতল পাটী।

শ্রীহট্ট কমলালেবুর জন্যই পশ্চিম বঙ্গে বিখ্যাত। কিন্তু শ্রীহট্টে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাও কলিকাতা এবং বঙ্গের নানা স্থানে অতিশয় আদরণীয়। তন্মধ্যে শীতলপাটী এবং কমলা মধু। "কাজের লোকের" বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মেসার্স কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ শ্রীহট্ট হইতে কমলামধুর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন, পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন। এই কমলা-ফুলের মধু কেবল শ্রীহট্টেই জন্মিয়া থাকে, তাহা খাইতেও সুমধুর। এই জিনিসটার কলিকাতায় আদর আছে, যোগ্য ব্যক্তি চেষ্টা করিলে কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে কমলা মধু বিক্রয়ের একটী উৎকৃষ্ট বাজার পাইতে পারেন।

অন্য দ্রব্যটী "শীতল পাটী।" শ্রীহট্ট-জাত বেত হইতে খুব মিহি, মাঝারী, এবং মোটা এই তিনপ্রকারের পাটী আমদানী হইয়া থাকে। শ্রীহট্টের কায়স্থ এবং যোগীগণ শ্রীহট্ট হইতেই কিছু কিছু পাটী লইয়া মেছুয়াবাজার প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যা বেলায় কলিকাতার বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এবৎসরের পাটীর দর অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় খুবই অধিক। আমরা তাহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, সপ্তাহে দুই দিন শ্রীহট্টের বাজারে পাটীর হাট হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পাটী বয়-নের কার্য্য শ্রীহট্টে মন্দ হয় না। এবং ইহা প্রচুর পরিমাণেও সেখানে জন্মিয়া থাকে। সেখানে যে ইহারা কতদরে ক্রয় করে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহাদের পাটীতে যে দাগ থাকে, সেই দাগের এক তৃতীয়াংশ ইহাদের কেনা দাম বলিয়া ইহারা প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—কোন পাটীর পৃষ্ঠে ৮৫০ লেখা আছে, ইহাকে ৩ ভাগ করিলে ২৮৩/১০ আন্দাজ হয়, ইহারা বলে, ইহাই আমাদের পড়তা দাম তাহার উপরেও ।০৷৷০ লাভ চায়, কাজেই ১খানা পাটীর দাম ৩৶০ হইতে ৩৵০ আনা ৩৷৷০ টাকা এইরূপ দাঁড়ায়। ইহা অবশ্যই খুব বেশী দাম সন্দেহ নাই।

কিন্তু পাটী যাহারা বিক্রয় করে, তাহাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা দেখা যায় না। যে পাটী মোটা, তাহার দাগ দেখিয়া ২৲ টাকা দাম হয়, ক্রেতা তাহার দাম ১৷৶০ বলিলেও ইহারা অনেক সময় বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়।

যদি কোন শ্রীহট্টবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি পাটী সম্বন্ধে "কাজের লোকে" বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা সাদরে তাহা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিব।

শ্রীহট্টের কোন স্থানে পাটী জন্মায়, শ্রীহট্টের পাটীর মহাজনগণের নাম, সেখানকার দর কত, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায়াদি সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখিলে কলি-কাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকে শ্রীহট্টবাসী ব্যবসায়ীগণের সহিত অনায়াসে কারবার করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

পাটীর কার্য্য পশ্চিমবঙ্গে বেশ চলে। যে অল্প সংখ্যক পাটী কলিকাতায় আমদানী হয়, তাহাতে কলিকাতার অভাবই মোচন হয় না, সুতরাং কলিকাতার বাহিরে অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। যদি পাটীর জন্ম স্থানাদি বিশেষ বিবরণ এ অঞ্চলের লোকে জানিতে পারে, তাহা হইলে অনেক পল্লী গ্রামের ব্যবসায়ীগণও তাহা আমদানী করিতে পারে।

মাদুর সকল স্থানে জন্মেনা, কিন্তু বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীগণ তাহা আমদানী করিয়া বিক্রয় করে। পাটীও বঙ্গের স্থানাস্থানে সেইরূপ বিক্রয় হইলে এই

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

শিল্পের উন্নতি হইতে পারে। জাপান ও চীনের মাদুর এ দেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদেশের লোকের দেশ জাত দ্রব্যের সংবাদ অনেকেই অবগত নহেন ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। যে দেশের বা জেলার কোন বিশেষ দ্রব্য ভাল, তাহা সাধারণকে জানাইবার উপায় যতদিন না হইবে, ততদিন সে জিনিসের প্রচুর কাট্‌তি হইতেই পারে না। আমরা শ্রীহট্টের কোন শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে উৎসুক রহিলাম।

Calcutta Pottery Works

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস।

৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলিকাতার পটারী ওয়ার্কস এক্ষণে কলিকাতার মেসার্স বার্ড এণ্ড কোংর হস্তে গিয়াছে। সুখের বিষয়, ইহা সত্য নহে। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, প্রথমে পটারী ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন মাননীয় মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এবং রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন। ইহারা কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসকে এক্ষণে লিমি-টেড্ কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহার নাম হইয়াছে "বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড্" এই নূতন কোম্পানীর নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ডাইরেক্টর হইয়াছেন।

যথা—

(১) অনরেবল মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

(২) রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরম পুর)।

(৩) বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন।

(৪) মিঃ এস, দেব (অভিজ্ঞ)।

(৫) স্যার পি, সি, রায়।

(৬) মিঃ জে, সি ব্যানার্জ্জী।

(৭) মেসার্স পি, এন্ দত্ত কোংর মিঃ এস্ এন্ দত্ত।

(৮) বাবু ভুতনাথ পাল (মেসার্স বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোংর)

(৯) বাবু বৈজনাথ চোবে।

এই সমস্ত কৃতবিদ্য, দক্ষ, ব্যক্তিগণের যত্নে সম্পূর্ণ স্বদেশী বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড্ কোম্পানীর কৃতকার্য্যতা যে অবশ্যম্ভাবী হইবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কের জিনিস লোক রঞ্জক হইয়া ছিল, তবে কিঞ্চিৎ মূল্যাধিক্যের জন্য এদেশের আপামর সাধারণের আয়ত্ত হইতে পারে নাই। আমরা আশাকরি, নূতন কোম্পানীর তত্ত্বাবধারণে বেঙ্গল পটারী লিমিটেডের দ্রব্যাদি আপামর সাধারণের উপভোগ্য হইতে পারিবে।

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়।

(কৃষি শব্দের অর্থে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বুঝিতে হইবে)

যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালকদিগের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতির যথাসামঞ্জস্য সাধিত হইবে, সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার বাল্যশিক্ষাতে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমরা শিক্ষাসমস্যা বিষয়ক আলোচনাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে কৃষিশব্দের অর্থে আমরা কেবল ধান্যাদি চাষমাত্র করা বলিতেছি না, গোপালন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ কৃষিকর্ম্মের অর্থে কৃষিশব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম অত্যাবশ্যক।

আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে, ভারতবাসীর পক্ষে সাঙ্গ কৃষিবিদ্যা কেবলমাত্র নানাবিধ লাভের কারণে অত্যাবশ্যক নহে। যে সকল বিষয়ের শিক্ষা ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে অন্যতর প্রধান বিষয়। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম একদিকে কৃষিপ্রধান ভারতের অধিবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিশেষ সহায়, অপরদিকে ইহা কৃষিপ্রধান ভারতের সর্ব্বকালেই প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সংগ্রামের কালে কৃষিকর্ম্ম।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন, কৃষিকর্ম্ম যে দেশের প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করে, তাহা আমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের ন্যায় প্রলয়-ব্যাপারের আঘাতে দেশ যখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য যখন যুদ্ধের গোলযোগে অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখনই কৃষিকর্ম্মের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কৃষিকর্ম্মে বাণিজ্যের অর্দ্ধেক লাভ হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা দেশের শান্তিময় অবস্থাতেই প্রযুজ্য। যুদ্ধের সময় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কথা। সে সময়ে বরঞ্চ বাণিজ্যেই কৃষিকর্ম্মের অর্দ্ধেক লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মানি যে এতদিন বাণিজ্য অবরোধের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিয়াও দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, প্রচণ্ডবলে মিত্রসংঘকে আঘাত দিতে সক্ষম হইয়া ছিল, তাহার

অন্যতর প্রধান কারণ জার্ম্মানির প্রকর্ষকর কৃষিকর্ম্ম। আমাদিগের স্মরণ হয় যে, আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, জর্ম্মানির নিজ দেশে উৎপন্ন শস্য সমগ্র জর্ম্মানিবাসীদিগকে এক বৎসর সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে। ভাল চাষ হইলে বিদেশের শস্যের আমদানীর উপর জীবনরক্ষার জন্য জার্ম্মানিকে খুব অল্পই নির্ভর করিতে হয়। মহাসমরে কৃষিকর্ম্মের এইরূপ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংলণ্ডেও এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিত, কিন্তু নেপোলিয়ন সমরের পর চারিদিকে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেটব্রিটেন ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইয়া উঠিল। এখন ইংরাজদিগের মহা আশঙ্কার কারণ হইতেছে এই যে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তথায় অন্নের জন্য হাহাকার উঠিবে। ইংলণ্ডবাসী কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই, কারণ আশা হয় যে, ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে স্বদেশবাসীগণও কৃষিকর্ম্মের পক্ষপাতী হইবেন।

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়। তাঁহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকাতে তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন দ্রব্য মূল্যের দ্বারা কিনিতে পারেন। সেইটুকু পারেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফল দুর্ব্বলতা। এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহারা শরীরে ও মনে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং নিজেদের দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে বংশ পরম্পরায় অনুক্রামিত করেন। তাঁহারা নিজেদের সেই দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার জন্য হাতেহেতেড়ে কাজমাত্রকেই হেয় চক্ষে দেখিয়া মানহানিকর ও "ছোটলোকের" কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি হাতেহেতেড়ে কাজগুলিকে ছোটলোকের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন, সেই সকল কার্য্য ব্যতীত, সেই সকল "ছোটলোকের" সাহায্য বিনা তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইত। শ্রমের যে একটা মূল্য আছে, মর্য্যাদা আছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ধনীরা মনে করেন যে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট বসনভূষণে নিজের ধনবত্তার পরিচয় প্রদান করা এবং পরগাছার ন্যায় অপরের যথার্থ পরিশ্রমের উপর নিজেদের ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করাতেই যত কিছু মান ও যত কিছু মর্য্যাদা —হাতেহেতেড়ে শ্রমজনক কার্য্যের কোনই মান বা মর্য্যাদা নাই।

ধনীদের সহরপ্রীতির কারণ।

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযোগী নানা দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষক প্রভৃতির রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিয়া, আন্তরিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা পাইবার অনেক লোকজন পাওয়া যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া ধনীরা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা তোষামোদকারীদিগের মুখে স্বকৃত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং প্রশংসা শুনিতে পাইলেই পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। সেই সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য, আর কতটুকুই বা মিথ্যা আছে, সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসরও পান না এবং দেখিতে চাহেনও না।

দরিদ্র শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের সহরপ্রীতির কারণ।

ধনী সহরবাসীগণের ঐশ্বর্য্য ও তজ্জনিত বাহিরের জাঁকজমক ও সুখভোগ কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কানাঘুষায় সেই সকল বিষয়ের কথা খুব বৃহদাকারে শুনিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীগণ সহরে গিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ এবং তাহার ফলে সুখের সাগরে চিরকাল অবগাহনের অবসর পাইবার কল্পনায় ও মহা সুখস্বপ্নে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা সুখভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইবার অভিলাষী হইয়া পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার ফলে সহরে আসিয়া চাকরী, ব্যবসায় বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের সক্ষমতা ধারণ করেন, তাঁহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সহরবাসী হইয়া পড়েন।

সক্ষম লোকদিগের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের কুফল।

যাঁহারা পল্লীগ্রামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার কারণে তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান সকল অমনোযোগের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পানা ও মাটিতে ভরাট হইয়া যায় এবং গ্রামগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া নানাবিধ রোগের আশ্রয়

ম্লান হইয়া পড়ে। তখন আবার, সেই সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবাসীগণ রোগের দোহাই দিয়া, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়জলের অভাব প্রভৃতির দোহাই দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীবাসীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে চাহে না এবং সমর্থও হয় না—তাহারা চিরকালের জন্য বংশপরম্পরায় রোগজরাময় অবস্থাতেই যথাকথঞ্চিৎ রূপে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে যখন সেই সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নূতন নূতন রোগের আক্রমণফলে চাষবাস করিতে নিতান্তই অক্ষম হয় এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজনা প্রভৃতি আদায়ের বিলম্ব হওয়ায় ধনীদিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্র মহার্ঘ হইয়া উঠে, তখন সকলে মিলিয়া দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের স্কন্ধে ধনীদিগের বিলাসের অভাব ও সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মহার্ঘতার সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের প্রতি অলস ও দুষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া হাহুতাশ করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মে বিমুখতার কারণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইবার কুফল আমরা ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষা নিয়মিতভাবে ও অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি বলিয়া আমরা কৃষিকর্ম্মকে একঘেয়ে মনে করি এবং ইহা অলাভজনক বলিয়াও যে মনে না করি, তাহা নহে; কাজেই তাহাকে হেয় চক্ষে ও দেখিতে অভ্যাস করি। আমাদের দেশের ধনীদিগের মধ্যে আজকাল প্রদর্শনী সমূহে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বাগান করা একটা সখের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহারা কৃষিকর্ম্মকে হেয়চক্ষে দেখিবার ফলে সেই বাগান সম্বন্ধেও স্বহস্তে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন—সকল কার্য্যই মালী প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে হইয়া থাকে। আর, বাগানেও তাঁহারা ক্রোটন প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করেন, তাহারও অধিকাংশ বাগানকে কেবলমাত্র সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করিবার উদ্দেশ্যেই রোপিত হয়, লাভের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সহরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলে আমরা দেশের সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক বড় বড় বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা করি, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকই মনে করি না।

পল্লীগ্রামে শ্রমজীবীর অভাব ও তাহার কারণ।

ধনী পল্লীবাসীদিগের সহরে আসিবার দৃষ্টান্তে কেবল যে শিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে সহরে বাস করিতে আসেন, তাহা নহে। অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীদিগেরও মধ্যে অনেক সহরে মজুরী করিয়া অধিকতর উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসে। পল্লীগ্রামে এই সূত্রে শ্রমজীবীর অভাব একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, পল্লীগ্রামে ছয়টী পয়সা দিলেই মজুর পাওয়া যাইত, অর্থাৎ ছয়টী পয়সাতে একটী পরিবারের একটা দিনের জীবনধারণের উপায় হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকিত এবং যিনি মজুরকে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহারও কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু আজ সেই স্থলে ছয় আনার কমে একটা মজুর পাওয়া যায় না। অথচ এক একটী পরিবারের আয় যে খুব বাড়িতেছে, তাহা তো মনে হয় না—বরঞ্চ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে আয় ক্রমাগত হ্রাসের দিকেই চলিয়াছে। আর, এদেশবাসীর আয়ই বা কি যৎসামান্য! সেই আয়ের উপর আমাদের ব্যয় যদি চতুর্গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আমরা খাইব কি? যদি দেশের ধনীলোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ জমীদারীতে অথবা পল্লীগ্রামস্থিত আদিম বাসস্থানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অসংস্থানজনিত দুঃখকষ্টের অনেকটা লাঘব হয় এবং বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবও অনেকটা কমিয়া যায়। বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিকভাবের অন্যতর প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত কষ্টও সেই বৈপ্লবিকভাবের অগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব থাকে, তখন আরও এক কারণে কৃষিবিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দেশের ধান্য প্রভৃতির অকুলান পড়িলে বাণিজ্যসূত্রে বিদেশ হইতে প্রয়োজন মত তাহার আমদানী হয় বলিয়াই সেই অকুলানের কথা আমাদের মনেই আসে না। কাজেই দেশের জমী যে কি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন দৃষ্টিই পড়ে না; কৃষকদিগের যে কি অবস্থা হইতেছে, তাহার কোন সংবাদই রাখা হয় না। কিন্তু একটু খানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়, এবং যদি কোন শিল্প করা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হয়, তবে তাহা কৃষিকর্ম্ম।

কৃষিকর্ম্মে শারীরিক উন্নতি।

আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি যে, কৃষিকর্ম্মই বালকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের অন্যতর প্রধান উপায়। কৃষিকর্ম্ম যে শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়, তাহা কৃষকদিগের মাংশপেশীবিশিষ্ট এবং অক্লান্তভাবে রৌদ্রবৃষ্টিসহিষ্ণু দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষকদিগকে আদর্শস্থলে রাখিয়া আমরা এ কথা বলিতেছি না বটে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কৃষকদিগেরও মধ্যে অনেককে সহরবাসীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকর্ম্ম করিতে থাকিলে পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগসমূহ দূরে পলায়ন করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। আমরা অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা দিবারই কথা বলিয়া আসিয়াছি, শিক্ষিত কৃষক তাঁহার ক্ষেত্রের প্রয়োজনমত ড্রেন, জলাশয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং কাজেই তাঁহার বাসস্থানের নিকটে রোগও সহজে পদার্পণ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত কৃষক গোজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে বাধ্য হইবেন। গোজাতির উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের ছেলেরা একটু খাঁটি দুধ ঘি খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে এবং পুষ্টিকর আহারের অভাবে যে সকল রোগের হাতে পড়িবার সম্ভবনা ছিল, সেই সকল রোগের হাত হইতে তাহারা নিস্তার পাইবে।

* আমাদের স্মরণ হইতেছে, আমরা আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীর গড়ে আয় ত্রিশটাকা, সেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আয় মাত্র দুই টাকা!

কৃষিকর্ম্মে মানসিক উন্নতি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম চালাইতে গেলে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিও যে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমত, স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতে গেলেই কৃষকের নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসারবৃদ্ধির ফলে তো মানসিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কৃষককে কৃষিবিদ্যার সঙ্গে আরও নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বলিতে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে ধান্য কাটিয়া মরাইবাঁধা পর্য্যন্ত কার্য্যগুলিকেই যে বুঝাইবে তাহা নহে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মের অর্থে আমরা চাষকরা, আহার্য্য, পশুপক্ষী পালন, হংসপ্রভৃতি, বাটীর সৌন্দর্য্য বিধায়ক পশুপক্ষী পালন, পশুপক্ষী চিকিৎসা, ফল উৎপাদন, শাকসবজী উৎপাদন, গোপালন, মৎস্যপালন, মধুমক্ষিকাপালন, দুগ্ধদোহন, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ফল প্রভৃতি হইতে মোরব্বা চাটনী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, অন্তত এগুলি সমস্তই বুঝি। উপরোক্ত বিষয়গুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুশিক্ষিত হইতে গেলে কতপ্রকার বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক।

জমীজমা রাখিতে গেলেই তো জমী মাপ করিতে হইবে, ফসলের হিসাব রাখিতে হইবে, দেনাপাওনার হিসাব রাখিতে হইবে; এ সকলের জন্য গণিত শিক্ষা আবশ্যক। জমীজমায় প্রতি পদে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়; গণিত না জানিলে তোমাকে প্রতিপদে প্রতারিত হইতে হইবে। তার পর কোন্ জমীতে কি প্রকার শস্য বা বৃক্ষ সুবিধামত হইবে, কোন্ জমীর কত নীচে জল পাওয়া যাইতে পারে, প্রস্তরাদি পাওয়া গেলে কি প্রকারে পাওয়া গেল, এ সকল জানিবার জন্য মৃৎতত্ত্ব, ভূবিদ্যা প্রভৃতি জানা আবশ্যক। গণিতের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও প্রতিপদে আবশ্যক—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না জানিলে অনেক বিষয়ে অন্ধের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে হয়। যেখানে বৃক্ষ প্রভৃতি লইয়াই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, সেখানে যে উদ্ভিদবিদ্যা নিতান্তই আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তারপর, কোন্ বৎসরে কত বৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কোন্ বৎসরেই বা অনাবৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এ সকল জানিয়া ভাবী অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলে নভোবিদ্যা (meteorology) জানা আবশ্যক। পশুপক্ষীদের পালনও রক্ষণের জন্য প্রাণীতত্ত্ব ও প্রাণীচিকিৎসা জানিতে হইবে। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নানা যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়নবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায় যতপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসিতে পারে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুকৃতকার্য্য হইতে গেলে ততপ্রকার বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে হইবে।

কৃষিকর্ম্মে অধ্যাত্মিক উন্নতি।

কৃষিকর্ম্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে সম্ভাবনা আছে, এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথমেই তো দেখা যায় যে, কৃষিকর্ম্মে যতপ্রকার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, দৈবানুগ্রহ ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার কোনই সম্ভবনা নাই। যথা সময়ে উপযুক্ত

পরিমাণে বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি না হইলে শতসহস্র উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও কৃষকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কৃষকের হৃদয় আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী অতিশ্রেষ্ঠ সোপান, ভগবানের প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। আর, তাহার উপর, পল্লবাসী কৃষক সহরের বৃথা কোলাহল প্রভৃতি চিত্ত-বিক্ষেপক বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া নির্জ্জনে আত্মচিন্তা করিবার সুন্দর অবসর পায়। সহরে সহরবাসী ঘরে বাহিরে লোকসমাগমের মধ্যে পড়িয়া থাকে; তাহার সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে কেবলই জনস্রোত চলিতেছে, সকলেরই চিত্ত বিষয়চিন্তাতে নিমগ্ন—বিশ্রামের যেন অবকাশ মাত্র নাই। এ অবস্থায় সে ভগবানের চিন্তা করিবে কখন্? ওদিকে পল্লবাসী কৃষক সমস্ত দিবস কৃষিকর্ম্মের পর যখন সায়াহ্নের আলোআঁধারের ছায়ার মধ্য দিয়া গরুগুলিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করে, তখন সে তাহার হৃদয়ে কি অগাধ শান্তি অনুভব করে, সে তখন সেই সেই শান্তির মধ্যে স্বভাবতই সেই শান্তির আকর ভগবানের করুণারই কথা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়।

পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, কৃষিকর্ম্ম যেমন আপদকালে দেশের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তেমনি তাহা দেশের ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনেরও অন্যতর প্রধান সহায়। সেই কৃষিকর্ম্মকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে আত্মহত্যা ও পুত্র-হত্যার পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা যদি নিজেদেরও উন্নতির জন্য কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন না করি, তথাপি ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ও আত্মরক্ষার এমন একটী উপায় হেলায় পরিত্যাগ করা আমাদের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ইহাও যেন আমরা না ভুলি যে, পল্লীবাসী সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পল্লীবাসীদিগের তুলনায় সহরবাসী কয়টী?—মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই পল্লীবাসীগণের বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কৃষিকর্ম্মপ্রধান বিদ্যালয়ের যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয়, সে বিষয়ে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা দরকার।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল।

কেবল দেশের লোকের নহে, কৃষিকর্ম্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে এবং পল্লীবাসীদের মঙ্গলসাধনে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান মহাসমর যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইত। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না, অথচ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগকাতর বাঙ্গালীদিগকে ও সেনাদলে লওয়া চলিবে না। এই সেদিন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এখানকার ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীরবাহী বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে কনষ্টেবল করিবারও উপযুক্ত লোক পাওয়া দুর্ঘট। এ অবস্থায় কৃষিকর্ম্মে দেশবাসীদের মনোযোগ দেওয়াইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের ও সমূহ মঙ্গল। আমাদের মতে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে যেমন বৈপ্লবিক ভাব অনেকটা বিলুপ্ত হইবার সম্ভবনা, সেইরূপ আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিলে দেশ হইতে বিপ্লব দূর করিবার আর একটী বিশেষ উপায় বিধান করা হইবে।

শ্রীক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

Cocoanut Hair Oil.

সুবাসিত নারিকেল তৈল।

(আমেরিকান পদ্ধতি)

পরিস্কৃত কোচিন নারকেল তৈল	½ পাইন্ট্
,, রেড়ীর তৈল	½ পাইন্ট
আল কোহল	৬ ,,
স্লিপারী এল্ম বার্ক	১ আং
জল	৪ আং
অয়েল বারগামট	১ আং
অয়েল লিমন	½ আং
অয়েল পিনমেটো	½ আং
অয়েল অ্যালমণ্ড	১ ড্রাম

প্রথমে নারকেল তৈলটাকে ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আল্‌কোহল বা সুরাসারটাকে উহার সহিত মৃদু অগ্নির উত্তাপ দিয়া আস্তে আস্তে মিশ্রিত করিতে হইবে। এল্‌মবার্কটাকে একটু গুঁড়া করিয়া ঐ ৪ আউন্স জলের ভিজাইয়া সেই জলটা উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্লটী দ্বারা ফিলটার করিয়া লও, তাহার পর সুবাসিত করিবার জন্য বাকী তৈলগুলি মিশাইয়া খুব নাড়িয়া দাও এবং একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দাও। ইহাকে যোব

লালবর্ণ করিতে হইলে—যখন নারকেল তৈলও ক্যাষ্টর অয়েল একত্রে মিশান হয়, তখন তাহাতে আল্‌ক্রানেট রুট কিছু দিলেই তৈল লাল হইয়া যাইবে। অথবা এসেন্স প্রভৃতি মিশানর পর সামান্য পরিমাণ টীং গামবোজ মিশাইয়া দিলেও বেশ রং হইবে।

মিশ্রিত তৈলটী ২।৩ দিন একটা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিবসে ২।৩ বার ঝাঁকরাইয়া দিতে হয়। ২।৩ দিন এইরূপ করিলে সমস্ত দ্রব্য গুলি মিশ্রিত হইয়া অতি সুন্দর সুবাসিত হইয়া উঠে।

সায়েন্টী কিক্ আমেরিকা।

ইহার পর ৩ আউন্স বা ৪ আং শিশিতে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কেশ তৈলের মধ্যে নারিকেল তৈলকে আমরা মস্তিষ্ক এবং কেশের জন্য হিতকর মনে করি। কারণ এদেশের মহিলাগণ অনেকেই নারিকেল তৈলই অধিক ব্যবহার করেন এবং অশিতি বয় পর্য্যন্ত ও তাঁহাদের কেশ পাকে না।

নারিকেল তৈলের একটা গন্ধ আছে, উহাকে একেবারে নষ্ট করা কঠিন, তবে বাবশার কাষ্টের কয়লা চুর্ণের উপর ঢালিয়া ফিলটারিং ব্লটী দ্বারা ফিলটার করিয়া লইলে উহার গন্ধ অনেক পরিমাণেই কমিয়া যায় এবং তৈল বেশ রিফাইনও হইয়া যায়।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা-সভা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বসু — গ্রাহক নং ১৩৩৪।

প্রশ্ন। মহাশয়,

উৎকৃষ্ট লাল কালী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ফরমূলা প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

উত্তর। (১ নং)

Brazil wood	...	4 oz.
Diluted acetic acid		1 pint
Alum	...	¼ oz.

Boil slowly in an enamelled vessel for one hour, strain and add one ounce Gumarabic finely powdered.

(2) Take

Scarlet aniline ... 10 oz.

dessolve in a quart of boiling water, then add one ounce gum arabic; strain and when cold, add 50 drops of oil of Cloves.

(3) Carmine ... 12 grains.

Add aqua ammonia and heat gently, without boiling for seven or eight minutes, then add 18 grains of gum arabic stirring constantly. It must be kept well corked.

S. A.

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ২৪০৬

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কাজের লোক" সম্পাদক

মহোদয় সমীপেষু —

মহাশয়,

দয়া করিয়া যদি একটী সহজ সাধ্য ব্রাউন চামড়া পালিসের ফরমূলা "কাজের লোকে" প্রকাশ করেন, তাহা হইলে চির বাধিত হইব।

বশম্বদ—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর—

Muratic acid	...	1 oz.
Alum (ফট্‌কিরী)	...	½ oz.
Spt. Lavender	...	½ oz.
Gum arabic	...	½ oz.
Sour skim milk	...	1½ Pint

Mix well, apply to the leather with a flannel. When dried, polish with a soft dry duster, when you have any stain on the leather, they will be removed by applying methylated Spirit.

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভদ্র —আপনার প্রবন্ধ প্রকাশের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ক্ষমা করিবেন।

শ্রীঅধরচন্দ্র ভৌমিক—"কাজের লোক" ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত প্রত্যেক খণ্ড ৩৲ টাকা হিসাবে ৩০৲ টাকা স্থলে আমরা মাত্র ১২॥০ টাকা করিয়া দিয়াছি, ইহার কমে কাহাকেও দেওয়া হয় না, ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযামিনীভূষণ সেন।

সাধারণ পাঠাগারের জন্য আমরা বার্ষিক ১॥০ মাত্র লইয়া একবর্ষ কাগজ দিয়া থাকি পুরাতন খণ্ড লইলে ১৷০য় প্রতি খণ্ড দেওয়া হয়। বিনা মূল্যে দিতে অক্ষম, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে ফ্রি কাগজ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কাঃ সঃ

Useful House-hold Information.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

সাবানে ক্ষারাধিক্য আছে কি না জানিবার সহজ উপায়।—আজকাল সাবান মাখার চলন বেশী হইতেছে, কিন্তু সাবানে ক্ষারাধিক্য (free fat) থাকিলে তাহা চর্ম্মের অপকার করে। অল্প পরিমাণে সাব্লিমেটকে জলে দ্রবীভূত কর। এই দ্রাবণকে উত্তপ্ত কর। শুষ্ক সাবানের উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এই উত্তপ্ত দ্রাবণ ফেলিতে থাক। সাবানে সামান্য হরিদ্রা বর্ণের দাগ হইলেও বুঝিতে হইবে যে, আমিশ্রিত ক্ষার অর্থাৎ ক্ষারাধিক্য রহিয়াছে। এই সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে।

কাচ, চীনামাটী ও অন্য ধাতব পাত্রে লিখিবার উপযোগী পেন্‌সিল।—কাল:—ভুষা কালি ১০, মোম (wax) ৪০, চর্ব্বি (tallow) ১০ ভাগ। শাদা:—ক্রেমস্ হোয়াইট ৪০, মোম ২০, চর্ব্বি ১০, ভাগ। ফিকে নীল:—বারলিনব্লু (ফিকে) ১০, মোম ২০ চর্ব্বি ১০ ভাগ। গাঢ় নীল:—বারলিনব্লু (গাঢ়) ১৪, আঠা ২, চর্ব্বি ১০ ভাগ। লাল:—সিন্দুর ২০, মোম ২০, চর্ব্বি ২০ ভাগ। হরিদ্রা:—ক্রোম ইয়োলো ১০, মোম ২০, চর্ব্বি ২০ ভাগ। হরিদ্রা:—ক্যাডমিয়াম্ ইয়োলো ১০, মোম ২০, চর্ব্বি ২০, ভাগ।

ভার্ণিশ লাগাইবার জন্য ধাতব পাত্রে জমী তৈয়ার করিবার উপায়। ধাতব পাত্রে ভার্ণিস লাগাইলে ভার্ণিস প্রায়ই চটিয়া যায়। কিন্তু যদি জমী তৈয়ার করিয়া ভার্ণিস লাগান যায়, তাহা হইলে প্রায় চটে না। জমী এইরূপে তৈয়ার করা আবশ্যক। প্রথমে ধাতব পাত্র ভাল করিয়া তৈল বা চর্ব্বিহীন কর। অতঃপর ১৫ নাইট্রিক এসিড, ২০ স্পিরিট, ২ ভাগ বাবলার আঠা এবং দশ ভাগ জল মিশাইয়া একটি দ্রাবণ প্রস্তুত কর। তুলা পাকাইয়া তাহার দ্বারা ১ কোট এই দ্রাবণ ধাতব পাত্রে লাগাইয়া দাও। শুকাইয়া যাইলে পালিশিং-আগেট (polishing agate) দ্বারা ঘষিয়া উহা পালিশ কর। তাহার পরে একটু হাল্কা বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। ভার্ণিশ স্থায়ী হইবে।

কঠিন রবারের জিনিসের সিমেণ্ট।

কারবন সালফাইডে ... গাটাপারচা দ্রবীভূত কর। ... ঘন হওয়া আবশ্যক। এত ঘন হইবে যে ... উহা দ্রবোর গায়ে কষ্টে লাগান যাইতে পারে। ভগ্ন দুইটি অংশেরই ... পরিষ্কার করিয়া এই গাঢ় দ্রাবণ মাখাইয়া দাও। অতঃপর এই প্রলেপের উপর ক্লোরাইড অব সালফারের (১ : ২০) দ্রাবণ প্রলেপ দাও। অতঃপর দুই খণ্ডকে জোরে চাপিয়া ধর। এই সময়ে অন্য একজন ব্যক্তি পাত্রের গায়ে যে প্রলেপ চাপের বেগে গড়াইয়া পড়িবে, তাহাকে ছুরীর উল্টা দিকে করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই সিমেণ্ট অনেক শুকাইয়া যাইবে। অতঃপর একটি গরম লোহার ইস্ত্রি লইয়া এই সিমেণ্ট করা যায়গায় ক্রমাগত সাবধানতার সহিত চালাইতে হইবে। সিমেণ্ট বেশ ধরিয়া গেলে (অল্প সময়ের মধ্যে ধরিয়া যায়) আর ইস্ত্রি করিবার আবশ্যক হইবে না। এইরূপে মেরামত করিলে মেরামত খুব দৃঢ় হয়।

পেটাই লোহা, ঢালাই লোহা বা ইস্পাত চিনিবার সহজ উপায়।

লোহার গাত্র উখা দ্বারা বেশ চক্‌চকে করিয়া লও এই চক্‌চকে যায়গায় এক বিন্দু নাইট্রীক এসিড ফেলিয়া দাও। নাইট্রিক এসিড খানিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে পরে জল দিয়া ঐ আক্রান্ত স্থান ধৌত কর। পেটাই লৌহে (Bar iron) ছাইএর মত দাগ, ইস্পাতে বাদামী কাল দাগ, ঢালাই লৌহে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িবে। যদি পেটাই লোহের সহিত ইস্পাত পাওয়ান হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতকটা পেটাই লৌহ আর কতটা ইস্পাত তাহা অনায়াসে এই পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে।

টিনের গাত্রে কাগজ আঁটিবার আঠা।—টিনের গায়ে সাধারণ গঁদ দিয়া কাগজ আঁটা যায় না। নৈসর্গিক তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে টিনের আয়তন কমে বাড়ে বলিয়া টিনের গায়ে কাগজ থাকে না। কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়ে গঁদ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে উঠিয়া যায় না। ২০ ভাগ বাবলা আঠা (উৎকৃষ্ট) একপ পরিমাণ জলের সহিত মিশাইতে হইবে, যেন তাহা ৪২ ভাগ শ্বেতসারের (ময়দা) সহিত ফুটাইতে পারা যায়। এই পরিমাণ জলে বাবলা আঠা গুলিয়া তাহাতে ৪২ ভাগ গমের উৎকৃষ্ট শ্বেতসার মিশাইয়া দাও, অতঃপর তাহাতে ১২ ভাগ চিনি গুলিয়া ফুটাইতে থাক। ইচ্ছামত ঘন হইয়া যাইলে আর অগ্নিতে রাখিবার আবশ্যক নাই। ফুটাইবার সময় একটু কর্পূর মিশাইয়া দিলে এই আঠা বহুদিন অবিকৃত থাকে।

আলুমিনিয়াম পালিশ করিবার প্রণালী।—আলুমিনিয়ামের তৈজসাদি

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

জিনিসপত্র কিছুকাল ব্যবহার করিলে কিছু মলিন হইয়া যায়, তাহাদিগকে পুনরায় রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল করিতে হইলে এমারি এবং চর্ব্বি একত্র মিশ্রিত করিয়া পালিশ করিবার তুলি দ্বারা তৈজসের গাত্রে ঘসিতে হয়। কিন্তু ইহা লাগাইবার পূর্ব্বে তৈজসের গাত্র রীতিমত তৈলশূন্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। পিউমিস ষ্টোন দ্বারা এই কার্য্য বেশ চলিতে পারে। শেষে রুজ এবং তারপিন তৈল ব্যবহার করিলে ইহা ঠিক নূতনের ন্যায় চক্‌চকে হইয়া উঠে।

দন্ত-সংস্কার চূর্ণ।—হরিতকী, শুঠ, খদির, মুথা, কর্পূর, শুপারীপোড়া, গুড়ত্বক ও লবঙ্গ প্রত্যেকটি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান ওজন শোধক চাথড়িচূর্ণ লইয়া একত্র করিতে হইবে। এই চূর্ণে দন্তধাবন করিলে দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করিয়া, দাঁতের গোড়া ফুলা, বেদনা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার দন্তরোগ উপশম করে এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতির ক্ষত আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহা নিত্য ব্যবহার করিলে দন্ত সকল দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধ ও সরস হয়, জিহ্বার জড়তা যায়, আহারে রুচি জন্মে।

(Notes of Interest)

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

:০:

জনসংখ্যা।—১৯২১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে। ঐ গণনার সময় গো, অশ্ব, মেষ, ছাগল ও মহিষ সংখ্যা, ফল গাছের সংখ্যা, লোকের ঋণের পরিমাণ এবং এম, এ হইতে নিম্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা নির্দ্ধারণের সুবিধা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, এই অনুরোধ করিতেছি।

মুন্‌সেফদের বেতন বৃদ্ধি। পাবলিক সার্বিস কমিশনে মুন্‌সেফদের বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব আছে। উহা কবে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার স্থির নাই। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, সর্ব্ব শ্রেণীর মুনসেফের বেতন ২০০্ স্থানে নিয়স্থায়ীভাবে ২৫০্ করা হইল।

জর্ম্মণীতে মহাউত্তেজনা।—সন্ধির সর্ত্ত অবগত হইয়া জর্ম্মণীর সকল শ্রেণীর লোক মহা উত্তেজিত হইয়াছে। তাহারা বিরাট সভা করিয়া বলিতেছে, জর্ম্মণেরা এমন সন্ধিপত্রে কখনও স্বাক্ষর করিবে না।

নব বল ও নিদ্রা।—ক্লান্তি অনুভব করিলে চিৎ হইয়া শয়ন করিবে এবং ৫ মিনিট কাল দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবে। ৫ মিনিটের মধ্যে দেহে নব বলের সঞ্চার হইবে। যদি নিদ্রা না হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইবে এবং ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিবে। দেখিতে দেখিতে নিদ্রাভিভূত হইবে।

আমরা ঘুমাই কেন? এতদিন লোকে মনে করিত যে, যখন মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন স্রোত মন্দীভূত হয়, তখন চেতনার আধার কার্য্য করিতে পারে না, তখন লোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। বহুকাল ধরিয়া লোকের ইহাই বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তের অল্পতাই নিদ্রার কারণ।

ইদানীং ইহার সম্বন্ধে মতান্তর ঘটিয়াছে। দিবাভাগের কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলে আমাদের মাংসপেশী সমূহের মধ্য হইতে এক প্রকার বিষ উদ্‌গীরণ হইয়া থাকে। উহা মানসিক ক্রিয়ার অবসাদ ঘটাইয়া নিদ্রিত করিয়া থাকে। কতকগুলি অবসাদক ঔষধ এইরূপ অবসাদ জন্মাইয়া থাকে, তদ্দারা এই মত সমর্থিত হইতেছে।

আহারের মত নিদ্রাও একান্ত আবশ্যক। একাধিক্রমে কেহ কতিপয় দিনের অধিক জাগরিত থাকিতে পারে না। জোর করিয়া কাহাকেও ঐ ভাবে বহুকাল জাগাইবার চেষ্টা করিলে তাহার কাল নিদ্রা উপস্থিত হইবার কথা। সঞ্জীবনী।

ভারতে কয়লা।

ভারতীয় খনিসমূহের চীফ ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে কত কয়লা উঠিয়াছে, তাহার মোটামুটি একটা হিসাব আমাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে টনের ওজনে হিসাব দেওয়া হইল; এক টনের ওজন প্রায় সাড়ে সাতাইশ মণ।

আসাম	২, ৯৩, ৮৭৫ টন
বালুচিস্তান	৪৩, ১২৫ ,,
বঙ্গদেশ	৫৩, ০২, ২৯৫ ,,
বিহার ও উড়িষ্যা	১, ৩৭, ৭৬, ৬১৬ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৪, ৮১, ৪৭০ ,,
পশ্চিমোত্তর সীমান্ত	২৪০ ,,
পঞ্জাব	৫০, ৪১৭ ,,
	মোট ১, ৯৮, ৪৭, ০৩৯ টন

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

বাজার দর। গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার কলিকাতার কতিপয় বাজারে নিম্নলিখিত দ্রব্যের দর এইরূপ ছিল,—বালাম চাউল প্রতিমণ ৮৲ আটটাকা; ঐ মোটা ৭৸০ সাত টাকা বার আনা। 'বি' আটা ১০।০ দশ টাকা চারি আনা। ১নং ময়দা ১০৸০ দশ টাকা বার আনা। ঘৃত ৭৭ হইতে ৮৬৲ পর্য্যন্ত। সরিষার তৈল ৩৪॥০ হইতে ৩৬৲ টাকা। নারিকেল কোচিন ২৯।০ উনত্রিশ টাকা চারি আনা। রেড়ি ৩১৲ টাকা। ডাইলের দরকমে নাই। মশলাও প্রায় সেইরূপ আছে। লঙ্কা প্রতি মণ ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা। চিনি ১৪৲ টাকা হইতে ২১৲ টাকা। কেরোসিন তৈল কিছু আমদানী হইয়াছে; কিন্তু দর কমে নাই। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!

পেশোয়ারের ডাক্তার ঘোষ।

পেশোয়ারের আফগান পোষ্টমাষ্টারের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার অভিযোগে ডাক্তার ঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বন্দী হইয়াছেন, পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। "অমৃতবাজার পত্রিকার" কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে শাহী বাগ নামক স্থানে "সত্যাগ্রহ" উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ সেই সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে বা সভাসমিতিতে যোগ করেন নাই। পেশোয়ারের শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় অধিবাসীরা ডাক্তার ঘোষকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। যুদ্ধের সময় যে সকল বাঙ্গালী সৈনিক বা সামরিক কর্ম্মচারী পেশোয়ারে কর্ম্মোপলক্ষে গিয়া অবস্থান করিতেন, ডাক্তার ঘোষ তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে যথোচিত সাহায্য করিতেন। যুদ্ধের সময় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সমর বিভাগে চিকিৎসকের কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পত্নীর পীড়ার জন্য সে কার্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও পেশোয়ারের সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদিগকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করিতেন, এ জন্য তাঁহার আর্থিক ক্ষতি বড় অল্প হয় নাই। সম্ভবতঃ "সত্যাগ্রহ" সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করাতেই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হইয়াছেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। সম্ভবতঃ ডাক্তার ঘোষের অপরাধের বিষয় কখনও জনসাধারণ এবং তিনি স্বয়ংও জানিতে পারিবেন না। সুতরাং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই নানাজনে নানা প্রকার অভিমত প্রকাশ করিবে।

(হিতবাদী)

ডাকপুলিন্দার মাশুল হ্রাস। ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারতীয় ডাকঘরসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল আশা দিয়াছেন, শীঘ্রই এদেশের ডাকপুলিন্দার মাশুলের হার কতক পরিমাণে কম করা হইবে। গত ১৬ই মে হইতে ভারতীয় ডাক পুলিন্দার মাশুল নিম্নলিখিত হারে গ্রহণ করা হইতেছে। ঊর্দ্ধতন ২০ তোলা ওজনের পুলিন্দার মাশুল ৵০ দুই আনা, ২১ তোলা হইতে ৮০ তোলা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ৪০ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশে ।০ চারি আনা হারে মাশুল ধার্য্য ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক ৮০ তোলা পুলিন্দার মাশুল ॥০ আনা হারে লওয়া হইতেছিল। গত ১৬ই মে হইতে ৮০ তোলা ওজনের পুলিন্দা ।৵০ আনা মাশুলে যাইতেছে। আবার ৪৪০ তোলা হইতে ৮০০ তোলা ওজনের পুলিন্দার মাশুল ৩ টাকা। ৪৮০ তোলা হইতে ৮০০ তোলা পর্য্যন্ত প্রতি ৪০ তোলা তাহার ভগ্নাংশ ।০ চারি আনা হারে মাশুল লওয়া হইতেছে।

কৃষিমেলা ও জলকষ্ট।

গত ২২ শে বৈশাখ তারিখের "বীরভূম-বার্ত্তা" পত্রিকায় "আমার নিবেদন" শীর্ষক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গদেশের নানাস্থানে কৃষি প্রদর্শনী খুলিবার পক্ষপাতী ও তজ্জন্য বায়ভার বহনে তৎপর এই পত্রখানি পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পত্রের মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সাধারণতঃ এদেশে যে সকল কৃষি-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সুঠাম গবাদি পশু ও ধান্য, ইক্ষু আলু প্রভৃতি নানাবিধ ফসলের নমুনা ও বীজ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রদর্শকগণ বক্তৃতা করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে গবাদির পোষণ-ব্যবস্থা ও চাষের প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইয়াছে? কৃষকেরা প্রদর্শনীতে যখন হৃষ্ট পুষ্ট গবাদি পশু দেখে, তখন ভাবে যদি খাওয়াইতে পারি, তবে আমাদের গৃহে পালিত পশুগুলি ও এইরূপ হইতে পারে। নিজে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পশুর খাদ্য যোগাইবে কিরূপে? পূর্ব্বকালে গোচারণের মাঠ সকল গ্রামেই ছিল, এখন জমিদারদিগের কল্যাণে সেই সকল পতিত ক্ষেত্রেও চাষ করা হইতেছে। কাজেই তৃণাদি খাওয়াইয়াও যে গবাদির পরিপোষণ করা হইবে, সে উপায়ও নাই। তাহার পর উচ্চশ্রেণীর বীজ প্রদর্শন করিয়া যখন বক্তৃতা করা হয়, তখন কৃষকেরা ভাবে পয়সা খরচ করিয়া বীজ ত কিনিব, কেবল মাঠে ছড়াইয়া দিলে ফসল পাইব কি? অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলের অভাব, "সেচের" জলেরও অত্যন্তাভাব—কৃষকদিগকে মেঘের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে

হয়, ভাগ্যক্রমে কোন বার বা অতিবৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চদরের বীজ কিনিয়া বা লাভ কি? ফলকথা, যাঁহারা কৃষকদিগের দুঃখে কাতর, দেশে গোচারণের ব্যবস্থা করা ও জলাশয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

ভারতে টেলিফোন।

ভারতের অনেক বড় বড় নগরে টেলিফোন আছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন। টেলিফোনের সাহায্যে এক স্থানের লোকে ঘরে বসিয়া অন্য স্থানের লোকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে পারে। সংপ্রতি ভারতবর্ষে এক নগর হইতে অন্য নগরে টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে হাওড়া ষ্টেসন ও আসানসোল ষ্টেশনের মধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্ত্তা চলিত, এই সংবাদ শুনিয়াই লোকে বিস্মিত হইত। হাওড়া হইতে আসানসোল ১১৩ মাইল। অধুনা দিল্লী হইতে লাহোরেও টেলিফোন যোগে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এই দুই স্থানের দূরত্ব ৩১০ মাইল। লাহোর হইতে সিমলা (২০০ মাইল)। এই দুইটি লাইনে যে কোন লোক আড়াই টাকা ফী দিয়া তিন মিনিট কাল কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। এখন, কলিকাতা হইতে ৩১৮০ মাইল দূরবর্ত্তী কয়লার খনি অঞ্চলেও কথাবার্ত্তা কহা চলিতেছে। দেড় টাকা ফী দিয়া এই লাইনে তিন মিনিটকাল কথাবার্ত্তা কহা চলে। শীঘ্রই বোম্বাই হইতে পুণা (১২৫ মাইল) এবং লাহোর হইতে রাউলপিণ্ডি (১৮০ মাইল) টেলিফোন দ্বারা সংযোগ করা হইবে। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং এবং কলিকাতা হইতে নারায়নগঞ্জেও টেলিফোন সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাক পিয়নদের ধর্ম্মঘট। ডাকপিয়নগণ ধর্ম্ম ঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেওয়ায় সাধারণের চিঠি পত্র পাইবার অতিশয়, অসুবিধা হইয়াছিল। শুনিতেছি ধর্ম্মঘট ভঙ্গ হইয়া অনেক পিয়ন কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিয়াছে। আশা করি, শীঘ্র মিটিয়া যাইবে।

Review.

---):০:(---

সমালোচনা।

PRESIDENT WILSON—modern apostle of Freedom. (Speeches on world's Freedom—Forword by Dr. S. Subramanya Aiyer—Published by Gonesh & Co., Madras—Price Re. 1/- only.

সমগ্র জগতের স্বাধীনতার জন্য যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ডাঃ উড্রো উইলসন যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই বক্তৃতাগুলি সংগৃহীত হইয়া President Wilson" নামক এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ইংরাজী অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক বক্তৃতায় প্রসিডেন্ট উইলসনের যে উদার নীতির আভাস পাওয়া যায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে জগত শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

মায়ে-পোয়ে—তত্ত্ববোধিণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত। অতি সরল ভাষায় ভক্তি এবং ভাবের সমাবেশ পূর্ণ—এখানি অতি উপাদেয় পুস্তক। আমরা পুস্তকখানিকে সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, পকেট সাইজ। অহরহ সঙ্গে রাখিবার মত পুস্তকও বটে, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

পল্লীবাসির প্রতি নিবেদন।

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, আই, এস্, ও এম্, বি, এফ্, সি, এস প্রণীত, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য আগা গোড়া পড়িবার অঙ্গীকার মাত্র।)

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার সময়ে জনসাধারণ কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে ঐ সকল ভীষণ পীড়া সমূহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় সহজ সাধ্য উপায় গুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক খানি প্রত্যেক গৃহস্থের অতি আবশ্যকীয় পুস্তক তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে আমরা অতি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতে চাই যে "বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলী" দেশের কল্যাণ কল্পে অতি হিতকর কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা আশা করি, আমাদের গ্রাহকগণ "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর" এই পুণ্যময় কার্য্যে যোগ দান করিয়া ধন্য হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তকরণে "হিতসাধন মণ্ডলীর" স্থায়ীত্ব এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক. উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।/০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৶০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
অটুট রাখিতে
'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান
হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,
অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ
অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত
দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য
অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান
এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৸৴০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষার সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা ১৬ নং সুকিয়াস লেনে মুরগীহাটার পর্টুগীজ চর্চ্চের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়াছি।

৺ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ॥৵০।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্‌ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেগু সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রত্যুত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। দরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে, বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার বেদের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২॥০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৪॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অম্লশূল, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূহুস্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট্ কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৩০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৩০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

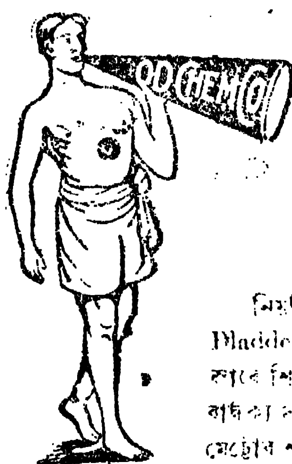
Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

কলিকাতা ... লেন, ৪ নং ... প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১৭ নং ... হইতে প্রকাশিত।



১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series, June 1919. | নূতন সংস্করণ। জুন ১৯১৯। | Vol. XIII. No 6.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার [illegible] বা অনাবিল [illegible] শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে [illegible] যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য [illegible] করিতে এবং মূত্র ও [illegible] যন্ত্রের [illegible] করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নিরাপদ ঔষধ।

অহিফেন আদি কোন নেশার জিনিস নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য। [illegible] শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।৵০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস, এ।

OD CHEM. CO, 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং [illegible] লেন, [illegible], কলিকাতা

সীলেটচুণ

সীলেট চুণের

গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাক্তার বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ১৷৵০।

বাট্‌লিওয়ালার অদ্ধকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।৴০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, মন্দাগ্নতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং প্রত্যামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাল খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট,

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৸০, ৫৶০, ৬।০ ও ১১৸০। সুগার মোবিউল পিল, কর্ক ও ভ্যায়েলও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করি। অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূরসী প্রশংসিত

পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
[illegible] নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক তোলা, ইলেকট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মাত্র [illegible] পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিন্তু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩৷৵০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ্য-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজ্যলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

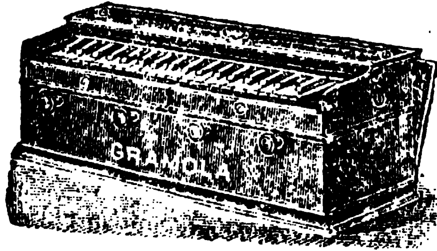
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৵০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৫৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ॥০ ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.
Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেণ্টিকষ্ট্রীট মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং (ঠিক লালবাজারের দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ বুক্ ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ বুক্ ২৫৲, ২৭॥০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২॥০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
৮৯২ নং নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে।
কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের
ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	।৶০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮৵০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিলস্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

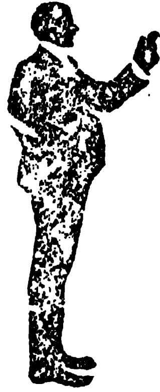
আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲
বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৵০ ২নং ।√০

এজেণ্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট ⁄১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

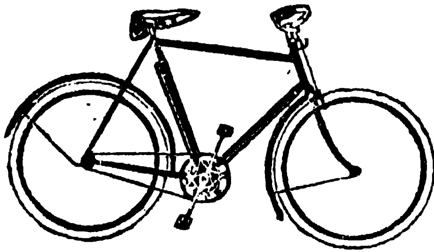
কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্স্পাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না। কেন. উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয় :—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XIII
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	June 1919.	জুন ১৯১৯।	No. 6

বিবিধ প্রসঙ্গ।

প্রাণ-বিজ্ঞান ও সভ্যতা।

আজকাল বিস্মার্ক সকলেরেই পরিচিত। তিনি বর্ত্তমান বাহুবলদৃপ্ত জার্ম্মানির গঠক। তিনি পণ্ডিতগণকে ও "Professor" গণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কেননা তাহারা বসিয়া থাকে, কোনরূপ কর্ম্ম-চাঞ্চল্য তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি বলিতেন, বলই প্রভুত্বের মূল। যদি বল থাকে, তাহা হইলে স্বকার্য্য-সাধন পথে যাহাই দণ্ডায়মান হউক না কেন, তরবারীর আঘাতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। তাঁহার এই মত ট্রিসকে, বার্ণহার্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবশ্যকতা কি?

কিন্তু বলই মানবের একমাত্র অদ্বিতীয় শক্তি নহে অথবা বলই দেশ-শাসনের উপযুক্ত নহে। অবশ্য প্রাণ-বিজ্ঞানে বলই প্রভুত্বের মূল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কেননা যে জীব অধিকতর বলশালী বা বাহুবল উপযোগী, সেই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানবের প্রাণ-বিজ্ঞানে এই বল প্রভুত্বের মূল নহে। যদি বলবানই জগতে প্রভু হইত, তবে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। সমস্ত জীবিত ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষ দুর্ব্বল। আণুবীক্ষণিক রোগ বীজাণু হইতে মহাকায় হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র সমস্তই মানবাপেক্ষা অধিকতর বলশালী। কিন্তু শারীরিক বলের অভাব হইলেও বুদ্ধি-বলে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া অতি দুর্ব্বল মানব সর্ব্ব জীবের অধীশ্বর, সর্ব্ব জগতের প্রভু হইয়াছে। অতএব প্রাণ-বিজ্ঞানের সার্থক পশুবল অপেক্ষা মানবের আরও একটা বল রহিয়াছে, যাহা ঝটিকার প্রভাব নষ্ট করিতে, ভূকম্পনের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম। মানুষের এই বল তাহার বুদ্ধি। প্রাণ-বিজ্ঞানে বলই প্রভুত্বের মূল হইতে পারে, কিন্তু মানব প্রাণ-বিজ্ঞানে বল প্রভুত্বের মূল নহে, বুদ্ধিই প্রভুত্বের মূল। এই বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ বুঝিয়াছে যে, যে জাতির নীতিজ্ঞান যত বেশী, সেই জাতির শক্তিও তত বেশী। পক্ষান্তরে যে মানবের বা যে জাতির মস্তিষ্ক অতি সূক্ষ্ম ভাবে সমস্ত বিষয় বিচার করিতে পারে, সেই জাতি বা সেই মানবই জগতে অদ্বিতীয় শক্তি সম্পন্ন। আজ যে প্রাণ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান হইয়াছে, উহার মূল বল প্রভুত্বের মূল নহে, বুদ্ধিই প্রভুত্বের মূল। আজ যে প্রাণ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল ডারউইন্,

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

স্পেনসার, ওয়ালেশ; পাস্তর জন্মগ্রহণ না করিলে ব্যাক্‌টিরা সংক্রান্ত গবেষণার নাম পর্য্যন্ত জানা যাইত না; লাভয়সিয়ার বর্ত্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা; নিউটনের অমানুষিক শক্তিতেই আজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান এত উন্নত হইয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বা অস্ত্রোপচার বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত উন্নতির একমাত্র কারণ জেনার এবং লিষ্টার।

জর্ম্মানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু যদি অন্যান্য শক্তিশালী রাজন্যবর্গ স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কোনও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের লোক নিশ্চিন্ত মনে জগতের উপকারার্থে শত শত বিষয়ের আলোচনায় ও গবেষণায় সময় অতিবাহিত করিতে পারে। জগতের উপকার বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্যই অধিক হইয়া থাকে।

চায়ের কথা।

চা।—আমাদের দেশে সম্প্রতি সংবাদ পত্রে মাসিক পত্রিকায় চা পানের অপকারিতা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ আবার অপকারিতা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কিন্তু চা পান যে বাস্তবিক দূষণীয়, তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনবান লোকেই চা পান করিতেন। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দরিদ্র মজুরও সকালে বিকালে চা না খাইলে থাকিতে পারে না। রাশি রাশি চা'র দোকান ও ফেরিওয়ালার "গরম চা'র আশীর্ব্বাদে আজকাল সকলেই চা-খোর। পল্লী অঞ্চলেও চা প্রবেশ করিকরিতেছে। কাজেই চা'র অনিষ্টকারিতা ক্রমশঃ শীঘ্রই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। গর্ভাবস্থায় রমণীগণের চা পান অত্যন্ত দোষাবহ। এমন কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও চা পানের দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের পুষ্টির হানি হয়, কেননা পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত হ্রাস পায়। কোনও কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, চা পানে আসক্ত রমণীগনের স্তন্য সঞ্চিত হয় না। কাজেই তাহাদের সন্তান স্তন্য পান করিতে পায় না। বিলাতে শিশু-মৃত্যুর অন্যতম কারণ জননীগণের চা পান হেতু স্তন্যের অল্পতা বা অভাব।

যাহারা চা পানে আসক্ত, তাহাদিগকে চা পানের অপকারিতা বুঝাইলেও তাহারা বুঝিতে চায় না, অথবা বুঝিলেও চা পানের কদভ্যাস তাহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই চা পানের কদভ্যাস ত্যাগ করাইতে হইলে এইরূপ কোনও নির্দ্দোষ পানীয় ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাহা চা'র অনুরূপ। চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা চা খোর, তাহারা যদি চায়ের পরিবর্ত্তে কোকো ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা চা পরিত্যাগ করিতে পারে। কোকো একটা খাদ্য বিশেষ, ইহা পান করিলে ইহা চা'র ন্যায় পানাসক্তি আনয়ন করে না। অধিকন্তু ইহার শরীর পোষণোপযোগী অনেক গুণ আছে।

বর্ত্তমান বঙ্গে খাদ্য সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। শিক্ষিতগণই অধিক চা পান করিয়া থাকেন। যদি এখন প্রত্যেক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র চা পানের দোষ ও চা'র পরিবর্ত্তে কোকো ব্যবহার বিধেয় বলিয়া প্রকাশিত করেন তাহা হইলে বোধ হয় চা পান কতকটা নিবারিত হইতে পারে। মূল্যের হিসাবে ও পানীয়রূপে প্রস্তুত করিতে কোকো চা'র সর্ব্বাংশে অনুরূপ। আমরা বলি চায়ের পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা চা'র প্রণালীতে ব্যবহার করিলে বাঙ্গালীর মহৎ উপকার হইতে পারে। "কাজের লোকে" আয়ুর্ব্বেদীয় চা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বহুপূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম।

শিখার উপকারিতা।

চীনবাসী পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ মস্তকের শিখা ছেদন করাতে অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, এইবার চীনারা ইউরোপীয় বা জাপানীদিগের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবার এই শিখাচ্ছেদন চীনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ভাবী অবনতির কারণ বলিয়া অনুমান করিতেছেন। জার্ম্মানির সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার বুডবার্গ বলেন যে, চীনারা শিখা ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইবার তাহাদের অবনতি হইবে। তিনি এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে, চীনাদিগের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইউরোপীয় জাতিসমূহ চীনাদিগকে শিখাচ্ছেদনের পরামর্শ দিয়াছে। ডাক্তার বুডবার্গ বলেন যে, মস্তকে শিখা ধারণ করিলে মস্তকে শোণিত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়। অতঃপর চীনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল, শিখা ছেদন করিয়া তাহারা এখন অপেক্ষাকৃত স্থূলবুদ্ধি হইয়াছে। যদি চীনারা আপনাদের বুদ্ধিমত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগের পুনরায় শিখাধারণ করা উচিত। (বিজ্ঞান)

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে খাদ্যদ্রব্য কিরূপ সুলভ ছিল, নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ১২৫৩ সালের এক

বিবাহের ব্যয় তালিকা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।

চাল—১/• মণ—১০/০
কলাই—১/মণ—১/০
লবণ—/৫ সের—॥১০
ময়দা—১/ মণ—১।০
ঘৃত—/১ সের—।৷১০
সন্দেশ—১/ মণ—১৬৲
দধি—১৷৹ মণ—৪৲
দুধ—।০ সের—৶০
আলু—/৫ সের—৶০

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। লবণ ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই অতি বৃদ্ধি হইয়াছে। গোজাতির অবনতির ফলে বাঙ্গালার প্রাণস্বরূপ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিতে পারিলে দেশের অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিকারের উপায় শুধু বচনে হইবে না, কাজে লাগিলে প্রতিকার হইতে পারে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর নিবেদন।

দেশের ও দশের সেবা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—ইহা শাস্ত্রেও লেখা আছে এবং আমরাও সদাসর্ব্বদা মুখে বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত সেবার দ্বারা এই উক্তির যাথাথ্য কতটা স্বীকার করিয়া থাকি? আমাদের এই দেশ, এই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয়েই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতি অপেক্ষা বিশেষ ভাবে হীন হইয়া, আজ কাহারও কাহারও মতে ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া নিন্দিত হইতেছে। আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে ও দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রীতি থাকিলে এই হীনতা আমাদের কখনই স্বীকার করা উচিত নহে। পল্লীই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। আমরা সকলে মিলিত হইয়া, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, নিজ নিজ শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিলে অভাব ও দারিদ্র্য যতই বিষম হউক না কেন, দেশের অবস্থার নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে পারি। "বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী এই মহৎ সঙ্কল্প লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গদেশের নানা সহরে ও পল্লীগ্রামে ইহার শাখা স্থাপন করিয়া স্থানীয় আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করণঃ দেশের লোককে বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছেন। কেবলমাত্র কথার দিন গিয়াছে, "এখন কাজ চাই।" আপনি এই "বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর সভ্য হইয়া ও আপনার দশজন বন্ধুকে ইহার সভ্য করিয়া এই শুভকার্য্যের সহায়তা করুন এবং আপনার স্বীয় গ্রামে বা সহরে শাখা স্থাপন করিয়া, মণ্ডলীর সহিত একযোগে দেশচর্য্যায় প্রবৃত্ত হউন। যিনি এইরূপ দেশসেবায় আপনার শক্তিকে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের নিকট, মেও হসপিটাল (Mayo Hospital) কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

নূতন বাঙ্গালা দৈনিক পত্র।

"হিন্দুস্থান" নামক একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা আর্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর—প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি বিবিধ বিষয় গত কয় সংখ্যায় আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আশা করা যায় যে নবসহযোগী লোক রঞ্জনে সক্ষম হইবেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "হিন্দুস্থানের" দৈনিক মূল্য এক পয়সা মাত্র।

তার বার্ত্তার বদলে শামুক-বার্ত্তা

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এমিল আলেক বিজ্ঞান জগতে একটি বিচিত্র প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি কি, তাহা বলিবার আগে, গোড়ার দুইটা কথা বলা দরকার।

শামুক অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু নর-শামুক ও নারী-শামুকের ভিতরে যে মনের কথা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, এ কথা বোধ হয় সকলে জানেন না।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বিখ্যাত আবি ফাবে দেখাইয়াছেন, নর-শামুক ও নারী-শামুককে আলাদা আলাদা টিনের বাক্সে বন্দী করিয়া রাখিলেও, নর-শামুক অনায়াসেই সে চালাকি চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলে; প্রিয়তমা যে কাছেই আছে, এটা বুঝিতে তার একটুও দেরি হয় না।

অধ্যাপক আলেক্স পরীক্ষায় আরও বেশী অগ্রসর হইয়াছেন। শামুকেদের মানসিক বার্ত্তা আদান-প্রদানের শক্তি কতটা বেশী, সেটা বুঝিবার জন্য তিনি দাবা খেলার ছকের মত একখানি ছক লইয়া পরীক্ষা সুরু করেন। প্রথম ছকের সাদা ঘরগুলিতে তিনি কয়েকটী নারী-শামুক আনিয়া রাখিলেন। তার পর দ্বিতীয় ছকের সাদা ঘরগুলিতেও ঠিক সমান-সংখ্যার কয়েকটী নর-শামুক বসাইয়া, সে ছকখানিকে তিনি অন্য একটা গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তার পর তিনি এ-ঘরে আসিয়া প্রথম ছকের নারী-শামুকগুলিকে সাদা হইতে

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কালো ঘরে সরাইয়া দিলেন। অন্য গৃহে, দ্বিতীয় ছকের নর-শামুকগুলি আপন আপন স্ত্রীদের গতি-বিধি ও স্থান পরিবর্ত্তনের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিল না বটে, কিন্তু তাহারাও পত্নীদের অনুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সাদা ঘর ছাড়িয়া কালো ঘরে সরিয়া গেল। নর-শামুক ও নারী-শামুকের মাঝখানে ক্রমে ক্রমে ব্যবধানের দূরত্ব বাড়াইয়াও অধ্যাপক অ্যালেক্স দেখিয়াছেন, নরেরা নারীর গতিবিধি অনায়াসে অনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে অনেক পরীক্ষার পর অধ্যাপক অ্যালেক্স এখন বলিতেছেন, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের ফলে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ শীঘ্রই সেকেলে হইয়া পড়িবে। তাহার বদলে ভবিষ্যতে শামুক-বার্ত্তার চলন হইবে। ইহার জন্য বিশেষ তোড়জোড়ের দরকার নাই; প্রতি টেলিগ্রাফ আফিসে এক এক জোড়া করিয়া নর ও নারী শামুক এবং তখানি বর্ণমালা-লেখা ছক থাকিলেই দিব্য কাজ চলিয়া যাইবে। মনে কর, প্যারী সহর হইতে মার্সেলিসে কোন খবর পাঠাইতে হইবে সে ক্ষেত্রে প্যারীর আফিসে বসিয়া সংবাদ-প্রেরক, এ-বি-সি-ডি প্রভৃতি লেখা ছকের উপরে নারী-শামুক বসাইয়া, যে যে অক্ষরের দরকার, সেই সেই অক্ষরের উপরে তাহাকে বুলাইয়া যাইবে। ওদিকে মার্সেলিসের আফিসে বর্ণমালার ছকের উপরে নর-শামুক, পূর্ব্বোক্ত নারী-শামুকের অনুসরণে ঠিক নির্দ্দিষ্ট অক্ষরগুলি মাড়াইয়া চলিতে সুরু করিবে। নর-শামুকের সেই গতিবিধি দেখিয়া সংবাদ-গ্রাহকের পক্ষে খবর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

এই শামুক-বার্ত্তার খবর দিয়া "পিয়ারসন্স্ উইকলি"র লেখক বলিতেছেন, এ ব্যাপারটায় অবাক হইবার কিছুই নাই। (হিন্দুস্থান)

গুর্ব্বিণী তত্ত্ব।

—:০:০:—

(লেখক ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।)

নরনারীর সঙ্গমোৎপন্ন পদার্থ বিশেষের পরস্পর সম্মিলন দ্বারাই গর্ভ সঞ্চার হয়। এই সম্মিলনোৎপন্ন পদার্থই ভ্রূণনামে অভিহিত। এই ভ্রূণই বলবুদ্ধিজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ক্রিয়াশীল মানবের প্রাক্তন অঙ্কুর।

বাস্তবিকই জনক জননীর কায়োদ্ভূত শুক্রাণুর (Sperm Cell,) ও ডিম্বাণুর (Germ Cell, অবস্থার উপর ভাবী জীবের স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি নির্ভর করে। যদিও জ্ঞান ও শারিরীক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সুস্থ ও পরিপুষ্ট অবস্থাই সুসন্তান উৎপাদনের সাধারণ মূলীভূত কারণ। কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঙ্গমকালীন অনুকূল অবস্থা বিশেষেই গর্ভ সঞ্চার সম্ভব, নচেৎ নহে। সঙ্গমকালীন সুস্থ ও নির্ব্যাধি শরীর, ক্রোধ দ্বেষাদি উত্তেজনাশূন্য ও শোকদুঃখাদি নিস্তেজনা বর্জ্জিত মানসিক অবস্থা সন্তান উৎপাদনের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী। আহারের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ যে সময় ভুক্তান্নের পরিপাক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, সে সময় সন্তান উৎপাদনের অনুপযুক্ত।

সুসন্তান লাভই মানব মাত্রের অভিপ্রেত এবং কর্ত্তব্য।

"যত্র পুত্রঃ সতাং শ্রেষ্ঠ
কুলত্রয় বিভাবনঃ।
জায়তে নিতরাং তদ্বৎ
স সঙ্গম উদাহৃত॥

যাহাতে তিনকুল উজ্জ্বল হয়, এরূপ সৎপুত্র জন্মায়, সেই সঙ্গমই প্রকৃত সঙ্গম।

সুস্থ ও সুন্দর সন্তান লাভের জন্য পিতা ও মাতার উভয়েরই দেহ সুস্থ ও মন চিন্তাহীন হওয়া আবশ্যক।

প্রতি মাসে ঋতু অবসানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালই, অর্থাৎ ঋতুকালীন রজঃস্রাব ৩।৪ বা ৫ দিন থাকিয়া ঠিক যে সময় স্রাব বন্ধ হয়, সেই কালই গর্ভ সঞ্চারের পক্ষে উপযোগী। এই সময় রমণীগণ গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ক্যাজো (Cazeau) বলেন, "Every thing seems admirably perpared at this period for the reproduction of the species"

ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রত্যেক ঋতুকালে (Ovum) বা ডিম্ব পরিপক্ক হয়, এবং ইহা Graffian vesicle হইতে বহির্গত হয়।*

কেবল এই কালেই শুক্রাণুর সহিত ডিম্বাণু মিলিত হইয়া ভ্রূণোৎপাদনে সক্ষম হয় কতদিন পর্য্যন্ত ডিম্বকোশ হইতে ডিম্ব বাহির হইয়া জরায়ুতে আসিতে থাকে, তাহার সময় ঠিক নিরূপণ করা যায় না; সাধারণতঃ ৪।৫ দিন হইতে ৮ দিন বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত ডিম্ব নিঃসরণ হইয়া থাকে। বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং স্বাস্থ্যের অবস্থাভেদে এই সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ডিম্ব নিঃসরণের কাল অতীত হইলে পরবর্ত্তী ঋতু কাল পর্য্যন্ত গর্ভ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ধারণা আছে; উল্লিখিত মত প্রাচীন কাল হইতে সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা স্বতন্ত্র এক মত উদ্ভূত হইয়াছে। উহা পূর্ব্বের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে অনেকে এই শেষের মতের সমর্থন করিতেছেন। যাহা হউক, সে বিষয়ে

* Graffian Vesicle অর্থাৎ ডিম্বের আবরক ঝিল্লী, Rupture অর্থাৎ ফাটিয়া গিয়াই ডিম্ব (ovum) বহির্গত হইয়া থাকে।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১॥০ মূল্য লওয়া হইবে।

বাদানুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান মতে বর্দ্ধমান ডিম্ব বা জাতমান, ভ্রূণ, অগ্রঋতুর উৎপত্তি নহে, বরং ভ্রূণোৎপাদন দ্বারা রুদ্ধঋতুর অঙ্গ। আধুনিক মতে ঋতু কেবল নষ্ট ডিম্বের পরিবর্জ্জন মাত্র, অর্থাৎ ভ্রূণোৎপাদন না হইয়া যে ovum বা ডিম্বের অপচয় হইয়াছে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া রজসাকারে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং শেষোক্ত মতে ঋতুকালের কয়েক দিন পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিমাসে যে সময় রজঃ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গর্ভ সঞ্চার সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিমাসে যে সময় রজো প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গর্ভ সঞ্চারের প্রকৃত কাল। শেষের মতই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কখন কখন আদ্য ঋতুর পূর্ব্বে গর্ভ সঞ্চার হইতে দেখা যায়, প্রাচীন মতে উহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারা যায় না। অদৃশ্য ঋতু প্রভৃতি নাম দিয়া উহা ব্যতিক্রম বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইত। কিন্তু আধুনিক মতে বেশ বুঝা যায় যে, উহা ব্যতিক্রম নহে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। (ক্রমশঃ)

আমার উপায় কি ?

"আমার উপায় কি ? অশন নাই, বসন নাই, পরিবার প্রতিপালনের অনুরূপ অর্থ নাই, ব্যাধি ব্যসনে বিব্রত আমি, আমার দিন চলে কিরূপে" আজ প্রতি গৃহে, প্রতি হৃদয়ে এই একমাত্র চিন্তা, এই চিন্তায় প্রাণ অহর্নিশি অতীব বিক্ষুব্ধ, কাতর। সোনার ভারত শ্মশান হইতে চলিল; অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, বস্ত্র বিহনে নগ্ন, উলঙ্গ, পীড়াধিক্যে অস্থি চর্ম্মসার পল্লীবাসীর চিত্র একবার মনে করুণ দেখি, আপনার হৃদয় শিহরিয়া উঠিবে, মনে হইবে, বুঝি শ্মশান দৃশ্যও এত ভয়ানক বা হৃদয় ভেদী নহে।

বর্ত্তমান বর্ষে ভারত দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উঠিয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনা যায়, ভারতের আধুনিক অবস্থা ভারতের পক্ষে অতুলনীয়, কল্পনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভিক্ষে দেশ উজাড় হইয়া গিয়াছে, তথাপি খাদ্য দ্রব্য এতাদৃশ দুর্ম্মূল্য হয় নাই; বস্ত্র সঙ্কট ভারত ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম, লজ্জা নিবারণে অক্ষমতা বশতঃ আত্মহত্যা একেবারে নূতন; ম্যালেরিয়ায় দেশ জনশূন্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক সঙ্গে বহুব্যাধির ভীষণ প্রকোপ আর কখন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কথায় বলে 'একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।' ম্যালেরিয়ায় লোক ক্ষয় যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর স্মলপক্স, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা এবার এদেশকে একেবারে শ্মশান করিয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধ বিগ্রহ ভারতবাসীর মনকে উত্যক্ত করিতে সহায়তা করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতে এবার শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এই ত দেশের অবস্থা। কিন্তু দেশের এই দুরবস্থার প্রতিকারের নিমিত্ত কয়জন প্রাণের গভীর আকুলতায়, আগ্রহে আত্মসমর্পন করিয়াছেন। দেশের নেতাগণ শাসন সংস্কার, স্বায়ত্ত শাসন, সত্যাগ্রহ, রাউলাট আইন, সমাজসংস্কার প্রভৃতি লইয়াই মহাব্যস্ত; দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র সমূহ গভর্ণমেন্টকে অযথা আক্রমণ, আর পরচর্চ্চা, নিন্দা, গ্লানি, বিদ্বেষ প্রভৃতির নিয়ত আলোচনা করিয়া থাকেন,—ইহাতে কাগজ বিকায় ভাল কিন্তু দেশের কোন উপকার হয় না; কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স, ডেপুটেশন প্রভৃতির জন্য অনেকে শ্রম ও অর্থব্যয় অকাতরে করিয়া থাকেন। দেশের ও দশের হিতের জন্য আপনার শক্তি সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োজিত করিতে কাহাকেও উৎসুক দেখি না, কি উপায়ে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইবে সে চিন্তা কদাচিত কাহারও মনে উদিত হয়। অথচ সব ছাড়িয়া, সমস্ত ভুলিয়া ইহাই যে আমাদের প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কথায় বলে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী আমরা, আমাদের বৃথা হুজুগে মাতিলে চলিবে না, বাজে আন্দোলন ও আলোচনার ফল নাই; আগে বাঁচিবার উপায় হোক, দু'মুঠা অন্নের যোগাড় হোক, লজ্জা নিবারণের উপায় হোক, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা হোক্, তখন আমরা অন্য বিষয়ের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতে পারি, তখন অন্য চিন্তা বা সাধনা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে না।

দেশের দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু শাসক সম্প্রদায়কে নিন্দা বা দোষী করিলে হইবে না, দেশের দুরবস্থা প্রতিবিধান হেতু কেবল শাসক সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, স্বাবলম্বন চাই। এদেশবাসীর প্রত্যেকের নিজের একটা কর্ত্তব্য, একটা দায়ীত্ব আছে, এবং এই কর্ত্তব্য ও দায়ীত্বের সাধনার উপর দেশের দুর্গতি নিবারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু হায়, এই নিত্য সত্য কয়জন খেয়ালে রাখে!

একমাত্র কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। গোলামীর মোহে এ দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শ্ববৃত্তির নেশা ত্যাগ করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য উন্নত ও অর্থকরী হয়, তাহার জন্য দেশবাসীগণের একান্ত ও অক্লান্ত প্রয়াসী হওয়া উচিত। ধনী আপনার ধন জনের আনুকূল্যে, শিক্ষিত আপনার বিদ্যা বুদ্ধির সহায়তায়, এবং সাধারণে আপনার শক্তি সামর্থের দ্বারা এই পন্থা অবলম্বন করুণ, দেশের দুর্গতি নাশের ইহাই একমাত্র পন্থা। ইহা না হইলে এ দেশের দুঃখ, দৈন্য, অভাব,

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

হাহাকার কখন ঘুচিবে না, এ ভারত চিরদিন যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবে, তাহার জীবন কখনও কিরণোদ্ভাসিত হইবে না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

মাটির বাসন।

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মাটির বাসনের আদর আছে এবং উচ্চ অঙ্গের কাঁচা ও পোড়া মাটীর দেবদেবী মূর্ত্তি যে তৈয়ারি হইত, তাহার প্রমাণ সংগ্রহে অধিক আয়াস পাইতে হয় না। এক্ষণে কলিকাতায় চীনামাটির বাসন প্রস্তুত হইতেছে, চীনামাটির ডিস, প্লেট, পেয়ালা ও দেবদেবী মূর্ত্তি বেশ তৈয়ারি হইতেছে।

যেমন বঙ্গদেশে কোন কোন দেবমন্দির পূর্ব্বকালে বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত পোড়া মাটির ইটে গাথা হইত এবং ঐসকল ইটের উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা হইত, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি দেশেও তদ্রূপ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে মস্‌জিদাদির মেজে দেওয়াল, থাম ইত্যাদি সুশোভিত করিবার জন্য বিবিধ বর্ণের ও চিত্রের চিক্কণ (Glazed) টাইল প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে মধ্য-ভারত ও পশ্চিম প্রদেশসমূহে যেমন এক সময়ে পাথরের উপর হিন্দুভাস্করদিগের কারুকার্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির, কবর ও কীর্ত্তিস্তম্ভাদিতে বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তরখচিত কারুকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চিত্রের বার্ণিস করা বা চিক্কণ (Glazed) পোড়ামাটির ইট ও টালিরও সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা উপরি উক্ত উভয়বিধ শিল্পকার্য্যই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত ছাঁচে ঢালা ইট আর প্রস্তুত হয় না এবং উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে যে সকল রঙ্গীণ টালি প্রস্তুত হইত, তাহা আজকাল অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, পোড়ামাটির রঙ্গীণ টালির চিত্র-শিল্প চীনদেশ হইতে আনীত হয়। এইজন্য পাঞ্জাবের যে সকল মুসলমান কারিকর এই কার্য্যে এখনও রত, তাহাদিগকে "চিনিগর" বলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আদিস্থান সমরকন্দ ও পারস্যদেশ। শেষোক্ত প্রবাদটী যে মিথ্যা, তাহাও মনে হয় না, কেন না, পারস্যদেশের কার্পেট জগতে অতুলনীয়। ঐ কার্পেটের মনোহর লতাপাতার আদর্শে ই এই সকল রঙ্গীণ টাইল সম্ভবতঃ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিল্প এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর সেরূপ বিবিধ চিত্রের ইট বা টালির আদর নাই। সুতরাং ক্রমেই সে ব্যবসায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কালের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে ? একদিকে মুসলমান-শাসনের অধঃপতন হইল, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত শিল্পিকুলের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। দেশবাসীগণের নিকট হইতে শিল্পিগণের অর্থাগমের পথ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে ইংরেজদিগের রাজত্ব সময়ে উক্ত শিল্পিগণের উপার্জ্জনের এক অভিনব পন্থা উদ্ভূত হইল। ইংরেজগণ দেখিলেন যে, ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হইলে, তাঁহাদিগের গৃহাদি সুসজ্জিত হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজদিগের অনুগ্রহে আজকাল বহুবিধ লোটা, থালা, সুরাহি (কুঁজা) প্রভৃতি পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কচ্ছদেশ, জয়পুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য দেশীয় বড়লোকদিগের ভবনে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ইংরেজদিগের বাসগৃহমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল হইতে এই শিল্পের সমাদর বৃদ্ধি হওয়াতে আজকাল দুই একটী শিল্প-বিদ্যালয়ে বৎসরে বৎসরে অনেক রকম মাটির বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ শিল্প-বিদ্যালয়েও ইহা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের দ্রব্যগুলি এতই সমাদৃত হয় যে, টেলরী নামক কোন সাহেব এক্ষণে একটী কারখানা খুলিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে দিল্লী, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য ইউরোপের নানাস্থানের অধিবাসিগণের গৃহে শোভা পাইতেছে। সিন্ধুদেশের হালা নামক স্থানের বৃহদাকার মাটির দ্রব্যগুলির কোন কোনটীর মূল্য দুই শত টাকারও অধিক। এগুলি প্রধানতঃ পীত ও ধূসরবর্ণের রঞ্জিত। বোম্বাই সহরের টেলরী সাহেবের কারখানার দ্রব্যগুলিও অধিকাংশ ঐরূপে চিত্রিত ও রঞ্জিত। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মাটির বাসনগুলি প্রায়ই ফিকে নীল জমির উপর গাঢ় নীল রঙে প্রস্তুত। পাঞ্জাবের মধ্যে মুলতান সহরেই এইরূপ উৎকৃষ্ট নীলরঙের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। কলিকাতায় ১৮৯৩-৯৪ সালে যে সার্ব্বভৌমিক প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়, তথায় ভারতবর্ষের যে সকল মাটির বাসন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাছা বাছা দ্রব্যগুলি ভারতগবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া কলিকাতা যাদুঘরে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল বিভাগে সাধারণের দেখিবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের আর আর শিল্প যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানকার সামান্য মাটীরবাসনও তদ্রূপ বর্ত্তমান

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

যুগে ইউরোপের অধিবাসীগণের চিত্তাকর্ষণে কোন অংশে হীন নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ধনীগণ, বিশেষতঃ রাজা মহারাজা প্রভৃতি যদ্যপি এই শিল্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। কঃ

অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত বাঙ্গালী কর্ম্মবীর

শ্যামাচরণ সরকার।

অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অতুল অধ্যবসায় গুণে যাঁহারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, শ্যামাচরণ সরকার তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র সরকার, স্থানীয় জমিদারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। ইঁহারা ব্রাহ্মণ।

হরচন্দ্র সরকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, হিন্দু ক্রিয়া কলাপে ব্যয় করিয়া মৃত্যুকালে পরিবারগণের ভরণপোষণের জন্য এমন কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যদ্দারা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

পিতার মৃত্যুর পর, শ্যামাচরণ মামজোয়ানের পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা মাত্র পাইয়া ছিলেন, তাহার পর তাহার এক পিতৃব্য কৃষ্ণ নগরে থাকিতেন, তথায় থাকিয়া পারসী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শ্যামাচরণ স্বীয় সমস্ত পাঠ্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া লইয়া পাঠ করিতেন, পুস্তক কিনিবার সংস্থানও ছিল না, শ্যামাচরণের যখন বয়স ২০ বৎসর, তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার পুরাতন প্রভু রিড্ সাহেবের নিকট ১০৲ মাসিক বেতনে একটী মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু একবৎসর পরে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণনগরের রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের এই সময়ে পটলডাঙ্গায় একটী বাসা ছিল, শ্যামাচরণ তাঁহার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এত অধিক বয়সে কোন স্কুলেই তাঁহার ভর্ত্তি হইবার সুবিধা না হওয়ায় তিনি বাসায় থাকিয়াই প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার মধ্যে তাঁহাকে স্বয়ং রান্ধিয়া খাইতে হইত, পানীয় জল তুলিতে হইত।

তখন জলের কল ছিল না, কলসী করিয়া পটলডাঙ্গা গোলদীঘি হইতে স্কন্ধে করিয়া জল বহিতে হইত। এখনকার বাবু ছেলেরা শুনিয়াই হয়ত আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন।

শ্যামাচরণ একদিন গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইয়া এক সাহেবকে বাঙ্গালা এবং পারসী শিক্ষা দিবার জন্য স্বীকৃত হইয়া সময় নির্দ্ধারণ করিয়া আইসেন, ইহা দ্বারা তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহার এক পয়সাও নিজে লইতেন না, তাঁহার জননীকে মামজোয়ানে পাঠাইয়া দিতেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ মাদ্রাসায় অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন এবং মাদ্রাসার প্রধান মৌলবীর নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি সেন্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যাপকগণের নিকট হইতে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এই সময় তাহার অহরহ কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া যাইত। তিনি ১৬।১৭ ঘণ্টা প্রতি দিন রাত্র পরিশ্রম করিয়া এ সকল কঠোর ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। তাহার ঐ পদের বেতন ছিল ৭০৲। শ্যামাচরণ এই সুযোগে কলেজের সংস্কৃত শিক্ষকগণের নিকট হইতে সংস্কৃতশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

তাহার পর তিনি সদর আদালতের পেস্কার হন। তাহার পর ক্রমোন্নতি হইতে হইতে সুপ্রীম কোর্টের দ্বিভাষীর পদ লাভ করেন। প্রতিভার পুরস্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার এই পদের বেতন হইল মাসিক ৮০০৲ টাকা!

শ্যামাচরণ প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের ব্যবস্থা শাস্ত্র পাঠ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সংস্থাপিত আইনঅধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্দু হইয়াও মুসলমানদের ব্যবস্থা শাস্ত্রের উপর নিজে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, শ্যামাচরণের তুল্য মুসলমান ধর্ম্মের আইনজ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই।

শ্যামাচরণ সরকার প্রণীত "ব্যবস্থা-দর্পন" এবং "ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা" আইন ব্যবসায়ীগণের অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক।

শ্যামাচরণের অবস্থা এখন খুবই উন্নত। প্রতিভা, অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের আর্থিক অবস্থার সহিত অনেকের যেমন মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, শ্যামাচরণের তাহা হয় নাই। তিনি দরিদ্র বালকগণকে নিজের বাসায় রাখিয়া অন্ন বস্ত্র

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইবে।

এবং সমস্ত ব্যয় দিয়া শিক্ষা লাভের সাহায্য করিতেন। মামজোয়ান গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বহু অসহায় বিধবার ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতেন। তিনি অতি সরলভাবে লোককে নিজের শৈশবের, দীনতার কাহিনী বর্ণন করিতে লজ্জিত হইতেন না। বিলাসিতা কখনও শ্যামাচরণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই কর্ম্মবীর ইহলোক পরিত্যাগ করেন, কিন্তু আজও শ্যামাচরণের স্মৃতি অমর অক্ষয়। এখনকার বাবু ছেলেরা এমন সকল অমর কাহিনী শুনিতে বিশেষ উদগ্রীবও নহেন। এমন ছেলে বাঙ্গালায় আর জন্মাইতেছে না। আগামী বারে আবার দেখাইব, হীন অবস্থা হইতে আরও কতজন উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

এখনকার ছেলেদের মত যদি অহরাত্র সোনার চশমা, চেন, ঘড়ী, এসেন্সের ছড়াছড়ি পাইত, তাহা হইলে না জানি তখনকার ছেলেদের আরও কি হইত। কিন্তু এখনকার ছেলেদের এই খানেই অধঃপতনের সূত্রপাত। এত বিলাসীর আবার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকে? দুঃখের কথা বলিব কি, ছেলে কোমর সোজা করিয়া বসিয়া পড়িবার শক্তি রাখে না, বালিশ চাই, গ্রহ কি কম!

শ্যামাচরণ দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা, পারসী, আরবী, গ্রীক, লাটীন সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে রান্ধিয়া খাইতে হইয়াছে, জল তুলিতে হইয়াছে, বাজার করিতে, কাঠ চেলাইতে হইয়াছে, সেই লোকের কর্ম্মফল ভাল না হইবে কেন? সে নাম অমর না হইবে কেন? আধুনিক অধিকাংশ ছেলেতে আর এগুণ দেখা যায় না। যাহারা আছে, তাহারা নিশ্চয়ই সংযমী, বিলাস শূন্য, অমায়িক। ধোপে টিকিবার মত শরীর চাইতো। এখনকার ছেলে অতি বিলাসী, সেইজন্য Delicate health। ধোপে টিকিবার শক্তি কৈ যে শ্যামাচরণ সরকারের ন্যায় পরিশ্রম করিবে?

House-hold informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

তৈল শুভ্র করিবার প্রণালী।—১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রাবণ করিয়া সেই দ্রাবণে তৈল ঢালিয়া রীতিমত নাড়িলে তৈল বর্ণ হীন হয় বটে, কিন্তু একরূপ তীব্র গন্ধ বাহির হইতে থাকে। কিন্তু গঁদ মিশ্রিত জলে তৈল রীতিমত নাড়িয়া লইয়া কাষ্ঠ কয়লার চূর্ণ তাহাতে ফেলিয়া দিয়া অবশেষে ইহাকে রীতিমত নাড়িয়া লইলে ইহাকে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করতঃ পেট্রোলিয়াম বা ইথার সহযোগে তৈল বাহির করিয়া লইলে তৈল অস্বাভাবিক গন্ধহীন ও শুভ্র হইয়া যায়। ইথারকে পুনরায় পরিশ্রুত করিয়া আদায় করিলে অস্বাভাবিক গন্ধহীন ও শুভ্র হইয়া যায়। ইথারকে পুনরায় পরিশ্রুত করিয়া আদায় করা যাইতে পারে।

মৌমাছি, বোল্‌তা ইত্যাদির দংশন।—বিসমাথ্ সাব নাইট্রেট ও গ্লিসরিণ সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া যে মলম হইবে, তাহা আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে আরাম হয়। অথবা ২০ ভাগ জলে এক ভাগ কারবলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে হয়। বোল্‌তা বা মৌমাছি দংশন করিলে লাইকার এমোনিয়া ১ ভাগ, জল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে লাগাইতে হয়। এমোনিয়া না থাকিলে চাখড়ি, সোডা বা অন্য কোনরূপ ক্ষার ধর্ম্ম দ্রব্য লাগাইলেও চলে।

পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি কৃষ্ণবর্ণ করিবার উপায়—(১ম) ৪ ½ আউন্স এমোনিয়ায় ½ আউন্স কপার কারবনেট দ্রবীভূত করিবার সময় ক্রমাগত ঘাঁটিতে হইবে। ইহাতে ½ পাইন্ট জল ঢালিতে হইবে। যে পাত্র কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইবে, তাহাতে একটা পিত্তলের বা তামের তার বাঁধিয়া ঝুলাইয়া ডুবাইয়া দিতে হইবে। অল্পকাল পরে দ্রাবণ হইতে উত্তোলিত করিতে হইবে। ইহাতে যে কৃষ্ণবর্ণ হইবে, সেই বর্ণ বিশেষ স্থায়ী হইয়া থাকে।

(২য়)—সিল্‌ভার নাইট্রেট ও কপার নাইট্রেটের রীতিমত ঘন দ্রাবণ দুইটি বিভিন্ন পাত্রে রক্ষা কর। এই দুইটী অল্পে অল্পে মিশ্রিত করিয়া পিত্তল পাত্র তাহাতে নিমজ্জিত কর। কিয়ৎ কাল পরে দ্রাবণ হইতে পাত্র উত্তোলিত করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে উত্তাপ প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ কৃষ্ণকায় করা যাইতে পারে।

(৩য়) এক চিমটা ভূষা একখণ্ড প্রস্তরে রক্ষা কর। ৪।৫ ফোটা গোল্ড সাইজ ছুরী বা স্প্যাচুলা দ্বারা রীতিমত মিশ্রিত কর। দ্বিগুণ পরিমাণ তারপিন তৈল মিশ্রিত কর। পরে তুলির দ্বারা পিত্তল গাত্রে লাগাইয়া দাও।

সমগ্র ধাতব পাত্রে ব্যবহারার্থে কৃষ্ণবর্ণ। ৪ ভাগ তারপিণ, ২ ভাগ কোপাল, উৎকৃষ্ট কয়লা চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণ মিশাইয়া সরের

ন্যায় ঘন কর। রীতিমত মাড়িয়া মিহি কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া ফেল। অতি সত্বর ব্রাসের দ্বারা ধাতব পাত্রে লাগাইয়া দাও। উত্তপ্ত গৃহে বা ষ্টোভে শুষ্ক করিয়া লও।

জুতার কালি (১ম) (ডে এণ্ড মার্টিন)। অস্থিঅঙ্গার চূর্ণ ও স্পার্ম তৈল রীতিমত মিশ্রিত কর। ঝোলা গুড়ে সামান্য ভিনিগার দিয়া উক্ত তৈল মিশ্রিত অঙ্গার চূর্ণ ঢালিয়া দাও। সামান্য পরিমাণ জল মিশ্রিত ক্ষীণ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত কর। এসিড ঢালিলেই বুদ্বুদ উঠা বন্ধ হইলে ভিনিগার ঢালিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পাতলা করিতে হইবে, অতঃপর বোতলজাত করিলেই হইল।

(২য়) সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট জুতার কালী। ১ পাউণ্ড সর্ব্বোৎকৃষ্ট আইভরি ব্লাক, ১ পাউণ্ড ঝোলাগুড়, ৮ চামচে সুইট অয়েল, ২ কোয়ার্ট ভিনিগারে দ্রবীভূত ১ আউন্স গাম আরেবিক এবং ½ পাউণ্ড সালফিউরিক এসিড।

জুতার তরল কালী।—গাম আরেবিক ৪ আউন্স, ঝোলাগুড় ১ ½ আউন্স, কাল উৎকৃষ্ট কালি ½ পাইণ্ট, ভিনাগার ২ আউন্স। স্পিরিট ১ আউন্স। গাম কালিতে দ্রবীভূত কর, তাহাতে তৈল ঢালিয়া দাও। খলে করিয়া রীতিমত মাড়িয়া লও। পরে ভিনিগার ঢাল, সর্ব্বশেষে স্পিরিট।

কাচে লিখিবার প্রণালী।—বেরিয়াম সালফেট্‌ ৩ আউন্স, আমোনিয়াম ফ্লুওরাইড ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিতে হইবে। সমস্ত মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শীসার পাত্রে ইহা প্রস্তুত করা উচিত। এই অর্দ্ধ তরল পদার্থ শীসার বোতলে রাখা প্রয়োজনীয়। অতঃপর কাচের গাত্রে যে স্থানে লিখিতে হইবে, তথায় প্রথমে মোম গলাইয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর সূচিকা দ্বারা মোমের উপর জোরে জোরে লিখিতে হইবে, যেন মোম ভেদ করিয়া কাচের পৃষ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর পেনকুইল বা ক্যামেল হেয়ার তুলিতে করিয়া সেই লিখিত স্থানে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ তরল পদার্থ লাগাইতে হইবে। যখন বেশ কাচ খোদাই হইয়া যাইবে, তখন বেশ করিয়া ধুইয়া মোম তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

আলুর উপাদানকে দৃঢ়ীভূত করিবার উপায়।—৪ ভাগ সালফিউরিক এসিড, ৫০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎপরে আলুগুলি ছাড়াইয়া তাহাতে ৩৬ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবার পরে ছাঁকিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া খুব চাপিয়া রাখিলে সেই আলু অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। অধিক পরিমাণে চাপ দিতে পারিলে উহা এরূপ কঠিন হয় যে, তাহা হইতে বিলিয়ার্ড বল তৈয়ারী হয় এবং সে গুলি দেখিতে ঠিক হস্তি-দন্তের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। উহা ছাড়া ঐ কঠিন আলু হইতে খোদাই করিয়া অনেক প্রকার কারুকার্য্য করিতে পারা যায়, এমন কি ছাপিবার জন্য বড় বড় অক্ষর ও উহা হইতে হইয়া থাকে।

পালিস করিবার রুজ তৈয়ারী করিবার প্রণালী।—হীরাকস গরম জলে ভিজাইয়া সমস্ত গলিয়া যাইলে ছাঁকিয়া লইয়া ঘন অক্‌জালিক এসিডের দ্রাবণে মিশাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে, পাত্রের নিম্নে হরিদ্রাবর্ণের কর্দ্দমবৎ এক প্রকার পদার্থ অধঃস্থ হইয়াছে। তাহা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া একটু ভিজা থাকিতেই সে গুলি একটা লোহ-কটাহে কাঠ কয়লার আগুনে গরম করিতে হইবে। বেশ গরম হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহা লাল গুঁড়ায় পরিণত হইয়াছে। তাহাই রুজ। এই রুজ দ্বারা গহনা পালিস হয়।

ট্যান্ করা চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ করিবার উপায়।—প্রথমে শতকরা ১০ ভাগ ট্যানিক এসিড দ্রাবণের দ্বারা চর্ম্মকে ঘর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর শুষ্ক হইয়া যাইলে শতকরা ১০ ভাগ হীরাকস দ্রাবণ লাগাইতে হয়, ইহাতে চর্ম্ম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, অথচ কর্ম্মকারের পক্ষে নিরাপদ।

(Editor's Note Book)

নানাকথা।

মহাকবি কালীদাস।

সেদিন নবদ্বীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হয়। পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কলিকাতা হইতে নবদ্বীপের এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ৩টী বক্তৃতা করিয়া, মহাকবি কালীদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সাব্যস্ত করিয়াছেন, সভাস্থ সকলেই "কালীদাস বাঙ্গালীকবি" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন কবি কালীদাস ,বাঙ্গালায় নিজস্ব হইয়া গেলেন।

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বর্ষারম্ভ।

৫ই জুন হইতে কলিকাতায় বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার অনেক স্থান হইতেই বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, অতিশয় গরম পড়িয়াছিল, এখন একটু বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কৃষির অবস্থা ভাল হইলেই মঙ্গল।

রেলের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।

রেলের কর্ম্মচারীগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য যে আবেদন করিয়াছিল, রেলকর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বিশেষঃ সদ্বিবেচনায় পরিচয় দিয়াছেন, নচেৎ রেলেও ধর্ম্মঘট হইত, গাড়া চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত।

ডাকপিয়নদের ধর্ম্মঘট।

১৫৲ টাকা বেতনে পেট চালান দায়, সেইজন্য ২০টী টাকা বেতন প্রার্থনা করিয়াছিল, হতাশ হইয়া ধর্ম্মঘট করে। ফলে ধর্ম্মঘটের খাজাঞ্চীর ২০ দিন কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ, আর ৫জন ধর্ম্মঘটের নেতার তিন সপ্তাহ করিয়া মেয়াদ, ও ৮ জনের জরিমানা হইয়াছে। যাহারা বাকী ছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া সেই পুরাতন বেতনেই পুনরায় কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। "উদরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।" ভগবান মানুষের নাক মুখ চোক, কান, বুদ্ধি সবগুলি বেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাঝখানে এদেশের লোকের উদর মহাশয়কে দিয়াই যতগোল বাধাইয়াছেন, এ পেটের উপায় আজকালকের বাজারে কঠিন সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে।

চাউল ও ধান্য।

সকৌণসিল গভর্ণমেণ্ট সাধারণকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহাদের, ৫০ মনের অধিক চাউল বা ধান্য মজুত আছে, তাহারা যেন ১৬ই জুনের মধ্যে গভর্ণমেণ্টকে তাহা জ্ঞাত করেন। উদ্দেশ্য ?

কাবুলের যুদ্ধ।

কাবুলের যুদ্ধের বোধ হয় শীঘ্রই অবসান হইবে। সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। শুভস্য শীঘ্রং।

কবির উপাধি বর্জ্জন।

কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর জগদ্বিখ্যাত কবি। তিনি পাঞ্জাবের কয়েকটী স্থানীয় দাঙ্গা নিবারণ কল্পে কর্তৃপক্ষ যে সকল প্রতিকার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহাতে তাহার প্রাণে আঘাত লাগায় তিনি তাঁহার "নাইট্" উপাধি বর্জ্জন করিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের

উপদেশ।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে কাপেনের কাপড় কিন্‌বে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। মান্দ্রাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণ স্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, বই-এর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় কর্‌ছেন। কিন্তু তা নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন। আমাদের বাঙ্গালাদেশে Text-book ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়, কিন্তু নটেশন্ Text-book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান্ না। তাঁ'রা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান্; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি নানাপ্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। সংপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বল্‌তে হয়, সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তক বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায়, "People's Library" প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলা দেশে "টেক্সট বুক কমিটি"র অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে রসায়ন সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার জন্যে "ল্যাবোরেটরী" চাই। কিন্তু জন্তু সম্বন্ধে কৌতুহল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণীবিজ্ঞান" লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাট্‌তি হ'লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন, সেখানা 'টেক্সট্ বুক কমিটি'র (Text-Book Commitee) অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইনস্পেক্টার পূর্ব্ববাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন; ব্যস নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব।

বাঙ্গালী যুবকের অদ্ভুত রাসায়নিক আবিষ্কার।

—০):০:(০—

১৭ বৎসর বয়স্ক মিঃ ই, দত্ত কয়েকটী রাসায়নিক আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইনি বারিষ্টার, পি সি দত্তের পুত্র, তিনি মধ্য প্রদেশে বাস করেন।

বালকের বাল্য জীবনের অধিকাংশ সময় বিলাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। মিঃ দত্ত কখনও কলেজে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। পিতার খনি হইতে প্রস্তরাদি কুড়াইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং মার্শ-গ্যাস (Methane or Marsh-gas) নামক অতি আবশ্যকীয় গ্যাস, অতি অনায়াসে এবং সহজে প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এই গ্যাস দ্বারা মটর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বহু শিল্পোন্নতি সহজ সাধ্য হইবে। এই মার্শ—গ্যাস কয়লার খনিতে প্রায়ই উঠিয়া থাকে। এখন যেখানে সেখানে প্রস্তুত হইবে। গবর্ণমেন্ট ৪বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জব্বলপুর রসায়নাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার অধিকার দেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মার্শ-গ্যাস আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু গবর্ণমেন্ট পাছে জার্মনগণ যুদ্ধের সময় জানিতে পারে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া জিপ্‌সম হইতে বিশুদ্ধ গন্ধক ও সোডা, কার্ব্বনেট অফ্ সোডা এলুইমিনা এবং প্রস্তর হইতে পটাস বাহির করিবার উপায়ও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় সওদাগরগণ পেটেন্ট ক্রয় করিয়া ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২ কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটা কারখানা আরম্ভ হইয়াছে, ২ বৎসরে মধ্যেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমেরিকা, জর্ম্মণী প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্য্যের জন্য পটাশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিঃ দত্তের আবিষ্কৃত উপায়ে সাধারণ পর্ব্বতের প্রস্তর হইতে প্রচুর পটাস বাহির হইতে পারিবে এবং তাহা ইয়োরোপ আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া ভারতের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি করিতে পারিবে। মিঃ ই, দত্ত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তিনি বাল্য বয়সে লণ্ডনেই থাকিতেন এবং সেন্টপলস্ প্রিপেয়ারেটরী স্কুলে মাত্র অধ্যয়ন করেন। এই লণ্ডনে থাকিবার সময়ে রসায়ণ শিক্ষালিপ্সা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তাঁহার পিতা বারিষ্টার, কিন্তু তাঁহার ভূ-তত্ত্ব বিদ্যায় আসক্তি আছে এবং সখের ভূ-তত্ত্ব বিদ্। পুত্রের রসায়ণ শাস্ত্র পাঠে আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তিনি তাঁহার জব্বলপুরের বাঙ্গালায় বালকের জন্য একটী ক্ষুদ্র রসায়ণ পরীক্ষাগার করিয়া দেন, সেই স্থান হইতেই তিনি উপরোক্ত দ্রব্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুণ। মিঃ দত্ত বাঙ্গালার গৌরব। কার্য্যকরী রসায়ণে এদেশের ছেলের কৃতকার্য্যতা আমরা এই প্রথম শুনিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিঃ দত্ত এখন বোম্বে অবস্থান করিতেছেন।

Medical.

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তথ্য।

সূতিকা জ্বর।

—:০:—

রোগিনীর বয়স ২৫।২৬ বৎসর, ৪টী সন্তানের জননী। এবারে প্রসবের পূর্ব্বে রোগিনী দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল ছিলেন। তাহাতে অবশ্য এলোপাথিক চিকিৎসাই হইয়া ছিল। অন্যান্য বার যেমন সহজেই সন্তান প্রসব হইত, দুর্ব্বলতা বশতঃই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, প্রসবের সময় কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি প্রসবের জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল। প্রসূতি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। নানা উপায়ে স্থানীয় ডাক্তার সন্তানটীর চৈতন্য সম্পাদন করেন, কিন্তু সন্তান ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময় সেই বাড়ীতে আর একটী অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। রোগিনী সেজন্য শোকাকুল ছিলেন। যে ডাক্তার দেখিতে ছিলেন, তিনি রোগিনীর বিশেষ আত্মীয়, তাহার একটী চতুর্দ্দশ বয়স্ক পুত্র অকস্মাৎ রক্ত প্রস্রাব হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এই কারণে বাড়ীতে ঘোর শোকের কারণ উপস্থিত হয়।

প্রায় ৪ দিনের পর প্রসূতির শীত করিয়া জ্বর হয়, প্রবল মাথাধরা, হস্ত, পদের জ্বালা, ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, প্রচুর জল পিপাসা, নিম্নোদরে দারুণ বেদনা। রোগিনীর যন্ত্রণায় আর বাঁচিলাম না ইত্যাদি হতাশা জ্ঞাপক কথা বলিতে থাকে। সামান্য সামান্য Lochia যাহা নিঃসরণ হইতে ছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। জ্বর ১০৫, জীহ্বা শ্বেতবর্ণ, শুষ্ক, অল্প অল্প প্রলাপ। পেটের এত বেদনা যে রোগিনী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

চিকিৎসা।

একোনাইট—১ দঃ ২ ফোঁটা প্রায় ২ আউন্স জলে দিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ৩বার সেবন করাইবার ব্যবস্থা। প্রথম দিন ঔষধ

সেবনের ১ ঘণ্টা পরে জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল, অস্থিরতা অনেক কমিয়া গেল, পিপাসা কম। ৩বারই ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল। ভোর ৪ টার সময় রোগিনী সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। এখন জ্বর ৯৯, মাথাধরা অতি সামান্য।

বেলা ৭টা পর্য্যন্ত নিদ্রার পর রোগিনী জাগরিতা হইলে দেখা গেল, জ্বর ৯৮॥০ পিপাসা নাই, মাথাধরা নাই। কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে যাইলে তলপেট ও কোমরে দারুণ বেদনা—স্রাব বন্ধ। সমস্ত দিন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল না। নড়িতে চড়িতে বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধতা। বেলা ৪টার সময় পুনর্বার জ্বর রাত্রিতে জ্বর সেইরূপই ১০৫ ডিগ্রি, পুনরায় একোনাইট ১ দঃ ২ মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়ায় প্রাতে জ্বর ৯৮॥০। বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত কোন ঔষধ দেওয়া হইল না। কেবল গমের ভূষিকে, কাট খোলায় ভাজিয়া তলপেট সেকের ব্যবস্থা করা গেল।

বেলা ১২টার সময় ব্রাইয়োনিয়া ৬, আর সেদিন জ্বর হইল না, বৈকালে একবার কঠিন গুটলে মল বাহ্যে হইয়াছিল।

রাত্রিতে ১ মাত্রা ব্রাইয়োনিয়া ৬ দেওয়া হয়। পথ্যের মধ্যে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। রোগিনী সাগু খাইতে নারাজ। প্রাতে একটু একটু স্রাব দেখা যাইতে লাগিল, গমের চোকলের সেক্ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। পেটের বেদনা অনেক কমিয়াছে। কোন ঔষধই আর দেওয়া হইল না। অদ্যও আর জ্বর হইল না।

পরদিন প্রাতে রোগিনী অন্য সর্ব্ব বিষয়েই সুস্থ, কিন্তু নড়িলে চড়িলে এখনও বেদনা অনুভব করিতেছেন।

সেকের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ, স্রাব কাল্‌চে কাল্‌চে, কিন্তু দুর্গন্ধ বিহীন।

সন্ধ্যায় ব্রাওনিয়া ৩০ একমাত্রা। ইহার পর আর ঔষধ দিতে হয় নাই, দিন দিন রোগিনী সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ একোনাইট এবং ব্রাইয়োনিয়া দ্বারাই রোগিনী আরোগ্য হইলেন, আর অন্য কোন ঔষধই দিতে হয় নাই।

S. P. C.

(Agriculture)

গার্হস্থ্যকৃষি।

--:০:--

জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সময় কতকগুলি গার্হস্থ্য দ্রব্যের আবাদ করিলে বর্ষায় তরকারীর দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। আমরা পুরুষ রতন—খাইবার সময় খাইতে পাইলেই হইল, না পাইলে ক্রোধে সকলকে সন্ত্রস্ত করিতে থাকিব, কিন্তু এদিকে একটু মনোযোগ দিলে সংসারের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং নানাপ্রকার তরি তরকারী খাইতে পাওয়া যায়। এই সময় পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীগণ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে লাউ, শসা, কুমড়া নানাপ্রকারের ডাটাশাক সবজীর আবাদ নিজেরা করেন বলিয়া বর্ষাকালে অনেকটা তরকারীর কষ্ট লাঘব হইয়া থাকে এবং আমাদের বাবুত্ব বজায় থাকে। আমরাও যদি তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া এই গার্হস্থ্য কৃষি কার্য্যের একটু উন্নতি করি, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইয়া যায়।

এই সময়ে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পতিত জমীতে শশা, লাউ, কুমড়া, ডাঁটা প্রভৃতির চাষ করিতে হয় এবং এই সকল ফসল বাস্তর দোআঁস মাটীতেই জন্মে ভাল। ঝিঙ্গে, শসা, লাউ কুমড়ার বিস্তারিত চাষের বিবরণ লিখিয়া আর পাঠককে অধিক পণ্ডিত করিতে চাহিনা, এসকলের চাষ আমাদের গৃহলক্ষ্মীরাও করিয়া থাকেন, আমাদিগকে অপেক্ষা বরং তাঁহারা একাজে পণ্ডিতা। আমাদিগকেই রোগে ধরিয়াছে, তাই ন্যাকা সাজিয়া ধানগাছে ক'খানা কড়িকাঠ হয় জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হই না। খাই ভাত, অথচ ধানগাছ চিনি না বলিয়া ক্যালকে শিয়ান সাজিয়া বসি, যেন ধানগাছ চিনি বলাটাও অসভ্যতা। কিন্তু কলিকাতার মহিলাগণও ছাদের উপর চাষ করিয়া উচ্ছে, বেগুণ, করলাদি উৎপন্ন করেন। এই জন্যই বাঙ্গালীর মেয়ে লক্ষ্মীস্বরূপিনী। ইহারা না থাকিলে আমরা খাইতেই পাইতাম না। সেই অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিনীদিগকেও নিজের খেয়ালে বিলাসিনী করিয়া ও বিবি সাজাইয়া সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি। যাক এই সময় ঐ সকল ফসল জন্মে, কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিলাম।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১॥০ মূল্য লওয়া হইবে।



কেমন করিয়া বড় লাউ জন্মান যায়।

লাউ গাছে লাউ ফলিতে আরম্ভ হইলে একেবারে অনেকগুলি লাউ ধরিয়া থাকে। তাহার কতক খসিয়া পড়িয়া যায় এবং কতক বড় হয়। এই সকল লাউয়ের ২।৪ টাকে একটা উপায়ে খুব বড় করা যাইতে পারে। আমরা ইহা একখানা আমেরিকান কাগজে পড়িয়াছিলাম এবং পরীক্ষাও করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। এটা আমেরিকান পদ্ধতি হইলেও আমাদের দেশে ইহা অভিনব নহে। কারণ উপরোক্ত প্রক্রিয়া, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ জ্ঞাত আছে, এবং এই উপায়ে তরমুজ বড় ও সুস্বাদু করে। উপরে যে চিত্র দেখিতেছেন, তাহাতে কেমন করিয়া জল-প্রধান ফল, যথা লাউ, কুমড়া তরমুজ প্রভৃতিকে অতি শীঘ্র আকারে বড় করা যাইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। লাউ ধরিতে আরম্ভ হইলে, ৩।৪টা লাউয়ের জালীকে বাছাই করিয়া তাহাদের বোঁটা গুলিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া এক গোছা সূতা বা পাট, যাহার জলশোষণের ক্ষমতা আছে, তাহাই ঐ বিদারিত বোঁটার মধ্য দিয়া এধার ওধার চালাইয়া দিন। ২টী মুখ একত্র করত একটা পাত্রে জল রাখিয়া ঐ সূতার দুই মুখ যাহা বোঁটার মধ্য দিয়া আসিয়া একত্রিত হইয়াছে তাহা ঐ পাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দিন। ২।৪ দিন পরেই দেখিতে পাইবেন যে, সূতার মধ্য দিয়া জল টানিয়া ফলটী নিতান্ত বিলক্ষণ বড় হইয়া যাইতেছে। যদি লাউ বা কুমড়ার মাচা উচ্চ হয়, তাহা হইলে এক একটী বাঁশের খোঁটা পুঁতিয়া শিকা দ্বারা মালসা ঝুলাইয়া তাহাতে জল দিয়া সূতা সংলগ্ন করা যাইতে পারে। বাঁশের খোঁটা এমন ভাবে উচু থাকা উচিত, তাহাতে মালসা ঝুলাইলে অতি অনায়াসে সূতাটী মালসার জলস্পর্শ করিতে পারে।

যাহারা তরমুজের চাস করে, তাহারা ঐরূপে জলপাত্রে সূতা সংলগ্ন করিয়া দেয় এবং সেই জলে চিনি বা গুড় গুলিয়া দিয়া থাকে। সকলেই এইটী পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। ফল বড় হইলে তাহার মূল্যও বৃদ্ধি হয় এবং লোকেও আদর করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে।

জমিদারের সৎচেষ্টা।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, মেদিনীপুর জেলার মুগবাড়িয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয় মুগবেড়িয়াতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প, কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। গঙ্গাধর বাবুর বিদ্যালয়ের [illegible] আছে। "কাজের লোক" পত্রের তিনি প্রথমাবধিই গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক। ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্য সফল এবং তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন। যিনি আজ দেশের [illegible], তিনিই প্রকৃত বড়লোক এবং মানুষ।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

THE CRYSTALIZED FRUITS

—:o:—

This can be made at home very nicely. Select nice firm fruit Cook it a little in clear water, the amount of cooking you will soon learn. Place the cooked fruit into very thick sirup and let it stand for about 2 days; then drain off the sirup which will now be very thin, and boil it down until it is thick again. Put in the fruit and let it heat through and stand for about 4 days, then repeat the process letting it stand longer time.

When the sirup no longer gets

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

thin, remove the fruit and dry it in the sun or in an evoporator with gentle heat. It may be rolled in granulated suger to fully dry it and then may be packed in boxes for use. By using the first sirup for jelly and making up some entirely new, the process can be hastened and the fruit will be dry better; but will not be of quite so good a flavor. Try it, this is a good American process.

ভারতে বহুপ্রকার ফল জন্মে, এবং সে সকলের অনেক ফল অন্য দেশে জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে ফলকে চিনির রসে দানাদার করিয়া লইয়া কত দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অসংখ্য প্রকারের ফল থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সেই সকল ফলকে কেমন করিয়া দানাদার করিয়া লইতে হয়, তাহা জানিনা। ভারতীয় ফল এদেশ হইতে Crystallized হইয়া বিদেশে যায় কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি। কিন্তু উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় এদেশের ফল অনায়াসে বিদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে। এই জন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াটী কোন আমেরিকান পত্রিকা হইতে সাধারণের গোচরার্থে অবিকল প্রকাশ করিলাম। কেহ ইচ্ছা করিলে এই প্রক্রিয়ায়, আম, আনারস প্রভৃতি ফলদানাদার করিয়া দেখিতে পারেন। ইহা একটী বেশ অর্থকরী কাজ কিন্তু এদেশে অন্যান্য জিনিসের ন্যায় ইহাও উপেক্ষিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

Scent-Powders.

সৌরভ-চূর্ণ।

——০):০:(০——

ইহার যাহা ইচ্ছা নাম, নিজের মনের মত রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তরল Essence অপেক্ষা ইহার গন্ধ আরও মনোহর। ইহা অতি সহজে প্রস্তুত হয়, এবং যে সকল বাক্সে, ড্রয়ারে, আলমারীতে বস্ত্রাদি রক্ষিত, হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া রাখিলে সমস্ত বস্ত্রাদি সুবাসিত হইয়া উঠে। ইহার সৌরভ স্থায়ী এবং কীটপ্রভৃতির উপদ্রব হইতে বস্ত্রাদি রক্ষা করিতেও সম্পূর্ণ সক্ষম। বিলাতে সেন্টপাউডার মনিহারী দোকানে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশেও কেহ করিলে সুন্দর বিক্রয় হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

প্রস্তুত প্রণালী।

Coriander	...	1 oz.
Rose Leavess	...	1 oz.
Orris root	...	1 oz.
Aromatic Calamus		1 oz.
Lavender flower	...	2 oz.
Rhodium wood	...	½ Dr.
Musk	...	5 Gr.

এইগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে গুঁড়া করিতে হইবে। বাস্ হইয়া গেল। এই চূর্ণ বস্ত্রাদিতে লাগিলে মনে হইবে যেন একাবারে নানা পুষ্পসার বস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এমন সহজ উপায় থাকিতে এসেন্স শিশি, এত কেন?

এদেশেরও বহু পুষ্প আছে, বেলা, চম্পক, গোলাপ, চন্দন কাষ্ঠ, মৃগনাভি প্রভৃতি একত্র এইরূপে গুড়াইয়া কেহ কি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন না?

Rose-Powder.

---:০:---

শুষ্ক গোলাপের পাউডার নামে যাহা বিখ্যাত, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়।

গোলাপ ফুলের পাতা চূর্ণ	...	১ পাউণ্ড।
চন্দন কাষ্ঠ চূর্ণ	...	½ পাউণ্ড।

উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া ইহার সহিত ২ ড্রাম গোলাপী আতর বা অটোডি-রোজ মিশাইলেই প্রস্তুত হইবে। এ পাউডার মুখেও মাখা চলিবে। ইহাও নূতন ব্যবসায়ের সামগ্রী।

To destroy Insects.

কীট নষ্টের কয়েকটী উপায়।

:০: ——

লাল লাল ছোট ছোট পিপীলিকার দংশন অসহ্য।

ইহাদিগকে তাড়াইতে পারা যায় না। মারিয়াও শেষ করা কঠিন।

Keatings Insect Powder দ্বারা ইহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ইহা আমরা স্বয়ং প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা দ্বারা ছারপোকা, মশা পিপীলিকার উপদ্রব নষ্ট হয়।

১। সায়েন্টিফিক্ আমেরিকা নামক পত্রে একটী উপায় আমরা পড়িয়া ছিলাম। খুব গরম কটকিরির জল দ্বারা লাল পিপড়ে, মার্কসা, আরসোল্লা, ছার মরে। কিন্তু খুব গরম

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব

জলে না মরে কি? যাহা হউক, আমরা কিন্তু উইপোকার হাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখি না, দেওয়ালের নানাস্থানে উই হইয়া থাকে, সেথানে ফিনাইল লাগাইয়া দিলে আর হয় না দেখিয়াছি। আল্‌কাতরা পীচ দ্বারা উয়ের উপদ্রব কমে বটে, কিন্তু সকল স্থানে ইহার প্রয়োগ সুবিধা জনক নহে। ইহা একপ্রকার অমর জাতি, উইয়ের হাত হইতে বাস্তবিক পরিত্রাণের বুঝি উপায় নাই।

The Neglect Of Moral Instruction

আধুনিক শিক্ষায় নীতি শিক্ষা উপেক্ষিত।

আমরা বহুবারই বলিয়াছি যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের নৈতিক উন্নতি হইতেছে না, সাধারণ শিক্ষার সহিত এই নীতিশিক্ষার জন্য যত্ন, শিক্ষকদের দেখা যায় না। ইহারা মুখস্থ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া এবং কোনরূপে পাশ করাইয়া দিলেই নিজেদের কৃতিত্ব মনে করেন। অনেক শিক্ষকের সহিত এ বিষয়ে কথা কহিয়া দেখিয়াছি, ইহারা দৌড়িয়া পরীক্ষার ফল দেখাইয়া দিয়া, নিজেদের কৃতিত্বের গৌরব দেখাইতে লজ্জিত হন না। অনেক স্থলে যখন জানা শুনা শিক্ষকদের নৈতিক, অবনতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হয়, তখন তাঁহার ছাত্রদের শিক্ষা দীক্ষার কথা লইয়া আলোচনা বৃথা। শিক্ষার নৈতিক শিক্ষাই আবশ্যকীয় উপকরণ, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এদেশের শিক্ষায় সেই অতি আবশ্যকীয় উপাদানই উপেক্ষিত। একথা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকেই বলে না, শিক্ষা কমিশনের বড় বড় জ্ঞানী মহাত্মাগণও তাই বলিয়াছেন।

The Education Commission says :—

"In the Government Colleges there has been no attempt at direct moral teaching. In them entire reliance has, as a rule, been placed on such opportunities for indirect moral lessons as are afforded by the study of ordinary textbooks and by the occurances of ordinary academic life" Report P. 204.

অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট কলেজ সমূহে মুখ্যতঃ নীতি শিক্ষা দেওয়ার কোন চেষ্টাই হয় নাই। সাধারণ পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, ততটুকুই নীতি শিক্ষা হয় মাত্র। এইত গেল কলেজ প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের কথা। যেখানে সুকোমল মতি বালকেরা পড়ে, সেইস্থান হইতেই নৈতিক উন্নতির প্রকৃত ভিত্তি, কিন্তু সে সকল নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের নৈতিক শিক্ষার কথা স্বপ্নেও আশা করা যায় কি?

Mr. H. J. S Cotton in "New India" Thus describes the style of instruction in Ethics :—

"The professors of Educational department deliver their lectures and discourse on Milton or Mill in the same spirit as a Magistrate dispenses justice in his cutchery. They do there official duty but they make no attempt to exert a moral influence over their pupils, to form their sentiments and habits or to control and guide their passions," P, 146.

ঠিকই তাই। নিম্নবিদ্যালয় হইতে উচ্চ কলেজের অধ্যাপকগণ ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন তাঁহার কাচারীতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন মাত্র, ছেলের মধ্যে প্রগাঢ় যত্নের সহিত কোন নীতির মূল প্রবেশ করাইতে সচেষ্ট নহেন। এইরূপেই নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া আধুনিক ছেলেদের মনুষ্যোচিত হৃদয় গঠিত হইতে পায় নাই। সেই নৈতিক শিক্ষার অভাবে তাহারা যদি কেহ অনিষ্টকর কার্য্য সমূহ করিয়া বসে, তবে তাহা আধুনিক নীতিবর্জ্জিত শিক্ষার বিষময় ফল বই আর কি বলা যাইতে পারে?

সেকালের শিক্ষায় এই নৈতিক শিক্ষাই শিক্ষকগণের লক্ষ্য ছিল। তাই তাহারা ধর্ম্মভীরু জ্ঞানী হইত, তাহারা সভ্যতার অজুহাতে বিলাসী হইয়া অভাবের রাক্ষসগ্রাসে পড়িয়া অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। অল্প আয়ে সুখে দিন কাটাইয়া বড় বড় কাজ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিত। নীতি উপেক্ষিত শিক্ষায় দেশের মঙ্গল নাই। কবে এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। গোড়ায় গলদ, এদেশের আধুনিক শিক্ষার সহিত নীতি শিক্ষা দেওয়ার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

মুষ্টিযোগ।

১। আমলী চালিতাগাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় মাদুলি করিয়া কটিদেশে ধারণ করিলে, একশিরা আরোগ্য হয়।

২। ভোজনকালে কেশুরিয়া বাটিয়া খাইলে অম্লপিত্ত ভাল হয়।

৩। ভোজনকালে নিম ও তেজপাতা একত্র বাটিয়া খাইলে, অম্লপিত্ত রোগ আরাম হয়।

৪। ঝিঙাবীজের নস্য গ্রহণে কামলা

বা স্রাবা রোগ আরোগ্য হয়। হরীতকী চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ পান করিলে পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

৫। অষ্টরতীক গোলাপজলে ২।৩ রতি ফটকিরি দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিলে, চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়।

৬। ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত, গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে কাশি, সর্দ্দিকাসি, গলা খুসখুসানি ও স্বরভঙ্গ সত্বর আরাম হয়।

৭। কৃষ্ণজীরা অথবা দাড়িম ফলের ছাল গুড় সহ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ, আমাশয় ও অম্লরোগ নিবারিত হয়।

৮। উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত গরম করিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর সারে।

৯। গুলঞ্চ, পিপ্পল ও শুণ্ঠী এই তিন দ্রব্যের পাচনে বাতজ্বর সারে।

১০। গুলঞ্চের রস অথবা ক্ষেতপাবড়ার রস ২ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে, পিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

১১। হুড়হুড়ের মূল, ৮।১০টী গোলমরিচ সহ জলে পিষিয়া সেবন করাইলে, সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুকাল পরে দষ্ট ব্যক্তিকে ফটকিরীর জল পান করিতে দিবে। যদি তাহাতে বমি হয়, তাহা হইলে বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে এবং পুনরায় ঐ মূল পূর্ব্ববৎ খাইতে হইবে। সর্পবিষের ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধ।

১২। একটী কাঁচা আম পোড়াইয়া, জ্বরবিচ্ছেদান্তে রোগীর হাতে, পায়ে ও গায়ে মাখাইলে সহজে আরোগ্য হয়

আপনি কি ?

পুরাতন দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন ? যদি অন্যান্য চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা —১৯নং মদন বড়ালের লেন (২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সযত্নে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থসমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব। হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭নং অক্রুরদত্তের লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি, স্মৃতি, বল, বীর্য্য, মেধা ও অগ্নিবৰ্দ্ধক মূল্য এক শিশি ১৷০ সিকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী।

একদিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাব সহ সপূয শোণিতক্ষরণ, শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দুং প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাশুল পৃথক্।

খাঁটী পদ্ম-মধু। —সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

বিনামূল্যে : —নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার।
১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৭।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।



সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল।০ আনা। ভিঃ পিতে ১৷৴০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২৴০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৷৴০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
অটুট রাখিতে
'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা, অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।৷০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিষ্ট ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, কেহ পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষায় যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আড়ুংবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ৷৹ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

স্থান পরিবর্ত্তন।

আমরা ১৬ নং সুকিয়াস লেনে মুরগীহাটার পর্টুগীজ চর্চ্চের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়াছি।

৺ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ৷৷৴৹।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়।

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে, বুঝে, চাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, থামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷০, ছোট (অৰ্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ ,,	৫৲ ,,	৪৲ ,,	৩৷০ ,,
¼ ,,	৩৲ ,,	৩৷০ ,,	২৲ ,,
১ কলম	৩৲ ,,	২৷০ ,,	২৲ ,,
½ ,,	১৸০ ,,	১৷০ ,,	১৷০ ,,

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংশের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মানুশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মৃদুজ্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট্ কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়	দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়
১ম পুরস্কার ১০০০৲	১ম পুরস্কার ৮০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲	২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲	৩য় পুরস্কার ১৩০৲
	৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৫০ হিসাবে
	৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম :—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

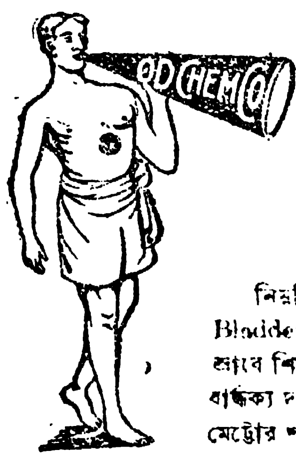
কলিকাতা।

কলিকাতা [illegible] প্রেস, ৩ নং [illegible] প্রেসে, শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১১ নং [illegible] হইতে প্রকাশিত।

[redacted] [redacted] (Registered No. C. 421.)

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। | New Series. July 1919. | নূতন সংস্করণ। জুলাই ১৯১৯। | Vol. XIII. No. 7



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে জ্বালা যন্ত্রণায় রক্ত নির্গত প্রস্রাব বা অনৈচ্ছিক স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহজনিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নিরাপদ ঔষধ।

ইহাতে অনিষ্টকর কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD. CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আফিস্—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেটচূণ

সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল এক্সিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ৷৵০।

বাটলিওয়ালার অলকিরেকানাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।৵০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাটলিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

নানাজাতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজঃ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ নিবারিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Mercants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1
10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটি কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

‘কাজের লোক’

২৭৲ টাকা স্থানে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গলার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২., ৩., ৩॥০, ৫৷৴০, ৬০ ও ১১৷৷০। সুগার মোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২২৩৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চস্মা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৩ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক পোদাই, ইটাঙ্গ্লো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২।৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ৵০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।. পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।৵০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২।৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭।০ টাকা।

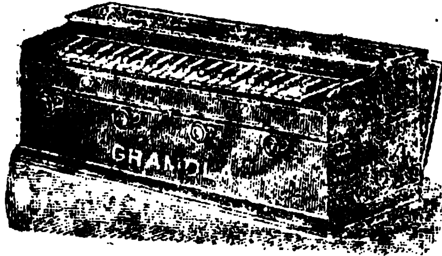
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৸০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচিত হইত, আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ১৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৷০ এবং মাত্র ৷৷০ অধিক দিলেই ১৯১৭ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814),

26, Abchurch Lane, London, E.C.

Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বান্ধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাটি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেন্ স্প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান অল্প সময়ে, সুলভে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও গ্রামোফোন পিন ৷৷০ বাক্স পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১, সি, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অত্যুক্তি নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্-মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৵৶০।

কিটিংসের বনবন—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৵০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্ড্‌স লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর - ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

[illegible] কালী ও কালির পাউডার বড়ি [illegible]।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ [illegible] যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড় কালির [illegible] এক দোয়াত ব্লুব্ল্যাক কালি [illegible] ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ [illegible] করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার [illegible] চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির [illegible] দিয়া থাকি।

[illegible] কালির বড়ী একশত ১৲

[illegible] কালী ১নং প্রতি বোতল [illegible]

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত [illegible] হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির [illegible] ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দুরদর্শীকে

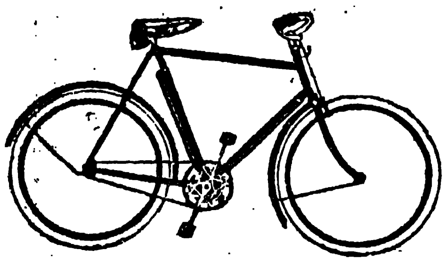


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ [illegible] টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার [illegible] এম, ডি; [illegible] এম, ডি; [illegible] এল, এম, এস; [illegible] দত্ত, এল, এম, এস; [illegible] হালদার, এল, এম, এস; [illegible] প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী [illegible] প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্য [illegible] ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে [illegible] পারি, কিন্তু রোগী [illegible] না—এইটাই দুঃখ! [illegible] ইহার কমে আমরা [illegible] মূল্য তালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করায় দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল্স



টোরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট একস্প্যাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটি কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র। যাঁহাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রত্যেক মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা সহ তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যাধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্ প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় ঃ—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা। | New Series July 1919. | নব পর্য্যায়। জুলাই ১৯১৯। | Vol. XIII No. 7

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন ছিল, জুন মাস হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশন—গলিটীর নাম করিয়া দিয়াছেন—রাজেন্দ্র দত্তের লেন, সুতরাং গ্রাহকগণ ও সহযোগীগণ, অতঃপর আমাদের চিঠি পত্রতে—

"কাজের লোক" অফিস

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা, লিখিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দেশী তূলা।

দেশী তূলা ও বিদেশী তূলার তুলনা করিলে কার্য্যক্ষেত্রে বিদেশী তূলারই উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। তাহার কারণ, দেশী তূলার এখন অধঃপতন ঘটিয়াছে।

কেন এমন হইল? একদিন যে বাঙ্গালার তূলা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, একদিন যাহার সাহায্যে বাঙ্গলার বয়নশিল্প জগতে অপরাজেয় হইয়াছিল, আজ বাঙ্গলার সেই তূলার এমন অধঃপতনের কারণ কি?

কারণ অনেক আছে। বস্ত্রশিল্পের অবনতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। বস্ত্র-শিল্পের যেদিন হইতে অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গলার তূলারও কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গলার তূলার চাষ কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা ভাবিলে চোখে জল আসে। তূলা এক কালে বাঙ্গালার প্রধান উৎপন্ন ছিল। এখন যেমন আমরা আমাদের নদ-নদী-খাল-বিলের জল পচাইয়া মজাইয়া, উহাদের মৎস্যকুল নষ্ট করিয়া বিদেশী বস্ত্রশিল্পীদিগের জন্য বিস্তৃতভাবে পাট সরবরাহ করি, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে আমাদের দেশে তূলার চাষ হইত। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার নানাস্থানে, গাড়ো পাহাড়ে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার অনেক স্থলে অতি উৎকৃষ্ট তূলা জন্মিত। আরাকান অঞ্চলেও যথেষ্ট তূলার চাষ হইত। সে সকল তূলা ঢাকার ও পশ্চিম বাঙ্গলার নানা

পুরাতন 'কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

স্থানে আমদানী হইত। ইহার উপর পশ্চিম বাঙ্গলারও অনেক স্থলে তুলার চাষ যে না হইত, এমন নহে, তবে সে তুলা পুর্ব্ববঙ্গের তুলার মত উৎকৃষ্ট হইত না।

এই তুলার চাষের সহিত বাঙ্গলার একটী জাতীয় শিল্পের ইতিহাস এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প কতদূর আত্মবশ ছিল, বাঙ্গলার বয়ন-শিল্প কতদূর স্বাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেকালের তুলার চাষের আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেটুকুর ইঙ্গিত করিবার জন্যই তুলার চাষের বিষয় আলোচিত হইল।

বাঙ্গলার যেমন অপর্য্যাপ্ত উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত, তেমনই বাঙ্গলার সকল অধিবাসী—উচ্চ-নীচ-ভেদে সকল বাঙ্গালী পরিবারই সেই তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী করিত। সে কারণ প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারেই একাধিক চরকা থাকিত। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কাজ শেষ করিয়া চরকার সূতা কাটিত, এবং সেই সূতা তাঁতীদিগকে বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা সেই সূতার বদলে কাপড় তৈয়ারী করাইয়া লইত। একটা নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ সেই পরিবারের এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের সূতা কাটিতে হইবে। এই নিয়ম জাতি নির্ব্বিশেষে প্রচলিত ছিল। চরকার সূতা কাটা একটা বিরাট জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নিয়ম ছিল বলিয়াই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প এত উন্নত হইয়াছিল, এবং উহা কখনও পরমুখাপেক্ষ হয় নাই। বস্ত্রশিল্পের এই আত্মবশতার মূলে বাঙ্গলার এই চরকা এতই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত যে, বিবাহের সময় কন্যাকে চরকা যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত। চরকাই স্ত্রীলোকের ধনদৌলত ছিল। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা এই জাতীয় সম্পত্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন—

চরকা আমার ভাতার-পুত,
চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে মোর
দোরে বাঁধা হাতী।

কথাগুলি বড় মিথ্যা নয়। অবসর সময়ে চরকার সূতা কাটিয়া অনেক স্ত্রীলোক টাকা কড়ির সংস্থান করিয়া রাখিতেন।

বেশী দিনের কথা নয়, ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পুর্ব্বে, বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীবাসীর খিড়কীর প্রাঙ্গণের কোণে দুই একটী করিয়া কাপাস তুলার গাছ থাকিত। সেই তুলা হইতে গৃহিণীরা সূতা কাটিতেন। তবে সে সূতা সাধারণতঃ মোটা হইত, এবং তাহা হইতে মোটা কাপড়ই তৈয়ারী হইত।

মোট কথা—বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তুলার চাষ ও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সূতা তৈয়ারী হইত বলিয়াই বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প বা বয়নশিল্প বাহিরের কোনও সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পই বাঙ্গালার জাতীয় শিল্প—উটজ-শিল্প। এ শিল্প যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন বাঙ্গালীও বাঁচিয়াছিল। বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প কেবল বাঙ্গালীর লজ্জানিবারণ করিত না, সমগ্র সভ্যজগতে বাঙ্গালার বস্ত্র আদরের সহিত গৃহীত হইত। তাই, তখন বাহিরের টাকা ঘরে আসিত। বাঙ্গালার চাষী, গৃহস্থ ও শিল্পীদিগের অন্নকষ্ট ছিল না, তাহারা পেট ভরিয়া দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইত, এবং কিছু সঞ্চয়ও করিত। বস্ত্রশিল্পই বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর লক্ষ্মী-শ্রী ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা এইটুকু বুঝিয়াছিলাম। কার্য্যে যতদূর না পারি, বক্তৃতায় বুঝিয়াছিলাম, এবং লোককে বুঝাইয়াছিলাম। তখন চারি দিকে লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম,—অমুক রাজা এত হাজার বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিবেন, অমুক জমীদার তাঁহার জমীদারীতে তুলার চাষ করিবেন, অমুক জমীদার তাঁহার জমীদারীতে তুলার বীজ বুনিয়াছেন। এইবার এই তুলা জন্মিলেই আবার ঘরে ঘরে চরকা চলিবে, এবং সেই সূতা লইয়া তাঁতীরা দিন-রাত তাঁত চালাইবে—বাঙ্গালীকে আর বিদেশী কাপড়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

বক্তৃতার দিন, ভাবোচ্ছাসে উদ্দীপিত হইবার দিন কাটিয়া গিয়াছে। কার্য্যের সময় আসিয়াছে। বস্ত্রশিল্প বাঙ্গালার জাতীয় শিল্প; বাঙ্গালীর পুরুষপরম্পরাগত সম্পদ্। এ শিল্প বাঙ্গালীর ধাতুর যেমন উপযোগী, আর কোনও শিল্পই তেমন নহে। বাঙ্গালী যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্প আবার বাঁচিয়া উঠিতে পারে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে তুলার চাষ হইলে, ঘরে ঘরে চরকার সূতা তৈয়ারী হইলে, আর সেই সূতার কাপড় বুনা হইলে, বাঙ্গালী অন্ততঃ বস্ত্রশিল্পে আত্মবশ ও পরমুখ-নিরপেক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ-শক্তি এই জাতীয় শিল্পের শবসাধনা করিয়া তাহাকে আবার নবজীবন দান করিতে পারিবে কি? ভারতে বস্ত্র সঙ্কট যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

শিল্প কথা।

শুনিতে পাই,—ভারতবর্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ। অথচ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পুর্ব্বে ধনসম্পদে এই দেশই জগতে অদ্বিতীয় ছিল। গত তিন শত বৎসরে অর্থাৎ মোটামুটী বারো পুরুষেই এ দেশের আর্থিক অবস্থার এরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব।

সম্রাট আকবর বলিতেন,—এদেশের শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা সকলই হিন্দুদিগের হাতে। আমাদের তরবারি চালনা হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু শিল্প-ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ কেহ নাই। হিন্দুর শিল্প জগতে অতুলনীয়। তাই চারি দিকের ধনরত্ন এখন হিন্দুস্থানে সঞ্চিত হইতেছে। জগতের কোনও জাতিই হিন্দুর সহিত শিল্প প্রতিযোগীতা করিতে অক্ষম; সেই জন্য সকল দেশেই হিন্দুর শিল্প সমাদৃত এবং সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ গতি।

তিনি আরও বলিতেন,—"হিন্দু জাতীকে ধ্বংস করিলে উহাদিগকে বাচাইয়া রাখিতে না পারিলে, ভারতের শিল্প সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী-শ্রীও অন্তর্হিত হইবে। তখন ভারতবর্ষ অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। এই জন্য আমি হিন্দু জাতির রক্ষার এত প্রয়াসী।"

আকবর বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে।—শিল্প-নাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। আজ সত্য সত্যই ভারতের মত দরিদ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

আজ জগতের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা, এক কালে ভারতের বয়ন-শিল্প—ঢাকার মসলিন, কাশ্মীরের শাল বাঙ্গলার নানা স্থানের রেশমী বস্ত্র,নানা প্রকার ছিটের কাপড় জগতে অতুলনীয় ছিল, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ ভারতের সহিত এই সকল শিল্পের প্রতিযোগীতা করিতে পারিত না। ভারতের সূচী-শিল্প, খোদাইয়ের কাজ, সুগন্ধি দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মোট কথা,—ভারতের শিল্প তখন জগতের সকল সভ্য দেশেই রপ্তানি হইত। পৃথিবীর নানা স্থানের বণিকেরা কোটী কোটী মুদ্রার বিনিময়ে এই সকল শিল্প দ্রব্য ভারত হইতে লইয়া যাইত। বিখ্যাত পরিব্রাজক টেরী তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"সকল নদীই যেমন সমুদ্রে পতিত হয়। সেইরূপ পৃথিবীর বহু রৌপ্য-নদী এই রাজ্যে (ভারতে) পতিত হইতেছে।" ইহার উক্তি বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্ণিয়ারের মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—"মেক্সিকো দেশের সমস্ত রৌপ্য এবং পেরু রাজ্যের সমুদয় স্বর্ণ ইউরোপ ও এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরিয়া ভারতে প্রবেশ করিত। এখান হইতে সেগুলি আর বাহির হইত না।"

ভারতবর্ষের এইরূপ অর্থসম্পদ ছিল বলিয়াই মোগল বাদশাহেরা দুই হাতে অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। শুনিতে পাই,—মান-সিংহকে বৎসরে দুইবার করিয়া বাদশাহের সহিত দেখা করিতে হইত, এবং প্রত্যেকবার সাক্ষাতের সময় তিনি বাদশাহকে ১৮ লক্ষ টাকা নজর দিতেন। আকবরের সিংহাসনের মূলাই ছিল,—ন্যূনাধিক তিন কোটী টাকা! দুর্গ-নির্ম্মাণে সাড়ে ছাব্বিশ কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার উপর খরচ হইত। বিবাহের সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে ৭ কোটী টাকা কেবল জহরত কিনিতে দিয়াছিলেন!

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ উন্নত ছিল, আজ সেই দেশের দৈন্য দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়।

এ দেশের শিল্প-সম্পদ গিয়াছে। শিল্পি-কুল ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। দেশের শিল্প-বিনাশের সহিত লোক নিদারুণ দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পিষ্ট হইতেছে! এখন শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের দৈন্য ঘুচিবে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদিগের মুমূর্ষু শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করিতেই হইবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

বিলাতী ব্যবসায়ীর উদ্যম।

সাড়ে একত্রিশ লক্ষ টাকায়

রসায়ণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী নূতন রাসায়নিক স্কুল খোলা হইতেছে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী, এংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী ও এংলো-সাক্সন পেট্রোলিয়াম কোম্পানী প্রত্যেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, লর্ড কাউড্রে ও অনা-রেবল ক্লাইব পিয়ার্সন একত্রে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, এবং মিঃ ভেটারডিং দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ মোটের উপর স্কুলটীর পিছনে ৩১॥ লক্ষ টাকা লাগিয়াছে।

এই স্কুলে রসায়নশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছাত্র-দিগকে পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। পেট্রোলিয়াম হইতে কত রকমের নূতন জিনিষ তৈয়ারী করা সম্ভব, ছাত্রেরা সেই বিষয়ে মাথা ঘামাইবে। তাহা হইলে লাভের অনেক নূতন পন্থা বাহির হইতে পারিবে।

বিলাতের ব্যবসায়ীরা উপার্জ্জনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য জলের মত টাকা ব্যয় করে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা লাভের টাকা কোনও গতিকে সিন্ধুকে

পুরিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। উপার্জ্জনের সীমা বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, একটী আধলা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন। কলিকাতায় এত যে তেলের কল আছে, খইল ছাড়া সে সকল কলে তৈলের পরিত্যক্ত অংশ হইতে অন্য কোনও প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষার চেষ্টা কখনও হয় কি ?

হিন্দুস্থান।

কাগজের কাজ।

——):•:(——

কোন জিনিষ যতই সামান্য ও তুচ্ছ হউক না কেন, সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে তাহাও কাজে আসে এ কথাটী বাস্তবিকই ধ্রুব সত্য। এই যে আমরা প্রত্যহ বাতিল কাগজ অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতেছি, তাহা যদি এরূপভাবে না ফেলিয়া যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ করিয়া রাখি, তবে তাহাও যে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে আসিতে পারে, তাহা কয় জন ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড দ্বারা কত যে সুন্দর সুন্দর মনোমুগ্ধকর জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, আজ আমি এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইব। প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সকলেই যেন হাতে কলমে বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া লন, ইহাই আমার অনুরোধ।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, জাপানে নাকি কাগজ দ্বারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা যে এক সময় কাষ্ঠের স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? থাক সে কথা, কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কাগজ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও হয় নাই। যে সকল বিষয় আমাদের সাধ্যায়ত্ত, আমরা তাহার কথাই আলোচনা করিব।

ছিন্ন কাগজ নানা কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। সকল বিষয় বর্ণনা করা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহা দ্বারা কি প্রকারে সর্ব্বসাধারণে সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন, কেবল মাত্র ইহা শিক্ষা দেওয়াই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমি পেপিয়ার মেচির (Papier Mache) কথা বলিব। পেপিয়ার মেচি ফ্রেঞ্চ ভাষার শব্দ। পেপিয়ার অর্থ কাগজ ও মেচি শব্দের অর্থ চূর্ণ করা —উভয় শব্দ একত্র করিলে অর্থ হয়, চূর্ণীকৃত কাগজ। কাগজকে চূর্ণ করিয়া (বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া) ছাঁচ সাহায্যে তাহা দ্বারা জিনিস প্রস্তুত করাই পেপিয়ার মেচির কাজ। এই কাজটী অতি সহজ। নিম্নলিখিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে বিষয়টী সহজে বোধগম্য হইবে।

১০।১২ খানা কাগজ কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখ। কাগজ সাধারণ চিঠির কাগজের মত বড় হইলেই হইবে। সংবাদপত্র অথবা এই প্রকার যে কোন কাগজ ব্যবহার করিতে পার। যখন কাগজগুলি সম্পূর্ণরূপে নরম হইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া একখানা তক্তার উপর উপর্য্যুপরি স্থাপন কর এবং সজোরে চাপা দিয়া যতদূর সম্ভব, জল বাহির করিয়া লও। এ দিকে কিছু ময়দার লেই প্রস্তুত করিয়া নিকটে রাখ। একটী সাধারণ বাটি বা রেকাব লইয়া তাহা টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখ এবং একখানা পূর্ব্বোক্ত ভিজান কাগজ লইয়া তাহা এই বাটির উপর রাখিয়া চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে চাপা দাও, যেন বাটির উপরি ভাগের সহিত কাগজ সংলগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ বাটির আকৃতি প্রাপ্ত হয়। কাগজের কোন কোন অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। এক্ষণে একখানা শুষ্ক কাপড় চাপা দিয়া যতদূর সম্ভব কাগজের উপর হইতে জল তুলিয়া লও। তৎপর কাগজের উপর ময়দার লেই মাখাইয়া তাহার উপর আর একখানা কাগজ স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভাল রকম চাপা দাও এবং পূর্ব্ববৎ শুষ্ক কাপড় দ্বারা জল তুলিয়া লেই মাখাও। এক্ষণে আর একখানা কাগজ বসাও —এইরূপে সমস্ত কাগজই বসাইয়া ফেল।

কয়েকখানা কাগজ বসাইবার পরই সম্ভবতঃ বাটির কিনারার সহিত কাগজের মিল থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় বাটির কিনারার সহিত মিল রাখিয়া কাঁচি দ্বারা কাগজ কাটিয়া দিবে। সমস্ত কাগজ বসান হইলে শুষ্ক হইবার জন্য গরম স্থানে রাখিয়া দিবে এবং শুষ্ক হইলে বাটি হইতে তুলিয়া লইবে। দেখিতে পাইবে, ইহা প্রকৃতই বাটির আকার ধারণ করিয়াছে, অথচ বেশ শক্তও হইয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় আর একটী পরীক্ষা করা যাক। মনে কর, একটী কাচের পুষ্পাধার হইতে যেন কাগজের পুষ্পাধার প্রস্তুত করিতে হইবে। পুষ্পাধারের গাত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচু নীচু স্থান থাকাতে আমাদিগকে এবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ এস্থলে কেবল একখান কাগজ দ্বারা প্রত্যেক অংশ আবৃত করা সম্ভবপর হইবে না। কাগজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া জলে ভিজাইয়া এই খণ্ডগুলি এক একটি করিয়া পাত্রের গাত্রে বসাইতে থাক। পাত্রের সমস্ত স্থান আবৃত হইলে পূর্ব্ব নিয়মে লেই মাখাইয়া আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ইহার উপর বসাইতে থাক। এই প্রকারে কাগজের স্তর পুরু হইলে শুকাইবার জন্য গরম স্থানে রাখিয়া দাও। শুষ্ক হইলে ইহা খুলিয়া লইতে হইবে।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

এস্থলে আর একটী সমস্যা উপস্থিত হইবে। পাত্রের গাত্র অসমান থাকাতে কাগজ খুলিয়া আসিবে না। ধারাল ছুরি দ্বারা ইহাকে এক দিকে লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া পৃথক করিয়া খুলিতে হইবে। তৎপর দুটী কর্ত্তিত প্রান্ত ঠিক মিল করিয়া সংলগ্ন করিয়া ইহার উপর লেইর দ্বারা পাতলা কাগজ লাগাইয়া দিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, জিনিষটী যে কোন আকারেরই হউক না কেন, আমরা ইহার উপর কাগজ বসাইয়া ইহার অবিকল আকৃতি পাইতে পারি, শেষে সেই কাগজ কাটিয়া খুলিয়া লইতে পারি এবং পরে কর্ত্তিত প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া সেই জিনিসের অবিকল আকৃতি পাইতে পারি।

উপরোক্ত পেপিয়ার মেচির কাজে চারিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ;—

(১) কাগজগুলি জলে ভিজাইয়া যথাসম্ভব নরম করিতে হইবে।

(২) ছাঁচের গঠন অনুসারে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে কোন আকারের কাগজ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে এমন ভাবে কাগজ বসান আবশ্যক, যেন ছাঁচের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশও পরিদৃশ্য হয়।

(৩) লেইর দ্বারা সংযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কাগজের উপরিভাগ হইতে জল মুছিয়া লইবে।

(৪) কাগজস্তরের উপর যত অধিক চাপ পড়িবে, জিনিসও তত শক্ত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফাঁপা ছাঁচ অপেক্ষা নিরেট ছাঁচই উৎকৃষ্ট।

পেপিয়ার মেচির অনেক গুণ। আগুনে ইহা সহজে পুড়িবে না। তক্তার মত কাটা, চিরা ও পালিস করা যাইতে পারে। ইহার উপর রং মাখান যাইতে পারে ও বার্নিস মাখাইয়া চাকচক্যশালী করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা আমাদের নিকট যত নরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অনেক শক্ত।

আগামীবারে কাগজমণ্ড, কাগজের পুটিং ইত্যাদি প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইবে এবং তৎপর ইহাদের সাহায্যে অনেক নূতন নূতন জিনিষ প্রস্তুত করিবার কৌশল প্রকাশ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস।
নিলামিবাজার,
সিলেট্।

সমবায় দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

(মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতার মর্ম্ম)

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে হাজার করা ৩২.২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১২-১৭ এই পঞ্চ বার্ষিক মৃত্যুহার ৩০.২। ১৯১৭ সালের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ঐরূপ মৃত্যু-হার অতি শোকাবহ। পল্লীর অবস্থা শোচনীয়, তথায় মৃত্যু সংখ্যা সহর হইতে অধিক। ১৯১৭ সালে পল্লী সমূহে এক মাত্র জ্বরে হাজার করা ২০৩ জন মরিয়াছে! মৃত্যুসংখ্যা যখন এইরূপ, তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক আক্রান্ত হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, আমরা উহার সংখ্যা জ্ঞাত নহি, তবে যত লোক হয়, উহার অষ্টম বা দশমাংশের মৃত্যু হয়, ইহা মনে করা যায়। সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে জানুয়ারী এই কয় মাসে ম্যালেরিয়া জ্বরে বেশী সংখ্যক লোক মরে। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রপীড়িত অঞ্চলে অর্দ্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ লোক রোগাক্রান্ত হয়। এই ব্যাধির আক্রমণে অনেকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তাহাদের হঠাৎ মৃত্যু না হইলেও উহারা পেট ভরা প্লীহা লইয়া কতিপয় বর্ষ পৃথিবীতে অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহার ফলে যেমন ব্যক্তির, তেমন সমাজের জীবনে গভীর অবসাদ আসিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া ব্যাধির জন্য বাঙ্গালীর কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, কেহ যদি সেই হিসাব করেন ত দেখিতে পাইবেন যে, ঐ আর্থিক ক্ষতি অসীম। আমি এক সময়ে বঙ্গীয় কৃষকদের আয় গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, উক্ত আয় ৫০ কোটী হইতে পারে। কিন্তু ইহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারিলে এই আয় আরও ২০কোটি হওয়া সম্ভব। ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে বাঙ্গালীর গড় পরমা আয়ু ২৫ বৎসরের কম হইয়াছে। গড় আয়ুর সংখ্যা দ্বারা হয়ত বক্তব্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইল না। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে যথার্থ অবস্থা বুঝা যাইবে :—

বঙ্গদেশে ১ লক্ষ পুরুষ মধ্যে ৭১ হাজার লোক ৩০ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মরিয়া থাকে। প্রায় ৮০ সহস্র ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে, প্রায় ৯৩০০০০ সহস্র ৫ বৎসরের পূর্ব্বে মরে।

যাহারা ম্যালেরিয়া এবং ঐরূপ নিবার্য্য ব্যাধিতে মরিতেছে, তাহাদের পক্ষে কি সামাজিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষাবিষয়ক কোন মহৎ কার্য্য সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে?

দুর্গতি মোচনের উপায় কি?

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অকলাহ্ন নিবারণের উপায় কি? কেহ বলেন, সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিদের দানের দ্বারা ইহার প্রতীকার করা যায়। কেহ কেহ বলেন, এত বড় বৃহৎ সমস্যা গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কেহ সমাধান করিতে পারিবেন না। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, গভর্ণমেণ্ট বা দাতব্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই অমঙ্গল কিছুতেই সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারিবে না। কার্য্যের বিপুলতার সম্মুখে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং দয়ালুদের দান অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে। দেশের পল্লীসমূহে ৬৮ বর্গ মাইল স্থানে ৪ কোটী ২০ লক্ষ লোক বাস করিতেছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করা যাউক যে, সমৃদ্ধদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের দ্বারা বঙ্গের সকল স্থলে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে কিনা। তিন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে দান আশা করা যায়। (১) সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী (২) সমৃদ্ধ বণিক (৩) সমৃদ্ধ অপর ব্যবসায়ী। ভূম্যধিকারীদের কথা আলোচনা করা যাউক। এখন বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ জন গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রদান করেন। বঙ্গীয় রাইয়তেরা মোট ১২॥ কোটী খাজনা দিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট উহার মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব পান। সুতরাং ভূম্যধিকারীর আয় গড় পরতা বার্ষিক ৩০ টাকা, ইহা শুনিতে যতই বিস্ময়কর হউক, অবস্থা এইরূপই। ইহার মধ্য হইতে যদি আবার রাজা মহারাজাদিগকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আয় আরও কম হইবে। বলিতে পারেন যে, এই গড় আয়ের সহিত আমাদের কিছু সংশ্রব নাই, আমরা ধনী ভূস্বামীদের নিকট হইতে সাহায্য পাইব। হাঁ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দানের অধিকার বঙ্গদেশের ৩১৪ শত ভূম্যাধিকারীর ন্যূন কল্পে যাহার ৮ কি ৯ হাজার টাকা বার্ষিক আয়, তিনিই ভোট দিবার অধিকারী। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাইবার আশা কল্পনা মাত্র।

বঙ্গদেশে ১২ শত বণিক ও অপর ব্যবসায়ী বার্ষিক ১০ সহস্র ও তদূর্দ্ধ টাকা আয়ের উপর আয়কর দিয়া থাকেন। ইঁহারা নানা কার্য্যে অর্থ দিতেছেন। ইঁহাদের আয় হইতে এই কার্য্যে যাহা পাওয়া যাইবে, উহা কোন ক্রমে যথেষ্ট হইবে না। গত আদাম সুমারী হিসাব মতে বঙ্গদেশে ৯৭৯০ জন আইন ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের মধ্যে কাজী, মোক্তার, এজেণ্ট প্রভৃতিও ধরা হইয়াছে। সুতরাং যথার্থ আইন ব্যবসায়ী ৬॥ হাজার হইবে। উহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনে বৎসর ৬।৭ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাওয়া যাইবে মনে হয় না। ১৯১৪ সালের চিকিৎসা আইন মতে বঙ্গদেশে প্রায় ৩ সহস্র চিকিৎসক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সুতরাং ইঁহাদের তেমন আয় হয় না। অধিক আয় করেন, এমন চিকিৎসক অতি অল্প। সুতরাং বুঝাইতেছে যে, একমাত্র দাতব্যের আয় দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

সরকারী সাহায্য।

১৯১৬-১৭ সালে গভর্মেণ্ট "স্বাস্থ্যরক্ষার" জন্য ৪ লক্ষ এবং "চিকিৎসা"র জন্য ২৩॥ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গত বৎসর গভর্মেণ্ট এই ব্যয় বাড়াইয়াছেন। এই বৎসর হয়ত আরও বাড়াইবেন। কিন্তু এই কয় লক্ষ টাকায় এত বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে? বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের আয় ব্যয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, সাধু ইচ্ছা থাকিলেও গভর্মেণ্ট সুবিস্তৃত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহনে অসমর্থ।

জনমণ্ডলী।

ধনীর দানে বা গভর্মেণ্টের সাহায্যে যে কার্য্য হইবে না, কে সেই মহৎ কার্য্যের ভার লইবে? জনমণ্ডলী যদি প্রকৃষ্ট পথে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারাই এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য সকলকে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিত হইতে হইবে; কল্যাণ কামনায় প্রসন্ন চিত্তে এই কার্য্যে প্রত্যেকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও শক্তি দান করিবে। এই সমবায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার আছে; কিন্তু সেই সামান্য ত্যাগ স্বীকারে সুফল পাইবার জন্য যদি লোক সাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে কালক্রমে উহার অসামান্য উপকার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারাই বিস্মিত হইবে।

কার্য্য পদ্ধতি।

বঙ্গদেশে ১৭৫৮টা গ্রামে ২ হইতে ৫ সহস্র লোক বাস করে; ১৭৫৮টা গ্রামের মোট অধিবাসী সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২১৯। এতদ্ভিন্ন ১৬২টা নগর গ্রামে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪২২ জনের বাস। উক্ত ১৬২ নগর ও পল্লী মধ্যে অনেক গুলিতে মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সকল গ্রামে ২ হইতে ১০ হাজার লোক বাস করে, সেই স্থলে সমবায় প্রণালীতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করা যাইতে পারে। যে সকল গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা ৫ শত হইতে ১ সহস্র বা উহার কম, সে সকল স্থলে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। যে পল্লী লোকবহুল, সেই সকল গ্রামে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করা সহজ। সেই সকল স্থলে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া প্রশমনের আয়োজন করা হউক। যে গ্রামে ৫ সহস্র লোকের বসতি, সেই স্থলে ১ কি দুই বৎসর সমবায়ের উপকারিতা প্রচার করিলে সমবায় সমিতিতে ২ শত সভ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। সমবায় সমিতির প্রারম্ভ সময়ে অবশ্য সভ্য সংখ্যা অল্প হইবে। সমিতির প্রথম শ্রেণীর সভ্য মাসিক ১২ আনা হইতে ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য ৬ আনা হইতে ৮ আনা, তৃতীয়

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

শ্রেণীর সভ্য ৩ আনা হইতে ৪ আনা চাঁদা দিবেন। এই চাঁদার হার স্থানীয় লোকের অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ বিনা দর্শনীতে চিকিৎসক এবং কেনা দরে ঔষধ পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ চিকিৎসকের বাড়ী যাইয়া তাহাকে বিনা দর্শনীতে রোগী দেখাইতে পারিবেন, অসুস্থ মহিলাদের এবং কঠিন রোগীকে চিকিৎসক বাড়ীতে যাইয়া বিনা ব্যয়ে দেখিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য চিকিৎসককে অযথা বাড়ীতে না ডাকেন, এই জন্য প্রত্যেক বারে তাহারা ডাকিলেই ৩ কি ৪ আনা দর্শনী দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে। পারে। ইহারাও কেনাদামে ঔষধ পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ বৎসরে ২ কি ৩ মাস দ্বিতীয় শ্রেণীয় সভ্যদের সমান অধিকার পাইবেন। যাহারা কার্য্যগতিকে বিদেশে থাকেন, কেবল বৎসরে ২।৩ মাসের জন্য দেশে যান, তাহারাই এই শ্রেণীর সভ্য হইবেন। ইহা ছাড়া সভ্যগণ প্রত্যেক দুই কিস্তিতে ৩ কি ৪ টাকা প্রবেশিকা চাঁদা দিবেন। সভ্যগণ যদি মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন, তবে তাহাদের প্রবেশিকা হইতে উহা কাটিয়া লওয়া হইবে। সভ্যগণের প্রাপ্য সমস্ত অধিকার হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবে। ১ কি ২ বৎসর এইভাবে কার্য্য করিতে পারিলে সমিতির মাসিক আয় ১৫০ হইতে ২০০ টাকা হইবে। প্রথমে আয় অতি সামান্যই হইবে। ৫০ হইতে ৭৫ টাকা হয়ত উঠিবে। ইহার একভাগ চিকিৎসক ও তাহার সহকারীর বেতনে, একভাগ চিকিৎসালয়ের সংস্থানে, তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়া দমনে এবং কিঞ্চিৎ ঋণশোধ ও গৃহনির্ম্মাণার্থ রক্ষিত হইবে। যাহারা সমিতির সভ্য নহে, চিকিৎসক তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে এবং তাহাদের নিকট উপযুক্ত মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ম্যালেরিয়া দমনের জন্য যে অর্থ থাকিবে, উহার দ্বারা (১) গ্রামের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা (৩)পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট (৪) চিকিৎসক উপদেশ করিলে পানীয় জল বৈজ্ঞানিক প্রণালী ক্রমে সংশোধন করিয়া পানযোগ্য করিবার ব্যবস্থা (৫) পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট করিবার অর্থ যতদিন না হইবে, ততদিন ঐ সকলের জল শোধনের ব্যবস্থা (৬) ফুটান জল ব্যবহার প্রচলন এবং চিকিৎসালয়ে বা চিকিৎসকের বাড়ীতে অল্প মূল্যের শোধন যন্ত্রে জল শোধন ব্যবস্থা এবং (৭) স্বাস্থ্যনীতির প্রচার করিতে হইবে।

উল্লিখিত কর্ম্ম পদ্ধতি মধ্যে কোন্ কার্য্যে কত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে আমি তাহা নির্দ্দেশ করি নাই, কারণ উহা স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। যে গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, সেই গ্রামে চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ গ্রামে সমিতির আয়ের শতকরা ৪৫ চিকিৎসকের বেতন হইবে, চিকিৎসক সমবায় সমিতির সম্পাদকের কার্য্যও করিবেন। শতকরা ১০ চিকিৎসকের সহকারীর বেতন হইবে, তিনি সমবায় সমিতির মুহুরীর কার্য্যও করিবেন। শতকরা ৫ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয়িত হইবে। শতকরা ১৫ ঋণশোধ ও গৃহ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে। সমবায় সমিতি বদান্য ব্যক্তিদের এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার হইতেও সাহায্য পাইবেন। প্রবেশিকা হইতে যে ৪ কি ৫০০ শত টাকা পাওয়া যাইবে, উহা দ্বারা চিকিৎসালয় স্থাপন কার্য্য চলিবে। যদি কোন সমিতি প্রবেশিকা হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ না পান, তাহা হইলে ঐ সমিতি ২ কি ৩ শত টাকা ধার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সভ্য সংখ্যা যেমন বাড়িবে, ঋণ তেমন শোধ করা হইবে। সুদের টাকাটা ঋণশোধ বা গৃহ নির্ম্মাণ জন্য রক্ষিত অর্থ হইতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে সকল গ্রামে চিকিৎসক আছেন, সেই সকল গ্রামে স্থানীয় লোককেই নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শতকরা ৩৫ বেতন দিলেই চলিবে। কেন না বাহিরে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার তাঁহার থাকিবে। সমিতির সভ্য সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং ব্যবসায় করার অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে বেতন বাড়াইতে হইবে।

ক্ষুদ্রপল্লীর ব্যবস্থা।

বঙ্গের পল্লীবাসী ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক মধ্যে কেবল ৬০ লক্ষ লোক জনবহুল পল্লীতে বাস করে। বৃহৎ পল্লী সমূহে সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে ক্ষুদ্র পল্লী সমূহের অসুবিধা দূর হইতে পারিবে। কারণ পার্শ্ববর্ত্তী ছোট পল্লী বা পল্লী সমূহ বৃহৎ পল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইরূপ সমবায় সমিতি স্থাপনে যাঁহাদের যথার্থ আগ্রহ হইবে, তাঁহারা কার্য্য প্রণালী দেখিবার জন্য ২৪শ পরগণার সৈদপুর, সুকচর এবং পানিহাটী গমন করিলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিতে পারেন। ঐ সকল সমিতি প্রধানতঃ রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে পরিচালিত হইতেছে।

চিকিৎসার সুবিধা।

ইহা স্বীকার্য্য যে, সাধারণ লোকের মনে এমন জনহিতৈষিণা নাই যে স্বাস্থ্যোন্নতির নামে তাহাদিগকে সমবায় সমিতির সভ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু নাম মাত্র ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া বাস্তবিকই মহদুপকার, উহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঐ সুযোগের জন্য যখন লোক সমবেত হইবে, তখন তাহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবিধির অর্থ বুঝিবে, উহা প্রবর্ত্তন দ্বারা নিবার্য্য ব্যাধি প্রশমন ও রোগ নিবারিত হইলে লোক

স্বাস্থ্যবিধির সুফল স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

গরীবের চিকিৎসা।

আমি যে কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা কার্য্যে পরিণত হইলে পরোক্ষভাবে বহু সুফল ফলিবে। ইহার দ্বারা দরিদ্রতর মধ্য শ্রেণীর লোকের উদরান্ন সংস্থানের কিয়ৎ পরিমাণ সুবিধা হইবে। যাহারা এখন কেরাণীখানাগুলির ভিড় বাড়াইয়া অপ্রয়োজনীয় জীবন বহন করিতেছে, তাহাদের কেহ কেহ পল্লীগ্রাম গমন করিয়া লোকের কাজে লাগিয়া যাইতে পারিবে। এখন বঙ্গদেশে ৩ সহস্র তালিকাভুক্ত চিকিৎসক আছেন, উঁহাদের মধ্যে দুই সহস্রই মিউনিসিপ্যাল এলাকায় আছেন। সেই এলাকায় লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ, সুতরাং অবশিষ্ট ৪ কোটি ১ লক্ষ পল্লীবাসীর জন্য কেবলমাত্র শিক্ষিত ১ সহস্র চিকিৎসক আছেন। একজন চিকিৎসকের অংশে গড়পড়তা ৪২ সহস্র লোক পড়ে। ইউরোপে একজন চিকিৎসক ১২ শত হইতে ২ সহস্র লোক চিকিৎসা করেন। তারপর বঙ্গদেশ হইতে ইয়ুরোপের স্বাস্থ্য কত উত্তম। সুতরাং এই দেশে চিকিৎসকের ভীষণ অভাব আছে। একজন চিকিৎসকের উপর যদি ৩০০০ লোকের চিকিৎসাভার অর্পিত হয়, তাহা হইলেও বঙ্গের পল্লী সমূহে ১৪ সহস্র চিকিৎসক চাই। এতন্মধ্যে ১ সহস্র আছে, ১৩ সহস্র চিকিৎসক আরও দরকার।

পল্লীগ্রামে শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব। এই প্রেসিডেন্সীতে ১৫ সহস্র উপাধিধারী এবং ৮০ হইতে ২০০ সহস্র মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ লোক আছেন। ইহাদের অধিকাংশই মিউনিসিপাল এলাকামধ্যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চেষ্টিত হন। এই জন্যই আফিস আদালতে ভিড় হয়। মধ্যশ্রেণীর দরিদ্রেরা কার্য্য পাইতেছে না। এই দিকে এমন ভিড়, অন্যদিকে পল্লীসমূহে শিক্ষিত লোক আদৌ নাই পল্লীগ্রামে যদি শিক্ষিতেরা না থাকেন, তাহা গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতির ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? পল্লীগ্রামে চিকিৎসকদের জন্য কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে যেমন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে, তেমনই গ্রামে কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত লোকের আমদানী হইবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিকতত্ত্বালোচনা।

আমাদের যদি এমন সৌভাগ্য হয় যে, ৩ কি ৪ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশে এইরূপ ৩০০ কি ৪০০ সমিতি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পল্লীর চিকিৎসকদের সাহায্যে নানাব্যাধি ও প্রাপ্য রোগাব হিসাব প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সকল হিসাব স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণার সহায় হইবে।

সমবায়ে শিক্ষিতের সহানুভূতি।

এখন সমবায় সমিতি সমূহ কৃষকদিগকে ঋণদান করিতেছেন। ভদ্র শ্রেণীর লোকদিগের সহিত এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় নাই। অবশ্য ভদ্রশ্রেণীর কর্ম্মচারী আছেন। আমি যেরূপ সমিতি স্থাপনের কথা বলিলাম, উহাতে কৃষক ও ভদ্র সকলের সহানুভূতি সমভাবে আকৃষ্ট হইবে। এতদ্দ্বারা এই প্রদেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্বায়ত্ত শাসনের সুশিক্ষা।

এইরূপ আন্দোলন দ্বারা স্বায়ত্ত শাসনের সুশিক্ষা কার্য্যতঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জনমণ্ডলী আপনাদের হিতকর কার্য্য আপনারা সাধন করিতে শিখিবে। তাহারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ সুফল পাওয়া যায়, উহা প্রত্যক্ষ করিবে। এই জ্ঞানকেই আমি স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি বলিয়া মনে করি।

আত্ম নির্ভর।

এতদ্দ্বারা আত্ম নির্ভরের শুভ ফল শিক্ষ করিয়া উপকৃত হইবে। তাহারা দেখিবে, ধনীর যাহা পারেন না, গবর্ণমেণ্ট একাকী যাহ করিতে সমর্থ নহেন, পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোষন করিয়া সমবায় দ্বারা লোক সাধার সেইরূপ কঠিন কার্য্য সাধন করিতে পারিতেছে। (স্বাস্থ্য সমাচার)

শিক্ষার অন্তরায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি ও মাশুলের হার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বোধ হ কাহারও অবিদিত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কলনার্থ এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দি হইয়াছে। এই বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে।

দেশমান্য, মহাপণ্ডিত, উপাধি সাগর দীন দরিদ্র ছাত্রের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতো মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নূতন ব্যবস্থার মূ কারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার যিনিই থাকুন, আশুবাবুই ইহার হর্ত্তা কর্ত্তা ও নিয়ন্তা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না; তিনি যে বিধির প্রস্তাব করেন তাহাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত এব প্রবর্ত্তিত হয়। আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রা যখন যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে যখন ভগবানেরও ভুল হয়, তখন ভরসা করি ইহারা আশুবাবুকে অভ্রান্ত মনে করেন না সুতরাং আশুবাবুর গবর্ণমেণ্টে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে, সেই কারণে অথব আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির আশায় তাঁহার আশুবাবুকে সমর্থন করিয়া থাকেন। স্বাধীন চেতা, সহৃদয় স্পষ্টবক্তা কতিপয় মহাত্ম আশুবাবুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন বটে

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব না।

কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় তাহা ব্যর্থ হয়।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা আজ বড়ই কাঙ্গালিনী; অর্থাভাবে তাহার পুত্র কন্যাগণ অনশন ক্লিষ্ট, বসনাভাবে লজ্জা-নিবারণে অক্ষম, রোগে জীর্ণশীর্ণ। সৌধমালা শোভিত, বিলাস বিভ্রম বিক্ষুব্ধ কলিকাতা-বাসীর অবস্থা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া সমগ্র বাঙ্গালা সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিতে হইলে পল্লীবাসীর অবস্থা দর্শন করা উচিত। পল্লীগ্রামে যাইলে দেখিবেন, অধিকাংশ ব্যক্তি অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত আছে; মাথা রাখিবার ঠাঁই নাই বলিলে বাহুল্য হয় না; ছিন্নবসনে লজ্জানিবারণে বিফল প্রয়াস পাইতেছে; ব্যয়সাধ্য বলিয়া বহু পিতা পুত্রের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, সুতরাং সে চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিতেছে। আমাদের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি নহে, ইহাই প্রকৃত অবস্থা। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা হয় দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অথবা অন্য কোন স্বার্থ তাঁহাদের আছে। সুতরাং বিদেশবাসীর পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এদেশবাসীর কোনও ব্যক্তি বিশেষতঃ কোনও প্রবীন, স্বনাম ধন্য, সুধীশ্রেষ্ঠ দেশপূজ্য ব্যক্তি এরূপ অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিলে বড়ই দুঃখ হয়। এসম্বন্ধে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। কলিকাতাবাসী অধিকাংশ ছাত্রই ধনী বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সন্তান এবং ইহারাই থিয়েটার বা সিনেমা প্রভৃতি সচরাচর দেখিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের সন্তান এরূপ আমোদ প্রমোদে যে যোগ দেয় না, তাহা, আমরা বলি না, তবে তাহারা মোহের বশে বা অপরের প্ররোচনায় এরূপ করিয়া থাকে। ইহাদের বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন,—শরীরকে কষ্ট দিয়া বা ঋণ করিয়া তাহারা এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সে কারণ ইহাদের দৃষ্টান্তে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা একরূপ সর্ববাদী সম্মত। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষা সুগম ও সুলভ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। অধ্যবসায় নিজের আয়ত্বাধীন, কিন্তু অর্থব্যয় সকলের পক্ষে ইচ্ছামত দূরে থাকুক, একান্ত আবশ্যক মত ও করিতে পারা সম্ভব হইয়া উঠে না। সে কারণ শিক্ষা হেতু অর্থব্যয় সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এই বিধি স্থায়ী নহে, এইরূপ আশ্বাসবাণী উক্ত হইয়াছে। যাহা অস্থায়ী, তাহা স্থায়ী করিতে কতক্ষণ, ব্যবস্থাপক সভায় একটী আইনের অপেক্ষা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারত রক্ষা আইন ধরা যাইতে পারে। আর এক কথা, অস্থায়ী হইলেও এরূপ সঙ্কট সময়ে যখন অর্থাভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকুলান হওয়া দুষ্কর, তখন আবার এরূপ অকারণ ব্যয়ভারে ছাত্রদিগের অভিভাবক-গণকে পীড়ন করা আদৌ যুক্তি যুক্ত নহে।

যদি প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অনাটন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যয় কমাইয়া এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য বা ঋণ লইয়া তাহার সঙ্কুলন করা উচিত। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিবেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সানুনয়ে আকর্ষণ করিতেছি, শিক্ষার এ অন্তরায় অচিরে দূর করিয়া গরিব প্রজাকে রক্ষা করুন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

WATER-PROOF COATING FOR WALLS.

দেওয়ালের জন্য জল সহনশীল কোটিং।

—:০:—

দেওয়ালের যে ধারে জল শোষন করিবার সম্ভাবনা, সেই দেওয়ালে একপ্রকার পোঁচড়া দিলে জল শোষিত হইবে না, ড্যাম্প বা ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। নিম্ন লিখিত উপায়ে এইরূপ কোটিং প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

পিচ্	...	২০ পাউণ্ড।
রজন	...	৩০ পাউণ্ড।
Red ochre	...	৮ পাউণ্ড।
পক্ক সুরকীচূর্ণ		১১ পাউণ্ড।

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে এবং নাড়িয়া সমস্ত দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। ইহাতে যথোপযুক্ত তার্পিন মিশাইলে যখন রসের মুখে সবিনার মত হইবে, তখন খুব পাতলা ভাবে দেওয়ালে একটা পোঁচড়া টানিয়া দিলে ওয়াটার প্রুফ হইবে যাইবে, কখন ঠাণ্ডা লাগিবে না।

TO RESTORE INSCRIPTIONS ON COINS.

টাকা পয়সায় উপরের লেখা ব্যবহার দ্বারা অস্পষ্ট হইয়া যাইলে, তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মুদ্রাটীকে অগ্নিতে অল্পে অল্পে উত্তপ্ত করিলে, অনেক স্থলেই লেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

NEW RECIPE FOR GUMMING.

টিকিটাদিতে গঁদ মাখাইবার ফরমুলা।

টিকিট লেবেল প্রভৃতির পৃষ্ঠে আটা লাগাইবার নূতন ফরমুলা। এক পাউণ্ড গম বা গঁদকে ৩ পাইন্ট জলে ভিজাইয়া ফেলিতে হইবে, উৎকৃষ্ট আরবীগঁদই ব্যবহার করা উচিত। যখন গঁদ বেশ গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে এক টেবেল চাম্‌চের এক চামচ পরিমিত গ্লিসারিন এবং ২ আউন্স মধু (খাঁটী) মিশাইয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তাহার পর টিকিট বা লেবেলের পৃষ্ঠে স্পঞ্জ দ্বারা লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে।

গ্লিসারিন ও মধু দেওয়ায় উদ্দেশ্য,টিকিটের পিছনে মাখান গঁদ ফাটিবে না এবং গঁদ শুকাইয়া যাইলেও কাগজ গুটাইয়া বা কোঁকড়াইয়া যাইবে না। এদেশেও ছাপাখানায় ৩।৪ বা ১০ খানা টিকিট বা লেবেল একত্রে ছাপা হয়, সেই গুলিকে টিকিটের ন্যায় পারফোরেট করিয়া তাহার পৃষ্ঠে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় গঁদ লাগাইয়া দিলে ছাপার কার্য্যের মূল্যও অধিক পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারকারী অনেক সুবিধা ও সময় পায়। আমেরিকায় ডেন্টন্ কোম্পানী কেবল গঁদ দেওয়া লেবেলেরই ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা খুব সুলভেও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

TO WATERPROOF CANVAS CLOTH &c.

কাপড়, কাম্বিসাদিকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

লিন্‌সিড্ অয়েল	...	২ কোয়ার্ট।
রেড্ লেড্	...	১ আউন্স।
Umbre	...	১ আউন্স।
রজন	...	১০ আউন্স।

অগ্নির উত্তাপে প্রায় ২০ মিনিট রাখিয়া গলাইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাকে পাতলা করিতে হইলে তারপিণ মিশাইলেই পাতলা হইয়া যাইবে। উপরোক্ত প্রকারের লাল রং হইবে। কিন্তু সাদা করিতে হইলে বা অন্য রঙ্গের করিতে হইলে উপরোক্ত পরিমানে সেই রং লইতে হইবে। যথা সাদা হইলে White Lead, ইত্যাদি।

অর্থসাধন বা ধনবিজ্ঞান।

অনুক্রমণিকা

অর্থের প্রয়োজন।

——:০:——

তোমার ধনে প্রয়োজন আছে, কেননা তুমি সংসারী, আর অর্থ দ্বারা সংসারের যাবতীয় অভাব মিটিতে পারে। অর্থ ব্যতীত সংসার চলে না।

বিনা সাধনায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

বিনা সাধনায় কোন দ্রব্যই লাভ করা যায় না। জড়পিণ্ডবৎ মাতৃ জঠর হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, বিনা সাধনায় আমরা বসতে দাঁড়াতে বা কথা কইতে শিখি নাই, বিনা সাধনায় বিদ্যালাভ করি না। ভগবান দত্ত জল বাতাস আলোক ও মাটী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য ভিন্ন কোন্ জিনিষটী মানুষ বিনা চেষ্টা বা যত্নে বিনা সাধনায় লাভ করে? তাই বলি, ধন লাভ করতে হলেও সাধনা চাই।

ভাগ্য ও পুরুষকার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সৎকর্ম্মফল থাকলে, ইহজন্মের কর্ম্মফল শীঘ্র ও বেশী রকম ফলপ্রদ হয়, অন্যথায় বিলম্বে ও আংশীক সিদ্ধি লাভ হয়। তথাপি কর্ম্মের ফল ভোগ শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ভোগ করতেই হবে।

সাধনার প্রকার ভেদ।

বসতে বা হাঁটতে শেখায় যে সাধনা। কথা কইতে বা বিদ্যালাভের জন্য সাধনা কিছু অন্য প্রকারের। আবার ধন উপার্জ্জনের যে সাধনা, তাহাও ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু প্রত্যেক সাধনাতেই মনযোগ পূর্ব্বক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাটাই সর্ব্ব প্রধান সিদ্ধিমন্ত্র।

কষ্ট।

যে ব্যবসায়ে যত risk, সে ব্যবসা শিখতে তত বেশী কষ্ট ও অধ্যবসায় আবশ্যক। আর যে ব্যবসায়ে যত Risk (লাভ লোকসান) কম, সে কাজ তত কম কষ্টে শেখা যায়।

বাজারে আলু পটল পান বেচার যতটা শিক্ষার প্রয়োজন, একখানা সামান্য মুদীখানা দোকান চালাতে তদপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষার প্রয়োজন, আলু পটল বেচতে স্বাভাবিক বুদ্ধিই যথেষ্ট, কিন্তু মুদীখানা দোকান চালাতে সামান্য রূপ হিসাব বোধ ও একটু লেখা পড়া জানার আবশ্যক।

আড়তদারী।

আবার মুদীখানার দোকান চালাতে যে য শিক্ষার প্রয়োজন, একখানি আড়তদারী া বড় গোলদারী দোকান চালাতে তদপেক্ষা নেক বেশী শিক্ষার প্রয়োজন।

SPECULATION.

Speculation সকল ব্যবসায় রাজা, Speculation শব্দের অর্থ ভবিষ্যতে লাভের াশায় ২।৫।১০ দিন পূর্ব্বে বা ২।৫।১০ মাস পূর্ব্বে কোন দ্রব্য খরিদ বা বিক্রি করা। বর্ত্তমান সময়ে বেশী লাভ বা লোকশানির কাজ াত্রকেই Speculation বলা যায়। Speculation এ কেনা বেচায় রাতারাতী ড়লোক বা গরীবলোক হতে সদা সর্ব্বদাই দেখা যাচ্চে। যে কাজে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার ভয় এবং রাতারাতী বড় লোক হওয়ার আশা একত্রে বর্ত্তমান, সে কাজ শিখতে কত কষ্ট ও অধ্যবসায় দরকার, তা বোঝান অসম্ভব।

কেবল লেখা পড়া জানা থাক্‌লেই ব্যবসা করা যায় না, ব্যবসা রীতিমত শিখ্‌তে হয়।

এর তুলনায় M. A. B. A. পাশ করা অতি সুখসাধ্য। আমরা যেখানে শিক্ষিত শব্দ প্রয়োগ করেচি, তার মানে M. A. B. A. পাশ করা শ্রেণীকে যেন না বোঝা হয়—আমাদের শিক্ষিত শব্দের অর্থ লেখা পড়া জানা এবং ব্যবসায়ের গুপ্ত ও গুহ্য রহস্যবিদ ব্যক্তি। তাঁর তুলনায় M. A. B. A. পাশ বাবুভায়াদের ব্যবসায় বিদ্যায় A B C. বা বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত শেখা হয় নাই।

সহজ পথ কিন্তু অতি ভয়ানক।

লক্ষ্মীলাভের এই নিকট পথ শানিত ক্ষুরধার অপেক্ষাও অতি ভয়ানক। অথচ এইটাই অতি সহজ পথ। পাঠক আমি তোমাকে এই পথের বিবরণ—পথে যে সব ভয় আছে, তাহার কথা, বিশ্রাম ও আরাম, নিরাশ ও অন্যান্য যাবতীয় তৎসহ পথের প্রকৃত নক্সা (map) পর পর প্রদান করিব, আলস্য, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করে এই পথে কি অগ্রসর হতে পারবে? যদি পার, তবে এস আমি তোমার পার্থিব অমৃতের পথ দেখাইয়া দিব। তদতিরিক্ত করিবার আমার ক্ষমতা নাই।

বৃহৎ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়ায় অতি গূঢ় ও গুহ্য কথা সকল।

চাঁদী (রূপা) হুণ্ডি।

(EXCHANGE)

কেনা বেচা।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল দ্রব্যের কেনা বেচার দাম রূপা দ্বারা লেন দেন হয়।

হুণ্ডির দর।

রূপার দরের উপরই যাবতীয় দেশের হুণ্ডির দর নির্ভর করে, আর হুণ্ডিই হচ্ছে আজ কালকার ব্যবসায়ের প্রধান সহায়।

হুণ্ডিরসুবিধা।

কেননা, চীনাম্যানের দেশের মুদ্রা ভারতে চলে না এবং ভারতের মুদ্রাও চীনাম্যানের দেশে চলে না। এইরূপ পৃথিবীর কোন দেশের মুদ্রাই অপর দেশে চলে না। কেনা বেচার মাঝখানে হুণ্ডি থাকায় ঐ অসুবিধা দূর হচ্চে।

নগদ টাকায় বিপদ।

আর যদিই এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলিত, তথাপি হুণ্ডি ব্যতীত সব ব্যবসাই রীতিমত চলত না। কেননা একদেশ হতে টাকা ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে মাল খরিদ করিতে যাওয়ায় পথে পদে বিপদের ভয় আছে।

হুণ্ডির দর কেন কম বেশী হয়?

এই সব কারণে ব্যবসায়ে হুণ্ডির একাধিপত্য সর্ব্বত্র। চাঁদির দরের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাদারদের টাকার স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার উপর হুণ্ডির দর নিয়তই কম বেশী হইয়া থাকে।

জোর খরিদ ও বাঁধি কাজের ফলাফল।

চাঁদির দর যদি কম থাকে এবং ব্যাঙ্কের টাকার বেশ স্বচ্ছলতা থাকে, তাহা হইলে হুণ্ডির দর ও (ব্যাজ) কম থাকার দরুন সব ব্যবসাই রীতিমত জোরে চলে এবং ব্যবসাদারেরাও নানা দ্রব্য বাঁধি করিয়া থাকে, এবং সব জিনিষই একটু টেনে অর্থাৎ দু পয়সা বেশীতে বিক্রী করবার চেষ্টা করে। আবার চাঁদির দর যদি বেশী থাকে এবং ব্যাঙ্কের টাকার অসচ্ছলতা হয় (ব্যাজ বেশী হয়) তবে সব ব্যবসার কেনা বেচা মন্দ হয়ে যায় এবং ব্যবসাদারেরাও বাঁধি করতে সাহস পায় না।

হুণ্ডির দর পড়ায় মালের দর চড়া পড়া।

এইজন্য পৃথিবীর কোন দেশে হুণ্ডির দর চড়া পড়া করিলে ঐ দেশের সহিত যে সব দেশের মালের আমদানি রপ্তানি আছে, সেই

সব দেশে ঐ সব জিনিষের দর চড়া পড়া করিয়া থাকে।

উদাহরণ।

এক মণ লোহার দাম যখন বিলাতে ১০ শিলিং, তখন যদি হুণ্ডির দর ১৲ = ১ শিলিং ৪ পেনি অর্থাৎ ১৲ = ১৬ পেনি হয়, তবে ১০ × ১২ = ১৬) ১২০ (৭½ পেনি অর্থাৎ বিলাতের ১০শিলিং একমণ লোহার দাম যখন, তখন যদি Exchange rate ১—৪ পেনি হয়, তবে ঐ সময়ে ভারতে উহার প্রকৃত দাম ৭৷৹ টাকা (অবশ্য জাহাজভাড়া, ডিউটী, ইন্‌সিওর প্রভৃতি এবং ব্যবসায়ীর লাভ এতে ধরা হয় নাই।)

কিন্তু এক মণ লোহার দাম যখন বিলাতে ১০ শিলিং, ঐ সময়ে যদি Exchange এর দর ১৲ = ১ শিলিং ৮ পেনি হয় অর্থাৎ ১৲ = ২০ পেনি হয়, তবে ১০ × ১২ = ২০) ১২০ (৬ তাহা হইলে বিলাতে ১০ শিলিং, ভারতে ৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

আবার দেখুন, বিলাতে ১৲০ একমণ লোহার দাম ১০ শিলিং আর হুণ্ডির দর ১৲ = ১—২ পেনি, বা ১৲ = ১৪ পেনি অতএব ১০ × ১২ = ১৪) ১২০ (৮৴১ পেনি প্রায় ৮৴১০ আট টাকা আধ আনা হইতেছে। এখন বুঝুন, বিলাতে সেই একই ১০ শিলিং দর থাকা সত্ত্বেও হুণ্ডির দরের কম বেশীতে ঐ ১০ শিলিং এই দর ভারতে কখন ৭৷১০ কখন ৭৷৹ আর কখন ৮৲ টাকা মাত্র। ডিউটী, ইন্‌সিওর জাহাজ ভাড়া, কমি কমতা টাকার ব্যাজ ও অন্যান্য খরচা এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রত্যেক বারেই ঐ হিসাবের উপর যোগ করিতে হইবে।

হুণ্ডির ন্যায় আরও ৩০।৩৫ রকমের বিভিন্ন বিষয়ে সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ্‌তে পারলে তবে চড়া পড়া বোঝা যায়। এহিসাবে হুণ্ডিকে ব্যবসায় ক্ষেত্রের ১/৩ অংশ বা অনেক সময় ১/২ অংশ পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে।

চড়া ও পড়া এই দুইটী ধরাই বড়লোক হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ।

এই কঠিন বিষয় যদি পাঠকগণ digest (ঠিকমত ধারণা) করতে পারেন, তাহা হইলে পরপর বেশী রকম বল্‌বার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত।

MEDICAL.

গুর্ব্বিনী তত্ত্ব।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিত)

মাতৃচিত্র।

সন্তানের মনোবৃত্তি ও প্রকৃতি মাতার মনোভাবের উপর নির্ভর করে। অনেকে শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যুক্তি দর্শাইয়া বলেন যে, মাতৃচিত্তের সহিত ভ্রূণের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল যুক্তি শারীর বিজ্ঞান লইয়া তর্ক করিতে অখণ্ডনীয় বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, মাতৃচিত্র ভ্রূণে অঙ্কিত হইয়া ভূমিষ্ট হইবার পর সন্তানে সম্যক পরিদর্শিত হয়। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খঞ্জোষ্ঠ, অঙ্গুল্যাধিক্য, তিলচিহ্ন প্রভৃতি মাতার চিত্তোদ্ভূত; এবং মুখের গঠন প্রভৃতিতে অধিকাংশ স্থলেই মাতৃচিত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কারণ শারীর বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। ইহা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ সাধন হইবে, ক্রমশঃ ইহার কারণও সপ্রমাণিত হইবে। অনেক পীড়াও মাতৃচিত্তোদ্ভূত। একবার একটী শিশুর হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছারোগ হইয়াছিল। শিশুটী অনেক দিন আমাদের চিকিৎসাধীনে থাকে। নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে কোনরূপ উপকার হয় না। পরে কথোপকথনচ্ছলে একদিন প্রকাশ হইল যে, এই শিশু যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন একদিন তাহার মাতাকে বানরে তাড়া করে। তিনি ভয়ে গৃহ মধ্যে পলায়ন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। প্রসবের পর যদিও প্রসূতির আর এ রোগ দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু সন্তান মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাইত। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ভয় হইতে রোগোৎপত্তি স্থির করিয়া তদপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম। নূতন ব্যবস্থিত ঔষধ সেবন মাত্রেই শিশু আরোগ্য লাভ করিল। রোগ যে মাতৃচিত্তের প্রভাব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব সুন্দর সবল নীরোগ সন্তান প্রসবের জন্য মাতৃচিত্তবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গুর্ব্বিনীর চিত্ত ক্রোধদ্বেষাদিশূন্য নির্ভয়, নিরুদ্বেগ ও চিন্তাবর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। কোন ধাতুগত পীড়ার সম্ভাবনা থাকিলে গর্ভাবস্থায় প্রসূতিকে ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার নিবারণ করা যাইতে পারে

গর্ভলক্ষণ ও চিহ্ন।

শরীরের অবস্থাভেদে, মাসকালভেদে বয়ক্রমভেদে, আদ্য প্রসূতি বা বহুপ্রসূতি ইত্যাদি প্রকার ভেদে, গর্ভ চিহ্নের ও প্রকারান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। নারী প্রকৃত গর্ভবতী কি না এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত অত্যাবশ্যকীয় হইলেও বিশেষ চিন্তার কারণ, পূর্ব্বে বয়স্থাগণ উহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ পটু ছিলেন। এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত চিকিৎসকগণ দ্বারাই হইয়া থাকে। যে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৹ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

কালের অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা প্রৌঢ়াদের অভিজ্ঞতা এখনকার শিক্ষিতা রমণীগণের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যে কেবল গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে ছিল, তাহা নহে, গর্ভিনীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। নানাবিধ মুষ্টিযোগ দ্বারা প্রসূতি ও শিশুদের পীড়ার চিকিৎসা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ হিন্দুরমণীর সকল কথা উপযুক্ত সময়ে পুরুষদের বা চিকিৎসকের কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং স্ত্রীলোকদের মধ্যে সকলেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। গর্ভনির্দ্ধারণার্থ নিম্নে কতিপয় লক্ষণ উল্লিখিত হইল।

১। ঋতুবন্ধ—গর্ভসঞ্চারের আদিলক্ষণ ঋতু বন্ধ। যদি নারীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনরূপ ঋতুবিপর্য্যয় না থাকে, অথবা ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভিজা কিম্বা অন্য কোন আকস্মিক কারণ বর্ত্তমান না থাকে, যদ্দারা ঋতু বন্ধ থাকিতে পারে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় মাস অতীত হইলেও যদি ঋতু দেখা না দেয়, তাহা হইলে গর্ভ সঞ্চার মনে করিতে হইবে। ইহার সহিত যদি গর্ভ লক্ষণাদির অপরগুলিও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতে হইবে।

যদিও ঋতু বন্ধ অন্তঃস্বত্তার সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ, তত্রাচ জানিয়া রাখা উচিত যে অন্তঃস্বত্ত্বা না হইয়া অন্যান্য কারণেও ঋতুবন্ধ হইতে পারে। যথা পার্ব্বত্য বায়ু সেবন, আহার বিহারাদি অভ্যস্ত নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম, সমুদ্র যাত্রা ইত্যাদি। আবার আদ্য ঋতুর পূর্ব্বে, কিম্বা প্রসবের পর শিশুপালন বন্ধ ঋতুর পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। কোন কোন পীড়াতেও ঋতু বন্ধ থাকিতে পারে, এবং উহার পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বেও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে।

সুতরাং যদিও ঋতুবন্ধ গর্ভসঞ্চারের আদি ও প্রধানলক্ষণ, তত্রাচ ইহাকে গর্ভের স্থির পরিচায়ক মনে করিতে পারা যায় না।

(ক্রমশঃ।)

পত্রাদি।

মাননীয় "কাজের লোক" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

নিম্নলিখিত কয়েকটী জিনিষ কেমন করিয়া সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায় ও কোথায় পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত ভাবে তাহার ফরমুলা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বশম্বদ—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

(গ্রাহক)

১। বর্ত্তমানে যে সকল উৎকৃষ্ট ব্ল্যাক বড়ীকালী ৷৹। ৷৶৹ আনা গ্রোস বিক্রি হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিব?

উত্তর। ব্লু বা গ্রীণ আনিনাইলে গঁদ মিশাইয়া বড়ী পাকাইয়া বড়ী প্রস্তুত করা হয়। এখন ইহার দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

২। কেমন করিয়া সহজে ব্লুব্ল্যাক ও ব্ল্যাক বোতলের কালী প্রস্তুত করিতে পারিব। লোকমুখে শুনিতে পাই, বোম্বে ও কলিকাতায়, ইউরোপ হইতে ডিবাতে এক প্রকার কালীর পাউডার আসিয়া থাকে। সেই পাউডার গরম জলে মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় অনেকেই বিক্রি করিয়া থাকে এবং এক ডিবাতে দুই ডজন উৎকৃষ্ট বোতলকালী হইয়া থাকে। অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ব্লুব্ল্যাক বা ব্ল্যাক পাউডার কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানাইবেন।

উত্তর। হাঁ, তাহাই এনিলাইন রং, কলিকাতা খোংড়াপটীতে একটা মাড়োয়ারীর দোকানে পাওয়া যায়।

৩। কেমন করিয়া অল্প ব্যয়ে সহজে কতক গুলি অয়েল মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধী তৈলের নির্য্যাস অর্থাৎ কয়েক ফোঁটা দ্বারাই যেন অন্ততঃ এক বোতল সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতে পারি। এইরূপ নির্য্যাস প্রস্তুত প্রণালী জানাইবেন।

উত্তর। ইতি পূর্ব্বে—"কাজের লোকে" বহুতর পদ্ধতি বাহির হইয়াছে, "কাজের লোকের" পুরাতন খণ্ড গুলিতে পাইবেন।

৪। কেমন করিয়া অল্প খরচে উৎকৃষ্ট মহাসুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতে পারিব তাহা জানাইবেন।

উত্তর। ঐ। পুরাতন "কাজের লোকে" পাইবেন।

তৈলকে বিফাইন করিয়া "হেকোর" এসেন্স মিশাইলেই সৌরভময় তৈল হইবে। কলিকাতা বটকৃষ্ট পালের দোকানে ঐ সকল এসেন্স পাওয়া যাইতে পারে।

রথের গান।

কলিকাতায় রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরই বহু সঙ্গীত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রথের গান গীত হইয়া থাকে। আমরা বহুবাজারের দুইটী বালক সম্প্রদায়ের কয়েকটী সঙ্গীত পাঠকগণকে উপহার দিলাম। বালকগণ রাখাল বালক বেশে চরণে নুপুর দিয়া যখন কোমল বালকণ্ঠে আকাশ নিনাদিত মধুর স্বরে গান করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে তখন, দর্শক এবং শ্রোতাগণ একেবারে বিমোহিত হইয়া যান। ইহা চক্ষে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পুনর্যাত্রা উপলক্ষে—

লীলা-গীতি।

২২শে আষাঢ় সোমবার সন ১৩২৬ সাল।

আবাহন।

কীর্ত্তন মিশ্রিত—তাল ফের্‌তা।

কাঁদাইয়া ব্রজবাসী বসি সিংহাসনে।
কেশব কেমনে আছ প্রফুল্লিত মনে॥
জান নাকি তোমাছাড়া মোদের জীবনে।
নাহি অন্য কোন সাধ শয়নে স্বপনে॥
বিরহে ব্যাকুল, সমূহ গোকুল, আঁখি-সলিলে দীনমনে।
নিশিদিন ভাসিছে হাহাকারে
পূরিছে যাপিছে রোদনে।
যমুনা-তীর কানন মন্দির একই নিনাদে সঘনে।
পূরিত নিরন্তর, প্রতিধ্বনি সমীর, বহে সুদূরে নানাস্থানে,
হায় হায় বুক ফেটে যায়, কত আর ব'লব তোমায়,
কীর্ত্তি ভাল রাখ্‌লে হরি দুষ্‌বে এবার জগতময়।
ক'রে চুরি সাধুগিরি খাটবে কি আর এখন ভাই,
পায়ে ঠেলে, সব রাখালে, দয়ার নামে দিলে ছাই।
গোঠে ধেনুগণ, করি বিচরণ, যেন কারে করে অন্বেষণ,
শত আকর্ষণে ফিরিতে না চায়, কিছুতে না হয় তৃপ্তমন,
ফিরে ফিরে চায়, যেন কি হারায়, হাম্বারব করে কখন,
ভাষায় বঞ্চিত তাই অপারগ বলিতে নিজ বেদন।

(হা গোপাল গোপাল রবে)
ছুটে চারিধারে, যশোদা কাতরে, জানেনা কে শুনিবে।
কভু আছাড়িয়া, পড়ে ভূমিতলে, বলে এ প্রাণ কি যাবে॥
নন্দ ব্রজময় ভ্রমিয়া বেড়ায়,
পাগলের প্রায়, যাহারে পায়, সুধায় তায়
কোথায় মোর গোপাল আছে গো।
হারায়ে নিজ চেতনে, রাধা প'ড়ে ধরাসনে,
দেখ্‌তে যদি সাধ থাকে এস পুনঃ বৃন্দাবনে॥

শ্রীচরণাশ্রিত দীনহীন সেবক,—
শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস।
বাগুরাম অক্রুর লেন, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শিক্ষক— শ্রীবিষ্ণুচরণ হাজরা। ম্যানেজার— শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।
সেক্রেটারী—শ্রীগোবিন্দলাল বসাক।

শাঁখারি টোলা বালক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক

বালক সঙ্গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

পুনরথে প্রাণসখা লয়ে যাব তোরে আজ।
বড় আশে তব পাশে এসেছি রাখাল বাজ॥
ধরি পায় রাখ কথা বুঝহে অন্তর ব্যথা,
শাস্তি দাও শাস্তি দাতা হেন না বুকেতে বাজ॥
(তোমারে) সাজায়ে লইয়া যাব আজ
এনেছি মোহন চূড়া কোচান রঙ্গিন ধড়া,
বন ফুলে গাঁথা মালা, রাখালের সাজ॥
এস এস শ্যাম, এস গুণধাম,
রাখ মিনতি এস হে সাথে।
কি ছার অসার, রাজ সিংহাসন,
হৃদয় আসন দিব হে পেতে॥
রাজার দণ্ড, ধরেছ কানাই,
ছেড়ে দেছ তব মোহন বাঁশী।
হে নব ভূপাল, আমরা রাখাল
বাঁশীর রব বড় ভালবাসি॥
বাজা বেনু, প্রাণ কানু, হোক মন উচাটন।
যত জ্বালা, দেছ কালা, ভুলে যাই কিছুক্ষণ॥
তোমার দ্বারি, নিঠুর ভারি, কহিয়াছে কুবচন।
হাসি মুখে, এস বুকে, ওহে ব্রজের জীবন॥
গোকুলের কথা, কি আর কানাই
কহিব তোমার কাছে।
চল, চল, চল, দেখিতে সেথায়,
কি ভাবে সবাই আছে॥
যশোমতি মা অতি দীনা
কাঁদে পড়ি ভূমে চেতনা বিহীনা
কাঁদি হারালো নয়ন জনক তব,
কানু তোমার শোকে।
হাহাকার উঠে চারিদিকে
বিয়োগ বিধুরা, গোপের বধূরা,
যমুনা জলে নাহি যায়।
(কুঞ্জে) বাজেনাকো বাঁশী, উঠে নাকো হাঁসি
সবে করে হায় হায়॥
আছে পথ চাহি, রাই প্রেমময়ী,
ভুলি কুল মান লাজ।
তাহারে তুষিতে, হাঁসিতে হাঁসিতে,
লয়ে যাব তোরে আজ॥
(ওহে বংশী বদন) (ওহে ব্রজের জীবন)

রচয়িতা—শ্রীযোতীষ চন্দ্র বিশ্বাস।
ম্যানেজার—শ্রীজহর লাল পণ্ডিত
১৪ নং শাঁখারী টোলা লেন।

মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৩। গুলঞ্চ, আমলা ও মুথা এই তিন দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দুই দিন অন্তর যে জর, তাহা বিনষ্ট হয়।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৹ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

১৪। চিরেতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, মধু প্রক্ষেপে ইহা পানে একদিন অন্তর যে জ্বর তাহা বিনষ্ট হয়।

১৫। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ বহুকালের হইয়া গিয়াছে, অথচ জোলাপ দীর্ঘদিন ব্যবহার ভাল নয়, তাহাদের প্রধান ঔষধ ইসবগুল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই একটী বড় কাচের বাটিতে আধ বাটির উপর জল লইয়া উহাতে নিজ হস্তের দুই মুঠা ইসবগুল ফেলিয়া দিবেন। ঐ ইসবগুল ১০ মিনিট ভিজিলে হস্ত দিয়া উহা যে জলে ভিজান আছে, ঐ জলের সহিত মিশাইয়া লইবেন। ইসবগুলও জলে মিশিয়া যেন পাতলা করা হয়, থকৃথোকে না হয়। থকৃথকে হইলে উহাতে আবার জল দিয়া পাতলা করিয়া লইতে হইবে। পরে মিছরীর সহিত ঐ ইসবগুল পান করিবেন। প্রথম প্রথম উহা ভাল লাগিবে না, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধের যন্ত্রণা মনে করিয়া উহা খাইতে ভাল না লাগিলেও পান করিবেন। যিনি ধৈর্য্যের সহিত উহা পান করিবেন, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া যাইবে। উক্ত ইসবগুল খাইবার ৩ ঘণ্টার পরে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা হয় করিবেন। ইসবগুল খাইয়াই কিছু আহার করিলে কোন গুণই হইবে না। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীরা যদি চিরকাল ইসবগুল পান করেন, তাহাতে কোন অপকার হইবে না।

নানা কথা।

কথাবার্ত্তার কায়দা।

কি করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, সে সম্বন্ধে একজন বিদেশী-লেখক গুটিকতক সার কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি এদেশেও অনেকের কাজে লাগিবে ভাবিয়া আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম।

কথাবার্ত্তায় অকর্ত্তব্য।

১। শ্রান্ত ও বিশ্রাম-প্রয়াসী লোকের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিও না। পাঠে বা কর্ম্মে রত লোকের সঙ্গে কথা কহিও না।

২। নিজে যখন বিষণ্ণ ও অবসাদগ্রস্ত থাকিবে, তখন কোন প্রসঙ্গ তুলিও না—কেননা, সে সময়ে তোমার কথাবার্ত্তাতেও রস-কষ্ পাওয়া যাইবে না।

৩। চুপচাপ থাকিলে বন্ধুরা তোমাকে অরসিক ভাবিবে, এমন ভয় করিও না। লোককে জ্বালাতন করার চেয়ে অরসিক হওয়া ভালো।

৪। তোমার চেয়ে শক্তিমান কোন কথক আসরে থাকিলে, তুমি ভয়ে পিছাইয়া পড়িও না। তাহার কথাতেও তুমি যে মনযোগ দিয়াছ, তাহা দেখাইবে এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আসল বক্তব্য বাহির করিয়া লইবে।

শ্রোতা নির্ব্বাচন।

১। তোমার কথা যাহার পছন্দ হয়, এমন লোকের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিও।

২। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী শ্রোতা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ শ্রোতাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একজন পুরুষের মতামত, অন্য পুরুষের কাছে নিতান্ত সাধারণ ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইবে।

৩। সম-ব্যবসায়ী লোকের সঙ্গে তোমার কাজের কথা কহিও না। কিন্তু যে অন্য কাজের কাজী, তার কাছে তোমার কাজের কথা বেশ মনের মতই হইতে পারে।

যে ছিল ঘৃণ্য, সে হ'ল দেশমান্য।

এদেশে যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। অথচ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিমাসেই কত লোক যে সামান্য অবস্থা হইতে অসামান্য উন্নতির শিখরে গিয়া উঠিতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না।

বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যিনি ইটালীয় ভাষার অধ্যাপক, তাঁহার নাম মিঃ টমাস ওকে। ইটালীয় ভাষা এবং শিল্প-রত্নাবলী সম্বন্ধে পৃথিবীতে এখন যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, মিঃ টমাস ওকে তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান একজন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা চূড়ান্ত কথা। কিন্তু অধুনা-বিখ্যাত এই মহা পণ্ডিতটি প্রথম-জীবনে এক-জন নিম্নতম শ্রেণীর লোক ছিলেন,—ঝুড়ী-ওয়ালার কাজ করিয়া তিনি আপনার পেট চালাইতেন!

আর্ল্যাণ্ডে গ্রীণউড বালক-বয়সে কারখানায় কুলী-মজুরীর কাজ করিতেন। অল্পে অল্পে কিছু টাকা জমাইয়া, এই হীন কাজ ছাড়িয়া, তিনি লণ্ডন সহরে আসিয়া হাজির হন। সেখানে কিছুকাল জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, নিজের ঐকান্তিক যত্নে শ্রমে অবশেষে তিনি কলাবিদ্যায় একটী উচ্চশ্রেণীর বৃত্তিলাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

কেম্ব্রিজের 'সিনিয়র র‍্যাংলার" মিঃ আর, এস এডিংটনও প্রথম-জীবনে অমনি এক নগণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না। 'সমরসেট কাউন্টিকাউনসিল স্কলারসিপ' লাভ করিয়া তিনি কলেজে ঢুকিবার জন্য টাকার যোগাড় করেন। পরে কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়া অবশেষে তিনি 'সিনিয়র র‍্যাংলার' হইয়া দাঁড়ান। হিন্দুস্থান।

বায়ু-পরিবর্ত্তনের অনাবশ্যকতা।

অনেকের ধারণা যে, জল বায়ু পরিবর্ত্তন

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

করিলেই রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে রোগীকে বিদেশে লইয়া গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে। রুগ্ন অবস্থায় মনে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন; আত্মীয়-বন্ধুর বিরহ রোগীকে ক্লিষ্ট করিলে তাহার দেহ ও মনের অবস্থা খারাপ হয় ও সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর পক্ষে বহুদূরব্যাপী রেলপথে ভ্রমণও ক্লান্তিজনক। আজকাল দেওঘর, মধুপুর, গিরিধি, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে বহু রোগীকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে জন্য লইয়া যাওয়া হয়, এমন কি পুরীর সমুদ্র-তীরে তাহাদের রাখিয়া Ozone inhale করানও হয়। কয়জন তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন? ফিলাডেলফিয়ার হেনরি রাইপস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাক্তার লরেন্স ফ্লিক বলেন—"যক্ষ্মা যে কোনস্থানেই ভাল হইতে পারে।" বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিমিত আহার, সুনিয়ম ও রোগবৃদ্ধিকালে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম ও ব্যায়াম রোগীর পক্ষে প্রয়োজন। যাহাদের ঐ সকল সুবিধা বাড়ীতেই হয়, তাহাদের আর বিদেশ বা সানিটেরিয়ম্ স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইতে হয় না।

ভারতী।

পাটের দাম।—গত মঙ্গলবার পুরাতন পাট ৫॥০ হইতে ১৬।৵ দরে ও নূতন পাট ১১।৵৫ হইতে ১৫।৵৫ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

জর্ম্মণ সম্রাটের শাস্তি।—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মণ সম্রাটের বিচারক পদে নিযুক্ত হইবেন। বিচারকগণ সম্রাটকে ফাঁসী বা কারাদণ্ড দিবেন না কিন্তু তাঁহাকে অধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য তিরস্কার করিয়া জর্ম্মণ সিংহাসন হইতে চির দিনের জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার বংশকে বঞ্চিত করিবেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জীবন কাটাইতে বাধ্য করিবেন।

লণ্ডন নগরে তাঁহার বিচার হইবে। বিচার কালে সম্রাটকে লণ্ডন টাওয়ারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

কাগজের মণ্ড।—কাগজের মণ্ড তৈয়ার জন্য সেলুলস নামক এক পদার্থের দরকার হয়। উহা বাঁশে ও নানাপ্রকার ঘাসের মধ্যে থাকে। এই মণ্ড তৈয়ার করিবার জন্য যে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তিনি সংপ্রতি কলিকাতায় চিত্রশালিকায় এক বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ, বাঙ্গলা, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ৪০৫,০০০,০০০ মণ সেলুলস উৎপন্ন হইতে পারে। এখন সমগ্র পৃথিবীর কাগজের জন্য ২৭০,০০০,০০০ মণ মাত্র সেলুলস দরকার। সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে, কিন্তু এখনও সেই ভারতবর্ষের এমন আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে নাই যে, সে কাগজের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও পারে। ভারতে কাগজ নির্ম্মাণের উপাদান আছে, অথচ ভারতে কাগজ নির্ম্মিত হইতেছে না, ইহার জন্য কি গবর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন?

আপনি কি

পুরাতন দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন? যদি অন্যান্য চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপাথিক ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটনষ্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সযত্নে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব। হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার
কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সাংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আবশ্যক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল।০ আনা। ভিঃ পিতে ।৶০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৷০ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১।০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪।৶০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৷৵০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সনস

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা, অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-রোগ, বাত, ডায়াবিটিস্ বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ।৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিষ্ট ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অভাব করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসকাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶৹ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন সেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রণিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আসুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

[illegible] বিজয়

[illegible] যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অকালবার্দ্ধক্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিবৃত্ত প্রস্রাবের বেগ [illegible] বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ।।০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী [illegible]

সর্ব্বপ্রকার [illegible] রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১ টাকা।

বিনামূল্যে [illegible] পুস্তক সম্বন্ধে ক্যাটেলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ [illegible] ভাণ্ডার,

১২৫ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপার্টরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত। মূল ৷৷০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শ্বেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে, বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, পামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

হিলিংবাম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার:

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩৷০ „
¼ „	৩৲ „	৩৷০ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২৷০ „	২৲ „
½ „	১৸০ „	১৷০ „	১৷০ „

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কল্পনাশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার-আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট অফ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। **Improvement of agricuture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।).

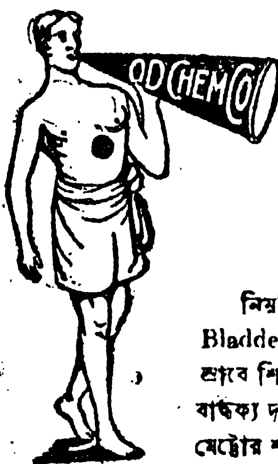
Delegate—	ডাইরেক্টর
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,	চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.	১ নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা, ... লেন, ... নং ... প্রেসে, শ্রী... চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ... নং ... প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। | New Series, August 1919. | নূতন সংস্করণ। আগষ্ট ১৯১৯। | Vol. XIII. No 8.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

O . CHEM. CO, 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আফিস—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীমেন্ট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তাবন্দী অবস্থায় রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।)

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ॥৹।

বাট্‌লিওয়ালার অমৃকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।৶০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

SOLD EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, ঋতু বাধক, অতিরজঃ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত দুর্ব্বলতা দোষাদির জন্য সমস্ত জগতে [illegible] চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা [illegible] উপশম বিধান করিয়া অচিরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাদের [illegible] একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—, চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯, ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ৷৷০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English.

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অৰ্দ্ধমণ কি তদোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অৰ্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি পিতে আদায় করা হইবে।

কে. চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট.

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"- Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩।০, ৫৷০, ৬।০ ও ১১।০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুনী, চেন, পাশী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি লইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, ষ্টিরিও, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই।

কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২॥০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা দেওয়া যাইতে পারে। ✓০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।৶০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ।৶০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and Perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.
Cc Address: "ANNUAIRE, LONDON.

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত সুমধুর আওয়াজ [illegible] বাজারের হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, পরে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কার্য্য।

মেশিন পার্টি এবং মেন স্প্রিং সুলভ না হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান অল্প সময়ে, সুলভে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও জার্ম্মান পিন ॥০ বাক্স পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৶০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৸৵০।

কিটিংসের বনবন—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্‌স লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্লু ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে ময়লা ধরে না। কাগজ ফুটিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্লুব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ।/০ ২নং ৵০

এজেণ্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

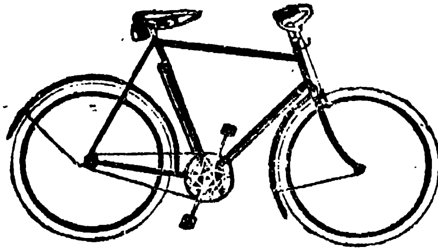


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ও উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর
স্প্রিং ডাম্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেষ্ট একস্প্যাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়। ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের গ্রামোফোন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা সব [illegible] তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ২০ বটিকার কৌটা ১ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয়: ১।১১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XIII
৮ম সংখ্যা।	August 1919.	আগস্ট ১৯১৯।	No. 8.

Notes of Interest.

বিশ্বব্যাপী ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে ১৯শে জুলাই তারিখে শান্তি উৎসব হইয়া গিয়াছে।

জর্ম্মণ সম্রাটের বিচার। —সন্ধির সর্ত্তানুসারে জর্ম্মণ সম্রাটের বিচার হইবে। বিভিন্ন-দেশ হইতে বিচারকগণ লণ্ডন নগরে সমবেত হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। জর্ম্মণ সম্রাটকে লণ্ডন নগরে হাজির করা হইবে। কিন্তু যদি তিনি হাজির হইতে সম্মত না হন, হল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট যদি সম্রাটকে তাঁহার বিপক্ষদের হস্তে অর্পণ না করেন, তবে কি উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। জর্ম্মণীর যুবরাজ বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা যুদ্ধের জন্য দায়ী নহেন। আদালতের সম্মুখে হাজির হওয়া অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করিবেন।

জর্ম্মণীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লুডেনডর্ফ বলিয়াছেন, সম্রাটের আদেশে যুদ্ধ হয় নাই। তিনি নিজে যুদ্ধের জন্য দায়ী।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের "সঞ্জীবনী" সম্পাদক জানিতে চাহিতেছেন, "শুনিতেছি, বাঙ্গলা দেশ হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধান চাউল রপ্তানি করিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে অপরিমিত মাল মজুত করা হইতেছে, এবং গাড়ীর অভাবে তাহা ষ্টেশনেই মজুত রহিয়াছে। আমাদের পাঠকগণ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যদি সংবাদ দিতে পারেন, তবে আমরা বাধিত হইব।

গবর্ণমেণ্ট ও কোন কোন প্রধান লোক বলিতেছেন, ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে চাষারা উপকৃত হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি, চাষাদের ঘরে ধান চাউল মজুত নাই। মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যবসায়ীরাই লাভবান হইতেছে, চাষারা লাভবান হয় নাই। আমাদের পল্লীগ্রামস্থ পাঠকদের নিকট এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত খবর জানিতে চাই, এখন চাষাদের ঘরে ধান চাউল মজুত আছে কিনা? তাহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লাভবান হইতেছে কিনা? এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।"

আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা।—কর্পোরেসনের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, গত ২ সপ্তাহ যাবত এইরূপ জ্বরাক্রান্ত রোগী দেখা যাইতেছে যে, উহাদের জ্বর ৩ হইতে ৭ দিন স্থায়ী হয়, এবং তৎসহ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথাধরা এবং অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। সৌভাগ্যক্রমে এবারকার এই ব্যাধি এযাবৎ কোথায়ও মারাত্মক হয় নাই। তবে কলিকাতায় আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী লোকসাধারণের অবগতির

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জন্য নিম্নলিখিত প্রতিকারোপায়গুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) অতি সামান্য অসুখ হইলেও কেহ চিকিৎসকের বিনা অনুমতিতে শয্যা ত্যাগ করিবেন না।

(২) স্কুল কলেজ, কারখানা, প্রভৃতি লোক পূর্ণ স্থলে গমন করা যথাসম্ভব বন্ধ করা উচিত।

(৩) রোগীর বস্ত্রাদি অন্যে ব্যবহার করিবে না।

(৪) থাইমল আরক মিশ্রিত জল দ্বারা প্রত্যহ ৫।৬ বার নাক মুখ ধুইবে। ৯ চামচের এক চামচ লবণ দশ ছটাক জলে মিশাইয়া তাহা নাকে টানিয়া লইবে।

১ গ্রেইন পারমাঙ্গনেট অব পটাস এক পোয়া জলে মিশাইয়া তদ্বারা কুলকুচি করিবে ও গলনালী ধৌত করিবে।

(৫) ইউক্লিপ্টাস তৈলের গন্ধ শোঁকা উত্তম।

(৬) রোগীর থুথু কাসি প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা শোধনকরা পাত্রে ফেলিতে হইবে।

(৭) এই রোগে পুষ্টিকর পথ্য ভিন্ন কোন ঔষধে ফল হয় না।

(৮) রোগী হাঁচিবার বা কাসিবার সময়ে রুমাল ব্যবহার করিবে।

(৯) এই রোগ লোকের বাবস্বার হইতে পারে।

(১০) যাহার এই রোগ হইবে, তিনি ইহা মনে রাখিবেন যে লোক সাধারণের নিরাপদতার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা গ্রহণে ন্যায়তঃ বাধ্য।

(১১) কলিকাতায় এই রোগের টিকা দেওয়ার যতগুলি ষ্টেশন আছে, সমস্ত গুলিই পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। তথায় গরীবদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে।

আমরা "অমৃতবাজার পত্রিকা" আফিস হইতে "ভারতে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে অনুষ্ঠানপত্র হাঁসপাতালের প্লান এবং পণ্ডিত কৃপারাম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীগণের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বলা বাহুল্য আমরা এই লোক হিতকর অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। স্থানান্তরে আমরা সাধারণের অবগতির জন্য অনুষ্ঠান পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। অনুষ্ঠাতাগণের উদ্দেশ্য সফল হউক।

ভারতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

বর্ত্তমান আশ্রমের কথা।

যাঁহারা এদেশের কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, রোগিগণকে আবশ্যকানুরূপ বাসস্থান ও বস্ত্রাদি দেওয়া হয় এবং তাহাদের ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য ঔষধ প্রদান করা হয়। এবং তাহাদিগকে সুখে রাখিয়া দুর্দ্দশা ভুলাইবার জন্য ত্রুটি হয় না। যাহারা লোকহিতৈষণাবশে বিবিধ "মিশন" পরিচালন করেন, তাঁহাদের যত্নেই ইহা হইতেছে। কিন্তু এই যত্ন সত্বেও কি রোগীরা সব সত্যই সুখে থাকে? বাস্তবিক রোগীরা সর্ব্বদাই মনে করে, তাহারা আশ্রমে আছে, সে আশ্রম হাসপাতাল নহে। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া হাঁসপাতালে যায়। আশ্রমে রোগীকে যথাসম্ভব যত্নে রাখিবার সুব্যবস্থা থাকিতে পারে; কিন্তু আশ্রম হইতে রোগীদের প্রায়ই আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরিয়া আশা ঘটে না।

ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন "মিশনের" আশ্রমে নানারূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বিত হইত। কিন্তু কোনটিতে বিশেষ সুফল ফলে নাই। এদেশে বহুদিন হইতে চালমুগরার তৈল কোন কোন প্রকার কুষ্ঠের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কোন কোন আশ্রমে চালমুগরার তৈল দিয়া চিকিৎসা করাও হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর দেহে ইহার সুফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সার লিওনার্ড রজার্স চালমুগরার তৈল হইতে সোডিয়াম গাইনোকারডেট প্রস্তুত করিয়াছেন। কেহ কেহ আশা করেন, এই ভেষজ রোগীর শিরায় প্রবিষ্ট করাইলে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। তবে বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত এই ভেষজে যে রোগ সারিবেই, এমন কথা বলা যায় না।

আবশ্যক সুব্যবস্থা।

আমরা অবগত হইয়াছি, কুষ্ঠরোগীদিগের মিশনের সম্পাদক মহাশয় ভারত সরকারের সাহায্যে ১৫ বা ২০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দ্বারা আবিষ্কৃত সকল উৎকৃষ্ট ঔষধের ফল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। তদ্বারা এই রোগ আরোগ্য করিবার সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে। বড়লাটের পত্নী লেডি চেমস্‌ফোর্ড দয়াপরবশ হইয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আমরা আশা করি, যাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার যথাসম্ভব শীঘ্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

বিরাট্ ব্যাপার।

এ ব্যবস্থা ভালই হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ এবং এদেশে প্রায় সব জেলাতে কুষ্ঠরোগগ্রস্থ লোক বিদ্যমান। এ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত আয়োজন কথনই দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গতবারের

আদমসুমারে দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৯ হাজারেরও অধিক কুষ্ঠরোগী আছে, কিন্তু যাঁহারা এবিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই আশ্রম সমূহে আশ্রয় পাইয়াছে এবং "মিশান টু লেপারস" এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়া নানা আশ্রমে প্রায় ছয় হাজার রোগীকে আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আশ্রমেরও অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ৯টি আশ্রমে যত রোগী রাখা উচিত, তদপেক্ষা অধিক রোগী রাখিতে হইয়াছে, ৬টিতে স্থানাভাব, অনেক আশ্রমে রোগীরা যাইতে পারিতেছে না, ১০টি আশ্রমে নূতন গৃহ প্রয়োজন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বর্ত্তমানে যে সকল আশ্রম বিদ্যমান, তদপেক্ষা অনেক অধিক আশ্রম প্রয়োজন।

মিশনের লোক, সরকার ও যে সকল জনহিতৈষী চিকিৎসক এই মহাব্যাধির ঔষধ সন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রশংসাভাজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় প্রণালীতে এ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তবে ভাল হয়। আমাদের দেশে এই ব্যাধির স্বতন্ত্র চিকিৎসাপ্রণালী ছিল। প্রতীচ্যবাসিরা অদ্যাপি এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাধির চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত ঔষধের মধ্যে কেবল চালমুগরার তৈল য়ুরোপেরা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সুফল ও পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও নানারূপ ঔষধ উল্লেখ আছে এবং সে সকলও ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

জাতীয় চিকিৎসাপ্রণালী।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকারের। এই সকল রোগে একই প্রকার চিকিৎসা অবলম্বনীয় নহে। ভিন্ন প্রকারের ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা আছে; এবং একই প্রকার ব্যাধিতে রোগের অবস্থা, রোগীর স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি ভেদে চিকিৎসার প্রকার ভেদ হয়। বহুআয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে দ্রব্যগুণ, পাঁচনসংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, আয়ুর্ব্বেদসংহিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এদেশে প্রাচীন ঋষিরা এই রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া ঔষধ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা আভ্যন্তরীন প্রয়োগের জন্য বিরেচক, বমন ও রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ দিতেন। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য তৈল ও ঘৃত ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হইত। অনন্তমূল, গুলঞ্চ, নিম্ব, রুদ্রবন্তী, চিরতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও অন্যান্য ঔষধ এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া, মাত্রা ও প্রকার স্থির করিয়া প্রয়োগ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। কেবল স্বদেশজাত ঔষধ এবং সেই সকলের গুণ জানিলেই কুষ্ঠরোগে তাহা প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ করা যাইবে না। চিকিৎসককে রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে, কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে কাজ শিখিতে হইবে। তাঁহাকে নানা অবস্থার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার ফল লক্ষ্য করিতে হইবে—ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে ইত্যাদি।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা একজন বিশেষজ্ঞের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি আমাদের দেশের চিকিৎসা প্রণালীতে অভিজ্ঞ এবং কোনও হাতুড়িয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না। তিনি কেবল শাস্ত্রীয় ঔষধই ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার চিকিৎসার ফল দেখাইয়াছেন। বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের পরিচালকগণ কয়টি রোগীকে তাঁহার চিকিৎসাধীন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার পার্দীলুকিস, ডাক্তার রাধা গোবিন্দ কর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গননাথ সেন, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে তিনি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, পিতা নিজামরাজ্যে ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি কুষ্ঠরোগীকে চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র বা আত্মীয় নাই যে তিনি তাহাকে এই বিদ্যা শিখাইয়া যাইবেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার লব্ধ বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তিনি তেমন লোককে শিখাইয়া এই চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তার সাধন করিতে ইচ্ছুক আছেন।

উপায় নির্দ্ধারণ।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলা হইল, তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বব্যয়ে সালকিয়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে ২জন রোগী বাস করিতে পারে; আরও ২জনের স্থান হইতে পারে। এই আশ্রমে বহু রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন এই মহৎ অনুষ্ঠানের বিস্তৃতি সাধন প্রয়োজন। সেই জন্য কোন মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সকল স্থান হইতে সুগম এবং কুষ্ঠরোগীদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যে স্থানের আবহাওয়া উত্তম এবং বৎসরের সকল সময় নাতিশীতোষ্ণ এমন স্থানই ভাল। হাঁসপাতালটি কোন হিন্দু মন্দিরের নিকটে বা কোন বড় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের সাহায্য পাইবার সুবিধা হয়। বিশেষজ্ঞটী

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বিনামূল্যে এই হাঁসপাতালে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন! তিনি আরও বলেন, যে সকল যুবক আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া কুষ্ঠ-রোগীদিগের হিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং তাঁহাদের মত পরার্থপর যুবকদিগকে আপনাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা শিখাইতে প্রস্তুত হইবেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিকিৎসাপ্রণালী শিখাইয়া দিবেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং জীবনের সায়াহ্নে দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন। যাহাতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার লব্ধ জ্ঞান ও অনুসৃত চিকিৎসাপ্রণালী লুপ্ত হইয়া না যায়, তাহার উপায় করা আমাদেরই কর্ত্তব্য।

একবার যদি কুষ্ঠরোগীরা জানিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন হাসপাতাল আছে যে, তাহারা তথায় যাইলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, পরন্তু চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিবে, তাহা হইলে তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইবে এবং তাহাদের আশীর্ব্বাদ এই হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিরে বর্ষিত হইবে। এই অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিলে পৃথিবীর নানা স্থানের শত শত কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে কি গৌরবের দিন হইবে! তখন দেশ বিদেশ হইতে শত শত কুষ্ঠরোগী রোগ মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের এই হাঁসপাতালে আসিবে। আর এক কথা, এই চিকিৎসা-পদ্ধতি একবার হাঁসপাতালে প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বজনবোধ্য হইলে—বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ক্রমে যোগ্যতর ব্যক্তির চেষ্টায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়া কুষ্ঠরোগের অমোঘ ঔষধ প্রদান করিয়া পৃথিবী হইতে এই দারুণ ব্যাধি বিদুরিত করিতে পারিবে।

ব্যয়ের হিসাব।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, একটি হাঁস-পাতাল প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যদি সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করা হয়, তবুও গৃহাদি নির্ম্মাণে ও ব্যয়নির্ব্বাহে লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে, প্রকৃত কাজ করিতে হইলে হাঁসপাতালে অন্ততঃ ১৬ জন রোগীর স্থান হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জমিতে ও বাড়ীতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ২৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক রোগীর দৈনিক ব্যয় ন্যূনধিক ১৲ টাকা। সুতরাং প্রথমে ৮ জন রোগী লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে রোগীর বাবদে মাসিক ২৪৯৲ টাকা ব্যয় হইবে। অন্যান্য খুচরা ব্যয় মাসিক ৭২ টাকায় কুলাইতে পারে। সুতরাং লক্ষ টাকার মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণাদি বাবদে ব্যয়িত ২৫ হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫ হাজার শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে মাসিক ব্যয় এই ৩১২৲ টাকা কুলাইয়া যাইবে। এইরূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া এককালীন দানে ও মাসিক সাহায্যে অবশিষ্ট রোগীদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। কারণ, প্রথমে যে সব রোগী হাঁসপাতালে আসিবে, তাহারা আরোগ্য হইয়া গেলেই লোক এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এদেশে পরোপকার করিতে ইচ্ছুক লোকের অভাব নাই; তাঁহারা যে এইরূপ সৎকার্য্য করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ টাকা অধিক নহে। অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিলে দশজন লোক অনায়াসে ১০,০০০৲ টাকা করিয়া দিতে পারেন, এমন কি একজনও এই টাকা একা দিতে পারেন।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথা বলা হইয়াছে—তিনি পণ্ডিত কৃপারাম। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া যে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা নানা পত্রে ও তাঁহার পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে তিনি আবার তাঁর চিকিৎসার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ ১০ হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত থাকিলে তিনি যদি দুইজন কুষ্ঠরোগীকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠান, তবে তিনি তাহাদের চিকিৎসা করিয়া সুফল দেখাইলে তবে দাতা দান করিবেন।

আমি এ বিষয়ে আমাদের দেশের কতিপয় নেতার সহিত আলোচনা করিয়াছি। কার্য্যের জন্য সমিতি গঠিত হইলে তাঁহারা সদস্য হইতে প্রস্তুত আছেন। এখন লোকের মতামত লইবার আশায় এই অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইল। যিনি এ বিষয়ে সাহায্যে করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ৮নং নন্দীবাগান লেন, শালকিয়া, (হাওড়া জিলা) ঠিকানায় পণ্ডিত কৃপারামের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীপীযুষ কান্তি ঘোষ।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" কার্য্যালয়, কলিকাতা।

ইন্দুর স্থান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা

——)০(——

ইন্দু যখন দুইবৎসরের, তখন ইন্দুর মা বিধবা হইয়া মেয়েটীকে বুকে করিয়া ভাইয়ের সংসারে আসিয়াছিলেন, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অশেষ খাটিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র-দের মানুষ করিয়া, যখন ক্ষীণ শরীরটীকে আরো ক্ষীণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন সেই পরিশ্রমের মধ্যেই মেয়েটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া, একটু আদর যত্ন করিয়া তাহাকে আপনার চেয়ে একটু সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইন্দু শিশুকাল হইতেই অবুঝ নহে, কখন আবদার করে নাই, কখনও মামাতো ভাইদের সহিত ঝগড়া করিয়া মার

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব না।

নিকট নালিস করে নাই, তাহারা সেখানে যে খুব একটা জোরের সম্বন্ধ লইয়া বাস করে না, বালিকা যেন তাহা বুঝিত।

ক্রমে যখন ইন্দু কৈশোরে পদার্পণ করিল, তখন মা আপন যথাসর্ব্বস্ব বলিতে আভরণগুলি বিক্রয় করিয়া একটী বি, এ, ক্লাসের ছাত্রের সহিত বড় আশায় বিবাহ দিয়া একটু শান্তি বোধ করিলেন, এবং পরবৎসরেই জামাতার মৃত্যু সংবাদে যে ধরণীশয্যা গ্রহণ করিলেন, একমাস মধ্যে তাহাতেই নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

ইন্দু স্বামীকে বড় চিনিত না, তবে মাকে হারাইয়া যদিও বড় কাতর ছিল, তথাপি আজন্ম পরিচিত মামার বাড়ীতে একরূপ কাটাইয়া দিত, মামী বড় মুখরা নহেন, তবে একটু অলস, চিরদিন বিধবা ননদিনীর স্কন্ধে যে ভারটী চাপাইয়া ছিলেন, সেইটীই অম্লান-বদনে ইন্দুর স্কন্ধে চাপাইতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

মামীদের সহিত দেওঘরে বেড়াইতে আসিয়া ইন্দু কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে যাইত, তখন প্রতিবাসী মলিনের স্নেহদৃষ্টি তাহার উপর পতিত দেখিয়া সে বড় সঙ্কুচিত হইত, মলিন কুচরিত্র নহে, তবে এই হতভাগিনীর ইতিহাস শুনিয়া ও তাহার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার চিত্ত করুণায় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সুপুষ্টা গৌরবর্ণা কৃপাপাত্রীর প্রতি করুণা রূপান্তরিত হইয়া কোন্ এক অজানা দেশের অজানা ভাবে চিত্তকে আকুল করিয়া দিল, আর সেই আকুলতা মুখে চক্ষে প্রকাশিত হইয়া ইন্দুর হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কৃত করিয়া দিল।

কোথায় কোন্ উপলখণ্ডে বসিয়া উভয়ে প্রেমালাপ করিয়াছিল, কোন নির্ঝরিণীর তীরে হাতে হাত বাঁধিয়াছিল, কোন শিশু বৃক্ষের তলায় পত্র বিনিময় হইয়াছিল, আমরা সবিশেষ জানি না, তবে একদিন সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, যে মলিনের সহিত ইন্দুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মামি মা গালে হাত দিয়া বলিলেন মেয়েটা শেষে খ্রীষ্টান হয়ে গেল? পুত্র সতীশ বলিল খ্রীষ্টান কেন মা? ও যে হিন্দুমতে, বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মতে বিয়ে করেছে।" মা বলিলেন "হ্যাঁ, হিন্দু বল্‌লেই হল কিনা, কেউ মুসলমান হচ্ছে, কেউ খ্রীষ্টান হচ্ছে, হিঁদুয়ানীর দোহাই দিলেই তো আর তা'কে হিঁদু বলবো না।"

সতীশ বলিল, "মা! হোটেলে তো ব্রাহ্মণ মুসলমানের হাতে মুরগী খেয়ে আসছে, তা'রা কি করে হিঁদু থাকে?"

মা সুপুষ্ট গণ্ডোপরি পতিত বড় ২ মুক্তার নথ দুলাইয়া বলিলেন, "পুরুষেরা খেয়ে আসে সে এক কথা! তাই বলে বিধবার বিয়ে কর্‌বে, আবার হিঁদুও থাকবে?"

সতীশ বলিল, "ভগবান সাক্ষী করে এক-জনকে স্বামীরূপে নিয়ে সমাজে থাকতে পারে না, আর গোপনে কুচরিত্রা স্ত্রীলোকেরা সদর্পে সমাজে বিচরণ করবে!

সতীশের দিদিমা হরিনামের মালা ঘুরা-ইতে ২ বলিলেন, "সতু! থাম, আর জেঠামো করিস্‌নে। মেয়েটার হাতে আমিও তো কত খেয়েছিরে; আমাকে একটা প্রাচিত্তির করিয়ে দিস বাপু! তো'দের সেই রসিক বিদ্যেসাগরকে জিজ্ঞাসা করিস, প্রাচিত্তির না কর্‌লে চলে কিনা: তো'দের হালফাসানে কি বলে জানি না।"

সতু। "হাঁ! সেই মহাপুরুষ তোমাদের মত বুড়ীদের কশ্চেনের জবাব দেবার জন্য চিরকাল পৃথিবীতে বসে আছেন কি না" বলিতে বলিতে রাগে গর গর করিয়া চলিয়া গেল।

মলিনের পিতা একজন বড় ডাক্তার, মলিন তাঁর একমাত্র পুত্র, এম, এস, সি, পরী-ক্ষায় একজামিন দিয়া একটু আরাম করিতে দেওঘর গিয়াছিল। যখন মা বজ্রধ্বনির মত হঠাৎ শুনিলেন, পুত্র বিধবা বিবাহ করিয়াছে, তখন তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন, ছুটিয়া স্বামীর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "ওগো আমার গোপালকে এনে দাও, সে যে আমার বড় সুবোধ ছেলে; কোন রাক্ষসী তা'কে কি করেছে।"

পিতা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, "মনেকর সে ছেলে মরে গেছে, কেননা তা'কে পাবার কোন আশা নাই।"

রোরুদ্যমানা বলিলেন, "তুমি সে রাক্ষসীকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রাচিত্তির করিয়ে আমার ধনকে ফিরিয়ে আন।"

পিতা বলিলেন, "সে নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছে, আমার কথায় তা'কে তাড়াবে কেন? একবার আগে জানালেও না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গরিবের সংসার।

মলিন পিতামাতার অবাধ্য নয়, যদি বিবা-হের আগে জানাইলে মত না পায়, তাই আগেই বিবাহটা সারিয়া ফেলিয়া তবে জানা-ইয়া ছিল। হিন্দুমতে বিবাহ, সুতরাং আশা করিয়াছিল, পিতামাতা বকিয়া ঝকিয়া আবার বধূসহ তাহাকে ঘরে লইবেন। কিন্তু যখন দেখিল, তাঁহারা ক্রমাগত পত্র ও লোকদ্বারা বধূকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ঘরে লইতে প্রস্তাব করিতেছেন, ও অসম্মতী জানিয়া খর-চের টাকা বন্ধ করিলেন, তখন মলিন আপ-নার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অসহায়া বালিকা ইন্দু, শ্বশ্রু ও শাশুড়ির "রাক্ষসীকে ত্যাগ কর, পিশাচীকে দূর করে দাও ;"পত্রে পুনঃ ২ এই সকল দেখিয়া ভীত-মনে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত, "এঁরা খালি বলছেন, তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবেনা তো ? আমার কোথাও যা'বার যায়গাও নাই।'

মলিন স্নেহভরে ইন্দুকে বলিত, "না ও কথা তুমি স্বপ্নেও ভেবোনা ইন্দু! আমি প্রাণ থাকৃতে তোমায় ত্যাগ করবো না।"

কলিকাতা শ্যামবাজারে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া একটী ঠিকে ঝি রাখিয়া মলিন একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতিল। একটী আফিসে দৈবক্রমে ৭০৲ টাকা মাহিনায় চাকরীও পাইল। মলিন অতি অবস্থাপন্ন সংসারে মানুষ হইয়াছে, সে এত অল্প আয়ে কোন মতেই দিন কাটাইতে পারিতেছিল না, ইন্দু শৈশব হইতেই গৃহকার্য্যে নিপুণা, সে অল্প আয়েই পরিপাটীরূপে সংসার চালাইত।

পাড়ার মেয়েদের সহিত ইন্দুর ভাব হইল, তাহারা দুপুর বেলা ছেলেদের অঙ্ক সেলাই জামা, ক্রুশের লেস প্রভৃতি লইয়া আসিয়া তাহার ঘরে গল্প করিত, ও সেলাইয়ের আড্ডা বসিত, তাহারা যখন শুনিল, ইন্দু অতবড় একজন ডাক্তারের পুত্রবধূ, তখন তাহারা "গায়ে একখানিও গহনা নাই কেন ;" "এমন সামান্যভাবে তাহারা এখানে থাকে কেন?" প্রভৃতি প্রশ্নে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, অগত্যা ইন্দু অতি ভয়ে ২ স্বীকার করিল, তাঁহাদের অমতে বিধবাবিবাহ করিয়াছে।

আর তাহাদের বাড়ী কেহ আসিত না, পাড়ায় আর তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত না। পাড়ায় রটিল, কে জানে কাহাদের একটা মেয়ে আসিয়া কাহার সহিত অবৈধভাবে ঘরকন্না করিতেছে। পাড়ার নিষ্কর্ম্মা যুবকদল একদিন গিয়া মলিনের পিতাকে বলিল, "অনুমতি করেন তো সে বৌটাকে মেরে পাড়াছাড় করে দিই। আপনার ছেলেকে জোর করে এনে আটকে রাখুন।"

তিনি গম্ভীরমুখে বলিলেন, "যে ছেলে আমার অবাধ্য, তা'কে ঘরে আটকালেই কি সে আমার মতে চল্‌বে? আমার ছেলে নাই, আমি অপুত্রক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোগ-শয্যা।

বছর দুই বিস্তর কষ্ট করিয়া মলিন ঘরকন্না করিল, কিন্তু শেষে সে অসুস্থ হইয়া পড়িল, ঘুসঘুসে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না, কাশী আছে; ডাক্তার কবিরাজে হার মানিতে বসিল, সেই অবস্থাতেই আফিসে যায়, চাকরী না করিলে, চলে কিসে?

মলিনের স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া আসিতেছিল, অসুস্থতা প্রযুক্ত আফিসে কাজ ঠিক ঠিক করিতে পারিত না, আফিসে বকুনি খাইত, ঔষধ পথ্যে সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া খরচের অকুলান পড়িত। ইন্দু সেলাই করা কাপড় খানি আপনি পরিয়া মলিনকে আস্তখানি পরিতে দেয়, আপনি ভাতেভাত খাইয়া স্বামীকে পাঁচরকম খাইতে দেয়। গয়লানী পুনঃ পুনঃ টাকার তাগাদা করিতেছে, বাড়ীভাড়া ও মাসের বাকী পড়িয়া দুইমাসে ৪০৲ টাকা হইয়াছে, ঝিও দুমাসের মাহিনা পাইবে, সে মাথায় ঘোমটা দিয়া কাজ করিতে আসে বটে, কিন্তু রাস্তায় গিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া চুল এলো করিয়া মোটা মোটা তাগা বালাযুক্ত হাত কোমরে দিয়া ঝগড়া করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যায়, তাহা ইন্দু জানে, সুতরাং সে মাহিনা চাহিলেই ইন্দু ভয় পায়।

বিবাহের পর দুই বৎসর কাটীয়া গিয়াছে, বাহ্যিক আদর সঙ্কোচ আর নাই, কিন্তু বহুদিন ঘরকন্না করিয়া যে একটা আত্মীয়তা জন্মে তাহা হইতেছে না কেন? দুঃখে কষ্টে মলিনের প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, স্বভাবও খিট্‌খিটে হইয়াছে, মনে মনে ভাবে, এ বিবাহ না করিলেই ভাল ছিল। ইন্দু তবু একরকম ছিল, এ—ও বেচারীরও কষ্টের সীমা নাই, আমিও যাইতে বসিয়াছি, মা বাবাকে এত মনস্তাপ দেওয়া কি ধর্ম্মে সহিবে, স্নেহপ্রাণ পিতা মাতার জন্য মলিনের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, কখন কখন স্ত্রীকে ২।১টা কড়া কথা শুনাইত, আবার সময়ে সময়ে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত। আহা ওযে আমার স্ত্রী, ওকে একদিনও সুখী কর্‌তে পারিলাম না।

ইন্দু কিন্তু সুখে দুঃখে ভাবে, "আমরা কত জন্মজন্মান্তরের আপনার, মলিনের মত আমার কেহ নাই, স্বামী শুধু আমারই জন্য কষ্ট পাইতেছেন।

একদিন সকালে মলিন, ফ্লানেলের সাট গায়ে দিয়া মাগুর মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইতে বসিয়াছেন, ইন্দু গরম ঝোলে বাতাস দিতে দিতে বলিল, "ওগো! ঝিটা দু মাসের মাহিনা পায়, বড় তাগাদা করছে যে!"

মলিন ঝালাফালা হইয়াছিল, আজ তিনদিন পরে সবে দুটী খাইতে বসিয়াছে। বলিল, "তা'র আমি কি করবো?"

ইন্দু। মাহিনা দেবে।

মলিন। কোথায় পাবো? তুমি দাও না।

ইন্দু। আমি কোথায় পাবো? তুমি কি যে সব বলো!

মলিন উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমি একেবারে চোরদায়ে ধরা পড়েছি; না? সব দোষ আমারই; আমি নিজের দোষে কষ্ট পাচ্ছি, তুমি পরের বাড়ী রাঁধুনি হয়ে ছিলে, তোমায় এনে কষ্ট দিচ্ছি, সব দোষ আমারই!"

ইন্দু অন্যদিন স্বামীর মুখে এসব কথা শুনিলে কাঁদিত, আজ ঝির কড়া কড়া কথায় তাহার মনটা বিচলিত ছিল, তাই সে আর-

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ⁄০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

ক্রিম মুখে বলিল, "না সব দোষ আমারই, কিন্তু ঝিকে মাইনে দেবার যদি ক্ষমতা নাই, তবে ঝি রাখ কেন? সে যে আমায় দশকথা শুনাচ্ছে।"

মলিন অর্দ্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ইন্দু স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া শশব্যস্তে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "বোস, বোস আমার মাথা খাও, রাগ কোরোনা।"

মলিন বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া লইয়া জামা জুতা পরিয়া আফিসে গেল। ইন্দু ভাত খাইল না, অভুক্ত স্বামীর কথা ভাবিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল।

দুপুর বেলা কাশিতে কাশিতে মলিনের মুখে ভয়ানক রক্ত উঠিতে লাগিল, সাহেব একজন ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, "এর উপর পরিশ্রম করিলেই আশু মৃত্যু।" অগত্যা সাহেব কাজে জবাব দিয়া বেতনের কয়টী টাকা তাহার হাতে দিয়া মলিনকে গাড়ী করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সারাপথ মলিন ভাবিতে লাগিল, "অভাগিনী! তো'র সর্ব্বনাশ নিকট, কা'র হাতে তোমায় দিয়ে যা'ব!" আসিবার সময় যে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিল, সে জন্য দুফোঁটা চক্ষের জল মুছিল, ধর্ম্মতলায় মোড়ে একটা দোকানে ইন্দুর প্রীতিকর নানাদ্রব্য দেখিয়া কিছু উলকার্পেট ইন্দুর জন্য কিনিল।

অসময়ে বাড়ী আসিতেই ইন্দু ছুটিয়া আসিল, "এখন কেন বাড়ী এলে? গাড়ী করে কেন এলে? শত প্রশ্নে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, মলিন বলিল, "আগে সত্য করে বল দেখি, তুমি খেয়েছ কি না, একথায় ইন্দু বলিল, "তুমি উপবাসী আছ, আর আমি —বলিতে বলিতে চক্ষে টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

"ইন্দু। সকালে তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, এই লও তা'র জরিমানা!" বলিয়া কার্পেট ও উল তাহার হাতে দিল, ইন্দু মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আফিসে কিছু খাবার টাবার খেয়েছ কি?"

মলিন আর কতক্ষণ চাপিবে, সবিস্তারে সেদিনের কাহিনী শুনাইল, ইন্দু মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, মলিনের শত অনুরোধেও জল স্পর্শ করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার আনা।

মলিন রোগ শয্যায় শুইয়া প্রত্যহই চক্ষের জল মুছে, ইন্দুকে বলে, "ইন্দু আমার বাবা ডাক্তার! বাবার সংসারে কত বাজে লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, আর আমি ঔষধ পথ্য অভাবে মরিব? ইন্দু শিয়রে বসিয়া চক্ষের জল মুছে, সে মলিনের নাম দিয়া পিতাকে কত পত্র দিয়াছে, "বাবা আমার বড় অসুখ, আমার বড় টাকার অভাব, এ সময়ে সাহায্য না করিলে, আমায় আর পাবেন না।" দৃঢ়চিত্ত পিতা তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই।

একদিন ইন্দু বেলা ২ টার সময় ঝিকে লইয়া গাড়ী করিয়া শ্বশুর বাড়ী গেল। অবগুণ্ঠনবতী ইন্দু শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া ভূমিতে বসিল, গৃহিণী বলিলেন, "কেও গো বৌটি! আমি তো চিনতে পারলেম না! ইন্দু অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "মা আমি বড় গরীব, আমার আর কেউ নাই, আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায় পড়ে। ডাক্তার বাবু যদি বিনা ভিজিটে তাঁকে একবার দেখে আসেন, এই আশায় আপনার চরণে উপস্থিত হয়েছি।" গৃহিণী দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন "আহা! অবশ্য যাবেন, তুমি ঠিকানা দিয়ে যাও, তাঁকে যেতে বল্‌বো।" ইন্দু ব্যাকুলভাবে বলিল, "তিনি যাবেন বললে শুনবো না মা, আমি তাঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।" গৃহিণী গিয়া স্বামীকে সমস্ত জানাইয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁর ঘুম ভেঙ্গেছে, তিনি এখনি তোমাদের বাড়ী যা'বেন বল্‌লেন, এসে জল টল খাবেন। ও মতি একখানা ঠিকে গাড়ী আন্‌তো। এবেলা আর গাড়ী যোতা হয় না।"

ইন্দু বলিল, "আমি তাঁর মেয়ে, তিনি দয়া করে আমার গাড়ীতেই আসুন।" গৃহিণী বলিলেন, "সে তোমার অসুবিধা হ'বে মা, তোমার গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর গাড়ী যাবে। আহা, তোমায় দেখে বড় কষ্ট হল, আশির্ব্বাদ করি, সাবিত্রীর মত স্বামীকে রক্ষা করো।"

ইন্দু তাঁহার পদধূলি লইয়া সিঁড়িতে নামিল, এই বাড়ী এই সম্পদ এই সকলে বঞ্চিত হইয়া স্বামী আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ান; শুধু তাহারি জন্য। হায়রে হিন্দুসমাজ! বালবিধবার সুখে তোর ঈর্ষা, যাহাকে ভগবান মারিয়াছেন, সেই অভাগিনীকে পদদলিত করিতে তোর এত স্পৃহা, ধিক তোর বিচারে!

ইন্দু স্বামীকে কিছু বলিয়া যায় নাই, মলিন জানিত, ইন্দু নিচে কাজকর্ম্ম করিতেছে, এখন ডাক্তার বাবুকে লইয়া ভিতরে আসিয়া অবগুণ্ঠনমুখী শুধু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, ঝি ডাক্তার বাবুকে একখানি চেয়ার টানিয়া দিল, পিতা প্রথমে কঙ্কালসার পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু মলিন তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া বলিল, "বাবা! বাবা! আজ অন্তিমকালে কি আমায় মাপ করেছেন বাবা?" তখন বৃদ্ধের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না, হা! এই কি মলিন? সেই হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত ছেলের এই কঙ্কাল কয়খানা অবশিষ্ট আছে? বৃদ্ধপিতা মৃতপ্রায় পুত্রকে বক্ষে লইয়া অজস্র

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব না।

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইন্দু পাশের ঘরে সরিয়া গেল।

চক্ষু মুছিয়া পিতা বলিলেন, "মলিন! তোর এমন অবস্থা দেখ্‌বো, মনেও করি নাই, কি অসুখ বল্‌দেখি?"

মলিনের মুখে সমস্ত শুনিয়া বেশ করিয়া এক জামিন করিয়া পিতা বলিলেন, "যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এখনি এই অবস্থার ঘর ছেড়ে বাড়ী চল, ভাল ঔষধ পথ্য পেলেই সেরে উঠবে, এ রোগ আমাদের বংশগত নয়, কোন ভয় নাই, নিশ্চয়ই সারবে। Slow but Sure, দেরী কিন্তু নিশ্চয়তঃ। আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর ধরে তুলে নিয়ে যাই।"

মলিন আবার বাড়ী যাবে, ঝটিকাহত বিহঙ্গ বনে বনে ঘুরিয়া আবার সেই সুখনীড়ে ফিরিবে? মলিনের দুনয়নে জলধারা! পিতা আবার বলিলেন, "মলিন! আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে আয়।" মলিন একটু ইতঃস্তত: করিয়া বলিল, "বৌ কোথায় থাকবে? তাকেও সঙ্গে নিই বাবা?"

পিতা উগ্রস্বরে বলিবেন, "আগে প্রাণে বাঁচ, পরে সে সব ভেবো। তাও কি হয়? বাড়ীতে ঠাকুর রয়েছেন, ও সব নিয়ে গেলে লোকে একঘরে করবে যে?"

মলিন। তবে সে কোথায় থাকবে বাবা? Poor girl, দুনিয়ার তার কোথাও স্থান নাই যে।

পিতা। ও সব কলঙ্কিনীদের আবার স্থান কোথায় থাকবে? না হয় এই বাড়ীতেই থাকুক, তুমি বাড়ী চল।

মলিন। সে কি হয় বাবা? তা'হলে আমারও যাওয়া হবে না। এই আমার সমাধি মন্দির, এই ঘরেই কাল শর্য্যা পাতবো।

পিতা। তা'হলে আমারও এই সমাধি মন্দির,! মলিন, বাবা! বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বি চল্‌, তোর মা পাগল হয়ে রয়েছে, আমি বাহিরে রাগ করেছি বটে, কিন্তু এ বুক ভেঙ্গে দেখ্‌, যে পর্য্যন্ত তুই বলে এসেছিস্‌ এ বুক ফেটে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

মলিন নিরুত্তর; পিতা আবার বলিলেন, "আচ্ছা! সেরে শুরে আবার ফিরে আসিস, ততদিন বাড়ী চল্‌! ততদিন ও না হয় এখানেই থাকুক।"

মলিন বলিল, "বাবা! আমি তোমারি ছেলে, তোমার সদ্‌গুণের কিছু Part আমাতে আছে বৈকি! যার ভার হাতে করেছি, তা'কে ভাসিয়ে যাওয়া আমার অসাধ্য!"

পিতা। আচ্ছা, আমার উপর ভার দাও, আমি ওর ব্যবস্থা করবো! আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে তো?

মলিন। বিশ্বাস খুবই আছে, কিন্তু আমার মঙ্গলচিন্তা করে ঐ অভাগিনীর অনিষ্ঠ করা আপনার অসাধ্য নয়, এ আমি জানি। আমায় আগে কথা দিন, কি করবেন, তবে আমি যা'বো। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে বলুন, কি আপনার মনোভাব?

পিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটা বুড়ীটুড়ী সঙ্গে দিয়ে ওঁকে কাশী পাঠিয়ে দেবো, সেখানে ২০।২৫ টাকা দিয়ে পাঠাব। আর—

আর কি বাবা?" মলিন উত্তেজিত ভাবে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল।

পিতা। কিছু নয়।

মলিন। আর আমার বিয়ে দিয়ে আমায় সুখী করবেন?

পিতা রুঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ! সেটা বড় মন্দ কথা কিনা, তাই ভাল লাগ্‌ছে না। ছেলেবেলায় সবাই সব করে; বড় হয়ে কেনা সংসারী হয়।" ক্ষণপরে বলিলেন, "এখন তুমি সেরে সুরে ওঠ, বিয়ের কথা এখন কি? এখন তুমি বাড়ী চল, ও কাশী যাবে এখন।" মলিনের শীর্ণগণ্ডে জলধারা বহিল, বলিল বাবা আমি যাব না।"

পিতা কিছু বলিলেন না, শুধু দক্ষিণ হস্তে পক্ক কেশভরা মস্তকটা রাখিয়া, পুত্রের শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে মলিন বলিল, "তবে চলুন, আপনি একটু এগুন, আমি ঝিকে দুটো কথা বলে যাই, ঝি আমার জামাটা দিক, জুতাটা পায়ে পরিয়ে দিক্‌।" বলিয়া কষ্টে বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবার বলিল, না, না বাবা, আমার যাওয়া হবে না যদি ইন্দুকে নেন, তবে যাব, না হলে নয়।"

"আবার কি হ'ল? বলিয়া পিতা বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ অশ্রুপ্লাবিত আরক্তমুখী ইন্দু পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া শশুরের গায়ে মাথা দিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! বাবা! ওঁকে ঘরে নিয়ে যান, সর্ব্বস্ব দিয়ে ওঁকে বাঁচান, যে কণ্টকের জন্য এত বেদনা, সে কণ্টক আমি মোচন করে দিচ্ছি। মা'র আশির্ব্বাদ বর্ণে বর্ণে ফলুক, সাবিত্রীর মত স্বামীকে রক্ষা করবো।" পার্শ্বস্থ বেদনাকাটা ছুরী লইয়া আপনবক্ষে আমূল প্রথিত করিয়া দিল, প্রাণহীন দেহ স্বামীর পদতলে পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল, গৃহে রক্তস্রোত বহিতেছিল, রুগ্ন পুত্রকে নিরাপদ রাখিতে বৃদ্ধ তাহাকে আপনবক্ষে মুখ লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "রাম রাম এই সব মেয়ের কাছে ছিলি, খাওাই স্ত্রীলোক! কোনদিন বুকে ছুরী বসিয়ে দিত।"

মা যখন হারানিধি ঘরে ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন রাক্ষসী শুধু হাড় ক'খানা ফেলে গেছে। মা সুবচনীকে পুজো দেবো, মঙ্গলচণ্ডীকে বুকের রক্ত দেবো, তাঁরাই তো'কে ফিরে দিয়েছেন।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

মলিনের চখের পাতা একটু ভিজা দেখলে মা বলিতেন, "কেন বাবা কাঁদছো? তুমি তো সেরে এসেছ, এবার ঘটকী লাগিয়ে, অগ্রানমাসে একটী বড় মেয়ে দেখে বিয়ে দেবো। আমি চিরদিন তাঁকে ভিন্ন জানি না, তাই মা আপদ বিদেয় করে দিয়ে, তোমার ঘরে এনেছেন।

পাড়ার লোকে বলিত, মলিনের মা'র কি কপাল জোর, ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছ্‌লো, আপদ বালাই বিদেয় হয়ে গেছে, আবার ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়েছে।" হারে বঙ্গের বাল বিধবা! তুই কি এতই জঞ্জাল?

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সার-সংগ্রহ।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাসিক খরচ

কলেজের কাজ।

কলেজী-শিক্ষার ভাব গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে অপব্যয় প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার হিসাব এই:—

আর্টস্

বিষয়	অধ্যাপক সংখ্যা		মাসিক বেতন
ইংরাজী সাহিত্য	১৫	...	৩৯২৫৲
সংস্কৃত ঐ	১৯	...	২,৭৭০৲
পালি	৯	...	১,৪০০৲
আরবী ও পার্শী	৬	...	৭০০৲
ভাষা বিজ্ঞান	৩	...	৬৫০৲
দর্শনশাস্ত্র	১৩	...	৩,০৫০৲
মনোবিজ্ঞান	৭	...	১,৩০০৲
ইতিহাস	২৩	...	৫,২২৫৲
বিষয়	অধ্যাপক		মাসিক
অর্থ-নীতিশাস্ত্র	১৪	...	৩৬০০৲
অঙ্ক-শাস্ত্র	১১	...	২,৭৭৫৲
সেক্রেটারী	১	...	৫৫০৲
„ আফিসের কেরাণী		...	১,১৪০৲
			২৬,৬৮৫

বিজ্ঞান।

অঙ্কশাস্ত্র	৪	...	৭৫০৲
পদার্থ-বিদ্যা	৭	...	১,৬২৫৲
রসায়ন শাস্ত্র	৮	...	৮৫০৲
ভূ-তত্ত্ব	১	...	৪০০৲
সেক্রেটারী	১	...	৫০০৲
„ আফিস		...	৪৪৫৲
			৪,৬৭০৲

আইন।

আইন	৬০	...	১৪,২৭৫৲
		সর্ব্বসমেত	৪৫,৬৩০৲

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ, এম এস্-সি ও বি-এল পড়াইবার জন্য এই যে বিরাট কাণ্ড করিয়াছেন, ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার কলেজ-সমূহে এই সকল উপাধি-বিদ্যার অধ্যাপনার ভার দেওয়া হউক।

গরীবের টাকা এই ভাবে ব্যয়িত দেখিয়া এবং বুঝিয়াও যদি আমরা নীরব থাকি, তাহা হইলে যাঁহারা অপব্যয় করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক অপরাধী আমরা হইব—যাহারা চোখ মেলিয়া এ তাণ্ডব লীলা দেখিতেছেন, হাত গুটাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ।

এইবার যে হিসাবের তালিকা দিতেছি, পূর্ব্বোক্ত হিসাবের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। সাধারণ জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে এই অর্থ ব্যয় করিতেছেন,—

বিষয়	অধ্যাপক সংখ্যা		মাসিক বেতন
উদ্ভিদ বিদ্যা	১	...	৮০০৲
সহকারী	১	...	৩০০৲
অঙ্কশাস্ত্র	১	...	১,৩৫০৲
অর্থ-নীতি	১	...	১,২৫০৲
দর্শনশাস্ত্র	১	...	১,০০০৲
প্রাচীন ইতিহাস	১	...	১,০০০৲
সহকারী	১	...	২৫০৲
রসায়ন	২	...	১৮৭৫৲
সহকারী	২	...	৪৫০৲
বিজ্ঞানের সহকারী	৪	...	২০০০৲
জাপানী, তিব্বতীয় ভাষা	৩		৪০০৲
	১৮		১০,৬৭৫

যে দেশে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক অথবা ইতিহাসের অধ্যাপক পাঠ শেষ না হইতেই হাইকোর্টের ট্রাম ধরিবার জন্য ব্যগ্র হন, সে দেশে আপাততঃ ১৫ জন মোটা বেতনভোগী অধ্যাপক লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলিতে পারে। প্রতিমা গড়িতে পারিলেই তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আপনি হয় না—নিষ্ঠা, ভক্তি না থাকিলে প্রতিমা মাটীর পুতুল মাত্র। জ্ঞানার্জনস্পৃহা না থাকিলে শুধু প্রকাণ্ড কাঠামো খাড়া করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। এ ইষ্টকের স্তূপ ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক।

হিন্দুস্থান।

কৃষ্ণদাস পাল।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের স্মৃতিসভা হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এই তারিখে এই স্বাবলম্বী, সুলেখক, স্বাধীনচিত্ত ও

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাগ্মী-কৃষ্ণদাস পরোলোক গমন করেন। তাঁহার জীবন কথা তাঁহার এই স্মৃতিপূজার দিনে একটু শুনিয়া রাখা ভাল। তাই আজ সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষালাভের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার মেধা, বিদ্যানুরাগিতা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে অধ্যাপক কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন্ তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। অধ্যাপক মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়-হেতু কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল কলেজের শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও তিনি বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানার্জ্জনে ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞানার্জ্জনে এই অদম্য উৎসাহ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের বলবতী স্পৃহাই তাঁহাকে বরেণ্য ও অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অল্প বয়সেই তিনি বাঙ্গলার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত সংসৃষ্ট হন এবং 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' 'ইণ্ডিয়ান ফিলড' 'সিটিজন্' 'ফিনিক্স' 'সেণ্ট্রাল ষ্টার' প্রভৃতি পত্রে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ২২ বৎসর বয়সেই তিনি সেনানায়ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়েট' সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন কঠোর মুদ্রাযন্ত্র বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন কৃষ্ণদাস পাল তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইলবার্টবিল যখন বিধিবদ্ধ হয়, সে সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ইলবার্ট সাহেব বলেন, "ইহার তুল্য লোক পৃথিবীর যে কোন দেশে যশস্বী হইতে পারেন।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোট-লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল্ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, "রাজা স্যার ট্যাঞ্জোর মাধব রাও ছাড়া কৃষ্ণদাসের সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতে আমি দেখিতে পাইলাম না।"

শ্রমজীবী নৈশ-বিদ্যালয়।

গত ফাল্গুন মাসে পাবনা জেলার সিরাজ-গঞ্জে একটী শ্রমজীবী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ১৪ জন ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩০ জনের উপর। যাহারা দিনের বেলা চাষ আবাদ বা অন্য কাজকর্ম্ম করে, সেইরূপ বালকগণ এখানে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে পুস্তক কাগজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। এইরূপ বিদ্যালয় প্রত্যেক গ্রামে হওয়া উচিত নয় কি?

জোঁকের দ্বারা আবহাওয়া নির্ণয়।

একজন বিদেশী লেখক বলিতেছেন, "একটা কাচের পাত্রে খানিক জল ভরিয়া তাহার মধ্যে একটি জোঁককে যদি রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার দ্বারা আবহাওয়া গণনার কাজ সুচারুরূপে চলিয়া যাইবে। আকাশে যখন ঝড়-বৃষ্টির কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না, জোঁক তখন পাত্রের তলায় নিশ্চেষ্টভাবে গুটিশুটি মারিয়া পড়িয়া থাকিবে। দিন-দুপুরের আগে বা পরে যখন বৃষ্টির সম্ভবনা, জোঁক তখন পাত্রের উপরে উঠিয়া আসিবে এবং আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত সেখান হইতে নামিবে না। ঝড়ের সম্ভাবনা থাকিলে, যতক্ষণ না ঝড় আসে, ততক্ষণ সে অস্থিরভাবে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকিলে জোঁকের সর্ব্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণাসূচক আক্ষেপ-বিক্ষেপ প্রকাশ পাইবে -উপরন্তু, কয়েকদিন আগে হইতেই সে পাত্রের জলশূন্য শুষ্কস্থানে গিয়া বাসা বাঁধিবে। কুয়াসার সময়েও সে পাত্রের তলায় নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকে।

হিন্দুস্থান।

সাহিত্যরথী রামেন্দ্র সুন্দর।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবাণি দেহী।
গীতা, ২ অঃ ২২ শ্লোক।

রামেন্দ্র সুন্দর নাই! সাহিত্যরথী, সুধী, সজ্জন শ্রেষ্ঠ রামেন্দ্র সুন্দর এই সুখদুঃখময়, জরাব্যাধিসঙ্কুল, নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ নিত্যানন্দময় অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আজ তাই তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত অনুরাগী নরনারী তাঁহার বিরহে সন্তপ্ত, শোকে একান্ত মুহ্যমান্।

মহাজন বাক্যে আছে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" স্বনাম ধন্য খ্যাত নামা মহাপুরুষগণ মহাপ্রয়াণ করিলেও তাঁহারা আপনার কীর্ত্তিবলে এ মরজগতে অমর হইয়া বিরাজ করেন। আবার উপরে উদ্ধৃত গীতার শ্লোক হইতে বুঝিতে পারি যে "যেমন মনুষ্য জীর্ণ বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর পরিহার করতঃ নূতন দেহ ধারণ করে।" সুতরাং রামেন্দ্র সুন্দর আমাদের ত্যাগ করেন নাই; যশস্বী রামেন্দ্র সুন্দর জীবিত, কেবল মাত্র তিনি অনিত্য নশ্বর কুৎসিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য সত্য সুন্দর অবয়ব গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহা সত্য, ধ্রুব, নিশ্চিত; চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও মর্ম্ম চক্ষুতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সত্য বটে, রামেন্দ্র সুন্দর বিদ্যমান, কিন্তু জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী ব্যতীত অপরের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন; তাই সাধারণ লোকের মন ত ইহাতে প্রবোধ মানে না, চিত্তে ইহাতে শান্তি আসে না, প্রাণ ত সান্ত্বনা ইহাতে পায় না। রামেন্দ্র-বিচ্ছেদে হৃদয় কেবল হুহু করিতেছে,

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

মরমে মরমে কেবল হাহাকার উঠিতেছে। রামেন্দ্র সুন্দর বিদ্যমান বটে, কিন্তু আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে। প্রত্যাগমন সম্ভবনা স্বত্বেও বিদেশগত প্রিয়জন বিরহে আমরা কত ব্যাকুল, আত্মহারা হই, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন; আর রামেন্দ্র সুন্দর আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া এমন দেশে প্রস্থান করিয়াছেন, যেখান হইতে পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং রামেন্দ্র বিচ্ছেদে দুঃখ অসীম, যাতনা অনন্ত গভীর, শোক অপরিমেয়। ইহার সান্ত্বনা শুধু জীবনী কথা এবং স্মৃতি চর্চ্চার আলোচনায়, তাই রামেন্দ্র সুন্দর জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র তারিখে বৎসল গোত্রীয় জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ বংশে রামেন্দ্র সুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিশত বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে ইহাঁর জনৈক পূর্ব্ব পুরুষ হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন; পরে তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করেন এবং জেমোগ্রামেই বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের পুত্র ব্রজসুন্দর ও কৃষ্ণ সুন্দর। পৌরাণিক শাস্ত্রবিদ্ ব্রজসুন্দর পরম ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বলোক প্রিয় ছিলেন। বঙ্গ ভাষায় রচিত 'মাধব সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণ সিন্দুর প্রহসন ইহার উল্লেখ যোগ্য দুই খানি গ্রন্থ। কৃষ্ণ সুন্দরও পণ্ডিত এবং শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। কৃষ্ণ সুন্দরের দুই পুত্র, গোবিন্দ সুন্দর এবং উপেন্দ্র সুন্দর। আমাদের রামেন্দ্র সুন্দরের জনক গোবিন্দ সুন্দর।

রামেন্দ্র সুন্দরের পিতা একজন উচ্চদরের পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষ গণিত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাহার উপর তাঁহার প্রতিভা, তেজস্বীতা, অকলঙ্ক চরিত্র এবং স্বদেশপ্রীতি আদর্শ স্থানীয় ছিল। রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনে তাঁহার সদ্‌গুণের প্রভাব পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। রামেন্দ্র সুন্দরের পিতৃব্য উপেন্দ্র সুন্দর পাণ্ডিত্যে এবং প্রীতি দয়া দাক্ষিণ্যে সর্ব্বজনের প্রীতি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ছয় বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় রামেন্দ্র সুন্দরের বিদ্যারম্ভ। তথায় সসম্মানে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কান্দী ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং তথা হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। এই বৎসরে রামেন্দ্র সুন্দরের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই নিদারুণ শোকজনক ঘটনা প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে ঘটে। সুতরাং পরীক্ষার এই সুফল রামেন্দ্র সুন্দরের পক্ষে নিতান্ত আশাতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যথা সময়ে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং যোগ্য বৃত্তি লাভ করেন। ইহাই রামেন্দ্র সুন্দরের ছাত্র জীবনে একমাত্র কলঙ্ক কালিমা, কারণ ইহা ব্যতীত সকল পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। এমন কি যখন তিনি বি এ, পড়িতেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার পিতৃব্য বিয়োগ ঘটে, তখন সুতরাং তাহার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল তথাপি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনারে বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম, এ এবং পরবৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হন। পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র রামেন্দ্র সুন্দরের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষার বিষয় ছিল। পরীক্ষান্তে পরীক্ষকগণ যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা শুধু রামেন্দ্র সুন্দরের নয়, আমাদের --বাঙ্গালী জাতিরপক্ষে বিশেষ শ্লাঘা এবং গৌরবের বিষয় বলা বাহুল্যমাত্র! তাঁহারা বলেন "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় এ অবধি যে সকল ছাত্র পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়াছে, এই ছাত্র তাহার মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" এরূপ প্রশংসাবাণী বড় ভাগ্যে অতীব বিরল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"Child is the father of the man." অর্থাৎ শৈশবই মানবের ভাবী জীবনের পরিচায়ক। সুতরাং শিশুকে 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে শৈশব হইতে মানবোচিত শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতিতে দীক্ষিত করিতে হয়। পিতা মাতার যথাযোগ্য পরিচালন শক্তির উপর শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে ইহা খুব কম লোকে বুঝেন, অথবা বুঝিলেও ক্ষমতার অভাবে বা অপব্যবহারে শিব গড়িতে বানর গড়িয়া তুলেন। বলা বাহুল্য, রামেন্দ্র সুন্দরের পিতা স্বীয় পুত্রকে যোগ্য ভাবে পরিচালনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সেই হেতু রামেন্দ্র সুন্দর এমন গৌরবময় সমুজ্জ্বল ছাত্র জীবন লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঠিক সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্র সুন্দর রিপন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে, কৃতকর্ম্মা বলিয়া পরিচয়ের পর তিনি অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রিপন কলেজ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইহার শুভ ও শ্রীবৃদ্ধি তাঁহার একান্ত কামনা ছিল। এবং সেই জন্য বহুস্থান হইতে বিশেষ লোভনীয় পদ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। আপনার স্বার্থ, আপনার সাংসারিক উন্নতি উপেক্ষা করিয়া অপরের মঙ্গল সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে, এরূপ লোক বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার স্বর্গীয় পিতামহ নদীয়া মহারাজদিগের দেওয়ান

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১।।০ টাকা লইব না।

স্বনাম ধন্য দেশপূজ্য কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় এই রূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন ;—প্রভুর হিত কামনায় বহু লোভনীয় পদ প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। তাই আজ রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনী আলোচনায় তাঁহাকে মনে পড়িতেছে। ইহাঁদিগের জীবন ধন্য. ইহাঁরা মনুষ্য হইয়াও দেবতা।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রামেন্দ্র সুন্দর ইহার সভ্য ছিলেন এবং ইহার কল্যাণ কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার সভাপতি পদে ইহাঁকে বরণ করা হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষদের উন্নতি কল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নয়। আশা করি, সাহিত্য পরিষদ তাঁহার যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা দর্শনে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বঙ্গভাষা ও তদ্দ্বারা স্বজাতির সেবা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ছিল এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাতেই ব্রতী ছিলেন। তাঁহার ভাষা সরল, সহজ বোধ্য এবং সুমধুর ছিল। কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়গুলি বেশ সরল, ভাষায় এবং বিশদভাবে বুঝাইবার ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ গুলি প্রায়ই মৌলিক।

ইংরাজি স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্দ্র সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। "নবজীবনে" ইহাঁর হাতে খড়ি অর্থাৎ এই পত্রিকাতেই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে "সাধনা," "পরিষৎ পত্রিকা," "ভারতবর্ষ," প্রভৃতি পত্রিকায় ইহাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। কয়েক বৎসর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহাঁর "প্রকৃতি" (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ), "জিজ্ঞাসা" (দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ), "কর্ম্মকথা" (ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ তত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ মালা), "চরিত কথা" (সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনস্বী গণের জীবনালোচনা) এবং অপর কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে রামেন্দ্র সুন্দরের দান অল্প হইলেও বহু মূল্যবান্। ভাবে ও ভাষায়, জ্ঞান ও গবেষণায় এবং মৌলিকত্বে ইহা অমূল্য।

রামেন্দ্র সুন্দর ঋষি তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র, উদার হৃদয়, সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, দেশ ও দশের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতা প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার সংসর্গ বড়ই প্রীতিকর ও মধুর ছিল, এ কথা যে কেহ তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য গতিকে দুই একবার আমাকে তাঁহার সংশ্রবে আসিতে হইয়াছে, বয়স বিদ্যা, পদমর্য্যাদা আমার হীন সত্বেও তাঁহার অহমিকাশূন্য সরল মধুর ব্যবহার আমাকে ধন্য করিয়াছিল। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বঃ।

রামেন্দ্র সুন্দরের পুত্র নাই; তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার বক্ষ, জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া জগন্মাতার কোলে আশ্রয় লইয়াছে। পত্নীও একমাত্র কন্যা রাখিয়া রামেন্দ্র সুন্দর পুত্র সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। এ দুঃখের শেষ নাই, এই শোকের সান্ত্বনা নাই, কেবল ভগবান ভরসা। ভগবান্ শোক সন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ে শান্তি দিন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

বিবেক-বাণী।

"Gold has more worshipers than God" পরমেশ্বরের উপাসক সংখ্যা অপেক্ষা ধনের (স্বর্ণের) উপাসক সংখ্যা অধিক। ধনলাভের জন্যই ধর্ম্মের ভান। এদেশে এক সময়ে ধন তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মের জন্য লোকে জীবন উৎসর্গ করিত।

ধনমদেই লোকে দেবতাকে দরজায় টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু আগে লোকেই দেবতার দ্বারেই উপনীত হইত। ভক্তির জেদ, আর ধনের জেদ স্বতন্ত্র জিনিস।

কিন্তু ধন ও পাথরের ঠাকুরই অনন্ত অনন্ত কাল এই জগতেই পড়িয়া থাকে, ধনী লয় পাইয়া কোথায় যায়, তাহার পাত্তাই পাওয়া যায় না।

নিরহঙ্কারিতাই দেবত্ব, অহঙ্কারিতা পাশবিক। মানবের পশুত্ব দেখিলে ভাল লোকে দুঃখিত ও লজ্জিত হয় মাত্র।

যাহারা নিজের স্বার্থ এবং জেদ বজায় করিবার জন্য লোকমত এবং ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তাহারা শীঘ্র অপ্রসিদ্ধ এবং হতমান হয়। ইহাই তাহাদের অধঃপতন এবং মৃত্যু।

মানবের কখন ধ্বংশ অনিবার্য্য? যখন কোন কার্য্যের জন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকে কায়মনে তাহার সর্ব্বনাশের জন্য কামনা করে। সকলের একত্রিত willforce দ্বারা তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সুতরাং এমন কাজ করিয়া গৌরব অনুভব করা উচিত নয়, যাহাতে একেবারে বহু প্রাণে আঘাত লাগে এবং একেবারে বহুলোকে অমঙ্গল কামনা করে।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

এরূপ কার্য্যদ্বারা ছুঁচ্যো কলঙ্ক থাকিয়া যায়, যুগে যুগে লোক পরম্পরায় সেই কুকার্য্যের আখ্যায়িকা ঘোষিত হইয়া থাকে। ইহাই মানবের অপমৃত্যু।

যাহা সর্ব্বজনের অপ্রিয়, তাহা ভগবানেরও অপ্রিয়। তাহার সুফল সম্ভব নয়। লোক নারায়ণ, লোকমত উপেক্ষার নয়।

কিন্তু অনেকে সে কথা বুঝিতে চাহে না, তাহাদের পাশবিক জেদই সর্ব্বস্ব। লাভালাভ তাহারা খতাইয়াও দেখে না। শেষে অনুতাপ করে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য।

গলিত অঙ্গার।

এই কথা শুনিলে হয় ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন। আজ পর্য্যন্ত কয়লাকে দ্রবীভূত কেহই করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু Berlin University'র অধ্যাপক ডাক্তার O. Lummer রাসায়নিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি যে কেবল মাত্র কয়লাকে গলাইতে পারিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু জলের মত সেই গলিত অঙ্গারকে ফুটাইতেও পারিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ১২০ ভোল্টের এক আর্ক ল্যাম্পের (Flame arc) শিখার মধ্যে সেই অঙ্গার খণ্ডটিকে স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুর চাপ (atmospheric pressure) কম করিতে থাকেন; ৫০ কি ৬০ সেণ্টিমিটার চাপে অঙ্গার খণ্ডটি ফুটিতে আরম্ভ করে, তাহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ ৫০ সেণ্টিমিটার চাপের নিম্নে) কেবল গাঢ় তরল পদার্থ মত হয়। ৪০ সেণ্টিমিটার চাপে ইহা একেবারে তরল হয়। ফুটিবার কালে বেশ ধব্‌ধবে মুক্তার মত বুদ্‌বুদ্‌ উঠে। ইহার মজা এই যে, বায়ুর চাপ কমাইতে কমাইতে অবশেষে একটা সময় আইসে, যখন এই তরল অঙ্গার ফুটিতে নিরস্ত হয়, এবং পরিশেষে ইহা পুনরায় কঠিন অঙ্গারে পরিণত হয়।

অঙ্গারকে ফুটাইলে পর যাহা হয়, তাহা সাধারণ কয়লা নয়; তাহা এই সাধারণ কয়লার রূপান্তর বিশেষ। তাহাকে গ্র্যাফাইট (Graphite) কহে। এই পদার্থ black lead বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Lummer সাহেব নানাপ্রকার স্বাভাবিক কয়লা পরীক্ষা করিয়া এই নূতন তথ্য অবিষ্কার করিয়াছেন; এক্ষণে রাসায়নিক প্রণালীতে বিশুদ্ধীকৃত কয়লা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন; তাহার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই; পরে হইবে।

যদি বাস্তবিকই অঙ্গারকে এত অল্প আয়াসে দ্রবীভূত করা সহজ হয়, তাহা হইলে হীরকও প্রস্তুত করা সহজ হইবে। এতাবৎকাল অঙ্গারকে দ্রবীভূত করা যায় নাই বলিয়াই ত হীরক প্রস্তুত করা যাইত না, এবং এই কারণেই ত হীরকের এত মূল্য; না হইলে ইহার আর মূল্য কি? হীরক অঙ্গারের এক রূপান্তর বিশেষ, আর ত কিছুই নহে।

হীরক তৈয়ার করিলে ইহা সকল মূল্যবান রত্ন অপেক্ষা অল্প মূল্যের হইবে, যেহেতু কয়লাও সস্তা এবং Lummer সাহেবের প্রণালীও তত ব্যয় বা কষ্ট সাধ্য নহে।

অদ্ভুত সন্তানোৎপাদনশক্তি।

তারামৎস্য (Star fish) নামক সপ্তপদবিশিষ্ট সামুদ্রিক এক প্রকার জীব আছে, ইহাদিগকে মৎস্য কহে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা মৎস্য জাতীয় ত নহেই অপরন্তু ইহারা মেরুদণ্ড বিহীন জন্তু। ঠিক এই প্রকার আর এক জীব আছে, তাহারাও ইহাদের মত মৎস্য জাতীয় ত নহেই, বরং মেরুদণ্ড বিহীন, তাহাদের আমরা সচরাচর মৎস্য কহিয়া থাকি। ইহাদিগকে সকলেই জানেন; ইহারা "চিংড়ি মাছ"। তা যাহা হউক, এই তারা মৎস্যের সন্তানোৎপাদন শক্তির কথা Thomas Mortensem যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটী বড় তারা মৎস্য এককালে ২১ কোটী ডিম দিয়া থাকে। প্রত্যেক পদে দুইটি সারি করিয়া স্ত্রী-ডিম্বাণুকোষ (ovary) আছে। প্রত্যেক সারিতে ৫০ স্ত্রী-ডিম্বাণুকোষ থাকে; তাহা হইলে সপ্তপদে প্রায় ২১০০ স্ত্রী ডিম্বাণুকোষ থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক ডিম্বাণুকোষে গড়ে একলক্ষ করিয়া ডিম্ব হয়। তাহা হইলে সমস্ত ডিম্ব একত্রিত করিলে ২১ কোটী হয়। ইহা বড় সামান্য কথা নয়।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে এত ডিম যায় কোথা? ছোট ছোট "বাচ্ছা" ত দূরের কথা, বড় বড় তারামৎস্যই যে এমন বেশী কই, তা ত নয়। তাহা হইলে এত ডিম্ব কিরূপে নষ্ট হয়?

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

To obtain good Complexion.

Take

Blanched almond 2 oz
,, Sweet almond 1 oz

beat to paste and add distilled water one quarter, mix well strain and put into bottle. Add Corrosive sublimate in powder 20 grains, dissolved in two table-spoons of spirit of wine and shake well. Wet the skin with this, either by means of the corner of a napkin or the

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

fingers dipped into it and gently wipe off with a dry cloth. After the eruption has disappeared, keep the skin free from its return by use of bath cold or tipid according to the constitution of the patient, by plenty of walking exercise, sufficient plain good substantial food—no pastry—no high meats use and keep early hours. H. T. B.

TO CONVERT OIL INTO SOAP.

If oily matters be mixed with water, they will rise to surface; but if the water contains an alkali, the oily matter will go into the solution, forming an emulsion. When this solution is boiled for some hours, it becomes clear, being a solution of soap. By adding common salt a curdling is produced. The curd rise to the surface, which when collected and pressed, form soap, Glycerine remaining in clear liquid. Soda is the alkali used in hard soap and polash in soft soap.

H. E. D. B. 89.

EMBROKATION (মালিস)।

Dissolve one dram Castile soap in 8 ozs. of water, with one dram of Borax. When cold, add 2 oz. strongest ammonia and lastly an ounce of oil of Amber, one ounce of Turpentine and ½ lb (by weight) of neats foot oil. Shake well together.

উপরোক্ত মালিস, ঘোড়া ও গবাদির আঘাত জনিত দরদের জন্য এবং বাত বেদনার জন্য ব্যবহার হয়, মানুষের বেদনাতেও ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

DRY CLEANING.

Gentleman's Clothes.

শুষ্ক রাখিয়া বস্ত্র পরিষ্কারের উপায়। Fullers earth কিঞ্চিৎ লইয়া সামান্য জল দিয়া তাহাকে paste বা আটা আটা মত করিয়া ভদ্রলোকের গরম কোট প্রভৃতির যে সমস্ত স্থানে তৈলাক্ত ময়লা ধরিয়াছে, তাহাতে বা সমস্ত জামাতে মাখাইয়া শুখাইতে দাও, যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন কড়া ব্রুস দ্বারা ছাড়িয়া দাও, কাপড় পরিষ্কার হইয়া যাইবে অথচ জলে ভিজাইতে হইবে না।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

TURPENTINE AS A VERMIFUGE.

Turpentine five to ten drops, in milk or on sugar, taken on an empty stomach, three mornings in succession, is sure death to worms. Oil of turpentine, three teaspoonfuls, taken in milk and combined with a little castor oil, kills tapeworms.—*Southern Clinic.*

টারপিন একটী ক্রিমিনাশক ঔষধ। সাউদাবণ ক্লিনিক নামক মেডিক্যাল পেপার বলিতেছেন, প্রাতে খালি পেটে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা উৎকৃষ্ট টারপিন তৈল চিনি কিম্বা দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে নিশ্চয়ই কৃমি মরিয়া যায়।

তারপিন তৈল ৩ চামচ পরিমাণ দুগ্ধে এবং কিঞ্চিৎ ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে (Tape worm) বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি মরিয়া যায়।

Doctor,
Oct. 1916.

পালা জ্বর।

এদেশের তেলা কুচার পাতা থেঁতো করিয়া কাপড়ে একটী পুঁটলী করিয়া পালার দিন শুঁকিলে ১ দিন অন্তর পালা জ্বর ভাল হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

অথবা—

আঁস্ সেওড়ার পাতা জ্বর আসার পূর্ব্বে দুই কানে বাঁধিয়া দিলে এক দিন অন্তর পালা জ্বর ভাল হয়।

হিক্কা বন্ধ করিবার উপায়।

১। শশার আঁতির রস খাওয়ান।

২। তাল শাঁশের জল।

৩। ছাবপোকা পোড়াইয়া তাহার ঘ্রাণ লওয়ান।

ত্র্যাহিক জ্বরের ঔষধ।

কুমিরে পোকার মেটে বাঁসা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কচি ছানা বাহির করিয়া কয়লার ভিতর পুরিয়া খাওয়াইয়া দিলে ত্র্যাহিক জ্বর ভাল হয়।

জ্বর।

নিসিন্দার মূল হাতে বাঁধিলে সর্ব্ববিধ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। যোগীগুরু।

পালাজ্বর।

বক ফুল বা শ্বেত অপরাজিতার পাতা হাতে করিয়া রগড়াইয়া কাপড়ের পুটলী করিয়া পালার দিন অতি ভোরে বা জ্বর আসার পূর্ব্ব হইতে শুঁকিতে আরম্ভ করিলে জ্বর হয় না। যোগীগুরু।

উপরোক্ত মুষ্টিযোগগুলি স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত। তিনি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে অন্ত ২ বৎসর মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। "কাজের লোকে" প্রকাশের

জন্য তিনি তাঁহার প্রায় ৫০ বৎসরের সংগৃহীত দেশীয় ঔষধের একখানি খাতা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। সাধারণে তাহা প্রকাশিত হয়, ইহাই তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা সময় সময় তাঁহার সেই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাই। তিনি একজন সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও ছিলেন।

TO PRESERVE BOOKS.

পুস্তক রক্ষার উপায়।

ভারতবর্ষে উইপোকা, আরসোলা ইন্দুর প্রভৃতি বহু জীব পুস্তকের শত্রু। বহু মূল্যবান পুস্তক ইহাদের উদরে চিরতরে লয় পাইয়া যায়। যদি নিম্নলিখিত মিশ্রণটী কোমল তুলি দ্বারা পুস্তকের মলাটে এবং কিয়ৎ পরিমাণ সেলাইয়ের নিকট পর্য্যন্ত মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত শত্রুগুলির গ্রাস হইতে পুস্তকগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

রেকটীফায়েড্ স্পিরিট	১ আঃ
করোসিভ্ সবলাইমেট	১০ গ্রেণ
কর্পূর	২০ গ্রেণ
ফট্‌কিরি (পোড়া)	১ চিমটী পরিমাণ।

INK STAIN.

কাপড়ের কালীর দাগ।

কাপড় রুমালে যদি লিখিবার কালীর ছিটা লাগে, তাহা হইলে সেই স্থানটা তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধে ডুবাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া কাচিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যায়।

PRESERVED BANNAS.

কদলী সংরক্ষণ।

কলাকে বহুদিন রাখিতে পারিলে ইহা দ্বারা অনেক অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। সহজ উপায়ে কেমন করিয়া কদলী সংরক্ষণ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইতেছি।

কদলীকে গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া ঘরে অর্দ্ধপক্ক করিয়া লইয়া ছাল ছাড়াইয়া ৪ ভাগে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় একটী পরিষ্কার মাচান করিয়া তাহার উপর দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিতে হয়, বা যেরূপ পাঁউরুটী সেকিবার উনন, সেইরূপ উনানে যেরূপে রুটী সেকা হয়, সেইরূপে ভাজিয়া লইতে হয়, এইরূপ উত্তাপ দ্বারা কলার মধ্য হইতে এক প্রকার শর্করা নির্য্যাস বাহির হইয়া পড়ে, তাহাই উত্তাপ পাইয়া দানাইয়া কলার গাত্রে একটা কোটিংএর মত আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা দ্বারাই বৎসরাধিক কাল কদলী অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এইরূপে রক্ষিত কদলী জর্ম্মাণী প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে কদলী জন্মে না, তথায় পাঠান যাইতে পারে। একবার "ক্যাপিট্যাল" এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আগামী বারে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

উপার্জ্জনের কয়েকটী সঙ্কেত।

শুদ্ধ কেশতৈল এবং পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুতই ভারতের শিল্প নহে। "কাজের লোকের" অনেক গ্রাহক আমাদিগকে বিলাসিতার দ্রব্যের ফরমূলার জন্যই লিখিয়া থাকেন কিন্তু পল্লীবাসীগণ বহু উপায়ে যে ঘরে বসিয়া বহু শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সহরে পাঠাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা আমাদের প্রকাশিত "বেকারের উপায়" নামক পুস্তকে অসংখ্য সঙ্কেত দিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

এই বর্ষার সময় জমিতে বেনাগাছ জন্মিয়া জমিকে চাষের অযোগ্য করিয়া থাকে, ইহা পল্লীবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। কাদায় লাঙ্গল দিয়া সমূলে উৎপাটিত করিয়া এ সকল বেনা ঘাসকে নির্ম্মূল করা হইয়া থাকে কিন্তু সেই উৎপাটিত বেনার মূলকে যত্নে কৃষকগণ যদি ধুইয়া শুদ্ধ মূলগুলি সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করতঃ কলিকাতায় পাঠাইতে পারেন, তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া উৎপাটনের সমস্ত ব্যয় উঠিয়া লাভ হইয়া থাকে। এদেশের অশিক্ষিত কৃষকও সে সন্ধান আদৌ অবগত নহে।

পল্লীগ্রামে প্রচুর তালগাছ। কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ তালের পাখার আবশ্যক। বহু স্থানের লোকে এই তালের পাখা প্রস্তুত করিয়াই কলিকাতায় চালান দেয়। কিন্তু বহু স্থানের লোকেই তো এ সন্ধান জানে না। কেন? পল্লীগ্রামে এই তালের পাখা প্রস্তুত করিয়া পাঠান কাজটা কি একটা শিল্প মধ্যে গণ্য নহে? কেবল এসেন্স এবং কেশ তৈল প্রস্তুতের জন্যই মাথা ঘামাইতে হইবে?

বহুবার বলিয়াছি, বাঁশের চিকের কাজ একটী উৎকৃষ্ট কাজ। কলিকাতায় ॥৵ ৷৹ স্কোয়ার ফুট বিক্রয় হয়। দেশের বাঁস কলিকাতায় আমদানী হইয়া এখানকার মুসলমান শিল্পীগণ চিক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। দেশের ডোমদের দ্বারা চিক্, কুলো ডালা, মোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে রপ্তানী করাটা কি কাজ নহে। যাহা দেশের জিনিসে দেশের কাঁচা মালে প্রস্তুত হয়, সেই দিকেই আগে লক্ষ করা উচিত।

REVIEW.

সাহিত্য সংবাদ এবং সমালোচনা।

ব্রাহ্মণ-সম্পদ—বাঁকীপুর ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশী-

শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সম্পদ কি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, এই সকল অতি বিষদভাবে বুঝান হইয়াছে। পুস্তকখানি আমূল "কাজের লোকে" প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়াছিল। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ইহা অবশ্য পাঠ্য! কাশীধাম মহা-মণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য।

শোণিতাঞ্জলি—ত্রিশূল পত্রে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর লিখিত প্রস্তাব। মূল্য ।০ আনা মাত্র। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। কাশীধাম মহামণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে গত মহাযুদ্ধ ব্যাপারের পরিণাম ফল সম্বন্ধে "ত্রিশূল" পত্রে ধারাবাহিক যে সকল সুদীর্ঘ প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই একত্রিত করিয়া "শোণিতাঞ্জলি" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত প্রবন্ধ গুলিই অতি গবেষণাপূর্ণ, শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সমর্থিত। ইহাও ব্রাহ্মণগণের সুখ পাঠ্য পুস্তক। অনেক অজানা কথা শোণিতাঞ্জলি পাঠে জানা যাইবে। রাজা বাহাদুরের পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতা অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু সমাজ সম্বন্ধীয় রাজা বাহাদুরের অন্যান্য পুস্তকাবলী যথা "সমাজ বিপ্লব," "সমাজ গঠন" "সমাজ শোধন" "সমাজ শাসন" "সমাজ স্পন্দন," হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ, ত্রিশঙ্কট, "ব্রাহ্মণের দুর্গতি" প্রভৃতি অপরাপর পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু আশা করা যায়, ঐ সকল পুস্তক যে প্রকৃতই হিন্দু সমাজের উন্নতি কল্পে ও শুভ চিন্তায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এরূপ পুস্তক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসীর প্রত্যাগমন—জল প্লাবন, হালদার বাড়ী, মানস সরোবর প্রভৃতি বহু উপন্যাস, কবিতা প্রণেতা শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য ১৲। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাব্য, চতুর্দ্দশ স্তরে সমাপ্ত। মুনীন্দ্র বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। আমরা তাঁহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক পাঠে যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, প্রবাসীর প্রত্যাগমন পাঠে তদ্রূপই পরিতৃপ্ত হইলাম। তিনি তাঁহার প্রণীত "পুতুলের বিয়ে" "গঙ্গাস্নানে মৃত্যু" "ত্রয়ী" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার স্বরূপ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রবাসীর প্রত্যাগমন এবং তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

আপনি কি

পুরাতন দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন? যদি অন্যান্য চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপাথিক ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটনষ্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সযত্নে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠান হয়।

ঠিকানা বদল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে, কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন রাস্তায় নাম পরিবর্ত্তন করিয়াদিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন না লিখিয়া **২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা** লিখিতে হইবে। আমাদের বন্ধু বান্ধব, গ্রাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলে কৃতজ্ঞ হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ, কাজের লোক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার
কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৴০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

স্বরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা স্বরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। স্বরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। স্বরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২।৴০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৷৴০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান
হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,
অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ
অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত
দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য
অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান
এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে কেতের জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি [illegible] করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিস্কাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহস্র জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন [illegible] পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রণিধান করুন

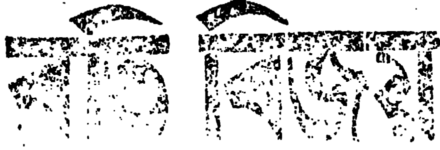
আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চশমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চশমা উৎকৃষ্ট পেব্‌ল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী। আমরা চক্ষু [illegible] বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে কেবল একবার জানাইলেই [illegible] আমরা [illegible] কলেজের ব্যবস্থামত চশমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

কে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং ম্যাঙ্গোলেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় স্বদেশী চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আম্মুনবেড়িয়া জেলা নদীয়া,



বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১।০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ॥০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,

১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়।

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের বাজারে ঔষধ আজকাল পাওয়া যা' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই; দেখে শুনে, যাচাই করে কিনেন। এতে শরীর শান্ত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, ধামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু সিলিংগোমের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকা পুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অবশ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷০, ছোট (অৰ্দ্ধেক) ১৷০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"সিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬০৪, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

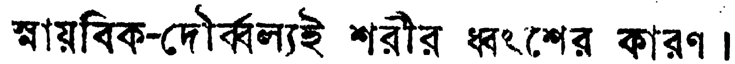
	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১৷০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।


স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংশের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মূত্রজ্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র মতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাশুলাদি ৷৵০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট্ ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট্ পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট অফ্ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। **Improvement of agricuture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

ডাইরেক্টর
চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা, ... লেন, ৫ নং বাস প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রামেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সহ ডাকমাশুল, ২৷০ টাকা মাত্র।) সচিত্র মাসিক পত্র। (Registered No. C. 421.

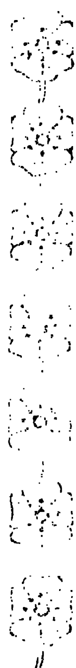
Ac 2214
300719

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। | New Series, September 1919. | নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ১৯১৯। | Vol. XIII. No 9







সানমেটো।
SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাদিগের মূত্র এবং [illegible] পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible] ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা সানমেটো ব্যবহার করেন। মূত্রযন্ত্র, Kidney and Bladder) সম্বন্ধীয় পীড়ায় [illegible] [illegible] পীড়া [illegible] [illegible] সানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। [illegible] ঔষধ।

[illegible] কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নির্ভয়ে [illegible] সানমেটো [illegible] প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। [illegible] পাওয়া যায়।

আমরাই সানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

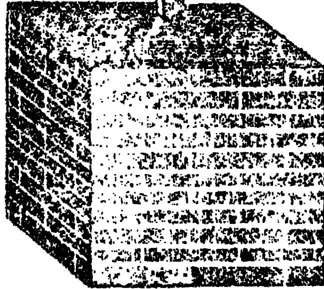
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড় কেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আফিস—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।





সীলেট চূণের

গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুন বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ১৸৹।

বাট্‌লিওয়ালার অর্শকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আধাকপালিক ও বহবার জন্য ।৵৹।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।৹।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৲৹।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by

Dr. H. L. Batliwala Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অনিয়ম, এবং শ্বেতপ্রদর, গর্ভস্রাব প্রভৃতি মূত্রবৎসা রোগাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ নিবৃত্তি করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City! U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸৹ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10—0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি পিতে আদায় করা হইবে।

কে. চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট।

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্‌

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না, সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে, ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(জর্ম্মান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩।০, ৫৶০, ৬.০ ও ১১।০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেকট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় [illegible] পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৭ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকার স্থলে ১২॥০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ／০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সুচীপত্র পাঠান যায়, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ／১০ ও ／১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।৶০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭।০ টাকা।

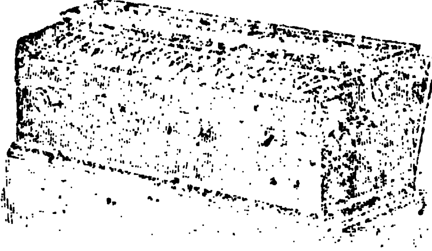
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৶০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৮৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৬ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and Perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.
Cable Address: "ANNUAIRE, LONDON."

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেন্ স্প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান অল্প সময়ে, সুলভে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও জার্ম্মানী পিন ॥০ বাক্স পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অত্যুক্তি নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৶০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৵১০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৵০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিলস্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে ময়লা ধরে না। কাগজ চুপসিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৵৹ ২নং ।৹

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দুরদর্শীকে

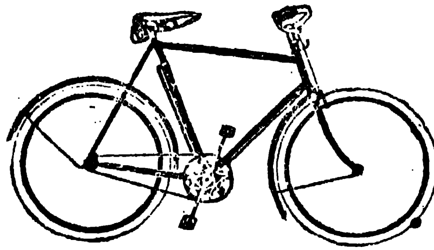


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিত্যচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৵৹: ১—১২ প্রতি ড্রাম ।৹, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵৹, ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

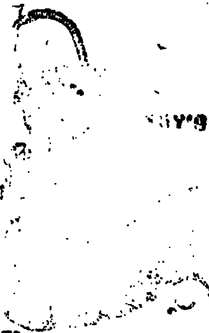
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল



টেনিস গ্রিপ, ও চেষ্ট এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়। ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিস সুলভে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিমল আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৮০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা মাসে মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূলে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিস্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্ প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

১১৪ নং, বড়বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয়ঃ—১৬১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। | New Series. September, 1919. | নব পর্য্যায়। সেপ্টেম্বর, ১৯১৯। | Vol. XIII. No. 9.

দেখিতে দেখিতে আবার পূজা আসিয়া পড়িল—দুর্ম্মূল্যতা ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্যবিত্ত ও চাকুরী জীবিদের বায় ভারে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারের কোন উপায়ই করিতে বোধ হয় সক্ষম হইলেন না। যুদ্ধের পরিণাম ফল সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল।

গতবৎসর পূজার পূর্ব্বে বস্ত্রের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবারেও প্রায় সেইরূপই আছে। দেশের লোকে বক্তৃতায়, কাগজে তুলার চাষ প্রচলন দরকার, তাঁতের সন্ধান, নানান উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া দিন কতক মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন। আর সে আন্দোলন অভিযোগের নামও শুনা যায় না—কোথায় বা তুলার চাস, কোথায় বা তাঁতের কথা—সব স্বপ্নবৎ উড়িয়া গিয়াছে। কেমন মজার দেশ! শুদ্ধ গলা ও কলম বাজী—চিরকালই এক রকম গেল।

গবর্ণমেণ্ট সেই চেঁচাচেঁচির সময় ষ্টাণ্ডাড কাপড়ের কথা তুলিয়া ছিলেন—বাস্, সব ঠাণ্ডা। কোথায় বা ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়, আর কোথায় বা তুলার চাষ।

আমরা তুলার চাষও দেখি নাই, ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ও দেখি নাই। এদেশের একটা গুণ আছে, যতই দুঃখ দৈন্য আসুক, একটা অসম্ভব সহিবার শক্তি আছে। ধৈর্য্য—এদেশের অসীম, এবং সহিবার শক্তিও অতুল।

খাদ্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য। অনাহারে দুঃখী লোক নিঃশব্দেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। রোগে শোকে, অনাহারে, ছিন্ন বস্ত্রে, উৎপীড়নে সমগ্র দেশবাসী—বাস্তবিক কি সুখেই আছে!

আমরা প্রতিকারের উপায়ও জানি না, জানিলেও সম্পূর্ণ উদাসীন—শিখিয়াছি কেবল কাঁদিতে—ককাইতে। কি দুর্দ্দশা আমাদের! বাস্তবিক কি অধঃপতনই আমাদের হইয়াছে। এত অধঃপতন বাঙ্গালায় যেমন হইয়াছে—এমনটী আর কোন প্রদেশে নয়। বাঙ্গালী অর্থহীন, সামর্থহীন, অলস, বিলাসী, তাহার উপর সম্পূর্ণ উদ্যোগহীন। বোম্বে ও মাদ্রাজের লোক তেমন নহে—তাহাদের এখনও উদ্যম আছে,—উদ্যমে তাহাদের অনেক কাজও হইয়াছে। তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী, তাহাদের অবস্থাও অনেক ভাল।

আমরা ঘুমন্ত জাতি, বাঙ্গালার লোকের উদ্যোগ নাই, কেবল বাজে কথায় বাঙ্গালা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মুখরিত। তাই বাঙ্গালায় এত দুর্দ্দশা। নচেৎ এতবড় বুদ্ধিমান জাতি—দুটি উদরান্নের জন্য লালায়িত—এমন দুর্দ্দশা আমাদের কেন হইল? কোন পাপে সোণার বাঙ্গলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ দৈন্যের—অলক্ষ্মীর আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইল?

এদিকে রেলে মাল আমদানী রপ্তানির কোন ষ্টেশন হইতেই সুবিধা নাই। এক জেলার মাল অন্য জেলাতে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত থাকিলে এক দুর্ম্মূল্যতা সম্ভব হইত না। বাজারের গ্রাহক অনেক, আমদানী মাল কম, এজন্যই মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। রেলের সুবন্দোবস্তের জন্য চারিদিক হইতেই হাহাকার আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এপর্য্যন্ত কোন সুবিধাই হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ রেলে মাল চলাচলের সুব্যবস্থা আগে করুন। লোকেব জীবন সংশয় হইয়া উঠিতেছে। লোকে অসন্তোষ ও যাতনা ভোগ করিতেছে ভারতের শান্তিপ্রিয় লোক অনাহারে মরিবে, তবু অশান্তি ভাল বাসে না। তাহাদিগকে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

চাউল ৯৷৷০ হইতে ১২৲, তৈল সের ১৲, ময়দা ।১০ হইতে ।৵০, ঘৃত ২৷৷০ টাকা সের, অথচ ঘৃতের তৈলের ভেজাল পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। শাক সবজীর দরও চরমে উঠিয়াছে, চাউলের দর সাবেকের দরের প্রায় ডবল। আলু ।০ পটলও ।০ বেগুণ ১টা ১৫, মাছ ৸৵০ হইতে ১৲ সের, কাপড় ৬৷৷০ দশ হাতি এক জোড়া। ১টা লোকেরই ২০৲ টাকার উপর খরচ পড়িতেছে। যাহারা দৈনিক ।০ আনা উপার্জ্জন করে, এইরূপ লোকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাহারা এক বেলাও অর্দ্ধাশন পায় কিনা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অনাহারই মৃত্যুহার বৃদ্ধির মুখ্য কারণ, অভুক্ত দুর্ব্বল শরীর সর্ব্বপ্রকার ব্যধির মন্দির। এই অর্দ্ধাশন অনশনই ভারতের অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এ সমস্তেরই জন্য যে দায়ী, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ই কেহ করিল না। যখন হাহাকার উঠে, অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে, তখন কমিটী, কমিশন বসাইয়াই দুদিন পরে সকল কথাই চাপা পড়িয়া যায়, ফলে কোন প্রতিকারই হয় না। বাস্তবিক পরমেশ্বর কি সুখেই আমাদিগকে রাখিয়াছেন? আমাদের এদুর্দ্দশা মোচনের জন্য আমাদের যে কেহ উপরে আছে, এ বিশ্বাস যেন লোকের মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। এখন নিজেকে নিজে রক্ষা না করিলে বাঁচিবার আর উপায় নাই।

সেই বাঁচিবার উপায় নিজেদের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি সাধন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালী এই দুটীতেই উদাসীন। তাহার কারণ বাঙ্গালীর অবস্থা অন্তঃসার শূন্য, প্রকৃতই বাঙ্গালীর ভিতর নিঃসম্বল—কাজ কারবার করিবার মত বাঙ্গালীর কিছুই নাই। বাঙ্গালার লোকের উপরে চিকন চাকন, ভিতরের অবস্থা প্রকৃতই শোচনীয়। কাজেই বাঙ্গালার স্থায়ী কোন কারবার হওয়া সম্ভব ও নহে। তাহার উপর বিকট বিলাসিতা বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক মধ্যে ঢুকিয়াছে—এরোগ যে সহজে ছাড়িবে, সে আশাও দুরাশা। আয়ের অধিক ব্যয় যাহাদের, তাহাদের আবার হইবে কি?

কৃষির অবস্থা কোন বৎসরই সুবিধাজনক নহে। সুবিধা জনক জল সেচনের জন্য খাল, ক্যানাল না থাকায় অনেক স্থলেই সুচারু ফসল জন্মে না। অন্য দিকে বাঁধ ভাঙ্গা, জলপ্লাবন আছেই—সুতরাং যাহাদের শিল্প এবং কৃষি বিপন্ন, তেমন জাতির অন্ন সমস্যা সুদূর পরাহত নহে কি?

তাহার উপর উপসর্গ, আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দীক্ষায় শিক্ষিত এবং দিক্ষিত হইয়া লাভের মধ্যে শ্রমকাতর, বিলাসী, অপব্যয়ী হইয়া দাড়াইয়াছি। সভ্যতার অজুহাতে সঞ্চিত বহু কষ্টের অর্থ অসার ক্ষণিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। ভারতের যে প্রকৃত সম্পদ—সংযম, সদাচার, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমাদের আর পরিত্রাণের উপায় কোথায়? আমাদের অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়াছে। অভাবের বিকট তাড়নায় পরস্পর পরস্পরের শোণিত শোষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, পেটে অন্ন নাই, আত্মীয় স্বজন জ্ঞান নাই, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থের জন্য আপনাআপনি নানাপ্রকার মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া অর্থবল, জনবল শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারাইতেছি। সর্ব্বাঙ্গে যাহার ক্ষত, তাহার ঔষধ বান্ধিবে কোথায়?

এত কাণ্ড সেই সংযম হারাইয়া। সংযমী হইলে আমরা বিলাসী হইতাম না, স্বার্থপর হইতাম না, অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া অল্প আয়ে অল্প ব্যয়ে আমরা অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া স্বজন এবং স্বজাতিকে রক্ষা করিতাম। আর কখনও কি সেদিন আসিবে? আবার আমরা কি সেই প্রকৃত সংযম সদাচারের সাধনায় বসিতে পারিব? মনে হয় না—কেন

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

না দেশের ভবিষ্যৎ আশা যাহাদের উপর, সেই সন্তান সন্ততির নৈতিক অবস্থা আরও অধঃগামী হইতেছে। এখন কোন অজানা শক্তিতে দেশটা, একেবারে ভূগর্ভে চলিয়া যাইলেই সকল জ্বালা প্রশমিত হয়। এত পাপ যে দেশের, তাহার দুঃখ কোন উপায়েই ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের কর্ম্মফল যাইবে কোথায়। সমগ্র জগতের সভ্য জাতি মাত্রেরই নিকট আমরা নিতান্ত দয়ার পাত্র।

PLANTAIN FIBRES.

কলার আঁশা।

আমরা "কাজের লোকে" একবার এই শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, 'কাজের লোকের" পুরাতন গ্রাহকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। কলার পেট্‌কো হইতে এক প্রকার সিল্কের ন্যায় আঁশা বাহির হয়, তাহা দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা রেশমের ন্যায় সুচিক্বণ ও দৃঢ়। বাঙ্গালা দেশে এই একটী লাভজনক কার্য্যও উপেক্ষিত। বাঙ্গলায় প্রচুর কলাগাছ জন্মে। কিন্তু ইহার পেট্‌কো গুলি যে এত মূল্যবান, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহে বলিয়া ইহা রন্ধন কার্য্যে, ধানসিদ্ধ করিতে, জ্বালানীরূপে অপব্যবহৃত হইয়া যায়। যাহারা সামান্য মূলধনে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। আমরা "ইণ্ডিয়ান একোনমিষ্ট" পত্রিকা হইতে এই কলার আঁশা প্রস্তুত করিবার কল কব্‌জাদিতে কত ব্যয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার একটা এষ্টিমেট উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ESTIMATE.

Fifteen "Sri Ganapal" Patent Plantain Fibre Extractor No. 3 @ 45/- Each forPowder Driving.	675
1 Bullock Geer to drive 15 Mechines	300/
Shafting, Pulleys, Plummer block, accessories, Freight &c. for machineries and fitting up charges	100/-
Total Rs.	1,400-

দৈনিক এই কলে ১ হইতে ১।৹ হন্দর উৎকৃষ্ট শুভ্র আঁশা বাহির হইবে। এই কল চালাইতে একজন মিস্ত্রী এবং ২০ জন বালক আবশ্যক। সামান্য মূলধন লইয়া এই সরঞ্জামেই বেশ কাজ চলিবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে Mr. A. G. Ganapatty Ayer, Mechanical Engineer, Ambasamudram এই ঠিকানায় লিখিয়া জানিতে পারেন। তিনি বহুদিন ঐ ঠিকানায় ছিলেন এবং আশা করি, এখন আছেন।

বাঙ্গালায় কলার পেট্‌কো গুলি হইতে উৎকৃষ্ট ফাইবার প্রস্তুত হইতে পারে। কোন উদ্যোগী যুবককে এই কার্য্যে ব্রতি হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

দেশের বহু আয়কর দ্রব্য এইরূপেই অবজ্ঞাত হইয়া নষ্ট হয়, অথচ আমরা সামান্য বেতনের চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া অন্নকষ্টও ঘুচাইতে পারি না। আমাদের আত্মনির্ভরশীল হইবার প্রকৃতই সময় আসিয়াছে। অতঃপর এইভাবে চলিলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাস্য। ছাতা প্রস্তুতের সরঞ্জামাদির জন্য বিলাতের কোন ফারমের নাম আপনাদের জানা আছে কিনা, যদি থাকে, "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন ইত্যাদি।

উত্তর। Messrs Holland William & Co. Ld., 15 Oxford Street, Birmingham and for umbrella sticks Messrs Howell, Henry & Co., 179 Old St, City Road London, ইহাদিগকে পত্র লিখিয়া সবিশেষ জানিতে পারেন।

SUGAR MANUFACTURE ON SMALL SCALE.

ছোটরকম চিনির কারখানা।

দুঃখের বিষয়, যে ভারতে ইক্ষুর চাষ এত অধিক, সে দেশের লোককে চিনির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া চিরকাল কাটাইতে হইল। ভারতে প্রায় ২৯০০০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে একা বাঙ্গালা দেশেই ৮৬০২০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। এই যে হিসাব, ইহা প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বের, এক্ষণে আরও অধিক জমীতে ইক্ষুর চাষ হইতেছে। বাঙ্গালার অভাব মোচন হইয়াও প্রচুর চিনি বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। এই চিনির কাজ বাঙ্গালায় উৎপন্ন আমদানী দ্রব্য সকলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অপর দুইটী আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তুলা নির্ম্মিত বস্ত্র এবং লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য সমূহ। কাপড়, লৌহ এবং চিনিই বাঙ্গালা

দেশের আমদানী দ্রব্য সমূহের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালায় যদি সামান্য পরিমাণে ছোট আকারেও চিনির কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে চিনির জন্য এদেশকে বোধ হয় পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কিছু কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার চিনিতেই বাঙ্গালার অভাব পূর্ণ হইত, চিনির কাজ করিয়া বাঙ্গালার বহুলোক ধনী হইয়াছিলেন, এমন দিনও গিয়াছে। আজ কি কারণে বাঙ্গালায় চিনির কারখানা বন্ধ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল?

ভারতের চিনি চিরকালের সেই পুরাতন প্রথাতেই প্রস্তুত হইয়া আসিতে ছিল, এক্ষণে কল কারখানায় প্রস্তুত চিনির প্রচুর আমদানীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের চিনি প্রস্তুতকারকগণ দাঁড়াইতে পারিল না, এই এক প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাহত হইয়া চিনি প্রস্তুতের কাজ লাভজনক না হওয়ায় লোকে এই কাজে বিরত হইল এবং অনেক স্থলেই তুলা চাষের ন্যায় ইক্ষুর চাষও পরিত্যক্ত হইল। ইহাই চিনির কাজের অধঃপতনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষ ইক্ষু এবং তুলা চাষের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, ইহা বহু অভিজ্ঞ দ্বারা বারম্বার প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাপি কোন দেশীয় ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনী এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আধুনিক কল কারখানা দ্বারা একার্য্যে এপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের ইক্ষুর চাষ হয় এবং তাহা হইতে সেকালের সেই চরকী কল বা কলের শালে গরু দ্বারা ইক্ষু পেষন করিয়া বড় বড় লৌহের কটাহে কাষ্ঠ বা ইক্ষুর শুষ্ক পাতা দ্বারা রস ফুটাইয়া গুড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে নিষ্পেশিত ইক্ষুদণ্ড হইতে তাহার সমস্ত নির্য্যাসই ভালরূপ বাহির হইতে পায় না, গুড় প্রস্তুত করিতে মজুরিও অধিক পড়িয়া যায় এবং যে পরিমাণ খরচ ও পরিশ্রম হয়, তাহা খতাইয়া দেখিলে ইক্ষু চাষে তেমন আয় হওয়া দূরে থাকুক, খরচাই পোষায় না। ইহা আমরা কৃষকগণের নিকট শুনিয়া থাকি। এই কারণেই ইক্ষুর চাষও অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। যাহারা সামান্য সামান্য চাষ করে, তাহাদের উৎপন্ন গুড় দ্বারা সংসারেরই ব্যয় সংকুলান হয় না, সুতরাং চিনি প্রস্তুতের কথা ত দূরের কথা।

এই সকল কারণেই দেশের দেশী চিনির কারখানা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে এবং এদেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবেই এখন বিদেশী চিনির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

বাঙ্গালার গুড় ভাল পরিষ্কার হয় না এবং অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়ায় গুড় প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্যও ৩।৪ গুণ অধিক হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অনেক স্থলেই কাঠের আক মাড়া কল আর ব্যবহৃত হয় না। বিহিয়া রোলার মিল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার দ্বারা শতকরা ৪০ ভাগ রস ইক্ষু হইতে বাহির করা যায়, কিন্তু ডবল রোলার বিহিয়া দ্বারা ৫৫ ভাগ রস বাহির হইতে পারে।

ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এক প্রকার আক মাড়া কল গ্লাসগো নগরে মেঃ ম্যাক্লিন এণ্ড কোং প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গরু দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই কলে ১০০ শত মন ইক্ষুদণ্ড ১২ ঘণ্টায় নিষ্পেশিত হইতে পারে। কলিকাতায় এই কল বিক্রেতা মেঃ মারশ্যাল সন্‌স এণ্ড কোংর (Messrs. Marshall Sons & Co.) নিকট পাওয়া যায়।

তাহার পর ইক্ষুর রস ধরিবার জন্য এমন পাত্র আবশ্যক, যাহা সহজেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। আমাদের সে কালের পদ্ধতি, একটা মাটীর বাইনকে মাটীর সহিত পুতিয়া রাখা হইত, রস প্রচুর পরিমাণ তাহাতে জমিলে ছোট ছোট হাঁড়ী বা কলসী দ্বারা তুলিয়া যেখানে গুড় জ্বাল দেওয়া হইতেছে, সেখানে বহিয়া লইয়া গিয়া গুড় প্রস্তুতের খোলাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে পরিশ্রম অনেক এবং রস বারম্বার আলোড়িত হইয়া গাজিয়া উঠিয়া গুড়ের আস্বাদ ও রং খারাপ হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে পাত্রে ইক্ষু নিষ্পেশিত হইয়া রস পড়িবে, সেই পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়া ঘুটের আগুনে শেকিয়া বা গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া না লইলে গুড়ের গন্ধ ভাল হয় না, অল্প সময়ের মধ্যে গুড়ে গন্ধ হয়।

অধুনিক গুড় প্রস্তুতের সরঞ্জাম।

কলিকাতায় মেসার্স জোসেফ এণ্ড কোং বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের ইক্ষু ক্ষেত্র সমূহের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল কল ও উপকরণগুলি আমাদের পুরাতন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক উন্নত প্রণালীর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার Evaporator বা যাহা দ্বারা রসকে জ্বাল দিয়া গুড় করা হয়, সেই পাত্র ষ্টিম সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এমন প্রশস্তভাবে প্রস্তুত, তাহা অগ্নির সাহায্যেও উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণের জন্য মেঃ জোসেফ এণ্ড কোংকে লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

মিঃ এ, ই, জর্ডান (A. E. Jordan A. M. I. M. E.) ইনি একজন ইক্ষুকলের অভিজ্ঞ, তিনি মরিশস, যেখানে ইক্ষুর প্রচুর চাষ সেই মরিশসের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ⁄০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

তিনি যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা বোম্বাই একজিবিশনে স্বর্ণ পদক পাইয়াছিল। ইহার পদ্ধতি আরও সুন্দর। ইহার কল ফিটিং সমেৎ ১০০০৲ টাকা পড়িয়া থাকে।

(বারান্তরে সমাপ্য।)

কথামৃত।

ব্রহ্মদর্শন ও সমাধি—

ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন ভন করে। ফুলে বসে, মধু পান করিতে আরম্ভ করলে, চুপ হয়ে যায়।

—রামকৃষ্ণ।

NEED OF DEVELOPED MANUFACTURES.

ভারতে শিল্পোন্নতির আবশ্যকতা।

দেশের দীনতা এবং দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে কৃষি দক্ষিন হস্ত এবং শিল্প বাম হস্ত স্বরূপ। একের অভাবে অন্যও অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। সেই জন্য কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই এই দুইটী বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। নচেৎ দেশের দুর্ভিক্ষ এবং দুর্দ্দশা মোচনের অপর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ এবং এবং বিফল। আমরা প্রত্যেকবারেই দেখাইতেছি যে, কৃষিতে এদেশের সকল সময় অন্নাভাব ঘুচে না। আমাদের দেশকে বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে হয়, যদি সময়ে পরিমিত রূপে আকাশের বৃষ্টি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কথঞ্চিত শস্য পাওয়া যায়, নচেৎ দেশে অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়া থাকে। তখন রাজা এবং প্রজা উভয়েই কোন প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পান না। দেশের অসহায় নরনারী অন্নাভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তখন অসংখ্য প্রজাধ্বংস হয় এবং প্রতাপশালী ইংরেজ শাসনের উপর কলঙ্ক কালিমা পড়িয়া যায়; এটা রাজা এবং প্রজা উভয়েরই অবশ্য উপাদেয় নহে। যে দেশের শিল্পের অবস্থা ভাল, তাহারা শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থসংস্থান করিতে পারে এবং সেই অর্থের দ্বারা অন্যদেশের অন্ন অনায়াসে আয়ত্বাধীনে আনিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারে। ভারতের প্রাচীন শিল্প লুপ্তপ্রায়, শিল্প শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই যে ভারতবাসী শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা কোন রূপে অজন্মা দুর্ভিক্ষ হইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে: কাজেই দুর্ভিক্ষ হইলে কৃষিতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে অনশনে অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়া অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহাতে Famine Commissioners গণ বলিয়াছেন যে:—

"W have elsewhere expressed our opinion that at the root of much of the poverty of the people of India and of the "risks to which they (Indians) are exposed in seasons of scarcity, lies the unfortunate circumstance that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population, and that no remedy for present evils can be complete, which does not include the introduction of a diversity of occupations, through which the surplus population, may be drawn from agricultural persuits, and led to find the means of subsistence in manufacture or some such support" সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম এই যে, ভারতের দারিদ্র্যের মূল কৃষির শোচনীয় অবস্থা, যখন কৃষির অবস্থা শোচনীয় হয়, তখন ভারতের জনসংখ্যের শিল্প এবং ব: সেইরূপ এমন কোনও উপায় থাকা আবশ্যক, যাহা দ্বারা অজন্মা জনিত ভীষণ সময়ে তাহাদের অনেক লোকেই শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রজাগণ বা রাজকর্ম্মচারীগণ এদিকে তেমন বিশেষ: কিছু করিতে পারেন নাই, কাজেই দুর্ভিক্ষের সময় উভয় পক্ষেরই অবস্থা বড় জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই বিষম সমস্যার প্রতিকার না করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। ভারতের প্রজা অনাহারে অনশনে, রোগে শোকে দীনাদপিদীন। ইহাই ভিতরের কথা। যাহারা বলে যে ভারতবাসী নিজেদের অর্থ পুতিয়া রাখিয়া অনাহারে মরে, তাহারা রাজা এবং প্রজা উভয়েই শত্রু। প্রকৃতই এদেশ অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে, দেশের শিল্প লুপ্ত, কৃষির অবস্থা ভাল নয়, শিক্ষায় অনেক গলদ, রোগের চিকিৎসার ব্যয়ে ব্যস্ত বিকাইয়া যায়, লোকে নৈতিক উন্নতির অভাবে মামলা মোকর্দ্দমায় সর্ব্বশান্ত—এমন দেশের প্রচুর অর্থ যাহারা কল্পনা করে এবং রাজাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া বিপথগামী করিবার প্রয়াস পায়, তাহারা রাজা ও প্রজার শুভাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে না। যাক সে অন্যকথা, কিন্তু দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এই শিল্পোন্নতির জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্টের উচিত, ভারতে নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিয়া প্রজাদিগকে সাহায্য করা। তাহা হইলে ভারতের দৈন্য দশায় প্রতিকার হইবে, নচেৎ নহে। ওদিকে প্রজার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। শ্রমজীবি শ্রেণীর বালক বালিকাগণকেও তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ চাকরী পাইবার আশায় জাতীয় ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা হইতে টানিয়া আনিয়া ইংরাজী শিক্ষায় প্রবেশ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করাইয়া দিয়া দেশীয় শিল্পের আরও অবনতি ঘটাইতেছে। ইহারা সকলেই উচ্চশিক্ষাও লাভ করিতে পারে না এবং সামান্য বেতনের চাকুরীর আশায় পৈতৃক পেষা ছাড়িয়া বিলাসী হইয়া উঠে, যাহা পায়, তাহাতে অবস্থার উন্নতি করা দূরে থাকুক, অর্দ্ধাশনেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। কৃষির অবনতির এই সকল কারণও মূল বলা যাইতে পারে।

Mr. John Murdoch L, L, D, মহোদয় তাঁহার "A letter to The right Honourable Lord Curzon of Kedleton, The Viceroy and Governor General of India," নামক যে পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, "Petty shopkeepers, Mechanics, Peons, domestic servants are now making great efforts to get English education for some of their children in the hope that they will obtain Government appointment. The supply already far exceeds the demand. The country is being filled with inparfectly educated youngmen who yet think it beneath their dignity to engage in industrial employments,"

একথা খুবই সত্য নহে কি? সুতরাং বলা অসঙ্গত নহে যে, দেশের লোকেও শিল্পোন্নতির প্রতি অমনোযোগী এবং উদাসীন। এই ভাবটা ঘুচাইবার জন্য দেশের লোকের প্রাণপণে সচেষ্টিত হওয়া উচিত। কারণ সর্ব্ব প্রথমেই আমাদিগকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। সে বিষয়টার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের মঙ্গল নাই। এই যে অনাহারে বস্ত্রাভাবে আমরা মরিতেছি, এজন্য দুঃখ কাহার? কাহারও তো প্রাণ কান্দে না। আমাদিগকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে, কিন্তু আমরা যদি দেশীয় শিল্পকে, জাতীয় ব্যবসায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাহা হইলে অপরের দোষ দেওয়া অন্যায়।

গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর চলে না। দেশ যদি জনশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল নহে। প্রজারক্ষা করিতেই হইবে। শুদ্ধ কৃষির উপর এদেশের অন্নকষ্টের সমাধান হইবে না, শিল্পোন্নতি না হইলে আর পরিত্রাণ নাই।

S.P.C

TRICKS OF THE BOOT TRADE.

BY A WORKING TANNER.

In this age of sham and adulteration many unsuspecting people may be deluded so far as to imagine the title of this article is still a proverbial truth as regards purity and stability. Let me assure these confiding innocents they are grievously mistaken. Not only is leather adulterated, it is also villainously imitated.

I had occasion the other day to buy a purse. It is seldom I require an article of this description; but hearing the jingle of money in my pocket, I thought it advisable in the interest of public safety to get a purse. I entered a shop and was shown several purses. The lady in attendance, assured me, they were made of "solid" leather—they certainly had a leathery appearance. Still I had "ma doots," and, being a craftsman in the leather line, I examined the surface of one of the purses with the help of a pocket lens, which revealed the absence of the fish scale like grain that belongs to all true skin.

This leather imitation business is not confined to the purse trade. When your daughter takes it into her head to learn dancing, she demands a pair of dancing shoes, and, in order to preserve your domestic tranquillity, you buy her a pair—the cheapest you can get of course. She goes to the dance, her heart beating high with anticipation; she dances, and on her return asks you, if you wished to make a fool of her, handing you back the shoes. You look at them and horrors, the uppers are saying good-bye to the soles! and no wonder—the uppers are made of thin cloth, japanned on one side to give them the appearance of petent leather. This vile product of American ingenuity is extensively used in the fancy goods trade.

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴৹ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

SOLES FOR CHEAP BOOTS.

Not only uppers but soles of boots are manufactured from various compounds, and sold as leather. The shaving taken off the hide by the currier in reducing it to the desired thickness are collected by leather manufacturers, unrolled to make them lie flat, and ten or twelve of them laid on top of each other, with layers of gum between ; then pressed and dried under strong heat. When ready for use, soles and heels are stamped out for the making up of cheap boots. If the weather keeps dry, this stratified imposture may wear reasonably well, but expose it to rain or snow and your sole will strip off in flakes like the outer skin of an onion.

Still, a sole made from leather shavings is not so bad as that scoundrelly substitute for leather that was born of German jugglery a few years ago. A grass resembling the fibre of cocoanut husk was chopped into short pieces, mixed with glue or other cheap adherent, then semidried and rolled out to form thick sheets, from which the soles of cheap boots were to be made. This form of "leatherine" has not caught on with any great degree of tenacity ; house slippers are the only articles of wear I have seen it used for.

It is not to be supposed, however, that all real skin is good leather. The tanning process is a long and expensive one, and to save time and money tanners resort to more rapid and less expensive materials and methods. Instead of using only pure vegetable products like bark and nuts, various extracts of plants are obtained by analytical means, and these are extensively employed in converting skin into leather. These extracts contain the tanning material and no more. This saves time, which is held to be the equivalent of cost.

The leather produced from extracts is not so good as that obtained from the bark and ground nut. Extracts destroy to a great extent the flexibility and toughnes that characterised the leather of a former period ; because they do not contain the vegetable oils that grew in conjunction with the tannic element.

Therefore, the best advice to intending purchasers of boots is to remember "there is nothing like leather," and that skin prepared with minerals is not leather. No matter how cheap the boots you buy, See that the material they are made of his tanned and not merely cured.

Gardener's Magazine.

IMPORTS AND EXPORTS OF BRITISH INDIA IN JULY 1919.

In the trade returns for July 1919, published by the Department of Statistics, India, imports amounted to £9,959,000 a decrease of £1,732,000 ; and exports (including re-exports) to £18 592,000, an increase of £5,027,000, as compared with the corresponding month of 1918. There was a large increase in the exports of food, drink and tobacco (mainly, food grains and tea) amounting to £2,347,000, but raw materials and articles mainly unmanufactured increased by £5,778000 owing to larger exports of raw hides and skins, seeds and cotton raw. Articles wholly or mainly manufactured rose by £654,000 mainly on account of larger exports of tanned hides and skins and cotton manufactures including twist and yarn, notwithstanding smaller shipments of jute goods. During July of the pre-war year 1914, imports amounted to £9,325,000 and exports (including re-exports) to £13,045,000.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ ।

দেবোত্তর সম্পত্তির মামলা ।

রাজা সেবায়িত থাকিতে পারিবেন না ।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" সংবাদ দিতেছেন :— কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জি ও মিঃ প্যাণ্টন সম্প্রতি উত্তরপাড়ার দেবোত্তর সম্পত্তির আপীলের মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার বাবু মনোহর মুখার্জ্জি রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন । উত্তরপাড়া ষ্টেটের দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে রাজা প্যারীমোহনের সেবায়েতগিরি নাকচ্ করিবার জন্য মনোহর বাবু এই মামলা করেন। দুইটী দেববিগ্রহের নিত্যসেবা, দুর্গোৎসব এবং পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য উত্তরপাড়া মুখার্জ্জিবংশের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গগত জগমোহন মুখার্জ্জি মহোদয় ১৮৪০ সালে কতক সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়াছিলেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির বর্ত্তমান সেবায়ত রাজা প্যারীমোহনের অসদাচরণ (Misconduct) অপব্যয় এবং শৈথিল্য নিবন্ধন বাদী তাঁহার সেবাইতগিরি নাকচ করিয়া অন্য সেবায়েৎ নিযুক্ত করিবার জন্য এই মামলা দায়ের করেন। রাজার বিরুদ্ধে যে সকল হেতুবাদে মামলা রুজু করা হইয়াছিল, তাহার একটী এইরূপ :—দেবোত্তর সম্পত্তির বিরুদ্ধে একটা ডিক্রি করিয়া ঐ ডিক্রিজারী করত রাজা উহা নিজ পুত্রের বেনামীতে ১৫৬৬০০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ এই মোকদ্দমার যে সুদীর্ঘ রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনও সেবাইত কদাচ কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নিজে খরিদ করিতে পারেন না, ঐরূপ খরিদ আইনতঃ একান্ত অবৈধ । বিশেষতঃ রাজা উক্ত সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে যেরূপ গোলযোগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আর সেবায়েৎ থাকিবার যোগ্য নহেন ; মাননীয় বিচারপতিদ্বয় উক্ত সম্পত্তির খরিদ নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং উহা পূর্ব্ববৎ দেবোত্তর স্থিরতর থাকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন রিসিভর নিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। আপীল উভয় আদালতের খরচাসহ ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে।

৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী বিক্রয়।

চব্বিশ-পরগণা বেহালা হইতে শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় বিগত ২৬ শে জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলীতে' লিখিয়াছেন—"৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ সমূহের 'কপি রাইট্' বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের নিলামে বিক্রয় হইয়াছে। বাবু আশুতোষ দেব ১৯২০০ টাকায় ঐ নিলাম ক্রয় করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বশত বাড়ীখানিও বন্ধকের দায়ে নিলামে উঠিবার সম্ভবনা। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বসতবাটী যাহাতে নিলামে উঠিয়া হস্তান্তরিত না হয়, তাহার জন্য এদেশের বিদ্যাসাগর ভক্তমাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই বাড়ীখানি দায়মুক্ত করিয়া বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষাস্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে সযত্নে রাখিয়া দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। আমাদেরও ইহাই পরামর্শ।

হোমরুল শাসনের মন্ত্রীর বেতন।

যে দেশের শতকরা আশীজন নরনারী দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশের হোমরুল শাসনের মন্ত্রীর বেতন হইবে মাসিক ছয় হাজার টাকা? এ যে শ্মশানে সোণার প্রদীপ বসান হইবে? ট্যানার উপর হীরার উষ্ণীষ জড়ান হইবে? জাপান স্বাধীন, জাপানের মন্ত্রীদিগের বেতন কত? জাপানের আদর্শে কাজ করিবে না কেন? তোমারাই যদি মন্ত্রী সাজিয়া জোঁকের মতন জাতির সকল রসটুকু শোষণ করিয়া লও, তাহা হইলে সমাজ-দেহে থাকিবে কি? এই এক কথাতেই বাবুদের মনের ভাব বুঝিয়া লইয়াছি। চাই টাকা, চাই সিভিলিয়ানদের সহিত সমকক্ষতা করিবার অবসর, দেশের ভাবনা, জাতির ভাবনাত কাহারও নাই, আছে নিজের নিজের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা!

আমরা বলি কি—যদি সত্যই দেশসেবা ও জাতির সেবা করিতে চাও, তবে মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে মন্ত্রীর কাজ করিতে প্রস্তুত হও। তোমরা পাঁচশত টাকা বেতনে সিলিলিয়ানের তুল্য-মূল্য কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, দশবৎসর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিবিলিয়ান কর্ম্মচারির বেতন কমাইতে বাধ্য হইবেন, রাজ্যের সকল অপব্যয় বন্ধ হইবে; যে হেতু সিবিলিয়ানদের দল মোটা বেতন লইয়া কাজ করিতেছেন, সেই হেতু তোমরা দেশের লোক, জাতির সুখে সুখী এবং জাতির দুঃখে দুঃখী, দেশাত্মবোধে-প্রবুদ্ধ তোমরাও মোটা বেতন-ভোগী চাকুরে হইয়া ভারতবর্ষের এই ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে বিলাসের তাণ্ডব নৃত্য করিবে!

নায়ক—৩১শে শ্রাবণ।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ।।০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

এই কোম্পানিটীর ১৮শ বার্ষিক বিবরণী পড়িয়া যুবক বাঙ্গালী মাত্রেই সুখী হইবেন। হিসাব বাঙ্গলা সন অনুসারে রাখা হয়। মূলধন ১০ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ টাকায় অংশ বিক্রয় করা হইয়াছিল। রিজার্ভ ফণ্ড ৯৪ হাজার। এ বৎসর বার্ষিক ১৭৲ হিঃ, লভ্য অংশীদারেরা পাইবেন। মেসার্স প্যাটন কোং হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত জে, সি দাসকে নিয়োগ জন্য অংশীদারগণ নোটিস দিয়াছেন। ৩রা আগষ্টের অধিবেশনে মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া এবং দশ লক্ষের মধ্যে বাকী ৪ লক্ষের শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব হইবে। কাজ ভালই চলিতেছে। সকল বাঙ্গালীই শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই কীর্ত্তির মঙ্গল কামনা করেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া একই সময়ে আবার দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; সকলেই সাবধান হউন। কিঞ্চিত ত্যাগ স্বীকার আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই এই মারাত্মক জ্বর হইতে রক্ষা পাইবার খুবই সম্ভবনা। অতএব সর্ব্ব সাধারণকে নিম্নলিখিত সহজসাধ্য নিয়মগুলি সর্ব্বদা পালন করিতে ও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। গৃহ প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা ও দুর্গন্ধ নাশক Antiseptic Lotion ব্যবহার করিতে হইবে।

২। শ্লেষ্মাকর দ্রব্য আহার, রাত্রি জাগরণ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস, অবরুদ্ধ বায়ুতে অবস্থান এবং জনতাপূর্ণ স্থানে যাতায়াত স্থগিত রাখিতে হইবে।

৩। কোষ্ঠবদ্ধতা যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৪। প্রত্যহ প্রাতে বা ২।১ দিন অন্তর ৫ গ্রেণ মাত্রায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীনে প্রস্তুত কুইনইন টেবলেট অথবা জারমণীন নামক জ্বরের যম একমাত্রা করিয়া সেবন করিতে হইবে।

উপরোক্ত উভয় ঔষধই সকল ডিস্পেন্সারীতে পাওয়া যায়।

K. P. Mukherji. M. B.
Medical Adviser.

বাটা বৃদ্ধি।

লর্ড কর্জ্জনের আমলে গবর্ণমেণ্ট গিনির দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন পনর টাকা; অর্থাৎ তদবধি টাকাপ্রতি ১ শিলিং ৪ পেন্স ধরা হইত কয়েক মাস পূর্ব্বে বাটার হার টাকা ১শিলিং ৮ পেন্স নির্দ্দেশ করেন। সম্প্রতি এক্সচেঞ্জের দর আবার চড়িয়াছে; অর্থাৎ টাকাপ্রতি এক-এক শিলিঙ দশ পেন্স দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক প্রেস কমিউনিক প্রচার করিয়াছেন;—এক্সচেঞ্জের মূল্য বৃদ্ধিহেতু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের স্বর্ণ বিষয়ক আইন অনুসারে বিদেশ হইতে আনীত সরকারী স্বর্ণের মূল্যের হার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়াছে। ফলে গিনির মূল্য এখন এগার টাকা তিন আনা নিদ্ধারিত হইল। ১৬ই আগষ্ট তারিখে বা তাহার পরে যে স্বর্ণ জাহাজে চালান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য ঐ হারে প্রদত্ত হইবে। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী বিলাতে যাইতেছেন, তাঁহারাও বৃত্তি বাবদ ১২ই আগষ্ট হইতে টাকাপ্রতি এক শিলিঙ দশ পেন্স পাইবেন। ফল কথা এই বাটা বৃদ্ধিহেতু টাকার ক্রয়শক্তি (Purchasing power) দুই পেন্স হিসাবে বাড়িল। অর্থাৎ যাঁহারা বিদেশ হইতে ভারতে মাল আমদানির জন্য অগ্রিম চুক্তি (Forward Contract) করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে—তাঁহারা এখন এক শিলিঙ আট পেন্সের স্থলে ১ শিলিঙ দশ পেন্সের বিনিময়ে এক একটী টাকা দিবেন। পক্ষান্তরে এই পরিবর্ত্তনের ফলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে। কারণ, ভারতীয় মালের পড়তা বিলাতে ও অন্যান্য স্থানে বেশী পড়িবে।

কৃষ্ণনগরে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড।

বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে—"ঈশ্বরে বানরকীর্ত্তি"। সে কীর্ত্তির কিছুমাত্র লোপ হয় নাই; বরং কৃষ্ণনগরে বানরকুলের যেরূপ বংশবাহুল্য দেখা যায়, তাহাতে সুদূর ভবিষ্যতেও সে কীর্ত্তির কিছুমাত্র লোপের কোনও আশঙ্কাই নাই। তথাপি সম্প্রতি কৃষ্ণনগর প্রবাসী বস্ত্রব্যবসায়ী এক মাড়োয়ারী ঐরূপ যশঃপ্রার্থী হইয়া সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে বানরের বিবাহ দিয়াছেন। সম্মুখে ভাদ্র মাস বলিয়া গত ৩১শে শ্রাবণেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। পাত্রটী মাড়োয়ারী মহাশয়ের বাড়ীতে বাল্যাবধি অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালিত; পাত্রী, প্রথমে যেটী জুটিয়াছিল, সেটী হিন্দু গৃহপালিতা নয় বলিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত আপত্তি উঠায়, সে পাত্রী ছাড়িয়া এক মোদকের পালিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্না ও কৃষ্ণচন্দ্র-বদনা কুমারী বানরীর সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। তৎপরে, পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ সমস্ত ক্রিয়াই বিধিমতে হইয়া যায়। এমন কি 'জল সওয়া' পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। বরপক্ষে পণাপণাদির কোনও উপদ্রব

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ছিল না; বরং বরপক্ষই বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া যে উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্য সমাজের পক্ষেও অনুকরণীয়। বরাভরণ, কন্যাভরণ, কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। বরের শোভাযাত্রা মহাসমারোহেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে,—আলোক সজ্জা, কৃত্রিম হস্তী, ময়ূরপঙ্খী, পুতুলের বাইনাচ, ইংরাজি বাদ্যাদি কোনও অনুষ্ঠানই বাদ পড়ে নাই। অসংখ্য বরযাত্রী ইলহলা ও কিলকিলা শব্দে বরানুগমন করিয়াছিল। উহাতে সেই সময়ে কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলীর মনে কিষ্কিন্ধ্যা-ভ্রম জন্মিয়াছিল। এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন এক আখড়াধারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। মিষ্টান্নমিতরে জনা :—তা, ইতর লোকে যথেষ্ট মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট হইয়াছে। রম্ভাদি সুপক্ব ফলসম্ভারের প্রাচুর্য্য থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এখন শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় শ্রীমান্ দধ্যানন, শ্রীমতী লাঙ্গুলবতীকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে থাকুন, আমাদের এই প্রার্থনা। এই শুভ বানর-পরিণয়-সংঘটন-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাড়োয়ারী মহাশয়কে আর কি বলিব—কীর্ত্তির্যস্য স জীবিতি—তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক্।

বঙ্গবাসী।

বাঙ্গালীকে বিদ্রূপ।

গত ১৩ই আগষ্টের "এম্পায়ার" পত্রে "কসমস"—সম্পাদিকা লাউরা ভালড়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে দুই জন বাঙ্গালী বাবুকে লইয়া কারিকেচর বা ব্যঙ্গচিত্র করা হইয়াছে,—বা সঙ সাজাইয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। থিয়েটারের তাবৎ দর্শক এ দৃশ্যে খুবই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এমন বিদ্দিষ্ট পালা অভিনয় করাতে আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি।" আশা করি পুলীশ কমিশনর অবিলম্বে এই অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবেন। এমন পালা অভিনয় করিতে অনুমতি দেন কেন? শুনিয়াছি, বাঙ্গালা থিয়েটারের কোন অভিনয়-পুস্তকে কোন ইউরোপীয় চরিত্রে যদি এতটুকু দোষ দেখান হয়, তাহা হইলে তাহা পুলীশ পাশ করেন না। এমন ব্যবহার ভেদ ভাল নহে। আর এক কথা এই এম্পায়ার থিয়েটারে বাঙ্গালীকে গালি দেওয়া হইতেছে, অথচ নির্লজ্জ বাঙ্গালী পয়সা খরচ করিয়া এই থিয়েটার দেখিতে গিয়া থাকেন! ধিক্ তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদায়!" ইহার উপর আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক।

সরিষা তৈলে ভেজাল।

গত ১৯শে আগষ্টের 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে' শালখিয়া হইতে শ্রীযুক্ত বি, এন, সান্যাল নামক এক ভদ্রলোক পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,—"সরিষার তৈলে এক্ষণে পকড়া বীজ ভেজাল দেওয়া হইতেছে। ফলে এই তৈল ব্যবহারে অনেকের বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন এবং দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ঘটিতেছে।" ঘীয়ে ভেজাল বলিয়া অনেকে সরিষার তৈল খাইতেছিল, এবার তাহাতেও ভেজাল হইল। শুনিয়াছি, সরিষার তৈলে চর্ব্বি পর্য্যন্ত ভেজাল দেয়, টাটকা চর্ব্বি তেলের সহিত মিশাইয়া থাকে, যদি তেল কিনিয়া সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়, তাহা হইলে ঐ ভেজাল ধরা যায় না, কিন্তু তেল কিছুদিন থাকিলে তেলের পাত্রের নীচের চর্ব্বি জমিতে দেখা যায়। আশা করি, ঘীয়ে ভেজালে গবর্ণমেণ্টের যেমন চোখ পড়িয়াছিল এই এই সরিষায় তৈল ভেজালেও সেই রকম চোখ পড়িবে। একবার খনিজ তেল "হোয়াইট অয়েল" সরিষার তেলে ভেজাল হওয়ায় তাহার জন্য দেশে বেরি বেরি রোগের মড়ক হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য ঐ তেল আমদানি বন্ধ হওয়ায় রোগও বন্ধ হইয়া যায়। আবার শুনিতেছি কোথাও কোথাও বেরি বেরি দেখা দিতেছে। তবে কি যুদ্ধ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আবার হোয়াইট অয়েলের আমদানী ও সরিষার তৈলে মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে? আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

ইতর জাতীয় জীবের পরমায়ুর পরিমাণ।

Day fly	২৪ ঘণ্টা
ছারপোকা	৬ সপ্তাহ
প্রজাপতি	২ মাস
মশা, ডাঁশ ইত্যাদি	২ মাস
মক্ষিকা	৩ হইতে ৪ মাস
পিপিলিকা, ঝিল্লি, মধুমক্ষিকা	১ বৎসর
খরগোষ, মেষ	৬ হইতে ১০ বৎসর
শ্যামা, দোয়েল	১২ বৎসর
ব্যাঘ্র	১২ হইতে ১৫ বৎসর
ক্যানারী পক্ষী	১৫ হইতে ২০ বৎসর
কুক্কুর	১৫ হইতে ২৫ বৎসর
গবাদি পশু	২৫ বৎসর
অশ্ব	২৫ হইতে ৩০ বৎসর
ঈগল পক্ষী	৩০ বৎসর
হরিণ	৩৫ হইতে ৪০ বৎসর
শকুণী, গৃধিণী, সিংহ, ভল্লুক	৫০ বৎসর
দাঁড়কাক	৮০ বৎসর
হস্তী, কচ্ছপ, তোতা পক্ষী, pike এবং carp	১০০ বৎসর
আইভি লতা	২০০ বৎসরের অধিকতর কাল
এলম	৩০০ হইতে ৩৫০ বৎসর
লোকাষ্ট বৃক্ষ, ওক বৃক্ষ	৪০০ বৎসর
লিণ্ডেন-বৃক্ষ	৫০০ হইতে ১০০০ বৎসর
দেবদারু (Fir tree)	৭০০ হইতে ১২০০ বৎসর
তাল জাতীয় গাছ	৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর
অশ্বত্থ, বট, পাকুড়	৫০০০ বৎসরের অধিকতর কাল।

বিঃ।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ। (কুমিল্লা)।

আপনার ১৭শে শ্রাবণের পত্রোত্তরে জানাইতেছি, যে সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পুনরায় বিশাল বিশ্ব-কোশ সদৃশ পুরাতন খণ্ডগুলি হইতে পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমাদের এবং অন্যান্য গ্রাহকগণের সময় ও "কাজের লোকের" স্থান নষ্ট করা সঙ্গত মনে করি না। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইলেও সহস্র ব্যক্তির অসন্তোষ উৎপাদন করিতে অক্ষম। ক্ষমা করিবেন।

বাজারে যে সকল করণ ফ্লাউয়ার, বার্লি টীনে করিয়া বিক্রয় হয়, তৎসম্বন্ধে জানাইতেছি, যে, বার্লি, যবের গুড়া, যবকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিলেই বার্লি হয়। তাহাই টীনে করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় হয়। ইংরাজীতে ইহার নাম বার্লি। করণ ফ্লাউয়ারও ঐরূপ যবচূর্ণ। বিলাতি যবের চূর্ণ নানা নামে বিক্রয় হয়।

প্রথমে যবকে জলে ধৌত করিয়া বাছিয়া বিশুদ্ধ যবগুলিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ইহার খোসা গুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর পুনরায় শুষ্ক করিয়া জাতায় পিসিয়া বা গ্রাইণ্ডিং মেশিনে খুব মোলায়েম ও সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর কাপড়ে ছাঁকিয়া কৌটা পূর্ণ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ম্যাকাসার অয়েল।

(নূতন পদ্ধতি)

অলিভ অয়েলআন্দাজ	৩ পোয়া।
Spt. of wine	7 oz.
Cinnamon Powder বা	
দারুচিনি চূর্ণ	১ আউন্স।
অয়েল বার্গানট	৫ ড্রাম।

এই গুলি লইয়া একটা বড় এনামেল পাত্রে মুখে ঢাকা দিয়া অগ্নির উত্তাপে ১০।১৫ মিনিট উত্তপ্ত করুন। তাহার পর নামাইয়া লইয়া ইহাতে ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে Alkanet root, যাহাকে বেনের দোকানে লালপাতা বলে, তাহারই ৩।৪টা ছোট অংশ চূর্ণ করিয়া ঐ তৈলে নিক্ষেপ করুন। এইরূপ অবস্থায় ৬ ঘণ্টা কাল পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিউন। তাহার পর কাচের ফনেলের ভিতর ব্লটীং দিয়া তৈলটাকে ছাঁকিয়া ফিল্‌টার করিয়া লউন। ইহা দেখিতে লালবণ, যেমন প্রাইসের, ও রোনাল্‌সের ম্যাকাসার অয়েল বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপই হইবে। কেহ কেহ ইহাকে আরও সৌরভময় করিবার জন্য হেকোর অটোডিরোজ, ১০ ফোঁটা, অয়েল নিরোলী ৫ ফোঁটা ইত্যাদি দিয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করেন। কিন্তু বিলাতি আমদানী ম্যাকাসার অয়েল ১ আউন্স এক্ষণে ৸৵০ বা ৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

STAR HAIR OIL.

Oil Ben (coloured with alkanet)	20 oz.
Nut oil (বাদাম তৈল উৎকৃষ্ট)	10 oz.
Alcohol (66 over proof)	5 oz.
Oil Bargamut	2 Dr.
Essence of Musk	2 Dr.
Otto of Rose (Hecho's)	20 Drops.

Mix well, set aside for 48 hours and decants (Sec. R. 76)

HOW TO PRESERVE INDIAN FRUITS.

Fruits to be preserved are procured freshly broken from the trees. They are placed in ordinary Tin Vessels hermitically closed with tin-mans solder, and tightly packed with cotton. A small hole is then made at the top of the tin vessel, and placed in another some what larger vessel filled with water, keeping the upper surface of the vessel above the level of the water, so that the water may not pass through the small hole made on it. Place both the vessels over a stove of fire. Boil the water of the outward vessel—which the vessel containing fruits is placed within it. After a period of two hours, stop the hole of the fruit-containing vessel with a drop of melted tin-solder by the aid of the Tin-mans hot iron. Take off the fruit-containing vessel out of the vessel containing boiling water and the fruits are ready for exportation. Any suitable vessels of our cookery, such as those common country earthen ware, or of copper may be used for containing boiling water. The oxygen thus given off by the heat and boiling water from the vessel containing the furits to be preserved, cannot effect putri-

fication. The fruits such as Mango, Pineapple, Plantain, Leechus &c. may be easily and safely preserved and ready for exportation.

FISHING SECRET.

This recipe will teach you the art of catching fish in any quantity. Mix 4 parts of Alpha-nut (an Indian tree) with 20 parts of Arrowroot or pure flour by hot water and make each pill like a plump's nut. At the begining of fishing, spread the pill in the water, and after a little while, after eating the pills, fishes will come near the edges of the pond, and then you may catch them in baring state without taking any pain.

The Secret revealer.

(But we cannot understand what is Alpha nut,as we have never seen this tree. Ed. Businessman.)

JAMS & JELLIES.

জাম এবং জেলী।

জাম (Jam) ইংরাজীতে ফলের মোরব্বার নাম "জাম" "Fruits boiled down with sugar to the consistence of a paste" ফলকে চিনির রসে পাক করিয়া একেবারে গলাইয়া আটার মত করিয়া তুলিলেই তাহাকে "জাম" বলে। আমাদের বাঙ্গালায় জাম ফলের গাছে যে গ্রীষ্মকালে "কাল জাম" ফলিয়া থাকে, ইহা তাহা নহে। এই পাশ্চাত্য "জাম" যে সময় ফল পাওয়া যায় না, সেই সময় এই "জাম" খাইয়া ফল ভোজনের সাধ মিঠাইবার উপায় মাত্র। আমাদের দেশে এই "জামের" নাম ফলের মোরব্বা বই আর কিছুই নহে। বাঙ্গালায় বীরভূম জেলার সিউড়ী এই ফলের মোরব্বা প্রস্তুতের জন্ম এক সময় ভারি বিখ্যাত ছিল। এখনও যে সিউড়ী এবং বীরভূমের অপরাপর স্থানে এই মোরব্বার কাজ না চলিতেছে তাহা নহে, তবে একাজের তেমন উন্নতি আর নাই। বিলাতি "জাম" আর জেলিতে বড় তফাৎ দেখা যায় না। এ দেশের মোরব্বাতে যেমন ফল, চিনির রসে পাক হইয়া তাহার ছাল, আশা প্রভৃতি আস্ত থাকে, বিলাতি "জাম" তাহা নহে। ইহারা ফলকে সিদ্ধ করিয়া তাহার মাড়ীটাকে চিনির সহিত পাক করিয়া খুব ঘন কাইয়ের মত প্রস্তুত করে, এবং চামচে দ্বারা তুলিয়া ভক্ষণ করে। জেলিও প্রায়ই সেইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত—যথা Mango Jelly, Goava Jelly ইত্যাদি। আমরা ইহাদের জেলিটাকে আচারের মধ্যে ফেলিতে পারি।

ফলকে সিদ্ধ করিয়া তাহার মাড়ী বাহির করিয়া ঘণীভূত করিয়া লইলেই "Jam" প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। ইহা প্রস্তুত করিতে ইনামেলের কটাহ বা মাটীর পাত্র ব্যবহার করা উচিত। কাষ্ঠের হাতা ব্যবহার করা উচিত। কারণ ফল মাত্রেই Acid বা অম্লজান বিদ্যমান আছে, তাহা ধাতু দ্রব্যের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া বিষাক্ত হইতে পারে। আমাদের দেশের আম, আনারস, কলা, পেয়ারা, পেপিয়া, লিচু প্রভৃতি ফল হইতে উৎকৃষ্ট জাম প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাতি জাম প্রস্তুতের ২।১ধারা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে বিলাতি পদ্ধতির কতকটা আভাষ বুঝিতে পারা যাইবে।

CHERRY JAMS.

Take

Sound cherries and remove the stones. Put the cracked stones in a small pan and boil them for half an hour, and strain ; then take one pound of sugar to one pound of Fruits and ½ tea spoonful of water. the cherries were boiled in ; if necessary, make up the water with a little red currant juice. Boil the water and sugar for 10 minutes, then put in the cherries, and boil for about 14 minutes till it jellies.

আমাদের পুরাতন "কাজের লোকে" আচার মোরব্বা, জেলীর কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। পুনরুক্তি দ্বারা সময় ও "কাজের লোকের" স্থান নষ্ট করিতে অক্ষম।

গুর্ব্বিণী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২। প্রাতর্ব্বমনাশা—সাধারণতঃ গর্ভ সঞ্চারের পর দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ সপ্তাহ, কখন বা গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই রমণীগণের অল্লাধিক বমনাশা হয়, এবং কখন কখন বমনও হয়। ইহা প্রাতঃকাল অর্থাৎ শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে হয়। সম্ভবতঃ এই সময় জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়, সেইজন্য সহানুভৌত্রিক স্নায়ুদ্বারা পাকাশয় উত্তেজিত হয়। এই বমনাশা কাহারও দুই মাসের পূর্ব্বে হয় না, আবার কাহারও একেবারেই হয় না।

ইহাও যে গর্ভসঞ্চারের স্থির-জ্ঞাপক তাহা

নহে। কারণ অনেক পীড়াতেই পাকাশয়ের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। অতিরিক্ত লালাস্রাব ইহাও সহানু-ভৌতিক স্নায়ুরকার্য্য। লালাগ্রন্থিসমূহ স্ফীত এবং সেই গুলি হইতে প্রচুর লালা নিঃসরণ হয়। ইহার জন্য নানাবিধ খাদ্যে অত্যন্ত আগ্রহ হয়।

৪। অরুচি—খাদ্যে অত্যন্ত স্পৃহা হয় বটে কিন্তু কোন খাদ্যেই রুচি থাকে না। ইহা পাকাশয়ের উত্তেজনা বশতঃই হয়। কাহারও কাহারও অরুচি আদৌ হয় না।

তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষণ হয় তো অনেক পীড়ায় দেখা যায় এবং এ দুইটীও পাকাশয়ের লক্ষণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহাও গর্ভসঞ্চারের স্থির পরিচায়ক নহে।

৫। স্তনস্ফীতি—ইহা অন্তঃসত্বার একটী প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের পর ষষ্ঠ হইতে অষ্টম সপ্তাহের মধ্যে, কখন আরও পূর্ব্বে, গর্ভিনী স্তনদ্বয়ের গুরুত্ব অনুভব করেন। তৎসঙ্গে স্তনদ্বয়ের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং সুড় সুড় করে ও ধপ্ ধপ্ করে; স্তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দৃঢ় হইতে থাকে। স্পর্শ করিলে ভিতরে গুটি গুটি অনুভূত হয়। ইহার কিয়দ্দিন পরে দুগ্ধবৎ এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। কিন্তু এই চিহ্নও একক অন্তঃস্বত্বার পরিজ্ঞাপক নহে, ইহার সহিত অন্যান্য লক্ষণাবলী বর্ত্তমান থাকা চাই। যেহেতু স্তন স্ফীতি অনেক কারণে হইতে পারে, যথা, জরায়ুতে অর্ব্বুদ থাকিলে, এমন কি কাহারও কাহারও রজঃস্বলাবস্থায় ইহা অন্-[illegible] হইলেও স্তনের আয়তন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মেদোদ্ভূত স্তনবৃদ্ধি ও অন্তঃস্বত্বার স্তনবৃদ্ধিতে পার্থক্য আছে। মেদ সঞ্চয় হইলে সর্ব্বাঙ্গীন স্ফীতি হয় অর্থাৎ সকল অবয়বেরই আয়তন বৃদ্ধি হয়, স্তন কোমল হয়, অন্তঃসত্বা হইলে স্তন কঠিন হয় ও উহার গ্রন্থি-কোষগুলি গুটি গুটি মত অনুভূত হয়।

(ক্রমশঃ)

MEDICAL.

HOMEOEPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য

Dyspepsia and constipation. রোগীর বয়স ২৮, কোষ্ঠবদ্ধতাসহ অজীর্ণতায় প্রায় ১॥ বৎসর ভুগিতেছেন। তিনি বলেন, প্রাতঃকালে তাহার মুখের আস্বাদ অতিশয় খারাপ বোধ হয়। আহারের ৪।৫ ঘণ্টা পরেও তিনি ভুক্তদ্রব্যের উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণ পাইয়া থাকেন। পাকস্থলী দুর্ব্বল, পরিপাক করিবার শক্তি মাত্র নাই। পাকাশয়ে ভার বোধ, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বারম্বার মল প্রভৃতি, কিন্তু বাহ্যে যাইলে আশানুরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। শেষ রাত্রে নিদ্রাভাব—রাত্রি ৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া আর ঘুম হয় না। কিন্তু প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ এবং নিদ্রা। নিরুৎসাহ, উচ্চাশাহীনতা, হস্ত এবং পদ ঠাণ্ডা বোধ। উদরাধ্মান এবং হৃদিস্পন্দন, সর্ব্বদা রাগ রাগ ভাব, খিট্‌খিটে স্বভাব। Nux V 200 এক মাত্রা দেওয়া হইল।

যেহেতুক রোগী ইতিপূর্ব্বে অনেক অ্যালো-প্যাথিক ঔষধ সেবন করিয়াছিল, নকসের পাকাশয়ে গুরুত্ব, শেষ রাত্রে নিদ্রা হীনতা, প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি, হস্ত পদ শীতল এবং খিট্‌খিটে স্বভাব এইগুলি বিশেষ লক্ষণ।

৮ দিন পরে রোগী আসিয়া বলে যে, তাহার অবস্থা খুবই ভাল হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। রোগীকে কেবল শয়নের পূর্ব্বে মাত্র ১ মাত্রাই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

HINTS.

Toothache from decayed teeth—Mercurious Viv.

ক্ষয় প্রাপ্ত দন্ত শূলে মারকিউরস ভাইভস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Consumtive should use pure olive oil freely.

Homes Envoy. *April*, 1907.

It is asserted that Natrum Mur. is a good remedy for night-mare.

Dr. Thomas Simpson in "Homeo-pathic World" says :—Phusphorus 6 is the remedy for worst cases of Nose-bleed or from extracted teeth.

ঠোঁট ফাটা, মুখের কোন ফাটা ও ক্ষততে এন্টিম কুড ৬ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

অত্যধিক গলা শুকাইয়া যায়, এমন শুষ্ক যে তাহাতে মনে হয় যেন গলা চিরিয়া যাইবে। সাঙ্গুইনারিয়া নাইট্রেট ৩ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

উরুদেশে বেদনা, ঠাণ্ডার সময়ে বৃদ্ধি, চলিয়া যাইলে বৃদ্ধি, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দ্বারা সারিয়া যায়। ৩০ শক্তির ১ মাত্রাই যথেষ্ট।

ছেলে স্নান করাইতে যাইলে বিরক্ত হয় এবং কান্দে। বয়স্ক ব্যক্তির স্নানে অপ্রবৃত্তি, ইহা সলফারের লক্ষণ। ১মাত্রা সলফার দিলেই এসকল যাইবে।

"Nervous Dyspepsia" one day food is easily digested, and next day causes distress, try Kali Carb.

Intence itching all over the whole body may find relief in Acidum Sulphuricum.

When Influenza i. e. Grippe is

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

prevalent, a few doses of Arsenic Alb. is the preventive.

ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়ে ২।১ মাত্রা আর্সেনিক ব্যবহারে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাশীতে গেলেই প্রস্রাব বাহির হইয়া পড়ে, লক্ষণে কষ্টিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্নায়ু শূল---যেখানে বেদনা এবং যন্ত্রণা অতিশয় অধিক, সেখানে সাইলেসিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট---(The remedy.)

একোনাইটের কাশী Short, dry and hoarse কাশী ছোট ছোট, অতিশয় অধিক বার এবং কষ্টদায়ক এবং তাহাতে স্বর ভঙ্গতা আনয়ন করে।

অনেকলোকের অসুখের সময় খাবারের গন্ধে ভয়ানক বমি আসে (Nausea at the smell of food) কলচিকম ৩ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

শিশুদের গগল বাহির হওয়া (Prolapsus of retum) এলোজ ৩ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। সকালে ও সন্ধ্যায় ১ মাত্রা দিলেই আরোগ্য হইবে।

জলাতঙ্ক রোগে আকন্দ।

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালে কামড়াইলে যদি শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসা করান না হয়, তবে রোগী জলাতঙ্ক রোগ হইয়া প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কামড়াইবার ৬ সপ্তাহ হইতে ১০ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। আবার কাহারও বা দুই বৎসরের পরেও জলাতঙ্ক হইয়া থাকে।

কুকুরে কিম্বা শৃগালে কামড়াইবা মাত্র ভাল তারপিন্ তৈল দিয়া সেই স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তৎপর কষ্টিক বা গরম লোহ দ্বারা সেই স্থান পুড়াইয়া দিবে। সেই স্থানটী চিরিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে কঁসোলিতে পাস্তুরের মতে চিকিৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলে নির্দ্দোষ ভাবে সারিয়া যাইবে।

জলাতঙ্ক সাংঘাতিক রোগ। এই সময়ে মুখ দিয়া যে লালা পতিত হয়, তাহা তীব্র বিষাক্ত। এইরূপ অবস্থায় নিম্নের মুষ্টি যোগটী বিশেষ ফলপ্রদ।:—

শ্বেত আকন্দের পাতার রস আধ পোয়া, কাচা নির্জ্জল দুগ্ধ আধ পোয়া, একটী নূতন সরায় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ এবং চিড়া ভাজা খাওয়াইয়া রাখিতে হয়। যদি সে দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ না সারে, তবে পরদিন ঐরূপ আর একবার খাওয়াইলে সারিবে। আকন্দের পাতার রস ও তীব্র বিষ। রোগীর শরীরে বিষ ক্রিয়া না হইলে সে ব্যক্তি কিছুতেই উহা খাইবে না। (সঞ্জীবনী)

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী
গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর
(২৪ পরগণা)

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

এনামেলের বাসনে রন্ধনে বিপদ।

রন্ধনেরকার্য্যে এনামেলের বাসন ব্যবহার করা উচিত নয়। "Book of Facts" নামক পুস্তকে দেখা যায় মিঃ টাট্‌লক (Mr. Tatlock নামক জনৈক ভদ্রলোক এসম্বন্ধে Public analyst এর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এনামেলের বাসন যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার ১ আউন্স মাত্র এনামেলকে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা [illegible] পরিমাণ আর্সেনিক (সেঁকোবিষ) পাইয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এদেশে সাধারণে প্রচুর এমামেল বাসন ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে সাংঘাতিক বা স্বাস্থ্য নষ্টের কারণ হইতেছে কিনা কে বলিবে। এ হিন্দুর দেশে সাহেবী চাল ঢুকিয়া কত সর্ব্বনাশই হইতেছে।

Two harmless doses that make one poison. ক্লোরেট অফ্ পটাস, এবং আইয়োডাইড অফ্ পটাস এই দুইটী ঔষধ পৃথক পৃথক যথাযোগ্য পরিমাণে দিলে কখন অনিষ্ট কারক হয় না। কিন্তু কোন ঔষধে এই দুইটী একত্র মিলাইয়া দিলে বিষক্রিয়া করে। কারণ এই দুইটী একত্র পাকস্থলীতে যাইয়া Iodate of Potassium উৎপন্ন করে তাহা সাংঘাতিক বিষ। Mr. Melsuns নামক জনৈক রসায়ন তত্ত্ববিদ দেখিয়াছিলেন যে, কুকুরেরা ৫ হইতে ৭ গ্রেন্ ক্লোরেট বা আওডাইডে কোনরূপ অসুস্থতা ভোগ না করিয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে ঐ দুইটী ঔষধ একত্র মিশাইয়া দেওয়াতে আওডাইড্ পটাসিয়েমের বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু হইয়াছিল। সেইজন্ত American Journal of Pharmacy নামক পত্রিকায় প্রকাশ, "This combination must therefore be avoided" "অর্থাৎ এইরূপ সংমিশ্রণ অবশ্যই পরিত্যজ্য কিন্তু হায়রে! পল্লীগ্রামের এবং সহরেরও কত হাতুড়ে ডাক্তার এইতথ্য না জানিয়া মারিয়া ফেলে কে জানে?

বঙ্গীয় নাট্যশালা।

দেশ পূজ্য স্বনাম ধন্য স্বদেশ ভক্ত ৺দীন বন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের প্রচার ও অভিনয় শ্রীযুক্ত পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের [illegible] বন্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক খানি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, এই কারণে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"সধবার একাদশী" কোন্ মহাত্মার

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

অনুরোধ বা উপযাচিকতায় এরূপ দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হইল, তাহা জানি না। তবে অশ্লীলতা দোষ ইহার প্রচার বন্ধের অজুহাত মাত্র। সম্প্রদায় বিশেষের উপর কঠোর কশাঘাত এইরূপ প্রার্থনার কারণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, আজকাল এ দেশীয় রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক ও প্রহসন অভিনীত হয়, নৈতিক হিসাবে বড় নিকৃষ্ট অথচ অবাধে তাহাদের অভিনয় হইতেছে।

রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। যাহাতে লোকের চরিত্র, নীতি ও ধর্ম্ম উন্নত হয়, বুদ্ধি বিবেক প্রসারিত হয়, বিশুদ্ধ রুচির বিকাশ হয় ও বিকৃত রুচি পরিমার্জ্জিত হয়, দেশের ও দশের হিতকামনায় হৃদয় আকৃষ্ট হয়, এইরূপ ভাবে অভিনয় করা প্রত্যেক রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, আজ কাল অধিকাংশ সময় ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে এখানকার রঙ্গালয় সমূহে যে সকল নাটক, প্রহসনাদি অভিনীত হয়, তাহা নৈতিক হিসাবে বড়ই আপত্তি জনক। এই সকল অভিনয় পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতা ভগ্নিতে, জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠে, এমন কি স্বামী স্ত্রীতেও একসঙ্গে দেখিতে যাইলে একের অপরের নিকট মাথা হেঁট করিতে হয়। তদুপরি অভিনেতা অভিনেত্রীগণের কুরুচিপূর্ণ হাব ভাব ভঙ্গিমা চাল চলন, নৃত্য গীত বড়ই বিসদৃশ ও বিরক্তিকর, ইহা বোধ হয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

এ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গ দোষী হইলেও রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অধিক দোষী তাহা নিশ্চিত। এইরূপ অভিনয়ে তাঁহাদের অর্থ সুগম হয়, কিন্তু লোকের রুচি বিকৃত করার জন্য তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়ী। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদিও বলিয়া থাকেন, সাধারণের রুচি অনুসারে, লোকে যেমনটী চায়, সেইমত তাঁহারা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি পরিপূর্ণ, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যখন মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণাপ্রতাপ" "দুর্গাদাস" "সাজাহান" মেবারপতন, "বিরহ" প্রায়শ্চিত্ত, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের "মির-কাশিম," "সিরাজদ্দৌলা," বলিদান,— দেশপ্রসিদ্ধ ক্ষীরোদচন্দ্রের "রঙ্গাবতী, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির অভিনয় হইত, তখন প্রতি অভিনয় রজনীতে লোক সমাগমের অভাব হইত না। অথচ এই সকল নাটকাদি কত উৎকৃষ্ট, কত সুন্দর, কত মহাপ্রাণতায় পূর্ণ, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।"

এ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। যাহাতে বঙ্গীয় রঙ্গালয় সমূহে উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা যাহা পাই, তাহাই গলাধঃকরণ করি, পরিপাক হোক আর নাই হোক, ইহা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে পরিনামে দুঃখ পাইতে হয়। ভাল পুস্তকের অভিনয় না হইলে রঙ্গালয়গুলি বয়কট অর্থাৎ বর্জ্জন করুন, দেখিবেন, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে প্রকারেই হোক, ভাল পুস্তকের অভিনয় করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাতে দেশের আর একটা উপকার হইবে—আবার দীনবন্ধু, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় ক্ষণজন্মা লেখকগণের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায়।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

Hand Stencil Paper

জেলা মুরশিদাবাদের পরণামপুর গ্রাম হইতে মেসার্স ব্রহ্মচারী ব্রাদার্স "হ্যাণ্ড ষ্টেন্সীল পেপার" প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা নক্সাদির কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা এত সুন্দর হইয়াছে যে, সহজে দেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইঁহারা ইতিপূর্ব্বে টাইপরাইটিং কলের জন্য কার্ব্বন পেপার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা ব্যবহার করিয়াছি, বিলাতি কার্ব্বন পেপার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। অথচ দেশের লোক দেশীয় শিল্পের আদর করেন না, ইহা বাস্তবিকই বড় ক্ষোভের কথা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি। প্রাপ্তিস্থান ব্রহ্মচারী ব্রাদার্স পরণামপুর, চোয়া পোঃ, মুরশীদাবাদ। এই এই ষ্টেনসিল পেপার সমস্ত জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটীর Draftsman দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

অন্নপূর্ণাধূপ—ঐ ব্রহ্মচারী ব্রাদার্স দ্বারা প্রস্তুত, ইহা ধূপের মসলাদিচূর্ণ ধূমবিহীন অঙ্গারের উপর দিলে দিগন্ত সৌরভে আমোদিত হইবে। ইহা পবিত্র ও দেবার্চ্চন কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য। অতি সুন্দর হইয়াছে। ১ পোয়া টীন মূল্য ১৷৴০, প্যাকেট ৵০ ডাক মাঃ স্বতন্ত্র। পরনামপুর। চোয়া পোঃ, মুরশিদাবাদ।

শিশুকণ্ঠহার—কলিকাতা ১২ নং হরিতকী বাগানলেন, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। এইক্ষুদ্র পুস্তকখানি অমরকোষ অবলম্বনে শিশুদিগের কণ্ঠস্থ করিবার উদ্দেশ্যে সংকলিত। ইহাতে এক এক শব্দের বহু অর্থ, এবং তাহাদের ইংরাজী অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। ছেলেদের সহজে মুখস্থ করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অধিকাংশ স্থানে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই বালকের উপযোগী হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কলিকাতার বাজার দর।

১৪ই আগষ্ট, ১৯১৯।

দ্রব্যের নাম।	প্রতি মণ।		প্রতি সের।	
মোটা বালাম	৮।০	৮।৵০	৶৫	৶১০
ঐ মাঝারি	৮।৶০	৯৲	।০	।৫
পাটনাই মোটা	৮৲	৮॥/০	৶৫	৶১০
ঐ মাঝারি	৮॥৵০	...	৶১৫	।০
নাগরা মোটা	৮৲	৮॥০	৶১০	৶১৫
ঐ মাঝারি	৮॥৵০	৮৸০	।০	।৫
তুধকলমা	৮॥৵০	...	৶১৫	।৫
রেঙ্গুনী সিদ্ধ	...	...	৶৫	৶১৫
কাজলা	৭।০	৭॥৵০	৶৫	...
গম—দুধিয়া	৭॥০	...	...	...
গঙ্গাজলি	৭৲	...	...	...
জামেলি	৭৲	...	...	...
ছোলা—পাটনাই	৭।০	৭॥০	৶০	৶১০
ছোলা ডাল	৮॥০	৯৲	৶১৫	।০
মুগ ডাল খাড়ি	১২॥০	১৩৲	।৵০	...
„ সোনা			।৶১০	॥০
ঐ কৃষ্ণ	১২৲	১২।০	।/০	...
অড়হর	৮॥০	১২৲	৶০	।/০
মসুরভাঙ্গা	৭॥০	৮৲	৶০	৶১০
ঐ খাড়ি	৯॥০	১০।০	।০	।১০
কলাই ডাল	৮৲	৮॥০	৶১০	।০
লবণ	৩৶০	৩।৴১০	৴১০	৴১৫
চিনি (জাভা লাল)	১৬৲	...	।৶০	॥/০
গুড় ভেলি	...	...	।১০	।/০
ঐ ভুরসুট	৯॥০	৯৸০	।৵০	...
দুগ্ধ	১০৲	১২৲	৶০	।/০
সরিষা তৈল	৩৫৲	৪০।০	৸৵০	১৵০
ময়দা দেশী	৯।৵০	১০॥০	।১০	।/০
আটা নং ৩	৭॥০	...	৶৮০	।১০
„ ২	৯॥০	৯৸০	...	...
„ বি	১০॥৵০	...	...	...
সুজি	৯॥০	১০৸০	।১০	।/০
ঘৃত ভাদওয়া মটকি	৮৯৲	৯০৲	২।০	...
(পাতিরাম, খুর্জা, রাটৌ, এটৌ, উত্তম জিনিষ	৮৫৲	৮৯৲	২।৵০	...
লালি, এটোয়া, সাগর	৮০৲	৮১৲	২।০	...
ভুট্টা	৬৲	৬।০	...	...
আলু	৬৲	৮৲	৶১০	।০
পটল	৬॥০	৮৲	৶০	৶১০
বেগুন	...	...	...	৶০
পেঁয়াজ	৩॥৵০	৪৸০	৴১০	৵০
রুইমাছ	৩০৲	৩২৲	৸০	৸৶০
ভেড়ার মাংস	...	...	॥৵০	...
ছাগ মাংস	...	...	॥৵০	৸০

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি।

সানুনয়ে জানাইতেছি যে "কাজের লোকের" অক্টোবর সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, সুতরাং বিজ্ঞাপনে পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অবিলম্বে পাঠাইয়া না দিলে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"কাজের লোক।"

আপনি কি

পুরাতন দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন? যদি অন্যান্য চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটনষ্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সযত্নে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠান হয়।

ঠিকানা বদল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে, কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন রাস্তার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন না লিখিয়া **২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা** লিখিতে হইবে। আমাদের বন্ধু বান্ধব, গ্রাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলে কৃতজ্ঞ হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ, কাজের লোক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব। হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার
কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৴০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা

স্বরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

নবিত দিব জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অযোগ্য হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা স্বরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। স্বরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। স্বরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১॥০ টাকা। ভিঃ পিতে ২৴০ আনা। ৩ শিশি ৩৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৷৴০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১।০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয়-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ॥০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,
১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়।

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই, দেখে শুনে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, থামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু ডিলিংহামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রনার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২।০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"ডিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৭১২, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চাদি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক বারে প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। মদ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি না।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৩৲ "	৩৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১৷০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কভারে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যই শরীর ধ্বংশের কারণ।

"কেন না"—স্নায়ু সমূহ দুর্ব্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুক্রপাত, অযথা উপায়ে কামবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

"কেন না"—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্ব্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মানুশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল—মনে নানা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়।

"কেন না"—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মৃত্যুজ্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাবণ্য ও কান্তি ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের ধাতু ঘটিত মহৌষধ একমাত্র রতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ৷৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট্ ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট্ পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট্ অফ্ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

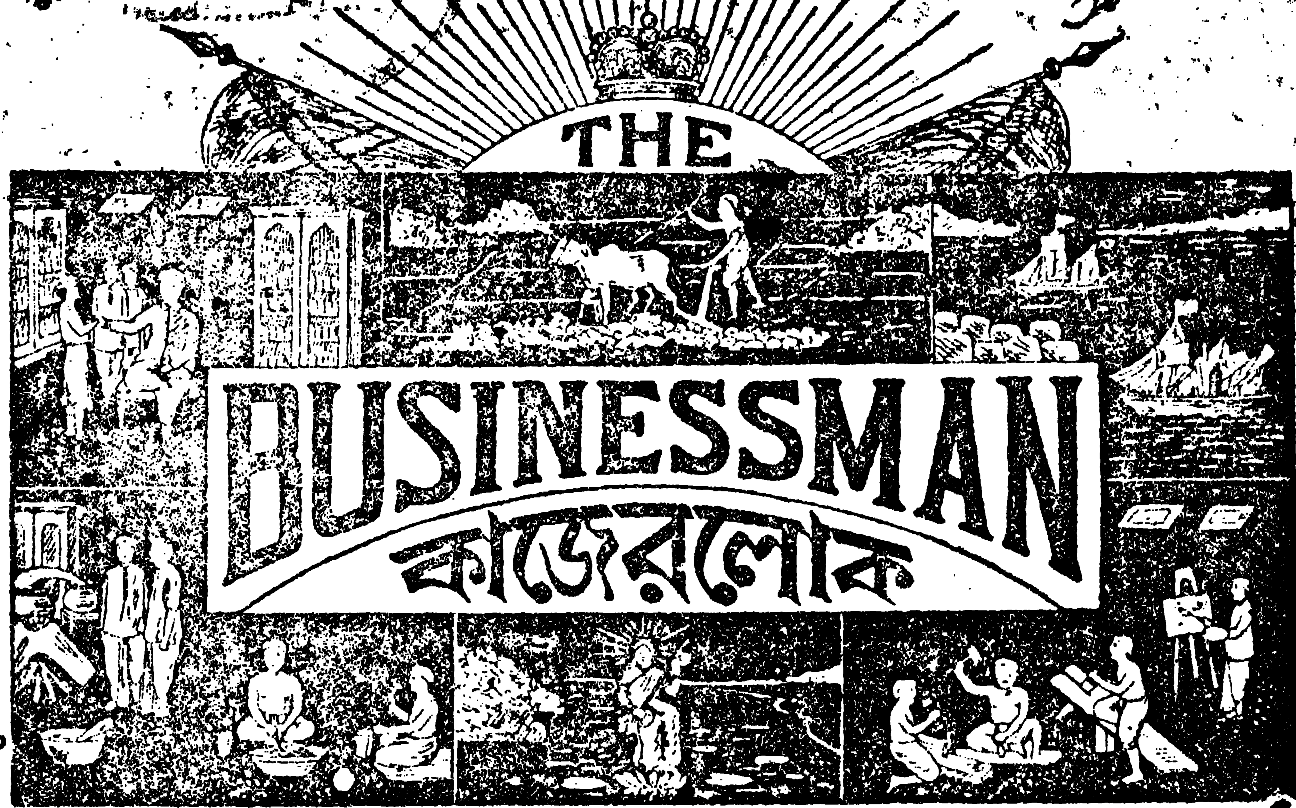
৬। **Improvement of agricuture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

ডাইরেক্টর
চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একস্‌চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা, উইলিয়ম্‌স লেন, ৫ নং বাণ প্রেসে, শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ... ডাকমাশুল ... সাহিত্য সচিত্র মাসিক পত্র (Registered No. C. 431.)



১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series, October 1919. | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর ১৯১৯। | Vol. XIII. No 10.

শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রদাহকালে [illegible] শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে মানসিক শারীরিক বা স্নায়বিক যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহা একেবারে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত। প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ২৸০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেটের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড কেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD. CHEM, CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

সীলেট চূণের

গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।)

কিলবরণ এণ্ড কোং,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ॥০।

বাট্‌লিওয়ালার [illegible], সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া বাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার খাঁটি কুইনাইন, টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, অসামুখ রোগজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগাদির জন্য সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ নিবারিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচে এক মাত্রা দিনে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন
জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine, Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTON, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisments, etc., apply to our London agents Messers T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London, E. C.; C. Mitchell & Co. Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C.; Sel's, Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ এক টাকা। অন্ততঃ কি তদোর্দ্ধ পরিমাণ একত্রে হইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অধিকন্তু চাহিলে প্রতি অর্ডারের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মাল পরে অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২॥০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই! আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অম্লান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৶০, ৬৷০ ও ১১৷৷০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা.

টেলিফোন নং ২৫৯৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইম্‌পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইষ্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩১ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেকট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ৴০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ৵১০ ও ৵১৫ পয়সা।

ওলাউঠা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, কৌটা-কেশ্‌ যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০ ৩৸০, ৪, ৬, ৭।০ ও ১২৷৷০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্‌, পিলিউলস্‌ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৸০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্রাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—বৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি বাতজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৵০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্‌ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই ভাবের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন কেহ কিনিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াসসাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৸৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তোমা [illegible] অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়! প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট পেব্‌ল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
[illegible] আড়ংঘাটা(?) আনুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১৷০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও লিঙ্গ ফুলনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ।৷০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র-রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) ভরি ... ৮৲

ঐ ষড়্গুণ ভরি ... ৬৲

চ্যবনপ্রাশ সের ... ... ৩৲

শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ... ৪৲

সালসার শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণঘটিত রক্ত সালসা। সর্ব্বপ্রকার রক্ত-বিকৃতির মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০, তিন শিশি ৩৲ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,

১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections, enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.
ENGLAND.
Business established 105 years



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



এক শিশির মুল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।৹ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵৹ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৸৹ আনা

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷৹ টাকা। ভিঃ পিতে ২/৹ আনা। ৩ শিশি ৩৸৹ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৷৵৹ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

* * * যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, দাঁতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান
হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,
অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ
অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত
দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য
অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম অশ্বান
এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XIII.
১০ম সংখ্যা।	October. 1919.	অক্টোবর, ১৯১৯।	No. 10.

আমাদের অবকাশ প্রার্থনা।

চিরন্তন প্রথানুসারে শারদীয় পূজোপলক্ষে আমরা আমাদের "কাজের লোকের" প্রিয় পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এবং পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী মহোদয়গণের নিকট হইতে কয়েকদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিতেছি। আগামী নবেম্বর মাসের ৩০শে পুনরায় আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য "কাজেরলোক" আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক।"

দুটী আপোস কথা।

দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ভারত জুড়িয়া হাহাকার ও অশান্তি,পূজায় আর এদেশের সুখ শান্তি কোথায়? এ পূজায় এখন দেশবাসীর অন্নাভাবের—অভাবের মর্ম্মভেদি বেদনা আর অশ্রুজল সম্বল মাত্র। বহুকাল আনন্দের ও সুখের দিন---প্রাণভরা হাসির লহরী লীলা যেন চিরতরে এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একালের বাঙ্গালা আর সেকালের বাঙ্গালা নহে। বাঙ্গালা এখন ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিবিধ রোগের বিকট গ্রাসে তাহার সন্তান সন্ততিকে তুলিয়া দিয়া শশ্মানে পরিনত হইতে চলিয়াছে। রোগ, শোক, অনাহারের কাহিনী ব্যতিত বাঙ্গালায় আর অন্য প্রসঙ্গ নাই।

কেন এমন হইয়া গেল? এই বাঙ্গালা দেশে সে কালে ত এমন ছিল না। অতি সামান্য আয়ে,রোগশোকে জর্জ্জরিত না হইয়াও সেই বাঙ্গালার ক্ষেত্রজাত শস্যেই বেশ ত আনন্দেই দিন কাটিত। এই পূজায় কত শত নরনারী আনন্দের মহোৎসবে তিনটী দিন সকল জ্বালা ভুলিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত। আর আজ অর্থ স্বচ্ছল হইয়াছে, বাঙ্গালী বড় বড় চাকরী পাইয়াছে, বাঙ্গালীর বিলাসের ঘটা দেখিয়া জগত স্তম্ভিত। উপরের দৃশ্য দেখিলে কেহ সহসা বলিতে পারে না যে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি আজ কাঙ্গালিনী, তাঁহার সন্তানগণ অর্দ্ধাশনে, অনসনে সর্ব্ব প্রকার রোগেরই উপভোগ্য হইয়া নীরবে অকালে জরা বার্দ্ধক্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইতেছে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কেন এমন হইল? তখন ৮৲ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া পূজার তিনটী দিবস আত্মীয় স্বজন দীন দুঃখীকে লইয়া অন্নছত্র খুলিয়া দিয়া লোকে আনন্দময়ীর পূজায় স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত, আর আজ এত টাকায়, এত গাড়ী, ঘোড়া, মটরের বাহুল্য স্বত্বেও আত্মীয় স্বজন, দীন দুঃখী দ্বারে মহামায়ার দুটী প্রসাদ পাইবার আশাও করিতে পারে না, ধনী নির্ধন কেহই তো বলেনা যে আমি শান্তিতে—সুখে আছি? সেই মহাপূজা আছে, সেই দেশ, সেই শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি, তবে এত কেন বিষাদের ছায়া সমগ্র দেশটাকে ঘন ঘটাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল কেহ বলিতে পার কি?

শান্তির অভাবে—দেশে শান্তি নাই—আমাদের নিজের পাপে—এই সোনার বাঙ্গলার এমন দুঃখের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ মাতার অযোগ্য সন্তান আমরাই মায়ের এত দুর্দ্দশা করিয়া তুলিয়াছি।

এদেশে আগে ছিল একটী বহুমূল্যবান সামগ্রী—সেটা "পরস্পরের প্রতি সহানুভূতী" নিঃস্বার্থ ভাবে লোকে পরকে আপনার করিয়া করিয়া লইয়া, পরের ঢাকে নাচিয়া প্রাণের আনন্দ উপভোগ করিয়া লইত। সেই অমূল্য গুণটী বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই শান্তি অন্তর্হিত, স্বার্থপরতার পৈশাচিক রাজত্ব স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার অভিমানী বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিছু মাত্র নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। একতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ধর্ম্মভাব, সমস্ত মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক গুণ হারাইয়া নিতান্ত সংকীর্ণমনা হইয়া পরস্পর পরস্পরের শোনিত পানের জন্য লালায়িত। মামলা মকদ্দমার জন্য শতদ্বার উন্মুক্ত, বাঙ্গালী ক্ষণিক সুখ এবং প্রভুত্ব লালসায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তাহাতে পতঙ্গের প্রায় নিজেকে আত্মবলী ও আহুতি দান করিয়া দেশের দীনতা বৃদ্ধি করিতেছে! দেশ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত—বিলাসে আত্মহারা ভোগ বাসনারত সন্তানগণের নিকট দেশ জননী উপেক্ষিত—সব স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও উপদেশ শুনে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্যে দেশ পরিপূর্ণ—দেশের ভাল কি ভূতের দ্বারা সম্ভব?

ইহাতে হইয়াছে কি? ভাল কাজ যাহা পূর্ব্ব পুরুষগণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লোপ পাইতেছে—জলাশয়, সরোবর শুখাইয়া ডাঙ্গায় পরিণত হইতেছে—পিপাসার জলাশয় নাই—শস্য ক্ষেত্রে শস্য নাই, গোচারণের মাঠ আত্মসাৎ করিয়া দেশে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব হইয়াছে—চাকরীর আশায় পৈতৃক জোতজমী অনাবাদে পতিত রহিয়াছে। অহরহ বিষয় পিপাসা—তজ্জনিত মামলা মোকদ্দমায় শত্রু বৃদ্ধি—অনৈক্যতা বশতঃ শান্তি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। যাহাদের এক তিলার্দ্ধ প্রাণের মনের শান্তি নাই, তাহাদের আবার আনন্দোৎসব হইবে কিসে?

সকলেই একবার নিভৃতে চিন্তা করুন! পেটের ভাতের জন্য লালায়িত অভুক্ত জাতি, ইহাদের আবার রোগ শোকের অভাব কি? দেশ যে প্রতি নিয়তই রোগের করাল কবলে পতিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এ সকল কাহাদের দোষে? আমরা সম্পূর্ণ ভাবে এই সকল দুঃখ দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, আমাদের কর্ম্মফল আমরাই ভোগ করিতেছি। কারণ, আমরাই তো আজ কথায় কথায় আদালত খুঁজিতেছি, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করি না, কাহাকেও সহানুভূতি দেখাই না, কেহ কাহারও সহানুভূতি পাইও না। চিনিয়াছি কেবল আপনাকে, আপনার পেট ভরিলেই, আপনি সুখী হইতে পারিলেই সুখী। "রাঁড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভরিলেই আনন্দ।" তাহাতো হইবার নহে, সংসারে থাকিয়া পাঁচজনকে চাই—পাঁচজনের সাহায্য ব্যতিত সংসার সুখের হয় না, কেহ সুখী হইতে পারেও না। এই যে একা থাকার বাসনা, ইহাও পাশ্চাত্য দেশের আমদানী। আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া মরিয়াছি, তাই একান্নবর্ত্তিতার দোষ দিই।

এদেশ সংযমের দেশ;—আর্য্য ঋষিগণ সংযমেরই প্রচারক, সংযমশিক্ষা দিয়া আমিত্ব বিসর্জ্জনের উপদেশ দিয়া প্রকৃত সুখের পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহার অসারত্ব ঘোষণা করিয়া কেবল আমিত্বেরই উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যত্নবান হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

আমরা আর দশজনে বসিয়া একটা পরামর্শ করিতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস নাই; কেহ কাহারও নিকট নত হইবার নহি, —তম, অহঙ্কার জীঘাংসাপ্রবৃত্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এদেশের পরিণাম কি হইতে পারে আশা করিতে পারি? এই রৌরব নরকে দেবতার আবির্ভাবও সম্ভব নহে, আর শান্তির আশাও করিতে পারি না।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

যদি আবার এই পূজায় সেকালের মহোৎসবের উচ্চ আনন্দ উপভোগ করিতে চাহ, প্রথমেই সেকালের ন্যায় বিশ্বপ্রেম শিক্ষা কর, পরস্পর পরস্পরকে আপনার করিয়া লও। দীন দুঃখীর মুখের দিকে তাকাও—বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হও—মিতব্যয়ী হইয়া অর্থ সঞ্চয় দ্বারা কৃষির উন্নতি কর। কাহার মুখপানে তাকাইয়া আছ, কে তোমাদের এই অন্ন সমস্যার মিমাংসা করিবে? কে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে? কে আছে তোমাদের? কাহার নিকট কান্না কাটী?

যদি যথাযোগ্য অন্ন-বস্ত্র পাও, পীড়ার আধিক্য হইবে কেন? অকালে মরিবে কেন? সংযমী কি অকালে মরে? সংযমী আত্মত্যাগীর কি অভাব হয়? সংযমীর যে অল্পেই সন্তোষ। যাহাদের হৃদয়ে সন্তোষ আছে, তাহাদের আবার দুঃখ কিসের? তাহারা যে অহরহ সদানন্দ—শান্তি যে তাহাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শোক রোগের, জরা বার্দ্ধক্যের কি তাহারা ভয় রাখে?

তোমরা যে এই পূজার সময় বিলাসিতার অতি বাড়াবাড়ি করিয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া সেখানকার দীন, অন্নক্লিষ্ট, অভুক্ত, রোগ জর্জ্জরিতগণের সম্মুখে বাবুত্ব দেখাইতে আজ আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছ, ইহা ভাল দেখাইবে কি? তোমার চাকচিক্যময় পোষাক পরিচ্ছদ, তোমার এত অহংমণ্ডিত—উপেক্ষার ভয়াবহ মূর্ত্তির সম্মুখে কোন দীন আত্মীয়ও সাহস করিয়া ঘেঁষিতে পারে কি—না প্রাণ খুলিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে সাহস করে? যদি আজ নিজের ভোগ বাসনা সংযত করিয়া তাহাদের দুঃখময় ম্লান মুখের দিকে তাকাইতে শিখিতে, তাহা হইলে পূজা সার্থক হইত, মহামায়া মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেন। পূজা—আনন্দোৎসবে সমগ্র দেশ মুখরিত হইয়া উঠিত।

ভোগবাসনার অন্ত নাই—সে বিকারের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। বহুবারই বলিয়াছি,Plain living and high thinking" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অমরত্ব লাভ কর। দেশ এবং পরার্থে প্রকৃতই আত্মনিয়োগ কর—মনুষ্যত্ব উপার্জ্জনের জন্য সাধনা কর। নিজের সুখের জন্য, নিজের জন্য কেবল পশুরাই যত্নবান হয়। মানুষ যে—সে অহরহ নিজের আমিত্ব ভোগ পিপাসা সংযত করিয়া পরার্থে আত্মবলি দিয়া থাকে—ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের সার মন্ত্র—হিন্দুর প্রকৃত সম্পদ। হায় হায়! এই সম্পদ হারাইয়া আজ আমরা সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

ধন, দৌলত, আকাশ, ভূমি,শস্য, জল সবই এই দেশেরই। সেকালেরই যাহা ছিল, আজও তাহাই আছে। কেবল একটীর অভাবেই আমরা প্রকৃত দীন হইয়া পড়িয়াছি—সেটী প্রকৃত "মনুষ্যত্ব—তাহাই" দেবত্ব। মহামায়ে! আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ হইবার প্রবৃত্তি দাও। তবেই আমাদের সকল দৈন্য দুঃখ দূর হইবে।

তাই বলিতে ছিলাম যে, দেশের প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা নিজেদের হাতে। যে দিন এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, তখনই দেশের প্রকৃত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। "ভিক্ষায়াম্ নৈবচ নৈবচ" ভিক্ষার দুঃখ ঘুচিবে না। নিজেদের চেষ্টা মুখ্য, স্বায়ত্ব শাসন, কমিটী কমিশন ইত্যাদি গৌণ উপায় হইতে পারে। হে ধীমান! আত্মনির্ভরশীল হও, আপনাদের দুঃখ নিজেরা ঘুচাইতে আগে চেষ্টা কর। চারিদিক হইতে নিজেদের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দেশের জলাশয় পুষ্করিণী কৃষি শিল্পের উন্নতি সাধন কর, পরস্পর পরস্পরকে আপনার করিতে শিক্ষা কর, ইহাতেই উন্নতি হইবে ও প্রকৃত সুখ দেখিতে পাইবে। আর চিরকেলে "পুরাণো-ঘটী চোরের" মত, সুবিধা হইলেই নিজের পকেট পূরি করিয়া সরিয়া পড়িবে, অথচ দেশনায়কের পবিত্র নাম লইয়া হাম বড় হইবে, ইহাতে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না, বরং দেশের ঘোর অনিষ্টই হইবে। যাও—এই পূজার অবকাশে প্রত্যেক অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীগণকে কৃষি, স্বাস্থ্য, মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে উপদেশ দাও, প্রতিমুহূর্ত্তকে লোক সেবায়, লোক হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত কর। দেখিবে,প্রকৃত মঙ্গলের সূচনা হইতেছে। তাহাতে তোমারও স্বার্থ অল্প নহে। সংসারে প্রত্যেক লোকে যদি নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যায়, তাহা হইলে শান্তির অভাব হইবে না। প্রত্যেক হৃদয়কে দেবতার পবিত্র সিংহাসন প্রস্তুত কর, দেখিবে স্বর্গীয় সুখে ভুবন ভরিয়া যাইবে। পরাধীন জাতি, বাবুত্ব দেখাইয়া কোন লাভ নাই। যাহার জন্য এত অর্থব্যয়, অপব্যয় কর, সাধারণে আর তাহা দেখেই না। তোমার ধারণা হইতে পারে যে, না জানি ২০৲ টাকা জোড়া জুতা, ৩০৲ টাকা জোড়া কাপড় পরিয়া কি অসম্ভব কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু ছি—ছি, লোকের এই সব দেখিয়া চক্ষু পচিয়া গিয়াছে, কলিকাতা সহরের রাস্তায় একটা রাজা যাইলেও কেহ ফিরিয়া তাকায় না। দেখে বড় লোকের সংকীর্ত্তি—তাহাতেই লোকে মুগ্ধ হয়। সুতরাং কেন বৃথা অপব্যয়?

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

আবাহন।

এস মা! তোমার আগমনে আজ চিরদুঃখী বাঙ্গালীর ঘরে আনন্দোৎসব হৌক, আজি অন্নক্লিষ্ট বুভুক্ষু বাঙ্গালী নয়নের অশ্রু মুছিয়া, দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণা আত্মহারা তোমার পূজায় তিনটী দিন ভুলিয়া থাকুক। শক্তিস্বরূপিণী! এস, আজ তোমার দুঃখহরা মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করি।

আবার বলি তুমি কর্ম্মের মূর্ত্তিমতী জীবন্ত চিত্র, দশহস্তে দশ প্রহরণ ধারিণী, তুমি, কি যে উদ্যমের, কি যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, কি যে সাহসের উগ্র অথচ কমনীয় মূর্ত্তি, তাহা বর্ণাতীত। এদেশের কর্ম্মের সাধকমণ্ডলী যখন তোমার স্বরূপ বুঝিয়া ছিল, তখনই তোমার প্রকৃত পূজা হইয়া ছিল মা। সেই জন্য তখন সাধকেরও মনস্কাম সিদ্ধ হইত, আর জননীর গুণও সন্তানে প্রতিফলিত হইত। হায়! হায়! সে দিন আর নাই! জননী তোমার হতভাগ্য সন্তানগণ আজ উদ্যমহীন, অলস, অকর্ম্মণ্য, বিলাসী, পাপাসক্ত, বঙ্গে তোমার তামসিক পূজা, এ পূজা তোমার প্রকৃত পূজাই নয় মা—কেবল পূর্ব্বসংস্কার বশে লোকে বহ্বাড়ম্বড়ে উন্মত্ত মাত্র। এ পূজা তোমার নয় জননী—এপূজা আত্মসুখের বিলাসিতার—অবিদ্যার, তাই সেবাপরাধে বঙ্গের এত দুর্দ্দশা।

জননী! তুমি অকর্ম্মণ্য অলসকে ভালবাস না, অকর্ম্মণ্য অলসের প্রতি তোমার কৃপা কটাক্ষপাত হয় না তাহা বুঝি। মানুষ যদি পরিশ্রমী, উদ্যোগী সাহসী হয়, মানুষ যদি প্রকৃতই কর্ম্মের সাধক হয়, তাহা হইলে সেখানে তোমার অপার করুণা, যাহারা কর্ম্মের সাধনা করে, তুমি তাহাদিগকেই তো সিদ্ধি দান কর। রামচন্দ্রকে দয়া করিয়া ছিলে, যেহেতু তিনি কর্ম্মের প্রকৃত সাধক, রাবণ নিষ্ঠুরতা এবং পাপাচরণে কলুষিত হইলেও কর্ম্মী বলিয়া তোমার করুণালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তোমার নিকট কর্ম্মীরই আদর।

তুমি জগত জননী, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব প্রকার মানবের উপরই তোমার সমদৃষ্টি, তোমার নিকট জাতি ধর্ম্মের বিচার নাই। যে উদ্যোগী, যে কর্ম্মী, যে সাধক, তাহাকেই তুমি সিদ্ধি দান কর—অধম অকর্ম্মণ্য সন্তানে তোমার তো দয়া নাই।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্য জগতবাসী তোমার করুণালাভে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে, তাই বলি, তুমি কর্ম্মীরই জননী। তোমার ঐ মূর্ত্তিই কর্ম্মের মূর্ত্তি, তোমার দশ বাহু দশকর্ম্মে নিয়োজিত; অধরে হাস্যচ্ছটা, ত্রিনয়নে প্রতিভার ও দৃঢ় সংকল্পের জ্বলন্ত আভা বিকাসিত, মরি মরি, কি সুন্দর মূর্ত্তি মা তোমার! হতভাগ্য ভারত সন্তান এমন কর্ম্মময় আদর্শ দেখিয়াও কর্ম্মের সাধনায় বসিতে পারিল না! মাতা! তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী সৌভাগ্য বিরাজিতা—জগতকে দেখাইতেছে, হে জীব! কর্ম্মী হও, কর্ম্মের সাধনায় বসিলেই সৌভাগ্য তোমার পার্শ্বে আবির্ভূতা হইবেন। দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণপতি, যদি কেহ কর্ম্মের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে—সিদ্ধি লাভ তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তুমি তাহাকে সিদ্ধি দান কর। বাম পার্শ্বেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি স্বরস্বতী—উদ্যোগী কর্ম্মীর জন্য জ্ঞান দানে উদ্যতা। তৎপার্শ্বে শূরসেনাপতি কার্ত্তিকেয়—সাহসের জ্বলন্ত আদর্শ! মাগো—তুমি কর্ম্মরূপিণী, তোমার সাধনায় সৌভাগ্য, সিদ্ধি, জ্ঞান, বীর্য্য সমস্তই লাভ করিতে পারা যায়—যাহারা এই কর্ম্মের সাধনা করিয়াছে, তাহারাই সিদ্ধ মনস্কাম হইয়াছে—তাহারাই যথার্থ সাধক—যথার্থ পূজক। আমরা তোমার তামসিক পূজারী মাত্র। বিলাস বিভ্রমে আত্মসুখে উন্মত্ত, তাই এখন আর বঙ্গে তোমার পূজাই হয় না মা। পাঠ করি, জ্ঞান লাভ হয় না, তোতা পাখীর ন্যায় বোল আওড়াইয়া বেড়াই মাত্র, কিছু বুঝি না জননী। নৈতিক সাহস লুপ্ত প্রায়, সৌভাগ্য অন্তর্হিত, উদরান্নের জন্য লালায়িত! সাধনা নাই, তাহার সিদ্ধিলাভ কোথায়?

জননী! ক্রূরতা, শঠতা, মাৎসর্য্যে হৃদয় পরিপূর্ণ—দেবতার সিংহাসনে শয়তান বিরাজিত, এ কলুষিত হৃদয় মন্দিরে কি তোমার পূজা, তোমার সাধনা সম্ভবে? মা—মা—তোমার পূজা করিতে হইলে কর্ম্ম সাধনায় বসিতে হয়, একাগ্রতা সাধন করিতে হয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হয়, দৃঢ় সংকল্প সাধন করিতে হয়, তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

অয়ি শক্তিস্বরূপিণী! একবার এই অধম সন্তানগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করিয়া তোমার শক্তিতে আমাদিগকে শক্তিময় কর, তাহা হইলে আবার আমরা কর্ম্মী হইয়া তোমার আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, তোমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি, তোমার চরণে কেবল এইমাত্র প্রার্থনা। কেননা জগতে কর্ম্মের সাধনাই উৎকৃষ্ট সাধনা। হতভাগ্য বঙ্গে কর্ম্মের সাধনা লোপ পাইয়াই এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। কর্ম্ম স্বরূপিণী! কর্ম্মের সাধনাতেই তোমার প্রকৃত সাধনা হয়। বঙ্গ সন্তান! যদি প্রকৃতই সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তবে কর্ম্মের সাধনায় বসিয়া যাও, আলস্য, বিলাস পরিত্যাগ করিয়া—হৃদয়মন্দির হইতে শয়তানের মূর্ত্তি বিতাড়িত করিয়া দেবতার স্থান কর, দেখিবে—তোমাদের কর্ম্মরূপিণী জননী তখনি কোলে তুলিয়া লইয়া অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিবেন। এই সাধনায় জাতি, ধর্ম্ম, দেশ বিদেশ নাই, যে কেহ কর্ম্মের সাধক, যে কেহ উদ্যোগী, যে কেহ পরিশ্রমী, যে কেহ নীতিবান সরল,—সেই কর্ম্মরূপিণী মায়ের করুণা লাভে সক্ষম হয়।

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব না।

তোমার যে অপার করুণা। তাই আবার কবির কথায় বলি :—

"তোমার বাতাস শীতল করে
মোর তপ্ত দেহ খানি ;
তোমার আকাশ ভুলায় মোরে
ওগো, কেন তা না জানি।
তোমার আগুন পাক ক'রে দেয়
খাওয়ার দ্রব্য যত,
তোমার আশীস্ জোরে কেড়ে নেয়
পাপ তাপ মনোগত।
আমি তোমার, সবই তোমার,
বলি যেন মন খুলে,
তার মাঝে আর 'আমি' 'আমার'
ভাবি না যেন ভুলে।
দে'খ্ ছ তুমি সকল সময়,
স্থির আঁখি তব মেলে,
বেঁধে রাখ্ গো এ দীনের হৃদয়
তোমার চরণ তলে।"

এস মা—তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আজ আমরা ধন্য হই।

সর্ষপ তৈলে সাংঘাতিক ভেঁজাল।

কলের তৈল খাইয়া বহুলোক উদরাময়, উদর বেদনা, বমি প্রভৃতি সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইতেছে, কোন কোন স্থলে মৃত্যুও ঘটিতেছে। খাঁটী সর্ষপতৈল ১৶০ প্রতিসের বিক্রয় হইয়া থাকে, কলের তৈলের মূল্য দুই এক আনা কম। এই সামান্য মূল্যের তারতম্যের জন্য কতকগুলি ব্যয়কুণ্ঠ অর্ব্বাচীন এই কলের তৈল খাইয়া মরণাপন্ন হইতেছে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের নিকটে এই সংবাদ পঁছছিয়াছে যে, সরিষার তৈলের সহিত পাকরা তৈল মিশাইয়া তাহা সরিষা তৈল নামে বিক্রয় করা হইতেছে। সরিষার তৈলের সহিত পাকরা তৈল মিশাইলে উহা অস্বাস্থ্যকর ও মানুষের পক্ষে অখাদ্য হয়। তাঁহারা সকলকে সতর্ক করিতেছেন যে, কেহ যেন ঐরূপ ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার না করে। যে সকল ব্যবসায়ী ঐরূপ ভেজাল সরিষার তৈলের ব্যবসায়ী, কর্পোরেশন তাহাদিগকে সাজা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। জনসাধারণ ও তৈলের কলের মালীকেরা এই দণ্ডদান কার্য্যে কর্পোরেসনকে সাহায্য করেন, করপোরেশন সে জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ডাক্তার এস, মুখার্জি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে সাংঘাতিক হাইড্রোসেনিক এসিড আছে। তিনি বিড়াল ও গিনি পিগকে খাইতে দিয়াছিলেন, উভয়েই মারা গিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে কুসুম বা পাকড়া বীজ কলিকাতায় আনিয়া তৈল প্রস্তুত করা হইতেছে এবং সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতায় নাকি ১৫ লক্ষ টাকার পাকড়া বীজ আমদানি করা হইয়াছে। যে ঐ তৈল খাইতেছে, তাহার দাস্ত, বমি হইতেছে। সাবধান, যদি কেহ ভেজাল তৈল বিক্রয় করে, তবে তাঁহাকে ধরাইয়া দিও। মফস্বলে যদি ঐ তৈল চালান হয়, তবে বঙ্গে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে পাকড়া গ্রেপ্তার করুন।

কলিকাতা করপোরেশন অবিলম্বে গুরু দণ্ড দ্বারা কিছুদিন ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিলে কতক পরিমাণে ভেজাল তৈলের প্রসার খর্ব্ব করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু অসহায় পল্লীরজন্য জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ যে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা সমুৎসুক রহিলাম। সহযোগী "মেদিনীপুর হিতৈষী" কি বলিতেছেন দেখুন :—

"এ বৎসর মেদিনীপুর অঞ্চলের বন হইতে প্রতিদিন হাজার হাজার মণ কুসুম বীজ মাড়োয়ারী মহাজনগণ চালান দিতেছে। কচড়া বীজও বহু হাজার মণ চালান গিয়াছে; তাহার ফলে তৈল নূতন রকমে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কুসুম, বনকরঞ্জাব ন্যায়, এক প্রকার তৈলময় পদার্থ। ইহা কুসুমলতার বীজ নহে। ইহা শাল, সেগুন, ভেলা প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের বীজ। ইহার তৈল বন অঞ্চলে প্রদীপে জ্বালার জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহা মাখিলে গা জ্বালা করে। তরকারীতে ব্যবহার করিলে ভোজনান্তে ভেদ-বমি হয়। তৈল দেখিতে সরিষা তৈলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। এই জন্য দোকানদারগণ উক্ত তৈলের সহিত ভেজাল দিতেছে। ইহা যে এক বিষম বিপত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কুসুম বীজের মণ কোন বৎসর দশ আনা বার আনার বেশী হয় নাই, এবৎসর মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ২৷৷০ টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ব্যবসায়-নেশামত্ত মাড়োয়ারীরা আবার এক প্রকারে বাঙ্গলার সর্ব্বনাশে মনোযোগী হইল। উপায় কি? বন অঞ্চলের লোক উক্ত তৈলের গুণ জানে, সেজন্য তাহারা রন্ধনকার্য্যে তাহা ব্যবহার করে না। কিন্তু মাড়োয়ারীদের কল্যাণে এইবার উহা সমুদয় বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে। তৈলের রং দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীবৃন্দ তাহা সরিষা তৈলের সহিত মিশাইয়া একটা বিভ্রাট বাধাইবে।" আমরা বলি, অবিলম্বে সদরস্থানের মিউনিসিপালিটী, জেলার বোর্ড এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ কঠোরনীতির দ্বারা এই ঘোর অনিষ্টকর ভেজাল শঙ্কট হইতে দেশের লোককে রক্ষা করুণ। দেশের লোকের কর্ত্তব্য, তৈলব্যবহারে কোনরূপ অসুস্থতা বোধ করিলে অবিলম্বে স্থানীয় পুলিস, থানা বা পঞ্চায়েতকে বা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিয়া তৈল এবং বিক্রেতাকে সঙ্গে সঙ্গে

গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া। ইহাতে চক্ষু লজ্জা বা খাতির করিতে যাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। দ্রব্যে ভেজালের জন্য অর্থদণ্ড এবং কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তবে প্রতারক পশু-সদৃশ দোকানদার ও ভেজাল ব্যবসায়ীদের চৈতন্য হইবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে ভদ্রলোকগণ সাধারণকে ভেজাল তৈলের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে অপরাধী ধৃত হইয়া দণ্ড পায়, তজ্জন্য পরিশ্রম করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করুন, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহা উপেক্ষা বিষয় নহে।

FAN MAKING IN JAPAN.

জাপানী পাখার কাজ।

জাপানে পাখা প্রস্তুতের কাজ একটী উল্লেখ যোগ্য শিল্প মধ্যে গণ্য। Mr. Consul Anneslay's "Commercial Report on Hiago and Osaka", যাহা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, ৩০০০০,০০০, কাগজের পাখা ঐ সকল বন্দর হইতে পৃথিবীর সভ্যনগর সমূহে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৯০০০০ ডলার অর্থাৎ আমাদের ৩৵০ হিসাবে এক এক ডলারের মূল্য ধরিলে ২৮১২৫০ টাকা। এক্ষণে জাপানের বাণিজ্যের এবং শিল্পের অবস্থার অসম্ভব উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই পাখার কাজ জাপানে এখন নিশ্চয়ই আরও অধিক হইয়াছে।

ওসাকাই "Ogi" বা মুড়িয়া ফেলা যায় এরূপ পাখা নির্ম্মাণের প্রধান স্থান এবং এই স্থান হইতেই Folding Fan or (Ogi) প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ওসাকায় বাঁসের রিড্ বা ছিলা গুলি প্রস্তুত হয় এবং এখান হইতে Keyoto কাইয়াটো নগরে যায় এবং সেখানে পাখার উপর কাগজ বা কাপড় প্রভৃতি বসাইয়া কারুকার্য্য হইয়া রপ্তানীর উপযোগী করা হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া এই পাখা প্রস্তুত হয়, এবং তাহার শ্রম বিভাগ কিরূপে করিয়া দেওয়া হয়, পাঠকগণ পাঠ করিলে অনেক শিখিতে ও আনন্দিত হইতে পারেন। সেই জন্য নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইল।

"Hiago News" (হীয়াগো নিউজ) নামক সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সারাংশ মাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

পাখার বাঁসের যে Rid অর্থাৎ ছিলা যাহা পাখায় ব্যবহৃত হয়, তাহা লোকে আপন আপন গৃহে প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং তাহাতে যে সকল খাঁজ এবং ছিদ্রাদি প্রভৃতি আবশ্যক, তাহা করিতে একজন বাঁসের কাযে পাকা লোকের হাতে দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণ স্ত্রী পুরুষ (Private people) আপন আপন গৃহে বাঁশের ছিলা প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত Finishing workman এর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহার পর ঐ সকল অভিজ্ঞ মিস্ত্রিগণ ঐ সকল সরু সরু অথচ পাতলা বাঁসের ছিলা গুলিকে একত্রে আঁটিয়া তাহার Handle বা হাতল প্রভৃতি দিয়া যাহা তাহাদের মজুরী, তাহা লইয়া যাহারা Designer অর্থাৎ চিত্র বিচিত্রের কার্য্য করে, তাহাদের হাতে ফেলিয়া দেয়। তাহারা আবার চিত্র বিচিত্র করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিয়া তুলে। পাখার রিড্ গুলিকে যখন সাধারণ লোকে প্রস্তুত করে, কারিগরগণ সেই বংশ বাখারি গুলিকে লইয়া যায়, এবং একটা চাপ দিবার কলের মধ্যে পুরিয়া খুব চাপ দিয়া রাখিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় কয়েক দিবস থাকিলে রিড্ অর্থাৎ ছিলা গুলি বেশ সোজা হইয়া থাকে। তাহার পর সেই গুলিকে সম পরিমাণে কাটিয়া সেগুলিতে ছিদ্র করা হয় এবং প্রথমে তার দ্বারা গাঁথিয়া লওয়া হয়। সমস্ত ছিলা গুলি গাঁথা হইলে পুনরায় পাখা খানিকে খুলিয়া মুড়িয়া দেখা হয় যে, ছিলাগুলি ঠিক যথাযৎ পর পর পড়িতেছে কিনা। তার দ্বারা গাঁথার পর ইহা অস্থায়ী পাখার মতই হইয়া দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় পাখা প্রসারিত করিয়া পুনরায় চাপ দিয়া রাখা হয়।

তাহার পর জাপানী কাগজ দ্বারা রিড্ বা ছিলাগুলিকে নিখুত ভাবে আটা দিয়া উভধারে আচ্ছাদিত করা হয় এবং শেষে নক্‌সার কাজ শেষ করিয়া উপরে ১ কোট বার্ণিস মাখাইয়া দিলেই কাজ শেষ হইয়া যায়।

জাপানী পাখার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৬ ইয়েন এদেশে জাপানী পাখা ৵১০, ৵০, ৶০, ॥০ মূল্যেরও বাজারে পাওয়া যায়। জাপানী পাখা যাহা ৵১০ পয়সায় মুরগী হাটা ও খেল্‌নার দোকানে পাওয়া যায়, তাহার মজুরী ও খরচা এবং লাভ দেখিতে গেলে আমাদের মনে হয়, ৵১০ পয়সায় পাখা, ইহা সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে, প্রস্তুত কারকগণের বোধ হয় কিছু ইহাতে লাভ থাকে না। কিন্তু তাহা নহে। কনসল আনেসল্লী তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন, ফিলাডেল্‌ফিয়া একজিবিসনের জন্য একবার জাপানী পাখার ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ৮০০০০০ আট লক্ষ জাপানী পাখার মায় খরচা সমেৎ ৫০০০০ ডলার মূল্য পড়িয়াছিল। এ পাখাও অবশ্য খুব ভালই ছিল।

বর্ত্তমানে জাপানী পাখার অন্য অন্য দেশে খুব বেশী রপ্তানী হইতেছে, পাখা বিক্রয়ে জাপানীদের আয়ও খুব বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭৫ সালের পূর্ব্বে জাপানে সমস্ত বৎসরে মাত্র ১০০০০ হাজার পাখা বিক্রয় হইত।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১॥০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

জাপানী পাখার এত সুলভ মূল্য হইবার কারণ, জাপানী গৃহস্থ লোকে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারার পর অলস বসিয়া থাকে না। বিশ্রাম সময়ে বাড়ীর ছেলে মেয়ে লইয়া এইরূপ বহু শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে, এবং তাহা দ্বারা অর্থ স্বাচ্ছল্য করিয়া লয়। ভারতের বিশেষ বাঙ্গালার মত অলস দেশ জগতে অতি কম। জাপানে বিশ্রাম সময়ে অসংখ্য নর নারী প্রচুর পাখা প্রস্তুত করে বলিয়া মজুরী অতি সামান্য পড়িয়া থাকে এবং তাহাদের প্রচুর কাট্‌তি হয় বলিয়া লাভও হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অতি জঘন্য তালের পাখাও ১০, /০ মূল্যে পাওয়া যায় না। কতকগুলি এদেশের ইতর লোক আছে, যাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণায় আমরা নাসিকা কুঞ্চন করি, তাহারা চাস না করিলে, কতক কতক ঐরূপ জিনিষ প্রস্তুত না করিলে সুখ স্বচ্ছন্দতায় মুখই দেখিতে পাইতাম না। আমাদের দেশের কোন অর্থবান লোকে এই শ্রেণীর কারিগর—নানা স্থানে স্থানে এখনও আছে, তাহাদিগকে সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়া এই সকল শিল্পরক্ষা করিতে যত্নশীল হইতে দেখিলাম না। দেশের ডোমরাও নিজের জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া লোকের বাড়ীতে জন মজুরের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। ক্রমে এই সকল শিল্পও লোপ পাইবে। এদেশে তাল গাছও যথেষ্ট, তালের পাখা জাপানী আদর্শে করিয়া নানা স্থানে রপ্তানী করাও অসম্ভব নহে। বাঙ্গালায় চিত্র বিচিত্র করা বড় বড় পাখা তখন রাজা রাজড়াগণও ব্যবহার করিতেন। ক্রমেই সমস্ত লোপ পাইতেছে। জাপানীরা এখন বহু লক্ষ টাকার পাখাই বৎসরে বিক্রয় হইয়া থাকে। উন্নতিশীল জাতি, না হইবে কেন ?

SUGAR MANUFACTURING IN SMALL SCALE.

ছোট রকম চিনির কারখানা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে আমরা দেখাইয়াছি যে, আমাদের দেশীয় উপায়ে চিনি প্রস্তুত অপেক্ষা কলে প্রস্তুতের সুবিধা অনেক। আজ আমরা নিম্নে একটা ২৬ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট চিনির কলের ফেব্রুয়ারী মাসে কত কাজ করিয়া কিরূপ ফলাফল হইয়াছিল, তাহাই দেখাইব।

ব্যয়।

৫০ মন গুড় কৃষকদের
নিকট খরিদ করিতে
টাকায় ১৩।০ সের হিঃ——————১৫১৲
ওজন, গুদামভাড়া, গাড়ী ভাড়া
ইত্যাদি দরুণ——————৭৸০
কলের মজুরদের মাহিনা——————৫৲
মাতগুড়কে গুড়ে পরিণত
করিবার কারণ——————১৲
ঐ কাজ করিতে ২টা
মজুরের বেতন।০ হিঃ——————॥০

মোট খরচ—১৬৫।০

আয়।

২০ মণ শুষ্ক দানাদার চিনি
৬৵৫ মণ হিঃ——————১২২৸৴০
চিনি প্রস্তুত করিতে যে মাৎ
বাহির হয় ২॥৵৮ হিঃ——————৫৩৷৴৫

মোট——————১৭৬৵৫
বাদ খরচ——————১৬৫।০

লাভ——————১০৸৵৫

উপরোক্ত এষ্টিমেট ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একটা কলের আয় হইতে দেখান হইল। বর্ত্তমান সময়ে গুড়ের মূল্যাদি অবশ্য অধিক। ইহা হইতে একটা ধারণা হইবার জন্যই এই হিসাবটা দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ফেব্রুয়ারী মাসে দিন ছোট থাকে, কিন্তু দিন বড় হইলে ইহাপেক্ষা দৈনিক চিনি প্রস্তুতের খরচা নিশ্চয়ই কম পড়ে।

আরও একটা লাভ, ইহাতে যে মাত গুড় বাহির হয় তাহা খাইতে সুস্বাদ, গাজিয়া উঠে না। ইহাকে জ্বাল দিয়া আবার গুড়ে পরিণত করা হইয়া থাকে। সে গুড়ও পরিষ্কার হয়। আমাদের দেশীয় প্রণালীতে চিনি প্রস্তুতে যে সময় লাগে, তাহার সহিত তুলনা করিলে অনুপাত ১ ও ৪৫ হয় অর্থাৎ ১০০ মণ চিনি প্রস্তুত করিতে দেশীয় প্রথায় যেখানে ৪৫ দিন লাগে, কলে প্রস্তুত করিতে সেস্থলে ১ দিন মাত্র লাগিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেশীয় প্রথায় যে পরিমাণ জ্বালানী কাষ্ঠের আবশ্যক, কলে তাহার সহিত তুলনা অনেক কম লাগিয়া থাকে। আরও একটা সুবিধা, দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুতে যে মাৎ বাহির হয়, তাহা অব্যবহার্য্য—খাওয়া চলে না। কেবল তামাক করিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু কলে যে মাৎ বাহির হয়, তাহা হইতে পুনর্ব্বার গুড় করা হয় এবং সে গুড় সুখাদ্য হইয়া থাকে।

উপরে যে কলের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের মূলধন অল্প তাহারা অনায়াসে অল্প ব্যয়ে এই চিনি প্রস্তুত কার্য্যে টাকা ন্যস্ত করিয়া ক্ষুদ্র প্রকারের চিনির কারখানা চালাইতে পারেন। *

* The Machine can be had from Messrs. Manlone Alliot & Co. Nottingham, England. Messrs. Joseph & Co., Calcutta, have a similar machine and also a new improved self balancing centrifugal drier intended for the use of per

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

sons requiring only single machine instead of sets, or batteries suitable for use in factories, where only a small quantity of materials to be treated. The particulars can be had from Messrs Joseph & Co. Ld., Barn & Co., Calcutta.

Notes of Interest.
আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।
বাজারে জর্ম্মণীর মাল।

আবার চলিবে।

জাহাজের রাস্তা আবার খুলিল।

লণ্ডন সহরের ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পি এণ্ড ও কোম্পানী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ওয়েল লাইন এই তিন জাহাজ কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা জর্ম্মণীর অন্তর্গত হামবার্গ, ব্রিটেন এবং বেলজিয়মের এণ্টোয়ার্পে জাহাজ চালাইবেন। প্রথম দুইটী কোম্পানী ভারতবর্ষ এবং পারস্য উপসাগর এবং ওয়েল লাইন কলম্বো, মান্দ্রাজ এবং কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিবে।

শীতের প্রথমে যখন কালিপোকার উপদ্রব হইবে, তখন এক গামলা জলের মাঝখানে একটা জলন্ত বাতি বসাইয়া রাখিবেন। আলো দেখিয়া কালি-পোকারা গামলার কাছে যাইবে এবং বল, বাহুল্য—জলে ডুবিয়া পতঙ্গ-লীলা সংবরণ করিবে।

*

শীতকালে রাত্রে যদি বিশেষ ঠাণ্ডা পড়ে এবং বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়াও বিশেষ সোয়াস্তি বোধ না হয়, তবে লেপের ওয়াড়ের ভিতরে একখানি কাগজ ছড়াইয়া পুরিয়া দিবেন। হাড়-ভাঙ্গা শীতের রাত্রে পথ চলিবার সময়ে ঠকঠক্ করিয়া কাঁপুনি আসিলে, গায়ের জামার তলায় বুকের উপরে বেশ করিয়া একখানি খবরের কাগজ ছড়াইয়া দিবেন। খবরের কাগজের কাছে দুষ্ট শীত দস্তুরমত জব্দ হইয়া যায়।

পার্লামেণ্টের 'হাউস অফ কমন্সে হাততালি নিষিদ্ধ।

* * *

মাদী কুকুর প্রায়ই পাগল হয় না। পাগল হয় মদ্দা কুকুর।

* * *

সারাগোটা সমুদ্রের আগাছা এতবেশী ঘন যে, তাহাতে বৃহত্তম জাহাজ চালনাতেও বাধা উপস্থিত হয়।

* * *

খালি আকগাছ হইতে নয়—এমন ১৯০টি বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে। যাহাদের ভিতর হইতে চিনি পাওয়া যায়।

* * *

বজ্রের বর্ণবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। যেমন সাদার চেয়ে কালো রঙের কোন-কিছুর উপরেই বাজ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী। হিন্দুস্থান।

Medical.

COCKROACH UTILEZED.

আরসোলাও অকেজো নয়।

আরসোলা আমাদের দেশে অতি ঘৃণিত এবং অনিষ্টকারী জীব বলিয়া সকলেই আরসোলার উপর বিরক্ত। কিন্তু এই আরসোলা অবস্থা বিশেষে মানবের জীবনরক্ষক রূপে আজ পরিচিত হইতেছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবই অনর্থক নহে। আরসোলাকে ইংরাজীতে বলে কক্‌রোচ, লাটীন ভাষায় Blatta Orientalis.

রুসিয়া দেশে এই আরসোলা ড্রপসী বা শোথের অতি প্রিয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত "is a favourite popular remedy for Dropsy."

The year book of facts.

সেণ্টপিটার্সবর্গের প্রসিদ্ধ ডাক্তার পি, বগোমলো (Dr P. Bogomolow) ইহা বহুমূত্র হৃদরোগ, এবং শোথরোগে প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্যরূপ সুফল পাইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক Blatta Orientalis হাঁপানী রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ডাঃ বগোমোলো বলেন, ইহা ব্যবহার করাইয়া ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া শোথ আরোগ্য হইয়াছিল।

"There was increase in the secretion of urine and perspiration with rapid disappearance of Œdema and also almost complete disappearance from the urine of albumen and renal derivatives. The dose was 5 to 10 grains of the powdered cock-croaches in the 24 hours. But they have also administered as Tinture and as an infusion' অর্থাৎ আরসোলাকে চূর্ণ করিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ দ্বারা ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া শোথ এবং প্রস্রাবের সহিত আলবুমেন বা শ্বেতসার অন্তর্হিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ছিল।

ইহা টিংচার, এবং ইন্‌ফিউজন রূপেও

ব্যবহার হইতে পারে। Bostom Journal of Chemistry বলেন যে, কান্থারাইডিসের মত ইহা মুত্র যন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করে না। ডাক্তার বগোমোলো এই আরসোলা হইতে এক প্রকার সারাংস প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার "Anti-hydropin" নাম দিয়াছেন, which is their (cockroaches) active principle.

কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যগুণ মধ্যে আরসোলার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কোন কবিরাজ এ সম্বন্ধে আরসোলার আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রকাশ করিলে আমরা "কাজের লোকে" তাহা সাদরে প্রকাশ করিতাম।

আমরা শুনিয়াছি, চীনেরা আরসোলা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহ দেখিলে বোধ হয় না যে, ইহাদের মধ্যে প্রস্রাবের পীড়া বা উদরোগ আছে।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

মহাশয়! নস্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অকটোবর মাসের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বিশেষ বাধিত করিবেন! হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় কি কি কাজ করা যাইতে পারে? সোপ প্রস্তুত প্রণালী অন্ততঃ কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী "কাজের লোকের" অকটোবর সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন ইত্যাদি। জে, এন, মুখার্জ্জী।
লাহোর।

উত্তর। নস্য প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতা তামাক চুর্ণ করিয়া তাহাতে অতি সামান্য চুণ, ঘৃত, আতর দিয়া একপ্রকার নস্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু আজকাল বাজারে পরিমল মাকোভা প্রভৃতি যে সকল নস্য বিক্রয় হইতেছে, আমরা তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমরা চেষ্টা করিয়া ভাল নস্যের প্রস্তুত প্রণালী যদি সংগ্রহ করিতে পারি, অতি অবশ্যই তাহা "কাজের লোকে,, প্রকাশ করিব।

২। সাবান প্রস্তুত প্রণালী সহজ কাজ ইহাতে কল কারখানা, অভিজ্ঞ (Expert) আবশ্যক। সেইজন্য সাবান প্রস্তুত প্রণালী আমরা "কাজের লোকে,, প্রকাশ করি নাই। তবে বারসোপকে কেমন করিয়া সুগন্ধ সাবানে পরিণত করিতে হয়, তাহা "কাজের লোকে, কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিত ভাবে ১৯১২ সালের "কাজের লোকে,, প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়া আমাদের সংকীর্ণ স্থান ও সময় নষ্ট করিতে আমরা একান্তই অক্ষম।

মধ্যে মধ্যে "কাজের লোকে,, গল্প ও অন্যান্য বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক আছেন, তাঁহারা আবার এক ঘেয়ে কাজের কথাতেই সন্তুষ্ট নহেন। সকলের মনোরঞ্জনও আমাদের একটা লক্ষ্য বটে। "কাজের লোকে,, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও চিকিৎসাদি বিষয়ক বহু বিষয়ের আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ণ কাজের লোক হইতে হইলে উপরোক্ত সর্ব্ব বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভও আবশ্যক বটে। যথাসাধ্য কাজের কথাই অধিক দিবার আমরা চেষ্টা করি, আমরা সে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই চলিতেছি। ফল সংরক্ষণ প্রণালী সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিবেন। ১৯১৮ সালেও এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় কি কাজ করা যায়।

আমাদের জনৈক গ্রাহক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ১০০০৲ মাত্র মূলধন লইয়া কি কারবার করা যায়। আজকালের বাজারে হাজার টাকা মূলধন লইয়া যে কি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা বলা বিষম সমস্যার কথা সন্দেহ নাই। আমরা যে সঙ্কেৎ দিব, তাহাই যে অভ্রান্ত, এরূপ বলিতে সাহস হয় না। তবে অনেকে হাজার টাকার কম মূলধন লইয়াও যে সকল কাজে লাগিয়াছেন এবং তাহারা যেরূপ কাজ চালাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা চাকুরী অপেক্ষা ভাল এবং সুদী কারবার অপেক্ষাও ভাল। হাজার টাকা সুদে খাটাইলে শতকরা ৷৶০ ৮০ সুদ মাসে পাওয়া যায় মাত্র। ১০০০৲ মূলধন লইয়া অনেকে মুদীখানার কারবারও করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও বলেন যে, কারবারে বিশেষ লাভ হয় না। কারণ অনেক জিনিস অপচয় হয়, বাজার উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে, চুরি চামারী আছে। আধুনিক কাজের মধ্যে ১০০০৲ টাকা মূলধনে Mail Order Business একটা উল্লেখ যোগ্য, ডাকে কতকগুলি বাছাই জিনিস মফঃস্বলে পাঠানর কাজ। আমেরিকায় এই মেল অর্ডার কারবার বহু নরনারীতেও করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। বিজ্ঞাপন দিয়া পেটেন্ট ঔষধের কাজও মন্দ নহে। অনেকে এই কার্য্য করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন। ইহাও মেল অর্ডার কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ও অনুরূপ।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ক্যানভাষিংএর কাজও সুন্দর। হাজার টাকা অপেক্ষাও কম ব্যয়ে গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া এই কাজ করিতে নামিতেও পারা যায়। ক্যানভাষিং এবং দালালী কার্য্যে ঐ গাড়ী ঘোড়ারই ব্যয়। নিত্যই এইকার্য্যে বাহির হইলে ক্রমে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। কাজের লোক ১৯০৯ সালে কানভাষিং শিক্ষা অবশ্য পাঠ্য প্রবন্ধ।

হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতা Sale অর্থাৎ মেকিঞ্জি লয়েল প্রভৃতির নিলামে কাঠ কাঠড়া প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পুরাতন "Furniture Shop করিয়াও মন্দ কাজ চলে না।

পুরাতন এবং নূতন পুস্তকের দোকান করাও মন্দ নহে। ১০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া দোকান করিলে কমিশন সেলে বিক্রয়ার্থ গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে অনেক পুস্তকাদি পাওয়া যায়, এবং অবিলম্বে বিনাব্যয়ে ষ্টক্ বাড়িয়া উঠে। কমিশনেও লাভ হয়।

হাজার টাকা মূলধন লইয়া খুব বড় দোকান লোকজন রাখিয়া কাজ করা চলে না। নিজের চেষ্টায় Self-Canvassing দ্বারা মাল কাটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। মাসে ৫০।৬০৲ টাকা হইতে ১০০৲ লাভ হইতে পারে। বহ্বাড়ম্বড়শূন্য হইয়া ঘরে বসিয়া কাজ করিতে Mail order Business বাস্তবিকই একটী সুন্দর কাজ। আমরা হাতে কলমে এ কার্য্য বহুদিন করিয়াছিলাম, এবং আমাদের অভিজ্ঞতার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের প্রদর্শিত পন্থায় যাঁহারা কাজ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও ইহা লাভজনক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। আমাদের সেই পুস্তকের নাম "Secret of anew trade," তাহা এখন আর পাওয়া যায় না, শীঘ্রই পুনর্মুদ্রিত হইবে। শিক্ষিত পরিশ্রমী লোকে ঘরে বসিয়া কেবল বিজ্ঞাপন দিয়া এই কার্য্য দ্বারা মাসিক ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। আমরা সাদরে আমাদের পাঠক ও গ্রাহকমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছি যে, যে কেহ ১০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া কি কার্য্য করা যায়, তাহার সঙ্কেৎ "কাজের লোকে" প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন, আমরা তাহা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিব এবং যাহার প্রবন্ধ ভাল হইবে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটী রৌপ্য পদক উপহার ও তৎসঙ্গে "কাজের লোক" যে কোন বৎসরের এক ভলিউম উপহার দিব। আশা করি, আমাদের পাঠকগণ আপনাপন মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিবেন না।

কাঃ সঃ।

সাবানের কথা।

অনেকে সাবান প্রস্তুতের কথা আমাদিগকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু সাবান প্রস্তুতের কারখানা অনেক মূলধন সাপেক্ষ কাজ। কল কারখানা কারিকর আবশ্যক। মফঃস্বলবাসীগণ ইহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ সাবান প্রস্তুতের কারখানা এক, এবং সাধারণ সাবানের কারখানা অন্য। ঘরে যদি নিতান্তই কোন সুবাসিত সাবান প্রস্তুত করিবার বাসনাই কাহারও হয়, তাহা হইলে এক কাজ করিতে পারেন। সাদা বারসোপকে কাটিয়া উত্তপ্ত গরম জলে ফুটাইলে গলিয়া নরম হইয়া যাইবে। যত সাবান, জল তাহার সিকি পরিমাণ। জলে গলাইয়া ক্রিমের মত করিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গ্লিসরিণ ও সুগন্ধ দ্রব্য যথা—অটো অফ রোজ, জেসমিন বা গোলাপী আতর দিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া জমিলেই সাবান হইবে। ইহা "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী রামতীর্থের উপদেশ।

(১) ধন্য তারা, যারা সংবাদ পত্র দেখে না, কারণ তারা প্রকৃতি দেখে এবং প্রকৃতি হ'তে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করে।

(২) প্রকৃত ভালবাসা সূর্য্যের ন্যায় আত্মাকে প্রসারিত করে, কিন্তু মোহ হিমানীর ন্যায় আত্মাকে সঙ্কুচিত করিয়া জমাইয়া দেয়।

(৩) যাহাকে হৃদয় মনে কুৎসিৎ বিবেচনা কর, তাহাকে কখনই ভালবাসিতে পার না; কারণ ভালবাসা মানে সৌন্দর্য্য দর্শন করা।

(৪) প্রকৃত শিক্ষা মানে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে (নিরপেক্ষ ভাবে) বিশ্বদর্শন করা।

(৫) জ্ঞান ও বিদ্যা এক নহে। বিদ্যা পেছু দেখে—অতীতের বিষয়; জ্ঞান সম্মুখে দেখে—ভবিষ্যতের দিকে।

(৬) ঈশ্বরের উপলব্ধি ও দর্শনের জন্য বস্তুতঃ কিছু করিবার আবশ্যক নাই, কেবল কর্ম্মের শৃঙ্খল যাহা পরিয়া রহিয়াছ, ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহা হইলেই সব হইবে।

(৭) জগজ্জাল ছিন্ন করিতে যত্ন করা সকলের প্রয়োজন। প্রেম, ঘৃণা, বাসনা, কামনাদি জগতের বন্ধন। এই শৃঙ্খলে সকলেই আবদ্ধ। পাশবদ্ধ জীব, এই জন্য প্রভুকে দেখিতে পায় না। বাসনাদি বন্ধনে আবদ্ধ জীবের ইহাই কারাগার।

(৮) সত্যাভিমান বল ও বিজয় আনয়ন করে; কিন্তু দেহাভিমান, ব্রহ্মজ্ঞানী ও সন্ন্যাসীকেও চণ্ডালে নমিত করে।

(৯) স্ত্রী, বালক ও শূদ্র ইহারাই জাতীয়

মহাবৃক্ষের মূল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের উচ্চশিক্ষা ও যত্নের প্রতি আমরা ঔদাসীন্য প্রকাশ করি। যাহারা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতি নামে অভিহিত, তাহারাই এই বৃক্ষের সুন্দর ফল। আমাদের কেবল এই ফলগুলিকে বৃক্ষোপরি রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত সময় নষ্ট করা উচিত নহে, বরং মূলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ও ইহাকে বিদ্যারূপী আহারে ও জ্ঞানবারি সিঞ্চনে পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন।

(১০) হে প্রিয় সংস্কারক! তুমি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোমত কার্য্য করিয়া বিজয়োল্লাসে ক্ষণিকের তরে স্ফীত ও উল্লাসিত হও; কিন্তু মনে রাখিও 'সত্য' দারিদ্র, বালক ও স্ত্রীর মধ্য হইতে প্রকাশিত হইবে।

(১১) কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে বা তজ্জন্য দণ্ড দিলে, সেই কার্য্য করিতে ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়।

(১২) নৈতিক বিধিনিষেধে আধ্যাত্মিক দৈন্যতা বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশের বায়ুগ্রস্ত নৈতিক উপদেষ্টাগণ স্বয়ং বাস্তব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং অপরকেও শিক্ষা দিতে উৎসুক নহেন। সর্ব্বদা 'উহা করিওনা' 'উহা করিওনা' বলিলে মনুষ্যত্ব লোপ হইয়া যায়। বাধাপ্রাপ্ত ঘোড়া যেরূপ অশ্বারোহীকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ নৈতিক হুকুমে মানুষ পশুত্বে নামিত হয়।

শ্রীরাধাচরণ সেন।

বিবেক বাণী।

একের পিঠে শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু এক শূন্য মুছে ফেল্লে শূন্যের কোন মূল্য নাই। সেইরূপ ঈশ্বরকে প্রথমে লাভ করে অপরাপর কাজ কর, সে সমস্ত সার্থক হবে। যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তাহ'লে সকলই অনর্থক। রামকৃষ্ণ দেব।

Seek ye first the kingdom of heaven and all other things will be added unto you.—*New Testament.*

চকমকির পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলে তার আগুন নষ্ট হয় না। তুলে লোহার ঘা মারবামাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত সংসারে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি নষ্ট হয় না, ভগবৎ কথা হলেই সে উন্মত্ত হয়।

ভিজে দেশালাই হাজার ঘষলে জ্বলে না, কেবল ধোঁয়া উঠে, কিন্তু শুকনো দেশালাই ঘসবামাত্রই দপ করে জ্বলে উঠে। ভক্ত শুকনো দেশালাই, হরিকথা শোনা মাত্রই তার প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠে। কিন্তু কামিনী কাঞ্চনাসক্ত মানুষের প্রাণ, ভিজে দেশালাই, হাজার ঈশ্বর প্রসঙ্গেও উদ্ধ হয় না।

বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপলে গঙ্গাস্নান তীর্থে গেলে কি হবে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা বেরিয়ে পড়বেই। কত আবোল থাবোল বকে, হয়ত বিকারের খেয়ালে হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠলো!

টিয়া পাখী সহজ বেলায় রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধল্লে কৃষ্ণ নাম ভুলে নিজের বুলি বেরোয়—ক্যা ক্যা করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

"লাজন লাগত আপুকো
ধোরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ অয়সে প্রেম কো
কথা কহৌ মে নাথ।
অস্থি চর্ম্ম ময় দেহ মম,
তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জৌ শ্রীরাম সহ,
হোত ন তত্ত্ব ভব প্রতি।"

তুলসী দাসের স্ত্রীর নাম রত্নাবলী। তিনি তাঁর স্বামীকে সমাগত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

"হে স্বামীন! আমার এই অস্থি চর্ম্ম মাংস শোনিত নির্ম্মিত অনিত্য শরীরের প্রতি যে পরিমাণে তোমার প্রীতি, স্নেহ প্রেম, যদি সে পরিমাণ ঐ স্নেহ প্রেম ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি থাকিত, তাহা হইলে ইহলোক এবং পরলোকে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইতে। স্ত্রীর ঐ একমাত্র কথায় তুলসী দাসের চৈতন্য হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া ৺ কাশীধামে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিন হইতেই তিনি বুঝিলেন ত্যাগেই আত্মার সুখ, তাই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইবার জন্য কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

অন্ন ও বস্ত্র শঙ্কট।

এই মহাপূজার অন্ন বস্ত্র উভয়ই অতি আবশ্যকীয় উপকরণ, কিন্তু এই দুইটী অপরিহার্য্য সামগ্রীর আজ অগ্নিমূল্য—এত আন্দোলনে, এত অনুসন্ধানে, এত গবেষণায় কোন ফলই হইল না। রাক্ষস সদৃশ ব্যবসাদারদের নির্দ্দয়তায়—দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। মান সম্ভ্রম রক্ষার উপায় নাই। চাউল একমণ ১৩॥০, একজোড়া কাপড় কিনিতে প্রায় ৭৲ টাকা আবশ্যক।

কাপড় মাড়য়ারী মহাশয়দের হাতে, ধান্য তৈল ঘৃতও এখন ইহাদেরই হাতে পড়িয়াছে। ইহারা যুদ্ধের সময় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

অত্যধিক মূল্যে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বড় বড় ষ্টেট জমী জায়গা কিনিতেছে---প্রচুর অর্থ বলে সকল প্রদেশের অন্ন এক চেটিয়া করিয়া লইয়া যদৃচ্ছা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালীকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে। সেদিন ইংলিশম্যান পত্রে পড়িলাম, সাহেব পাড়ার বহুস্থলে অতিউচ্চ মূল্যে ইহারা বাড়ী খরিদ করিতেছে। ইহারা এইরূপ করাতে বাড়ীর ভাড়াও অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে সন্দেহ নাই।

ইহারা পল্লীগ্রামে নওয়ালীর মুখে ধান্য এবং অপরাপর শস্য খরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিতেছে। টাকার জোরে ইহারা বাঙ্গালীর অন্নে ধূলা দিতে সক্ষম হইতেছে, এখন এ সঙ্কটের উপায় কি? বাঙ্গালী অর্থহীন নিষ্কর্মা, বিলাসী, দেনা করিয়াও মটর চড়িয়া বেড়াইবে মাত্র।

বাঙ্গালীর বিষয় বুদ্ধি নাই, সহানুভূতি নাই। ইহারা স্বজাতি পোষক, চাদা করিয়া স্বজাতিকে মূলধন দিয়া দুই দিনে তাহাকে ব্যবসায়ী করিয়া তুলিবে। বাঙ্গালী এইবার গেল। বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ হইতে বসিল। বাঙ্গালার শ্রমজীবি খাইতে পায় না, কিন্তু যত হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল উড়িয়ায় বাঙ্গালার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে দেখিয়া নিঃশব্দে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরতরে শায়িত হইতেছে। আমাদের অন্ন বস্ত্রের উপায় কি? বাঙ্গালী ভিন্ন এমন পরমুখাপেক্ষী জাতি দুনিয়ায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহারা ব্যবসায় বুদ্ধিতে অদ্ভুত, ব্যবসায় বুদ্ধিতে অদ্ভুত। ব্যবসার দ্বারা ধনে, অর্থ বলে বলীয়ান। ইহারা নিজেরা বিশুদ্ধ দ্রব্য খাইবে। তৈল ঘৃত সমস্তই ইহারা বিশুদ্ধ খায়, নিজেদের জন্য রাখে। একটা ঘৃতের হুজুক তুলিয়া প্রায়শ্চিত্ত হইল, জরিমানা হইল, তাঁহারপর যেমনকার ভেজাল ঘৃত সেইরূপ চলিতে লাগিল। মাঝে হইতে যে ঘৃত আগে ৩০৲ ৪০৲ টাকা মোন বিক্রয় হইত, তাহাই এখন ৯০৲ ৯৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর জীবনে ইহাদের মমতা হইতে পারে না। তাই তৈল ঘৃত সমস্ত দ্রব্যে ভেজাল, ভেজালে দেশ পরিপূর্ণ। অথচ মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগে বাঙ্গালী ডাক্তার, বাঙ্গালী পরীক্ষক। কিন্তু রূপচাঁদের অপার মহিমা, চাঁদির মহিমায় সব ঠাণ্ডা এবং অন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিকারের আর উপায় নাই। এই খাদ্য এবং বস্ত্র শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ঘরে ঘরে চরকা, দেশে তুলার চাষের পুন প্রচলন প্রভৃতি উপায় করাতো আবশ্যক, কিন্তু এদেশের কাজে তো কেহ কিছু করিবে না, শুদ্ধ কাগজে কলমে, বক্তৃতায় গবেষণায় শেষ। এমন জাতি পরমুখাপেক্ষী না হইয়াই যাইতে পারে না। এদিকে মার দেওয়া মোটা কাপড়ের গান করিয়া বেড়াইবে---কিন্তু বিলাতি সুক্ষ্ম বস্ত্র না পাইলে মরিয়া যাইবে? সুতরাং সঙ্কটের সময় কান্দিলে চলিবে কেন? কবে বাঙ্গালার চক্ষু ফুটিবে? এমন অধঃপতিত জাতি কেহ কোথাও দেখিয়াছে কি? ধিক আমাদের শিক্ষায়---ধিক সভ্যতায়। দিন দিন দেশের পরিণাম ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী অর্থের সদ্ব্যবহার জানে না, কেমন করিয়া অর্থকে খাটাইয়া লইতে হয়, তাহাও শিখে নাই। এই জন্যই এত দুর্দ্দশা। বাঙ্গালীর শ্রম গেল---শিল্প গেল, কৃষি বিপন্ন---বাঙ্গালীর ব্যবসায় জমী জোত আজ পরদেশীর কবলিত হইতে চলিল, ইহার পর বাঙ্গালীর ভবিষ্যত হইবে কি?

মাড়য়ারীদের দোষ কি? তাহারা ব্যবসা করিতে আসিয়াছে---পরদেশী বঁধুয়া আর তোমরা যদি ঘুমাও, তবে তোমাদের ঘর সংসার যদি কেহ লুটিয়া লইয়া যায়; তাহা হইলে সে দোষ অপরকে দেওয়া যায় না।

শোক সংবাদ।

৺অমৃতলাল সরকার।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের একমাত্র পুত্র, তাঁহার বিজ্ঞান সভার সম্পাদক ও পরিচালক অমৃতলাল সরকার ২১শে ভাদ্র রবিবার অতি প্রত্যুষে হৃদরোগে হঠাৎ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। অমৃতলাল অতি শান্ত ও শিষ্টাচারী পুরুষ ছিলেন, পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় রাখিতে তিনি কখনই কোনরূপ কৃপণতা করিতেন না; অতি ধীর এবং স্থির ভাবে চলিয়া তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভা-টিকে এতকাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। অমৃতলাল এজীবনে অনেকগুলি শোক পাইয়া-ছিলেন, তাঁহার হৃদরোগ যে হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! ইদানীং তাঁহার সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রলালের জীবনের কীর্ত্তি তাঁহার বিজ্ঞান সভা, এতদিন তাঁহার যোগ্যপুত্র অমৃতলাল উহাকে রক্ষা করিতেছিলেন; এইবার দেশের মনীষী সকল এ ভার গ্রহন করুণ, বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন---ইহাই আমাদের সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

কবিরাজ ৺নগেন্দ্রনাথ সেন

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন আর এজগতে নাই। মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে তিনি কোথায় মফঃস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাত হওয়ায় তিনি কত কথাই কহিলেন। অকস্মাৎ তিনি যে এরূপে সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই নবেম্বর রাত্রি ১১টার পর অকস্মাৎ নগেন্দ্রনাথ হৃদরোগে লোকান্তরিত

হইয়াছেন। ১৮৮৫ সালের ২৯শে মে তাঁহার জন্ম হয়। ঠিক ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এ মৃত্যু তাঁহার অকাল মৃত্যু সন্দেহ নাই।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান জেলার কালনার বিখ্যাত কবিরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবিরাজ বিনোদলাল সেন কবিরাজের ইনি কনিষ্ঠ ছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ইঁহার সহিত আমরা বিশেষঃ পরিচিত ছিলাম। তাঁহার হৃদয় অধ্যবসায়, দয়া দাক্ষিণ্য, সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিল। তিনি বহু অনাথ, আতুর, অসহায়ের সহায় ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ যথারীতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং ক্যাম্বেলে পাঠ করিয়া একাধারে ডাক্তার ও কবিরাজ হইয়াছিলেন। একাধারে ব্যবসায় বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় একত্রিত হইলে যাহা হয়, নগেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল, এই প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি লইয়া তিনি কবিরাজী ব্যবসায়ে নামিয়া ছিলেন। অনেক বিলাতি, আমেরিকান এবং ফ্রান্স দেশীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশন প্রভৃতির মেম্বর হইয়াছিলেন, তিনি কয়েক বৎসরে লক্ষপতি হইতে পারিয়া ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের হৃদয় উন্নত ছিল, তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ২টী পুত্র এবং ৬টী কন্যা রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমরা কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, পুত্রদুইটী পিতার ব্যবসায় রক্ষা করিয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট সৎপথে থাকিয়া পিতার ন্যায় উন্নতি লাভ করুন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মুস্কিল আসান।

(গল্প)

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী মেসের দ্বিতল কক্ষে গবাক্ষের সম্মুখে আরাম কেদারায় বসিয়া একটী আফিস বেশে সজ্জিত বাবু 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পড়িতেছেন এবং একএকবার সতৃষ্ণনয়নে পথের দিকে চাহিতেছেন। বাবুটীর নাম বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স বছর ত্রিশের অধিক নহে। চেহারা নিতান্ত মন্দ নহে, বেশ লালিত্য আছে। বিভূতি বাবুর উৎকণ্ঠা মাখা পথের দিকে চাহনিতে অনুমান হয়, তিনি কাহার বা কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, তবু কেহ আসিল না। নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। "না আর ত অপেক্ষা করা চলে না, আফিস যাওয়া যাক্" বলিয়া কাগজ রাখিয়া উঠিলেন এবং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই নীতির অনুসরণে বুঝি আবার উদ্বিগ্ন নয়নে পথের দিকে লক্ষ্য করিলেন। এবার যেন তাঁকে একটু প্রফুল্ল বোধ হইল। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন এবং অনতিপরে একখানি লেফাফা হস্তে পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেফাফা মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন :—

"অমৃত নগর"। ২৯।৫।২৬

প্রিয়তম!

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূজার ছুটীর আর বড় বেশী দেরী নাই। তোমার শুভাগমন বোধ হয় শীঘ্র হইতেছে, সেই জন্য আর অধিক কিছু লিখিব না।

তবে একটা কথা। এবার কোন সুগন্ধ তেল এন না। "কাজের লোক" কাগজে সুগন্ধ তেলের মসলা অনেক রকম দেওয়া আছে, তারই একটা কিনে আনবে। এবার কাজের লোক হতে ইচ্ছা হয়েছে। আর যেমন সব আন তেমনি আনবে।

তোমার আসার আশায় পথ চেয়ে রইলাম। খোকাও 'বাবা' 'বাবা' করিতেছে। কবে আসবে পত্র পাঠ ফেরত ডাকে জানিয়ে সুখী কর্ব্বে। আমরা ভাল আছি, তুমি কেমন আছ পত্র পাঠ লিখ্‌বে। ইতি—

তোমার সুরমা।

পত্রখানি লেফাফা শুদ্ধ বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বিভূতি বাবু ত্বরিত পদে আফিস চলিয়া গেলেন।

২

ম্যাক্ লাগান্ কোম্পানীর আফিস খুব বড় আফিস নহে, জন কয়েক মাত্র কেরাণী কাজ করেন। আফিস বড় না হইলেও কাজ অনেক। কাজ বেশী অথচ লোক অল্প, সুতরাং অনেক ছুটী এ আফিসের কেরানী বাবুরা পান না। তবে পূজার ছুটিটা প্রত্যেক বারই পেয়ে থাকেন এবং এবারও পাইবেন সকলে আশা করিতেছেন।

বিভূতি বাবু এই আফিসে কাজ করেন। হাতের কাজ কর্ম্ম কতক শেষ করিয়া স্ত্রীর পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন। পত্রপ্রায় অর্দ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় বড় সাহেবের চাপরাসী একখানি বহি আনিয়া বড় বাবুর সম্মুখে রাখিল। এ বহি খানি 'অর্ডার বুক', —ইহাতে বড় সাহেবের সমস্ত আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হয় সুতরাং ইহা কেরাণী বাবুদের বিশেষ পরিচিত। সকলের সমুৎসুক দৃষ্টি এ বহির উপর নিপতিত হইল। বড় বাবু বহিখানি দেখিয়া সহি করিয়া বহিখানি সকলকে দেখাইতে বলিলেন। যথাক্রমে বহি খানি বিভূতিবাবুর কাছে আসিল। বিভূতি দেখিলেন, সাহেব লিখিয়াছেন :—

"No puja holidays this year; pressure of work, all must come during the holidays. Dismissal in case of disobedience."

দপ্তরী এতক্ষণ ঘরে ছিল না, আসিয়া দেখিল, বিভূতি বাবুর নিকট 'অর্ডার বুক।' জিজ্ঞাসা করিল "কি হুকুম হল?" বিষাদ কণ্ঠে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিভূতি বাবু কহিলেন "আর কি হুকুম! কাজের বড়ই চাপ, পূজার ছুটী বন্ধ, সকলকে আফিসে বেরুতে হইবে, না হলে চাকুরী খতম হবে।"

বড় কড়া হুকুম। আফিসে একটা প্রতিবাদের রোল উঠিল। বাবুরা পরামর্শ করিয়া প্রতিবাদ পত্র পাঠাইলেন। সাহেব নূতন আসিয়াছেন, এদেশের হাল চাল কিছুই বুঝেন না ও জানেন না, সুতরাং প্রতিবাদ পত্রে কোন ফল হইল না। বাবুদের আশা, আনন্দ, উৎসাহে ছাই পড়িল। হায় কেরাণী জীবন!

বিভূতি বাবু অর্দ্ধ সমাপ্ত পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার একখানি পত্র নূতন করিয়া লিখিলেন। পত্রখানিতে সুরমাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন।

৩

যথা সময়ে পত্র সুরমার নিকট পৌছিল। পত্র খানি পড়িয়া সুরমার মুখ ম্লান হইয়া গেল। পার্শ্বে তাঁহার ননদ লীলা ভাইপোকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন। সুরমার মুখখানি বিষাদ মাখা হইল দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে লীলা জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি বউদিদি, দাদার? ভাল আছেন ত?" সুরমা কোন উত্তর করিল না, পত্রখানি লীলার হস্তে দিল। সুরমা ও লীলা সমবয়সী, উভয়ে বড়ই ভাব; সুতরাং কাহারও কাছে কাহারও কোন বিষয়ে লজ্জা, দ্বিধা বা গোপন করা নেই, তাই সুরমা স্বামীর পত্র ননদকে দিলেন—কোনও সঙ্কোচ করিলেন না। লীলাও বিনা আপত্তিতে পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

"কলিকাতা, ২।৬।২৬

প্রিয়তমে—

তোমার পত্র পাইলাম। এবার আর আমার ভাগ্যে তোমাদের দর্শন মিলিল না। এবার আমাদের পূজার বন্ধ নাই, পূজার ছুটিতে আফিস বেরুতে হবে। সুতরাং পূজার ছুটিতে বাড়ী যাওয়া ঘটবে না। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, আনন্দ হৃদয়ে পোষণ কচ্ছিলাম, কিন্তু সবেতেই ছাই পড়িল। প্রাণে বড়ই ব্যথা। সবই অদৃষ্টে করে, গরিব বাঙ্গালী কেরাণীর অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি, সুতরাং ফলভোগ কর্ত্তেই হবে।

তোমাদের জিনিস পত্র অতীনের সঙ্গে পাঠাব। আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। আমি একরকম আছি। পত্র পাঠ ফেরত ডাকে উত্তর দিও। ইতি

তোমারই বিভূতি।

পত্রখানি পড়িয়া লীলা একটু কি ভাবিল, তারপর কহিল, 'বউদি' এক কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে? তা' হলে কিন্তু উপায় হতে পারে।"

সুরমা সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল "কি ঠাকুর ঝি?

"বেশী কিছু নয়, তুমি মরতে পার্ব্বে, তা হলে দাদা নিশ্চয়ই আসবে। কি বল পার্ব্বে?" বলিয়া লীলা একটু মুচ্‌কি হাসিল।

"সব সময় এং তামাসা ভালও লাগে না।" সুরমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

মরার বাড়া গাল নেই নয়, তাই দুঃখ আর রাগ হয়েছে! আচ্ছা, আর এক কাজ কর। এমন একটা বড় অসুখ কর, যাতে তোমার জীবন নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি পড়ে।"

বিরক্তি পরিপূর্ণ কণ্ঠে সুরমা বলিলেন "আবার?"

লীলা বলিল "না বউদিদি সত্য বলছি, পারত দেখ, তা হলে হয়ত একটা উপায় হতে পারে।"

সুরমা রাগিয়া বলিল "আমি ম'লে তুমি বাঁচ। আচ্ছা তাই হবে।"

লীলা হাসিয়া বলিল "বালাই! মর্ব্বে কেন? তোমার ঠাকুর ঝি মরুক। বউদি' তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। আমি কি সত্যই তোমায় মরতে না অসুখ কর্ত্তে বলছি। তুমি নীরোগ হয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাক। শুধু দাদাকে মিছে করে একটা টেলিগ্রাম কর্ত্তে হবে। তোমার ভারী অসুখ বাঁচ কি না সন্দেহ তা হলে দাদা আসতে পথ পাবেন না। কেমন রাজি?

সুরমা একটু ভাবিয়া বলিল "তা মন্দ নয়, কিন্তু যদি কোন গোল মাল হয়!"

লীলা বামণী তার উপায় কর্ব্বে। তা হলে রাজি? টেলিগ্রামটী পূজার বন্ধের ঠিক পূর্ব্বে পাঠাতে হবে। কেমন রাজি ত?

সুরমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন।

৪

মহাষষ্ঠীর প্রাতঃকালে বিভূতি বাবু জরুরী টেলিগ্রাম পাইলেন:—"Surama seriously ill. Life hopeless. Come immediately."

টেলিগ্রাম পাইয়া বিভূতি বাবু বড়ই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। সুরমার পীড়ার সংবাদ আজ অবধি পান নাই, অথচ আজ হঠাৎ "সুরমা সাংঘাতিক পীড়িত, জীবনের আশা নেই শীঘ্র এস" এরূপ টেলিগ্রাম। বিভূতি বাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল।

বেলা তখন দশটা। আশঙ্কা চিন্তা, দুঃখ অবসন্ন বিভূতি আহারাদি না করিয়াই আফিসে গেলেন। বেলা দুইটার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার ট্রেণ নাই, আর আফিসে একবার ছুটীর চেষ্টাটাও করা দরকার। এই হেতু বিভূতি বাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়া বড় বাবুকে সমস্ত জানাইলেন এবং তাঁহার পরামর্শ ক্রমে টেলিগ্রাম সহ সাত দিনে ছুটীর দরখাস্ত বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। বড় বাবু লোক ভাল, বিভূতি বাবুর বিপদে বড়ই দুঃখিত হইলেন। সুতরাং বিভূতি বাবুর সমস্ত কাজের ভার নিজের ঘাড়ে লইয়া বিভূতি বাবুর ছুটী মঞ্জুরের জন্য বড়

সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। সাহেবও বিনা আপত্তিতে ছুটী মঞ্জুর করিলেন উপরন্তু লিখিলেন "I wish his wife may come round and live long." বড় বাবুর নিকট দরখাস্ত ফিরিয়া আসিল। বড় বাবু বিভূতি বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "সাহেব কি লিখেছে দেখেছ, আমি ইচ্ছা করি, তার স্ত্রী ভাল হোক, আর দীর্ঘজীবন লাভ করুক'। এ রকম মন্তব্য দেখে কে বল্‌বে আমাদের বড় সাহেব খারাপ লোক।" বিভূতি বাবু একটু ম্লান হাসি হাসিলেন এবং বড় বাবুর অনুমতি লইয়া অনতি বিলম্বে বাড়ী রওনা হইলেন।

ট্রেণে ও গরুর গাড়ীতে ৭ ঘন্টা অতিবাহিত করিবার পর ক্ষীণ ও অবসন্ন মনে বিভূতিবাবু বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয় ও ভাবনা বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন "লীলা!" লীলা পূর্ব্বেই প্রস্তত ছিল, দাদার করুণ আহ্বানে তড়িত পদে আসিয়া কহিল, "বউ ভাল আছে, উপরে এস" বলিয়া তাহাকে দ্বিতলে বিভূতিবাবুর শয়ন কক্ষে লইয়া আসিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিভূতিবাবু অবাক্। একি স্বপ্ন না সত্য! সুস্থদেহে, সুসজ্জিত বেশে সুরমা পালঙ্কে উপবিষ্টা! সুরমা স্বামী গৃহ প্রবেশান্তে উঠিয়া দাড়াইল। সকলেই নির্ব্বাক্;—বিভূতিবাবু দেখিয়া শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়, সুরমা অপরাধিনী, সুতরাং নীরব, লীলাও তদ্রূপ। ক্ষণপরে সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া লীলাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "দাদা দোষ সব আমার, তুমি পূজার সময় বাড়ী আস্‌বে না তাকি আমরা সইতে পারি দাদা? তাই আমি এই ফিকির করে তোমাকে বাড়ী এনেছি।"

বিভূতি বাবুর রাগ পড়িয়া গেল। ভগ্নীর এই স্নেহমাখা অনুযোগপূর্ণ উক্তির উপর আর কি রাগ করা সাজে! লীলাকে সস্নেহে কাছে আনিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "তা বেশ করেছিস্ দিদি, তবে বড্ড ভাবনা হয়েছিল এই যা" এই বলিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া সায়ংকৃত্য সারিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

সুরমা এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, ঠাকুরঝি কাজটা ভাল হল না।" লীলা বলিল "যাক্ কাজ ত হাসিল হ'ল। সাহেবরা বড় স্ত্রী ভক্ত, স্ত্রীর অসুখ শুনলে তারা ছুটি দিয়েই থাকে। তাই এটা হল ছুটী নেবার কেরাণী বাবুদের মুস্কিল আসান!

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

SMILES.

কৌতুক-কনা।

অসবর্ণ বিবাহের পতি-ভক্তির নমুনা।

আমেরিকায় অনেক ইয়োরোপিয়ান যাইয়া বাস করিয়া কৃষি ও কারবার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বড় কম এবং পুরুষের সংখ্যা বেশী, সুতরাং একটী মহিলার পাণিপীড়নের জন্য অনেক যুবক ধাববান হয়। সেখানে আন্নাগুল্‌ড্ নামক এক যুবতী বিবাহ যোগ্যা, তাহার অনেক বরের সহিত কোর্টশিপ্ হচ্ছিল। হঠাৎ একটী বরের সহিত তাহার পাকা সম্বন্ধ হয়ে গেল। তাই কুমারী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া বাকী ভালবাসাদিগকে জানাইতেছেন যথা;—

ENGAGED—Miss Anna Gould to Candal—city Marshal, both of Lavenworth, Kansass. "From this time henceforth and for ever—*until* Miss Anna Gould *becomes widow* all youngmen are requested to withdraw their particular attentions."

"অর্থাৎ মিস্ আন্না গুল্‌ড্ সুন্দরী মারশ্যাল ক্যান্‌ডালের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা—আমরা উভয়েই ক্যানসাসের লেভেন ওয়ার্থ জেলার লোক, অদ্য হইতে চিরজন্মের জন্য অথবা যে পর্য্যন্ত মিস্ আন্নাগুল্‌ড্ বিধবা না হন, সে পর্য্যন্ত যেন কোন যুবক আর তাহার প্রতি তেমন বিশেষঃ মনোযোগ না দেন।

ঘুরিয়ে চিকিৎসা।

এক ডাক্তার সহরে কেবল ফিটের চিকিৎসা করেন। ফিট হয়ে যখন রোগী হাত পা খেঁচ্‌তে আরম্ভ করে, তখন এই ডাক্তারের ভারি পসার। ডাক্তার এই রোগের অভিজ্ঞ (Specialist) বলে থাকেন। দৈব যোগে একদিন পাড়া গাঁয়ে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গেছ্‌লেন সেই পাড়ায় একটী ছেলের বসন্ত হয়েছে, তাই তাদের বাড়ীর সকলে বড় বিব্রত। প্রতিবেশী তাঁর বন্ধু ডাক্তারের সুখ্যাতি করেছেন এবং ছেলের বাপকে জপিয়ে একটা ভিজিটও দেবার বন্দোবস্ত করে—ডাক্তারকে নয়ে গেলেন। ডাক্তার ছেলেকে দেখে ভিজিটের টাকা কয়টী নিয়ে বল্লেন্ "দেখুন মশায়, এ হচ্চে বসন্ত পীড়া, এটায় আমার বিশেষ দক্ষতা নাই, তবে যদি ঘুরিয়ে চিকিৎসে করা যায়, তাহা হলে আরাম হ'তে কিছু হ'তে পারে।"

ছেলের বাবা। এজ্ঞে ঘুরিয়ে চিকিৎসে কি রকম?

ডাঃ। এই আমি একটা মিক্‌চার দিচ্চি, খেলেই ছেলের হাত পায় খেঁচুনী আরম্ভ হবে—তখন আমার চিকিৎসার এলাকায় আস্‌বে এখন। আমি কেবল খেঁচুনীর চিকিৎসাই জানি।

ছেলের বাপ্। রক্ষে করুন, আর কাজ নাই।

এদেশেও অনেক ডাক্তারেই ঘুরিয়ে

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

চিকিৎসে যে না করেন এমন নয়। যেহেতু রোগী অপেক্ষা টাকার সঙ্গেই ডাক্তারের অধিক সম্বন্ধ।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্পশিক্ষা।

SOME HOME-MADE SOAPS.

CARBOLIC SOAP.

কার্ব্বলিক সাবান।

Palm Soap	20 pound.
Starch ...	1 ,,
Cristal Carbolic acid	1 oz.
Oil of Lavender	2 oz.
Oil of Cloves	1 oz.

প্রথমে পাম সোপ এবং ষ্টাচ্চকে সামান্য জলদিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া উভয় দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া ফেল। কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ ক্রিষ্টাল অর্থাৎ দানাদার আকারে বোতলে থাকে। কোন একটা পাত্রে গরম জল দিয়া ঐ বোতলটী তাহার উপর বসাইয়া দিলেই কার্ব্বলিক অ্যাসিড গলিয়া তরল হইবে। সেই দ্রবীভূত কার্ব্বলিক উপরোক্ত দুইটী দ্রব্যের মিশ্রণের সহিত মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর লাভেণ্ডার অয়েল ইত্যাদি দিয়া ছাঁচে ঢালিয়া সাবানের আকারে করিয়া লইতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারের কার্ব্বলিক সাবান ডাক্তারদের ও সার্জ্জনদের ব্যবহারের উপযোগী হইবে। ইহাতে হাত ধোয়া চলে। মুখে দেওয়া উচিত নহে। কারণ মুখের কোমল চর্ম্মের প্রদাহ হইতে পারে। যদি পাম সোপ না পাওয়া যায়, ত'হা হইলে চলিত বারসোপকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া গরম জলে বেশ "ক্রিমের" মত করিয়া লইয়া বাকী মসলা মিশাইলেও কার্ব্বলিক সোপ হইতে পারে।

PALM SOAP.

পাম সাবান।

Palm Oil (Bleached)	
অর্থাৎ পরিষ্কৃত পাম তৈল	৫০ ভাগ
Se-same Oil (তিল তৈল)	২০ ভাগ
Tallow (চর্ব্বি)	৩০ ভাগ

একত্র গলাইয়া লইলেই যে পদার্থ হইবে তাহাকে পাম সাবান বলা হয়।

LONDON SOAP POWDER.

লণ্ডনের সাবান চূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী।

Yellow Soap	6 parts.
Soda Crystals	3 ,,
Pearl ash	1½ part.
Sodium Sulphate	1½ ,,
Palm Oil (Bleached)	1 part.

উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলিকে একত্র খলে পিশিয়া মিশ্রিত করিতে হয়, তাহার পর একখানা কাগজে ছড়াইয়া রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিতে দিতে হয়, শুষ্ক হইলে পুনরায় খলে চূর্ণ করিলেই সাবান চূর্ণ প্রস্তুত হইল। পাম অয়েল দেওয়ায় গন্ধটা একটু ভাল হয়।

(FOR TOILET PURPOSE.)

GLYCERIN JELLIES.

FOR HANDS.

"The Pharmaceutical Era" gives the following formula.

1.	Glycerin (pure)	2 oz
	Tragacanth	60 gr
	Water	4 oz
	Extract of Rose	6 drops.

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ইহা হাত ও বাহুলতায় ব্যবহার্য্য। ইহাদ্বারা হস্ত কোমল ও পরিষ্কার হয়। ইহাকে বলে "গ্লিসারিন জেলী"

WAX CANDLE.

মোমের বাতি।

মোমকে নরম ও চাপটা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে পল্‌তে দিয়া একখানা পাথরের উপর গোলাকারে রুলের মত পাকাইয়া লইলেই মোম্ বাতি হইবে।

অথবা মোম্‌কে গলাইয়া একটা টীনের বা বাঁশের চোংএর মধ্যে পল্‌তে দিয়া ঢালিয়া দিলে যখন জমিয়া যাইবে, তখন বাহির করিয়া লইলেই মোম বাতি হইবে।

ভ্রম সংশোধন—Medical শীর্ষক প্রবন্ধে Cockroach "Utilised" স্থলে ছাপাখানার দোষে "Utelezed" এইরূপ সাংঘাতিক বানান ভুল হইয়া ছাপা হইয়াছে। ত্রুটী ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

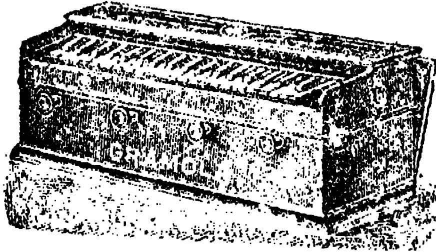
কাঃ সঃ।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৪০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ... ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৷০ এবং মাত্র ৷৷০ অধিক দিলেই ১৯১৬ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals
Jewellery, Plate and Watches
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, Lodon. E.C.

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সাগুন্ কাঠের প্রস্তুত—সুদক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারের হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, পরে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্টি এবং মেন্ স্প্রিং খুচরা জন্য উপযুক্ত না হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুন্দরভাবে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও জোনোফোন পিন ৷৷০ বাক্স। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	।৶০
মাঝারী	।৴০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৷৶০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৷০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোন্‌ফিল্‌স্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চুর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চুপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ।৶০ ২নং ⁄০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

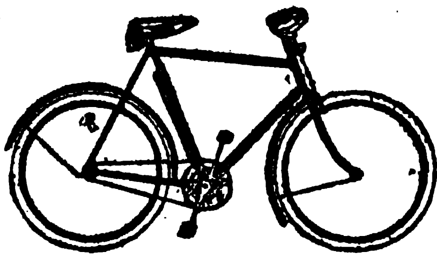


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস ; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৶০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৶০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রো-জন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর
স্প্রিং ডাম্বেলস



টেরিস গ্রিপ, ও চেষ্ট-একস্পাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুট-বল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফোন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা বিনা ব্যয়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূলে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস্ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয় :—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় !

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, থামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷৹, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸৹।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩৷৹ „
¼ „	৩৲ „	৩৷৹ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২৷৹ „	২৲ „
½ „	১৸৹ „	১৷৹ „	১৷৹ „

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



কেশের জন্যই কেশরঞ্জন।

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের স্খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব উপসর্গ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।
৩ তিন শিশি ২৷০ টাকা মাত্র; মাশুলাদি ... ৸০ বার আনা।

বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸০ বার আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট্ ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট্ পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট্ অফ্ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। **Improvement of agriculture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

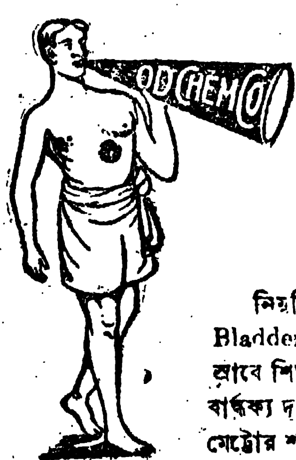
Delegate—	ডাইরেক্টর
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,	চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.	১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

... কলিকাতা, ... প্রেস, ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ... নং ... হইতে প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। | New Series, November 1919. | নূতন সংস্করণ। নভেম্বর ১৯১৯। | Vol. XIII. No 11.



শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো রাখা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আফিস—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেটচুণ

সীলেট চুণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাট্‌লিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাট্‌লিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ।৶০।

বাট্‌লিওয়ালার অলকিয়োরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ।/০।

বাট্‌লিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১।০।

বাট্‌লিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাট্‌লিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১।০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ।৷০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine, Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTON, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisments, etc., apply to our London agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London, E. C; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C; Sells, Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী রেপার্টরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক. চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ।৷০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং

সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.
The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."
Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."
Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।
নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *
দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"
মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবপ্রযুক্ত সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(জন্মান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩।৽, ৫৷৽, ৬৷৽ ও ১১৷৽। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩২ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১১ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৭ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২॥০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সুচীপত্র পাঠান যায়, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩৷৵০, ৪৲, ৭।০ ও ১২॥০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৸০।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭॥০ টাকা।

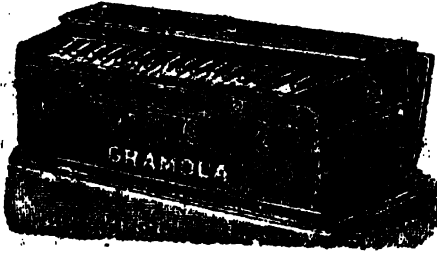
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ।৵০ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত, আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৮৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ॥০ ২৲

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
26, Abchurch Lane, Loden, E.C.

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেন্ স্প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুলভে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন্ পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও জোনোফোন পিন ৷৹ বাক্স। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, ফেটিক ষ্ট্রীট (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৶০
মাঝারী	।৶০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৸৶০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোন্‌ফিল্‌স্ লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চুপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্লুব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেণ্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ।৶০ ২নং ৵০

এজেণ্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেণ্ট ১০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

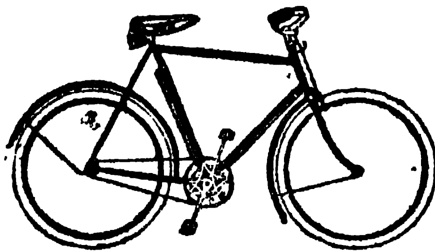


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৶০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল



টেনিস গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথ সময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না। কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুনিদ্রা, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস্ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

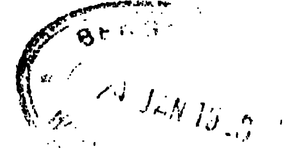
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় ঃ—১২১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ২৸৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.



কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XIII.
১১ম সংখ্যা। November. 1919. নভেম্বর, ১৯১৯। No. 11.

পূজার অবকাশের পর আমাদের প্রিয় পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী এবং বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন গ্রহণ করুন। আশা করি সকলে কুশলে আছেন।

সমস্ত বর্ষ কঠোর পরিশ্রমের পর আমরা সকলেই আশা করি যে, পূজার কয়েক দিন শান্তিসুখ উপভোগ করিব। কলিকাতার কোলাহলময় কর্ম্মস্থল হইতে কয়েক দিনের জন্য পল্লীগ্রামে যাইয়া বিশ্রাম লাভে সমর্থ হইব। কিন্তু বিধি বাঙ্গালার প্রতি যেন নিতান্তই বিরূপ। পল্লীগ্রাম যমালয়ে পরিণত হইয়াছে, ম্যালেরিয়ার কল্যাণে ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল, সুচিকিৎসক নাই, সুখাদ্যও নাই, সদ্‌বন্ধু—প্রকৃত আত্মীয় নাই, অনাথ পল্লীবাসী নিরবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলি বাসশূন্য শ্মশানে পরিণত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। হায় হায়! ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায়ই কেহ করিতে পারিলেন না। রাজদ্বারে জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় না, পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে কেবল আড়ম্বরপূর্ণ গবেষনাই শুনিতে পাই কিন্তু কার্য্যকরী কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের অনুষ্ঠানও এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ ভীষন ঝড় বৃষ্টিতে সঙ্কটাপন্ন হইল, পশ্চিমবঙ্গে জলাভাবে প্রস্তুত ধান্য শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার উপর অন্নদাতার জন্য অবস্থাপন্ন লোকেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে, দরিদ্রের তো কথাই নাই।

রোগের চিকিৎসা হয় না, ঘরে অন্নাভাব। বস্ত্র শঙ্কট আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, পূজার পর সামান্য একটু দর নামিলেও পূজার পর হইতে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে লোকে কঙ্কালসার হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল অতিরঞ্জিত নহে, কর্তৃপক্ষও চক্ষু মিলিলেই এ সকল তথ্য দেখিতে পারেন এবং দেখিতেছেন, কিন্তু এদেশের জীবনকে এত উপেক্ষিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে পারেন কয়জন? আমাদের কাতর ক্রন্দনে সহানুভূতির জন্য বুঝি এই সমগ্র পৃথিবীতেও কেহ নাই।

জাগরিত হও, দেশবাসী! আর পরমুখাপেক্ষী হইও না, সবংশে মজিও না। তোমাদের কেহ নাই, নিজেদের বাঁচিবার উপায় নিজেরা কর, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য কমিটী গঠিত কর, গ্রাম্য বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, মামলা মোকদ্দমা ভুলিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর হও—গ্রাম্য পচা ডোবা বাঁশবন জঙ্গলের মায়া পরিত্যাগ কর, জল নিকাশের পন্থা

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১৸৹ টাকা লইব না।

কর, জেলা বোর্ডের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকিও না, তাহা হইলে অকাল মৃত্যুতে গ্রামগুলি শ্মশান হইয়া উঠিবে।

স্বায়ত্ব শাসন ইত্যাদি দেখিতে শুনিতে বেশই আছে। কিন্তু তথায় পল্লী দুঃখ মোচনের উপায় নাই। উপায় নিজেদের হাতে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে, যদি সেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া অচিরাৎ সংস্কারে প্রবৃত্ত না হও, তবে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ধ্বংসের আর বড় বিলম্ব নাই।

পল্লীবাসী জলকর ও পথকর দেয়, তাহাদের রাস্তা নাই, এক হাঁটু কর্দ্দম ঠেলিয়া তাহাদের চলাফেরা করিতে হয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, ক্রমেই সে হার বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু গ্রামে চৌকিদার নাই, কোথাও যা'ও একজন স্থানে আছে, তাহারা থানার কার্য্যে, আমরা প্রেসিডেন্সি পঞ্চায়েৎগণের কার্য্যে নিয়োজিত থাকে, এদিকে দস্যু তস্করের ভয়ে সারারাত্রি লোকের নিদ্রা নাই। আবেদন নিবেদনেও কোন প্রতীকার হয় না। বাস্তবিক কি সুখেই আমরা আছি?

পল্লী ধ্বংস হইয়া যাইলে বিদেশের এবং স্বদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য লোপ হইবে, রাজকর কমিবে, দেশটা মরুভূমি হইয়া পড়িবে। এ সকল চিন্তা করিয়া দেখিবার সহরবাসী ধনী এবং রাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের অবসর হইয়া উঠে না। পল্লীবাসী নিতান্ত নিরীহ, নির্ব্বোধ। তাহারা রাজভক্ত, লেখালেখি বক্তৃতা আন্দোলন আলোচনা করিতে জানে না বলিয়া সেই অপরাধে কি এত উপেক্ষিত হইয়া মরিতে বাধ্য?

তাই বলিতেছিলাম প্রতিকার নিজেদের হাতে লইতে হইবে। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরস্পর মনোমালিন্য ঘুচাইয়া, পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজের গ্রামের কল্যাণ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে।

স্বাস্থ্য নীতিতে অনভিজ্ঞতাই বিশেষ ভাবে এই অনর্থের জন্য দায়ী। আমরা বাঁচিতে থাকিতে জানি না। বাসস্থানের নিকট আস্তাকুড় রাখিয়া, মল মূত্র ত্যাগে আর্য্য নীতির অনুসরণ না করিয়া বাস স্থানের অতি নিকটে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, পানীয় জল নষ্ট করি। ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পাইয়াছে, পাপ পুণ্যের বিচার নাই। সামান্য দুই হাত নরদমা দখল জন্য ঘোরতর মামলা মোকদ্দমা করিয়া অর্থনাশ করিয়া মনস্তাপে দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া পলে পলে জীবনী শক্তি হারাইতেছি। অলস অকর্ম্মণ্য বিলাসী হইয়া দুটা শাক বেগুণ ফল মূল রোপণ করিতেও কুণ্ঠিত, অথচ চারি আনা সের বেগুণ, পয়সায় ১টী মূলার জন্য হা প্রত্যাশায় বসিয়া থাকি! এ সকলের প্রতিবিধান কি আমাদের নিজের হাতে নহে? আমরা সংকীর্ণ চেতা হইয়া অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিষয় ভোগের বাসনা করি এবং তজ্জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এক পাইও স্বেচ্ছায় ব্যয় করিতে অগ্রসর হই কি? যাহারা এত নির্ব্বোধ, এত অসার, এত সংকীর্ণ, তাহাদের কর্ম্মফল এইরূপই না হইয়া যায় কোথা? শুদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষেরই তো দোষ নহে। তাই বলি জাগরিত হও, মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। চক্ষু মিলিয়া দেখ আমরা জন্মভূমি সোণার বাঙ্গালাকে শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি বাঙ্গালী তোমার শিক্ষা নাই, কৃষির অবস্থা শোচনীয়, তুমি বিলাসী অপব্যয়ী, অতি সংকীর্ণচেতা—একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে কি, কেন তুমি উপেক্ষিত, জগতে নগণ্য ও প্রকৃত পরাধীন?

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

৫০ বৎসরের চালের চর।—

৫০ বৎসরের চালের দর।—পুরাকালের কথা বলিব না, গত ৫০ বৎসর চালের দর কিরূপ ছিল এবং ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা নিম্ন তালিকায় দেখুন......

ইং ১৮৭০	সালে,	প্রতি	মণ	১।৷০	হইতে	৩৲
১৮৮০	,,	,,	,,	২৲	,,	৫৲
১৮৮০	,,	,,	,,	২।৷০	,,	৬৲
১৯০০	,,	,,	,,	৩৲	,,	৭৲
১৯১০	,,	,,	,,	৪।৷০	,,	৮৲
১৯১৯	,,	,,	,,	৭।৷০	,,	১২৲।

এ দরিদ্র দেশ কেমন করিয়া আর বাঁচে?

ইংলণ্ডে ব্যবসায়ের ধুম।—

ইংলণ্ডে ব্যবসায়ের ধুম—ইহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর যে দিন অবাধ বাণিজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জর্ম্মাণী প্রভৃতি শত্রুদেশ সকলের সহিত বাণিজ্য ও ডাকঘরের সংযোগ পুনঃ স্থাপিত হয়, তাহার দুই দিন মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৬৫ কোটী বিজ্ঞাপন মূল্যতালিকা প্রভৃতি ডাকঘর দিয়া যাত্রা করিয়াছে। লণ্ডন নগরের রাস্তায় রাস্তায় ৬০ হাজার বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড মারা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত এরিওপ্লেন দ্বারা আকাশ হইতে কোটী কোটী বিজ্ঞাপন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছিল। যেন সকল ব্যবসায়ী প্রস্তুত হইয়া ঐ দিনের জন্য মুখিয়া বসিয়াছিল। জর্ম্মাণীতেও ঐরূপ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়াছিল, ঐ দিনে তথা হইতে ডাকযোগে প্রেরিত বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ভারতে ঐরূপ ব্যবসায়ের উদ্যোগের লক্ষণ বিন্দু মাত্র চক্ষে পড়ে না। (সময়)

ভবিষ্যৎ বাণী।

—:(০):—

আমাদের এ পৃথিবীর পক্ষে এমন ভয়ঙ্কর কথা পূর্ব্বে কখন শুনা যায় নাই। এ ভবিষ্য-বাণী করিয়াছেন, আমাদের দেশের গণনাতীত গণক বা জ্যোতিষী নহে, প্রসিদ্ধ বিখ্যাত প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রকার ও গণনাকারক প্রোফেসর আলবার্ট পোর্টা। তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পীপল নামক সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে দিলাম।

সূর্য্যমণ্ডলে যখনই কোন কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, তখনই পৃথিবীতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকৃতি-বিপর্য্যয় হয়। এই কলঙ্ক চিহ্ন মহা শক্তিশালী সুবৃহৎ দূরবীক্ষণের সাহায্য বিনা শুধু চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বাং ১লা পৌষ এত বড় কলঙ্কের উদয় হইবে যে, তাহা সকলে শুধু চক্ষে দেখিতে পাইবে, সুতরাং তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে, অর্থাৎ এমন ভীষণ কাণ্ড হইবে যে, মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকাল হইতে সেরূপ কখন হয় নাই। সম্ভবতঃ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পে পৃথিবী যেন ওলটপালট হইবে।

সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে কোন কারণে বাষ্প বাহির হইলে তাহা মেঘের ন্যায় সূর্য্য মণ্ডলের এক অংশকে আমাদের দৃষ্টি হইতে আবৃত করে, এবং ইহাই কলঙ্ক বলিয়া কথিত হয়। এই বাষ্প সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী হইলেও মহা দূরত্বের জন্য আমাদের চক্ষে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। ঐ বাষ্পের সহিত যে চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে, তাহার প্রভাব সমগ্র সৌরজগতে বিস্তৃত হয়, এবং তাহাতে পৃথিবীতে ভীষণ বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতি বিপ্লব উৎপন্ন হয়।

সূর্য্য ও গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং তাহার ফলে সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট চক্রে পরিভ্রমণ করে। দুইটী গ্রহ আপন আপন চক্রে ভ্রমণ-সূত্রে কখন সূর্য্য হইতে সমসূত্রপাতে পড়িলে উভয়েরই মিলিত আকর্ষণ শক্তি সূর্য্যের উপর পড়ে এবং তাহার ফলে সূর্য্যমণ্ডলে উপরি-বর্ণিত বাষ্পোদ্গম হয়, অর্থাৎ কলঙ্ক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দুইটী গ্রহ একত্র হইলেই এই কাণ্ড হয়, সে স্থলে উপরোক্ত প্রোফেসর পোর্টা গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আগামী ১৭ই ডিসেম্বর ছয়টী গ্রহ তাহাদের আপন আপন চক্রে সূর্য্যের প্রায় সমসূত্রপাতে (২৬ ডিগ্রী বা ৩৬০ ভাগের ২৬ ভাগ মাত্র পরস্পর দূরত্বের মধ্যে) পড়িবে। এই গ্রহগুলির নাম বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতির শনি ও নেপচুন। দুইটী মাত্র গ্রহের মিলনে যখন পৃথিবীতে উৎপাত হয়, তখন ছয়টী গ্রহের মিলনে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইবে, তাহা প্রোফেসর মহাশয় সকলকে ভাবিতে বলিয়াছেন। ঐ ছয়টী গ্রহের ঠিক বিপরীতে সূর্য্যের অপর দিকে সুবৃহৎ গ্রহ ইউরেনস সেই সময়ে থাকিবে, সুতরাং দুই দিকের আকর্ষণে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য ভাগ যেন বড় বার আঘাতে বিদীর্ণ হইবে। আমাদের পৃথিবী ঐ লাইনে থাকিবে না, প্রায় ৯০ ডিগ্রী দূরে থাকিবে। কিন্তু সাতটী গ্রহের কার্য্য হেতু সূর্য্যমণ্ডলে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব বাষ্পোদ্গম হইবে, তাহার পূর্ণ ভয়ঙ্কর ফল পৃথিবীকে ভুগিতে হইবে। ৭টী গ্রহের এরূপ অবস্থান কখন পূর্ব্বে হয় নাই।

প্রোফেসর বলেন কি যে ব্যাপার হইবে, তাহা আমার জ্ঞান বলিতে পারে না, তবে এই মাত্র বলি যে, আগামী ১৭ই হইতে ২০এ ডিসেম্বর তিন দিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প পৃথিবীকে তোলপাড় করিবে এবং সে আঘাতের পরিণাম বহু দিন থাকিবে। সকলে ১৭ই হইতে ২০ এ ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামী পৌষ মাসের প্রথম ৪ দিন মনে রাখুন। সম্ভবতঃ অনেক রাজ্য দেশ নগর একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

এদেশের জ্যোতিষীদের

সৌরমণ্ডলে গভীর-গহ্বর

নগ্ন-নয়নে-পরিদৃষ্টি।

—:০:—

এই সেদিন 'সংবাদপত্রে' "পৃথিবীর প্রলয় শঙ্কা" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িবার পর হইতেই আমি প্রতঃহ প্রত্যুষে ছাদে উঠিয়া উদীয়মান সূর্য্যকে নগ্ন-চক্ষে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। অদ্য (১লা নবেম্বর শনিবার) প্রাতঃ ৫টা ৪ মিনিটের সময় ছাদে যাইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠিক ৬টার সময় জবাকুসুমসঙ্কাশ প্রভাকর নয়ন-পথে পতিত হইলে দেখিলাম উহার ঠিক কেন্দ্র হইতে একটু উত্তর পূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক; উহার আকার কতকটা আমাদের সিংহল দ্বীপের ন্যায়। নগ্ন নয়নে ৬টা ৩৫ মিনিট পর্য্যন্ত উক্ত চিহ্ন স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইল। ১৬ই ডিসেম্বর আসিবার বহুপূর্ব্বেই প্রফেসার এলবার্ট-পোর্টা বিবৃত সৌর মণ্ডলের মহাকলঙ্ক পরিদৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, উক্ত তারিখ হইতে এই গহ্বর চিহ্ন সারাদিনমান ধরিয়া নগ্নচক্ষে দেখা যাইবে। কৌতূহলাক্রান্ত মহোদয়গণ প্রত্যুষে উঠিয়া স্বচক্ষে এই কলঙ্ক

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ⁄০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

পরিদর্শন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার (astronomyর) সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এ, এল, এম, এস দসর, বি এ,
৬৭নং বৈঠকখানা, কলিকাতা।

প্রলয়ে ভয় নাই।

প্রফেসার আলবার্ট পোটা মহোদয় লণ্ডনের "পীপল" নামক সংবাদপত্রে মহাপ্রলয়ের কথায় সাধারণে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন; আমরা হিন্দু ও পাশ্চাত্যমতে গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত মহোদয়ের উল্লিখিত ৭টী গ্রহের একত্র সমাবেশ কোন কারণেই হইতে পারে না। একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষির এরূপ ভ্রম হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে সামান্য দৈব-দুর্ব্বিপাক হইলেও ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে মানবমণ্ডলীর কল্যাণকর কার্য্যাবলী আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত জাতির মধ্যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইবে। আমাদিগের প্রিয় সম্রাটের যশ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবে। ইতি—

পরিব্রাজক শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা।
Palmist & Astrologist.

বস্ত্রের মূল্য।

গত পুজার সময় বস্ত্রের মূল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে আশা হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ আরও হ্রাস পাইবে। কিন্তু আবার মূল্য বাড়িয়াছে, বস্ত্রের মূল্য লইয়া যেন খেলা চলিতেছে, কি কারণে মূল্য বাড়িতেছে, কি কারণে কমিতেছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারে অক্ষম। দরিদ্র প্রজাকে সবদিন এই দুর্ম্মূল্যতার ক্লেশ ভোগ হইবে কি না তাহা বিধাতাই জানেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি—ম.

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্ভুত যুক্তিবলে ম্যাট্রিকিউলেসন ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষার ফি অসম্ভব বাড়াইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষার ফিও বাড়ান হইয়াছিল। যাঁহারা মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত লোকের আর্থিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, মফঃস্বলের অনেক নিঃস্ব ও মধ্যবিত্ত লোকের মেধাবী সন্তান ম্যাট্রিকিউলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াও পরীক্ষার ফি দিতে অপারগতা বশতঃ পরীক্ষা দিতে পারিবে না। যাহা হউক, সে আশঙ্কার কারণ দূর হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন যে, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে; কিন্তু ম্যাট্রিকউলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এজন্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট অসংখ্য লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পরলোকগত আণ্টোনিও ষ্ট্রাডিভেরির নিজের-হাতে-গড়া বেহালা এখন অন্তত পনেরো হাজার টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। সেদিন তাঁহার গড়া দুখানি বেহালা যথাক্রমে পঁয়তাল্লিশ হাজার ও ষাটহাজার টাকায় বিকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ষ্ট্রাডিভেরি যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোন বেহালাই আটচল্লিশ টাকার বেশী দামে বিক্রী হয় নাই। হিন্দুস্থান।

ব্যবসায় বাণিজ্য।

জাভা চিনি।

যুদ্ধের সময় জাভার চিনিব্যবসায়িগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ করিয়াছেন। ভারতের চিনি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা চিন্তিত হইয়াছেন। তাহার ফলে ভারতে আর জাভা চিনি বিকাইবেনা। সন্ত্রাস্ত জাভাবাসীগণ সভা করিয়া ডচ গবরমেণ্টকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, অষ্ট্রীয়ার গবরমেণ্ট বিট-চিনির ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিয়া যেমন ভারতের ইক্ষু-চিনির ব্যবস্থা মাটি করিয়া ছিলেন, ডচ গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ জাভার চিনি ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ সাহায্য করুন, তাঁহারা ভারতে সস্তায় চিনি রপ্তানি করিয়া ভারতের চিনির ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতে পারিবেন। শীঘ্রই নাকি প্রচুর জাভা চিনি ভারতে প্রেরিত হইবে।

আরব জাহাজ কলিকাতায়।

কলিকাতায় প্রায় ১২ খানা আরব ধাও অর্থাৎ পালের জাহাজ আসিয়াছে। জাহাজ অভাবে বাণিজ্যের অতি অসুবিধা হইয়াছে? ভাড়া বাড়িয়াছে, সুচতুর আরবগণ তাই আরবের খেজুর ও মস্কট হালুয়া বোঝাই করিয়া কলিকাতায় তাহাদের ধাও পাঠাইয়াছে। এই সকল ধাও কলিকাতা হইতে কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া বস্রা যাইবে। রেঙ্গুণ হইতে চাউল লইয়া কলিকাতা আসিবে। আরবের ধাও ইতঃপূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আইসে নাই। বোম্বাই তাহাদের শেষ সীমা ছিল।

পাটের কল।

পাটের কলে অসাধারণ লাভ হইতেছে। কলওয়ালারা যত কম দরে পারে, পাট কিনিতেছে, আর যত বেশী দামে পারে চট বিক্রয় করিতেছে। পাটের দাম কমাইবার জন্য ও চটের দাম বাড়াইবার জন্য কলওয়ালারা নিয়ম করিয়াছে যে আগামী ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সপ্তাহে ৪দিন এবং তারপর ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন কল চালাইবে।

বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

প্রলয়ের পূর্ব্বে উল্কাপাত।

আজকাল পোর্টা সাহেবের গণনা লইয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়াছে। আমার মন্তব্যও সংবাদ-পত্রে স্থান পাইয়াছিল। অদূর-ভবিষ্যতে উহা প্রমাণিত হইবে, আমার স্থির বিশ্বাস।

বর্ত্তমান নিকট ভবিষ্যতে উল্কাপাত সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার হিসাবে ১২ই, ১৩ই, ১৪ই ও ২৭শে নবেম্বর অর্থাৎ কয়েকদিন মধ্যেই উল্কাপাত হইবে। সাধারণে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া রাত্রিতে আকাশে লক্ষ্য করিবেন। দেখিবেন, আমার কথা কতদূর সত্য। আমার বিশ্বাস, ঐ কয় তারিখের কাছাকাছি যথেষ্ট উল্কাপাত হইবে। *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন।

* দুঃখের বিষয় কোন উল্কাপাত দৃষ্ট হয় নাই। কাঃ সঃ

Home Industry.

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

LACQUERING.

ল্যাকারিং।

ল্যাকারিং একপ্রকার বার্ণিস বিশেষ, লণ্ঠন, টীনের নানাপ্রকার দ্রব্যে লাল, গ্রীন, ব্লু, কাল প্রভৃতি এক প্রকার উজ্জ্বল রং করা থাকে, তাহা ল্যাকার করা। টীনের খেলনার উপর, কৌটার উপর এই প্রকার রঙ্গীন বার্ণিস দেওয়া থাকে, তাহা ল্যাকারিং করা।

আমরা কয়েক প্রকার ল্যাকারিং প্রস্তুত প্রণালীর কথা আজ বলিব। ইহা গৃহস্থ এবং টীন মিস্ত্রি প্রভৃতির আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

MATERIALS FOR LACQUERING.

ল্যাকারিং মাল মসলা।

ল্যাকারিং = গালা এবং সুরা সার অর্থাৎ আল্‌কোহল এবং গালা মিশ্রণেই ল্যাকার প্রস্তুত হয়। তাহাতে অপরাপর কয়েকটা দ্রব্যেরও আবশ্যক। সেগুলি রং করিবার জন্য মাত্র।

ল্যাকারিং করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলিরও আবশ্যক হয়। যথা—

Spirit of Turpentine.
Turpentine.
Mastic Varnish.
Canada Balsam.
Pyro-acetic Ether.
Dragoons Blood—

ঘোর লাল রং, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় খুব খারাপী রং বলে।

Annato (লটকন ফল)
Red Sanders
Turmeric হলুদ

উপরোক্ত গুলি দ্বারা ও লাল রং হয়।

Saffron—জাফ্‌রান।
Sandrac
Cape Aloes

উপরোক্ত গুলি হরিদ্রাবর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ল্যাকার প্রস্তুত প্রণালী।

ল্যাকারের মাল মসলা গুলি একত্রে মিশাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে ৩।৪ দিন রৌদ্রে রাখিবার পর এবং গদ প্রভৃতি গলিবার পর ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিয়া দিতে হয়, যখন তরল স্বচ্ছ জলীয় পদার্থের উপরে উঠিবে, তাহাই আস্তে আস্তে গড়াইয়া বাহির করিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হইবে। এখন। ইহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

পিতলের উপর ল্যাকার।

১ম প্রকার।

Seed Lac—

ড্রাগনস্ ব্লড্ বা খুব খারাপী রং।
এনাটো লটকন্‌ফল।
গাম্বোজ
প্রত্যেকটা ৪ আউন্স করিয়া,
জাফ্রাণ ১ আউন্স।
আলকোহল ১০ পাইট।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একত্র মিশাইয়া প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

Turmeric বা

হরিদ্রা চূর্ণ	১ পাউণ্ড।
লট্‌কন	২ আঃ।
চাঁচ গালা	১২ আঃ।
গম জুনিপার	১২ আঃ।
আলকোহল	১২ আঃ।

বিবিধ প্রকার ল্যাকার বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

পিতলের দ্রব্যের উপর উপরোক্ত প্রকার ল্যাকার মাখাইয়া দিলে উজ্জ্বল সোণার ন্যায় বোধ হইবে।

প্রত্যেক দ্রব্যকে ল্যাকার করিবার পূর্ব্বে তৈল ও কলঙ্ক শূন্য করিয়া লইতে হইবে, কোন প্রকার ময়লা থাকিলে ল্যাকার ভাল হয় না, ল্যাকার পাতলা হইলেও ভাল হয় না, আবার খুব ঘন হইলেও ভাল হয় না। ২।১

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বার করিতে করিতে মনোমত ল্যাকার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা যায়।

(S. A. 206)

ঘর্ম্ম রোধক চূর্ণ।

FOR EXCESSIVE PERSPIRATION OF HAND AND FEET.

A German Pharmaceutical Journal recommends the following :—

Carbolic acid	1 Part
Burnt Alum	4 Parts
Starch	200 Parts
French Chalk	50 Parts
Oil of Lemon	2 Parts

Make a fine Powder, to be applied to the hands and feet or to be sprinkled inside the gloves or stocking.

অনেকের হস্ত পদ অতিশয় ঘামিয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটী কোন জরমান ভৈষজ্য বিষয়ক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কার্ব্বলিক অ্যাসিড্	১ ভাগ।
ফট্কিরি (পোড়ান) চূর্ণ	৪ ভাগ।
ষ্টার্চ্চ	২০০ ভাগ।
ফ্রেঞ্চচক	৫০ ভাগ।
লেবুর তৈল	২ ভাগ।

খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া হাতে পায়ে, অথবা জুতা মোজা দস্তনায় মধ্যে ছিটকাইয়া দিয়া ব্যবহার করিলে হাত পা ঘামা নিবারিত হইবে। এটা পেটেণ্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

Agricultural notes.

কৃষি বিষয়ক।

বীজ সহজে অঙ্কুরিত করিবার সহজ উপায়।

বার্লিন হইতে ডাক্তার আডো ডেম্নার বিলাতের গার্ডেনার্স ক্রনিকেল্ নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাহার বাগানে কোন এক জাতীয় বৃক্ষে অধিক ফল ধরিত। এই গাছের বীজ যে সময় রোপন করা হইত, তাহার ২৪ ঘণ্টায় মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত। কিন্তু একটী বিশেষত্ব ছিল, কেবল একটী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী স্থানেই এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইত, সেই বীজই অন্যত্র রোপণ করিলে তত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে দেখা যাইত না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ডাক্তার সাহেব জানিতে পারেন যে, বিদেশ হইতে যখন ঐ বৃক্ষটী আমদানী করা হয়, তখন তাহার সহিত সেই দেশীয় এক প্রকার পিপীলিকা সঙ্গে আসিয়াছিল। উক্ত পিপীলিকাগণ স্থানান্তর হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া এই বৃক্ষের তলায় জমা করিয়া তাহাতে বাস করিত। ডাক্তার সাহেব ঐ মাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, ঐ মাটিতে এক প্রকার এসিড বিদ্যমান থাকায় সহজেই অল্প সময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অনেক সময় বেদেরা উই মাটির সাহায্যে দশমিনিটের মধ্যে আমের চারা উৎপাদন করে। আমাদের দেশের উইঢিপির মাটীতেও ঐরূপ এ্যাসিড্ বিদ্যমান আছে এবং উইমাটী চূর্ণ করিয়া বীজ পুতিলে তাহাতে অতি শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া ইহার ফলাফল জানিতে পারেন।

ধান্যক্ষেত্রের সার।

গবর্ণমেণ্ট কৃষি পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে ধান্য ক্ষেত্রে অস্থি চূর্ণ রেড়ীর খোল, গোবর সার, সোরা পৃথক ও পরস্পর মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রেড়ির খোইল ধান্যক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হাড়ের সার ধান্যের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট সার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

Curious Facts.

VALUATION OF SILVER AND GOLD.

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য ছিল রৌপ্য অপেক্ষা ১০ গুণ।
১৭২৬ খৃঃ ,, ,, ১৩ গুণ।

খৃষ্ট জন্মাইবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ১৮ গুণ; ১১০০ খৃঃ ৮ গুণ; ১৪০০ খৃঃ ১১ গুণ রৌপ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। তারপর ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে স্বর্ণের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে দর নামিয়া গিয়া রৌপ্য অপেক্ষা ২০ গুণ অধিকেই দাঁড়াইয়া যায়। খৃষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত স্বর্ণের মূল্য অন্যান্য সময় অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ দাঁড়াইয়া যায়। রৌপ্য অপেক্ষা ১৫ গুণ হয়। প্রেটিয়ার্ক আব্রাহামের সময়ে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ৮ গুণ ছিল, খৃষ্ট জন্মিবার ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে ও খৃষ্টাব্দ হইবার প্রারম্ভে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ৯ গুণ ছিল। আবার ১৪৫৪ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ৬ গুণ মাত্র হইয়া যায়।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

অনেকে অনুমান করেন যে, ১০০ বৎসর মধ্যে ১ পাউণ্ড রৌপ্য দিয়া ১ পাউণ্ড স্বর্ণ পাওয়া যাইবে।

THE HUMAN FAMILY.

মনুষ্য পরিবার।

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে ১৪৫০০০০০০০ মনুষ্য বাস করে এবং বেশী হইবে, তথাপি কম তো কখনই নহে। পৃথিবীর মধ্যে এমন উল্লেখ যোগ্য স্থান নাই, যেখানে মানুষের পদ চিহ্ন পড়ে নাই। এসিয়ায় ৮০০০০০০০০ লোক, গড়ে প্রত্যেক বর্গ মাইলে ১২০ জন লোক ভয়ানক ঘনীভূত অবস্থায় বাস করে। ইয়োরোপে ৪২০০০০০০০, গড়ে প্রতি স্কোয়ার মাইলে ১০০ জন, যদিও খুব ঘন বসতি নহে, তথাপি যেখানে মানুষের বাস আছে, সেখানে খুব ঘন ভাবেই অবস্থান করিতেছে। আফ্রিকায় ২১০০০০০০০, এবং আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্য ১১০০০০০০০ লোকে বাস করে। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় আমেরিকার বসতি তত ঘন বলা যায় না। ছোট বড় সমস্ত দ্বীপ সমূহে ১০০০০০০০ বসতি। সাদা এবং কাল মানুষের অনুপাত ৫ এবং ৩। বাকী ৭০০০০০০০০ লোক কটা এবং ধূসর বর্ণের। ইহার মধ্যে ৫০ কোটী লোক ভাল কাপড় চোপড় পরিতে পায়, উলঙ্গ থাকে না। ২৫ কোটী, তাহারা উলঙ্গ থাকিতেই অভ্যস্ত এবং ৭০ কোটী লোকে অর্দ্ধাঙ্গ আবরিত করে।

সমস্ত মনুষ্য সংখ্যা মধ্যে ৫০ কোটী লোকে গৃহ ও অট্টালিকাদিতে বাস করে, ৭০ কোটী লোকে কুটীর এবং পর্ব্বত গুহায় থাকে এবং ২৫ কোটী লোকের আদৌ বাসস্থান নাই—ভবঘুরে।

St. Lonis Republic.

দেশের ব্যবসা বাণিজ্য।

পাট।

বিগত ৬ মাসে ল্যান্স ডাউন পাটের কলে বার্ষিক শতকরা ১২০৲ টাকা লাভ করিয়াছে, ডালহৌসী পাটের কলে প্রতি অংশে ৫০৲ টাকা, লরেন্স কল ১০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীদের ধনীগণ একার্য্যে কখনও অগ্রসর হইয়াছেন, দেখা যায় না।

নূতন কোম্পানী।

নূতন কোম্পানী। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার জন্য ৬৮টী নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। উহার মূলধন ২৫ কোটি। গত বৎসর সেপ্টে ম্বর মাসে ১৫টী নূতন কোম্পানী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে ঐমাসে ১১৩ নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ১৪টী ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্সি উরেন্স কোম্পানী, ৫১টী বাণিজ্য ব্যবসায় কোম্পানী, ১৫টী মিল ও প্রেস, ৭টী চা কোম্পানী, ১২টী খনি কোম্পানী, ৬টী বাড়ী নির্ম্মাণ কোম্পানী, ৩টী চিনির কল, ৫টী অন্যান্য কোম্পানী। সাঃ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

এটা যেন বাঙ্গালার নক্ষত্রপাতেরই বৎসর আসিয়াছে। গত কার্ত্তিক মাসে প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবক স্বদেশ বৎসল শিক্ষানুরাগী কর্ম্মবীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মানব লীলার অবসান করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য নাথের অশেষ গুণ। তিনি বৈচিত্র্য ময় জীবন নাটকের নায়ক, স্বাবলম্বী পুরুষ। কেবল নিজের চেষ্টায় দারিদ্রের নিম্নতম স্তর হইতে সাফল্যের ধবল শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনের অশেষ ঘটনা বর্ণা ও গুণরাশি বর্ণনার যথাযোগ্য স্থান "কাজের লোকে" অভাব। সংক্ষেপে যতটুকু পারিলাম, প্রকাশ করিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের আদি বাস ২৪ পরগণা জিলায় শ্যামনগরের নিকটে রাহুতা গ্রামে। বাঙ্গালা ১২৫৩ সালে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বাল্য-কালে ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। গ্রামের স্কুলে বা পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ। 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—"১৮৫৯ সালে গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ হুগলী চুঁচুড়ায় ডফ সাহেবের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন; ৬০ সালে ডবল প্রমোশন পাইয়া ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হন; ৬১ সালে কিছু দিনের জন্য ভদ্রে-শ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়েন। পুন-র্বার ঐ ডফ সাহেবের স্কুলে আসিয়া ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৭২ সালে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে তাঁহার পিতামহীর পরলোক হয়; পরে মাতা এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন। গ্রামের বহু বালক বালিকা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা পড়ে। এইখানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়া শেষ হইল।"

ইহার পর তিনি কুলীর আড়কাঠীর পাল্লায় পড়িয়াছিলেন—অনাহারে এক বস্ত্রে দিন কাটাইয়াছেন—অতি সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "কোন দিন আহার মিলিত, কোন দিন মিলিত না।" ইহার পর তিনি পুলিসে চাকরী করেন। কিন্তু

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সাহিত্যানুরাগ তাঁহার প্রকৃতিগত। তাই তিনি উৎকল শুভকরীর সম্পাদন ভার লই-লেন। এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন —"যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

এই সময় ত্রৈলোক্যনাথের সহিত অতর্কিত ভাবে সার উইলিয়ম হাণ্টারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। সার উইলিয়ম তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন—বেতন মাসিক ১ শত ২৫ টাকা। ইহার পর তিনি উত্তর পশ্চিম কৃষি বাণিজ্য বিভাগে চাকরী লইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি দেশের শিল্পোন্নতির উপায় করেন। ত্রৈলোক্য বাবু লিখিয়াছেন—

"উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য্য গঠিত হইত। যথা—কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি; লক্ষ্ণৌয়ের—গোটা, চিকণ স্থচের কর্ম্ম, সোনারূপার কাজ, বিদরীর কাজ মুরদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম; নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময় এবং মুসলমানদের আমলে বাদসাহ নবাব, আমীর ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্নকষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষি কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিল; এই কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক্ সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম, বক্ সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম। আমি নিজে হোটেলস্বামী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই হোটেলে বিলাতযাত্রী সাহেব মেমগণ দুই একদিন অবস্থিতি করিতেন। দেশে বন্ধু বান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব বিবির এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেলের স্বামী একজন ধনবান্ লোক, তাঁহার চক্ষু ফুটিল, গভর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন।',

ভারতের শিল্প—বিশেষ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যবাবুর অসাধারণ অভিজ্ঞতাছিল—'Art Manufactures of India' পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। য়ুরোপে নানা প্রদর্শনীতে তিনি যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শেষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনীতে গমন করেন। তাহার ফল—'A Visit to Europe' গ্রন্থ। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল বাবু 'বিশ্বকোষ' অভিধানের প্রবর্ত্তক।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব সরল ভাষার—সহজবোধ্য করিয়া লিখিবার অধিকার ত্রৈলোক্য বাবুর যেমন ছিল, কেমন আর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না—সন্দেহ। 'বঙ্গবাসীর'স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের অনেক রহস্য বুঝাইয়াছিলেন। এক দিকে বৈজ্ঞানিক রচনা—আর এক দিকে 'কঙ্কাবতী ফোগলা দিগম্বর' প্রভৃতি পুস্তক—ত্রৈলোক্য বাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব-পরিচায়ক।

ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ক্ষতি হইল। এইরূপ স্বাবলম্বী কর্ম্মবীরগণের স্বতন্ত্র জীবনী প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক হওয়া উচিত।

সোনার ভবিষ্যৎ।

লক্ষ লক্ষ তোলা সোণা ভারতে আনীত হইতেছে কিন্তু মহাজন একমাত্র গবর্ণমেণ্ট—অর্থাৎ যতদেশ হইতে সোণা আমদানী হউক তাহা গবর্ণমেণ্টের এক চেটিয়া সম্পত্তি—গবর্ণমেণ্ট যদৃচ্ছা দরে তাহা বিক্রয় করিবেন। শুনিতে পাই, আমেরিকা ও জাপানে সোণা রূপা এতই জমিয়াছে যে, তাহাদের কোষাগার আরও দৃঢ় করিতে হইবে—অন্যথা উহা রাখিবার স্থান হইতেছে না—অতএব আমরা বিশ্বাস করি সে দেশে সোণা সস্তা। সেই আমেরিকা হইতে নিত্য গবর্ণমেণ্ট সোণা কিনিতেছেন। তাহারা প্রথম দফায় সোণা বিক্রয় করিলেন ২৩৸৴০ স্থলে ১৫৷৷০; দ্বিতীয় দফায় ২৭৸৴০ বর্ত্তমানে দশলক্ষাধিক টাকার সোণা আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে। কত দরে উহা বিক্রয় হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কোনও বাহিরের লোক সোণা আমদানী বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহার ভাবীফল কি হইবে বুঝিতেছি না। আজ যাহারা সোণা ক্রয় করিতেছে, তাহারা উহার বাজার একচেটিয়া করিয়া ২৫৷৷০ টাকার সোণা ২৯—২৯৷৷০ টাকা বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু কাল যদি গবর্ণমেণ্ট অধিকতর সোণা আমদানী করিয়া সোণার দাম কমাইয়া দেন, তবে উহারা মারা যাইবে। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের একটা বাঁধা দর থাকা উচিত। আবার যদি গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত খরিদদারের মুখ চাহিয়া কখনও সোণার দাম না কমান, তাহা হইলে পৃথিবীতে সোণা মাটির দরে বিকাইলেও ভারতে চড়া দামে

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব না।

[illegible] এই একটা [illegible] এবং গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবসায় বুদ্ধিকে সকলে প্রশংসা করিতে না পারে। তাই আমরা সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করি, এ বিষয় একটা সুমীমাংসা করুন।

বরিশাল হিতৈষী।

প্রেসিডেণ্ট পয়েনকেয়ারের কথা।

প্রেসিডেণ্ট পয়েনকেয়ার এখন ফ্রান্সের প্রধান কর্ত্তা। নিজের সম্বন্ধে তিনি একটী মজার গল্প বলিয়াছেন। গল্পটী এই:—"আমি যে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট হব, যে-সময়ের কথা বলিতেছি, এ কথা তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কিন্তু সে সময়ে আমি ফ্রেঞ্চ একাডেমির চল্লিশজন অমর সভ্যদের মধ্যে অন্যতম বলে নির্ব্বাচিত হয়েছিলুম। সেই নির্ব্বাচন গৌরবে আমি তখন অত্যন্ত একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলুম এবং আমার মনে একটা সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, অন্ততঃ আমার নামটাও এখন দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে! এই সময়েই একদিন রেলগাড়ীতে একটা বুড়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গেল। আমরা আগে যে গ্রামে বাস করতুম, এই বুড়াটি সেই গ্রামের লোক। বুড়া কিন্তু আমাকে দেখে চিন্‌তে পারলে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি আপনার প্রতিবেশী পয়েনকেয়ার পরিবারকে চেনেন? বুড়া বললে হাঁ নিশ্চয়ই।" আমি বললুম, তাদের বাড়ীর রেডমণ্ড পয়েনকেয়ার (আমার নাম) বলে একটী ছেলেকে আপনি চিনতেন কি? বুড়া বললে, হাঁ, সে ছোঁড়াটা ভারি অপদার্থ ছিল। বছর কয়েক আগে বাড়ী থেকে সে চলে এসেছে, তার পরে আর আমার দেখা হয়নি। যেতে দিন মশাই, তার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।"—বুড়োর কথায় আমার সমস্ত দর্প চুর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আবার একি সংবাদ!

রণ-সাজে জর্ম্মণী?

মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে।

বিলাতে 'টাইমস' পত্রে প্রকাশ, নিরপেক্ষ দেশসমূহ হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, জর্ম্মণীর সমর বিভাগ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল যুদ্ধায়োজন করিতেছে। জর্ম্মণীতে বর্ত্তমানে ৭ লক্ষ সৈন্য সজ্জিত আছে, ইহার উপর বার্লিন এবং জর্ম্মণীর অন্যান্য সহরে স্পেশাল পুলিশ বলিয়া প্রকারান্তরে তিন লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

বিদ্রোহীদলে যোগ।

লণ্ডন সহরের সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনের গুজব যে, জর্ম্মণী যে সেনাদল জেনারেল ভন ডার গলজ এবং পরবর্ত্তীকালে জেনারেল বারমণ্ডটের নায়কত্বে বাল্টিক প্রদেশে লেটদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, তাহারা বার্লিনের গবমের্ণ্ট বিরোধীদলের সহিত যোগদান করিবার জন্য বার্লিনের দিকে ছুটিয়াছে।

বিজয়া গীতি।

নবমীর নৈশাকাশে,
তারারাশি ভেসে ভেসে
মিশিল সাগরে আঁধারি গগন;
বিরত সুধা দানে
সুধাংশু সুবদনে
শোক-আঁধার-তলে মুদিল নয়ন।
ভারত সারা রাতি
শান্তির অঞ্চল পাতি
ছিল সুপ্ত মহা সুখে শারদার কোলে;
খেচর কল তানে
বিজয়ার বাদনে
উঠিল চকিতে মাতা ঘোর আর্ত্ত রোলে।
কোমল বঙ্গের আজ কমল নয়ন—
সিক্ত শিশির-নীরে,
নিরস হৃদয়ে ধীরে
নিরাসা কণ্টক পশে শেলের মতন;
সুখ-বাঁধ ভেঙ্গে গেছে,
ভাঙ্গা সে হিয়ার মাঝে
ছুটিছে শোকের-নদী করিয়া গর্জ্জন।
আনন্দ নিবিয়া গেল,
ভয়ে অঙ্গ টলমল,
কর্দ্দমে লটপট শ্যামল বসন।
মাতা আজ যাবে ব'লে
তাই সকলে মিলে
হায় বিরস বদন দাঁড়ায়ে মণ্ডপে
মুখে আর হাসি নাই
হৃদি আছে প্রীতি নাই
মায় সে আননে যেন কালিমার-শিখা;
বরণের আলোয় আলো,
তবু সব যেন কালো,
চরণ ঢল ঢল কি যেন কি মাখা।
মা গো! রহিলি না দুদিন তরে,
গেলি চলে দু'দিন পরে,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দেখিছিনা চক্ষু মিলে ত্রিদশা বঙ্গের,
দীনহীনা কাঙ্গালিনী
অন্নাভাবে পাগলিনী
দৈন্য সমীরণে বস্ত্র খসেছে সে অঙ্গের ;
রেখে মা কমলারে
দীনা এ বঙ্গের ঘরে
জ্বলন্ত জঠর জ্বালা জুড়াতে মোদের।
যে কমলার কোলে
এবঙ্গ গো এক কালে
সোণার বঙ্গ বলি ঘুষিত জগতে ;
সে বঙ্গ হারায়ে তাঁরে
উদরের অন্ন তরে
পাগলিনী ভিখারিনী পৃথিবীর দ্বারেতে।

শ্রীধনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জোড়াসাঁকো, হাইস্কুল।

স্নায়ু রোগের প্রতিকার।

আমাদের দেহের মধ্যে যে সব অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ আছে, তাহাদের উপরে মানুষের অনেক ভাল মন্দ নির্ভর করে। সভ্যতা যত বাড়িতেছে, মানুষের স্নায়ুর অবস্থা ততই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এখনো যাহারা শিক্ষিত নয়, যাহাদের উপাধি পাড়াগেয়ে ভূত, যাহারা হাটে ঘাটে-মাঠে খোলা হাওয়ায় পরিশ্রম করে, সেই সব অসভ্য লোক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ততটা কষ্ট পায় না, যতটা পান আমাদের এই সহরের ইটের কোটরে বাসিন্দা লেখাপড়া জানা সভ্যতায় দুরন্ত বাবুলোকরা।

আমরা সভ্য বটে, কিন্তু আমাদের অনেকেরই স্নায়ুর উপরে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। বিকল স্নায়ু সমষ্টির খামখেয়ালের উপরে আমাদের সমস্তই নির্ভর করিতেছে। কারণ স্নায়ুর উপরে যাহারা কর্তৃত্ব হারায়, নিজেদের মনের ভাব ও চিন্তার উপরেও তাহাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। গতিক যখন বেশী খারাপ হয়, তখন তাহারা অনেক সময়ে আপন আপন ছায়া দেখিয়াও শিহরিয়া উঠে, অতীতের স্মৃতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া মন মরা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনায় জীবনকে দুঃসহ করিয়া তোলে।

এই শ্রেণীর অনেক লোক আবার রাজপথে একলা বাহির হইতে বা কোন খোলা যায়গা দিয়া যাইতে ভয় পায়। কেউ কেউ বন্ধ ঘরে থাকিতে ভীত হয়। কেউ কেউ জনতার ভিতরে গিয়া দাড়ানো অসম্ভব মনে করে এবং সকলের সামনে মুখ খুলিয়া দুটো কথা বলিতে তাহাদের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আবার স্নায়ুর উপরে শক্তিহীন অনেক লোককে অত্যন্ত কুনো এবং অসামাজিক হইতেও দেখা গিয়াছে।

মানসিক পদ্ধতির উপরে যাহারা ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম, তাহারাই আপনার ভাব, চিন্তা, অভিভূতি ও গতিবিধিকে ঠিকমত নিয়মিত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোকের জন্যও সরল স্নায়ু-বিশিষ্ট লোকের স্নায়ু-যন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

ডাক্তারী ভাষায় এই লোকগুলির নাম "Neurotics"। সাধারণত কবি, চিত্রকর ও গায়ক এবং অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিভাবান কলাবিদ্‌রাই এই স্নায়বিক অত্যাচারে বেশী-রকম জখম হন। ডাক্তারেরা তাই "Artistic temperament" বলিতে প্রায়ই স্নায়ু-শক্তিহীন লোক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের স্নায়ু-গ্রন্থি-পুঞ্জগুলি অতিশয় অস্থির হয়। একটু শব্দ শুনিলেই তাহারা চম্‌কাইয়া ওঠে, এবং সুখে-দুঃখে মনের বল্‌গা ছাড়িয়া হাসিয়া ওঠে বা কাঁদিয়া ফেলে।

অথচ একটু চেষ্টা করিলেই তাহারা স্নায়ুর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাহারা যে এ চেষ্টা করে না, তাহার আসল কারণ হইতেছে এই যে, তাহাদের বিশ্বাস এচেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস হারায়। তাহাদিগকে এই ভ্রম-বিশ্বাস দূর করিতে হইবে। স্নায়ুর উপরে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইবে।

একজন বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তারের মতে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তিলাভ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতেছে, Autosuggestion—অর্থাৎ "আত্ম-সঙ্কেত"। এই আত্ম-সঙ্কেত কথাটা শুনিতে শক্ত বটে, কিন্তু কাজে খুব সোজা। তুমি যদি ভীরু বা লাজুক হও, তবে তুমি মনে মনে ক্রমাগত ভাবিতে থাক, "না, আমি ভীরু নই, লাজুক নই! আমি সাহসী, আমি সপ্রতিভ,—নিজের উপরে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমি সব জায়গায় সমানভাবে যাইতে ও মিশিতে পারি, আমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।"—দিন রাত এই ভাবের ভাবুক হও, ভুলিয়াও ভাবিবে না, তুমি লাজুক, ভীরু, কাপুরুষ! অতীতের অক্ষমতা, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি একবারও মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। কিছুদিন এই ভাব সাধনায় একাগ্রভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই, আর তোমাকে স্নায়ুর গোলামী করিতে হইবে না, তোমার সমস্ত দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে, নিজের মনের ও কার্য্যের উপরে তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হিন্দুস্থান।

HOOK—WORMS.

বক্রকীটের প্রতিষেধক

সোমরাজ।

সোমরাজের সংস্কৃত নাম সোমরাজী,—বাঙ্গালা নাম সোমরাজ বা বাকুচ, ডাক্তারী নাম Serratula Authelnriutica, হিন্দিতে বাকুচী বলে।

সোমরাজ বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক বাটীতেই বেগুন মরিচ যে জমিতে হয়, তাহার একধারে কতকটি বীজ ছড়াইয়া রাখিলে বেশ গাছ হইতে পারে। সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ মাটীতে ফেলিলেই বর্ষার সময় ছোট ছোট গাছ হইয়া উঠে। পৌষ মাঘ মাসে ইহার পাতা শুষ্ক হইলে বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। আসাম ও কোচবিহার অঞ্চলে গৃহস্থেরা সোমরাজের আবাদ করে। সোমরাজের বীজ বণিকেরা বাজারে সর্ব্বত্র বিক্রয় করিয়া থাকে।

মাত্রা—পত্র সরস ১—৩ তোলা। বীজ চূর্ণ /০ আনা হইতে ৷৷০ আনা। পত্র ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, সমস্ত জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির প্রাবল্যের সঙ্গে সমঙ্গে এক প্রকার নুতন ক্রিমি রোগ দেখা দিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে হুক্ ওয়ারমস্ (hook worms) বলে, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে বক্রকীট বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। কীটের আকৃতি ও নামে সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যখনই এই কীট জীবন্ত অবস্থায় দেখিয়াছি, তখনই বক্র অবস্থায় দেখা গিয়াছে। বক্র কীট এক প্রকার ক্রিমি বিশেষ। ছোট সাদা ক্রিমির সহিত তুলনায় ইহা অত্যন্তই উদ্ধত ও গতিশীল। এই কীট ক্রিমি রোগের সমুদয় উপসর্গের সহিত দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা অতীব দ্রুত আনয়ন করে। ক্রিমির ন্যায় শরীরের সার পদার্থ আহার করিয়া এই ক্রিমি কীট বাঁচিয়া থাকে। দীর্ঘকাল শরীরের ভিতর এই কীট থাকিলে রোগীকে পাণ্ডুরোগগ্রস্তের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ দেখা যায়; শরীর রক্তহীন, দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়; উৎসাহ নাশ হয়।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহাই হউক, মুখ্যতঃ নানা প্রকার দূষিত খাদ্য ও পানীয় এই কীট বৃদ্ধির কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বক্রকীট রোগগ্রস্থ বহু ব্যক্তির চিকিৎসায় আমি দেখিয়াছি যে, সোমরাজ এই রোগ শীঘ্র ধ্বংস করিয়া থাকে। সোমরাজ ব্যবহারে এই কীট মরিয়া বাহির হইয়া যায়। ৬/৭টি সোমরাজের বীজ প্রাতে খালা পেটে শুধু জল দিয়া ২/৩ সপ্তাহ খাইতে হয়, ইহাতে ক্রিমির সমুদয় উপসর্গ ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া দেহ সুস্থ করে। সর্ব্ববিধ ক্রিমি রোগেই সোমরাজ ব্যবহার চলে, ইহা নির্দ্দোষ দ্রব্য, স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। সোমরাজের পাতায় ডাউল সিদ্ধ করিয়া 'তিতা ডাল' হিসাবে খাইতে পারা যায়। ইহা বেশ স্বাদু। মাঝে মাঝে এইরূপ আহারে শুধু বক্রকীট কেন, অন্যান্য ক্রিমিও হইতে পারে না, অনেক স্থলে এইরূপ আহারের প্রথা প্রচলিত আছে।

যাঁহারা বক্রকীটে ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমার এই পরীক্ষিত ঔষধটি অবশ্যই ব্যবহার করিয়া দেখিবেন; এবং ফলাফল আমাকে লিখিয়া জানাইলে আমার পর্য্যবেক্ষণের (experiment) বিশেষ সাহায্য হয়। আমি উৎকৃষ্ট সোমরাজ বীজ হইতে "ক্রিমিহর" বলিয়া একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। যাঁহারা সোমরাজ পাইবেন না, তাঁহাদিগকে এই ঔষধ লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। এই ঔষধটি ক্রিমি রোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রাতে জল দিয়া খাইতে হয়। দরিদ্রের দেশে মূল্যবান ঔষধ খরিদ করিবার ক্ষমতা নাই, দুর্ভাগ্য বশতঃ এই রোগের ভূমি আবার দরিদ্রের দেশ। আমার পরীক্ষিত এই ঔষধটি ব্যবহারে কোনও ভয়ের কারণ নাই। আশা করি, শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই নিরক্ষর লোকদিগকে এই প্রতিষেধক ঔষধটির ব্যবহার প্রণালী বলিয়া দেশের ও দশের হিতসাধন করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ হিসাবে সোমরাজ—মধুর তিক্ত রস, কটু বিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতল, রুচি কারক, সারক, রূক্ষ ও হৃদ্য, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক।

বাগভট্ট—(১) গাত্রে সোমরাজ চূর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে গাত্র সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। চিঃ ২০ অঃ। (২) কুষ্ঠ রোগী কৃষ্ণ তিলের সহিত সোমরাজ ১ বৎসর কাল সেবনে ঐ রোগ মুক্ত হয়।

বঙ্গসেন—(১) খদির কাষ্ঠ এবং আমলকীর কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক বাকুচী বীজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। (২) ক্রিমি দন্তশূল এই বীজ সেবনে আরোগ্য হয়।

ডাক্তারের হিসাবে—

Dr. A. F. Ross speaks favourably of an infusion of the powdered seeds (in doses of from 10 to 30 grains) as a good, a certain anthelmintie for ascarides.

ডাক্তার রস্ বলেন ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ চূর্ণের শীত কষায় ক্রিমি বিশেষ বিনাশের পক্ষে অব্যর্থ।

The ordinary dose of the bruished seed as an ânthelmintic,

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

administered in • • with honey is about a dram in two equal doses at the interval, of a few hours, and followed by apperent ; the worms are generally expelled in a lifeless state.

ফার্ম্মাকোপিয়া অব ইণ্ডিয়া মতে ক্রিমি হররূপে ব্যবহৃত সোমরাজ বীজের মাত্রা ১॥ ড্রাম। ইহা ১ ঘণ্টান্তর ২ বার সমভাগে প্রয়োজ্য! ইহা সেবনের পর রোগীকে মৃদুরেচক ঔষধ সেবন করান উচিত, বাকুচী সেবনে প্রায়ই মৃত ক্রিমি নির্গত নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়, কবিভূষণ।
পোঃ মালুচি, ঢাকা।

পত্রাদি।

মাননীয় "কাজের লোক" সম্পাদক।

সমীপেষু।

মহাশয়, আপনার অনুগ্রহে ব্লুব্লাক ও লালবড়ী কালী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছি, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নানা দেশে প্রচার হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হইতেছে ; এবং কালি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, নানা স্থান হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের প্রশংসা পত্রও পাইতেছি, আপনি আমার যতদূর উপকার করিলেন তাহা ইহ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। ৺ ভগবান আপনার মঙ্গল করুণ এবং লোকহিতকর "কাজের লোক" পত্রিকায় উন্নতি হউক।

নিম্নলিখিত বিষয় গুলি "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। বার সোপ সাবানকে নানা রকম নীল, লাল, কাল, সবুজ, বাদামী, হলুদ ইত্যাদি রং কিরূপে করিব অর্থাৎ নানা রংএর সাবান প্রস্তুত কি করে করিব ?

২। পরিমল, মাকোভা নস্য কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব।

৩। সাবানের ছাঁচ কোথায় প্রস্তুত হয় ? তাহাও প্রকাশ করিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ—কাপুড় ডিয়াপটী।
কুমিল্লা, ত্রিপুরা।

উত্তর।

১। বারসোপকে গলাইয়া তাহাতে লটকন ফলের বীজ দিলে বা জাকরান দিলে বা হলুদ দিলে হলুদ বর্ণ, গ্রীন আনিলাইন রং দিলে সবুজ রং হইবে।

২। পরিমল বা মাকোভা নস্য প্রস্তুতের ফরমুলা আমরা অবগত নহি।

৩। মাটীর বা কাষ্ঠের বা ধাতুর ছাঁচ নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহা বাজারে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

৪। হাত হইতে রং উঠাইবার কোন কোন আরক আছে বাজারে কি না জানি না।

৫। কালীর বড়ী ঔষধের পিল প্রস্তুতের মেশিনে করা চলিবে, বটকৃষ্ণ পালের নিকট পত্র লিখুন।

প্রঃ। এনিলাইন রং কোথায় পাওয়া যায়।

উত্তর। কলিকাতা খোঁড়া পটী ১নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীটে উদয় চাঁদ রাম মল নামক মাড়োয়ারীর দোকানে পাওয়া যায়। পূজার পূর্ব্বে দর ছিল পাউণ্ড ১০৲ টাকা।

মিঃ জে, এন মুখার্জ্জী, লাহোর।

আপনি ব্যস্ত হইলে তো চলিবে না, ৩০শে নবেম্বর "কাজের লোক" বাহির হইবার কথা পূর্ব্বে জানান থাকিলেও অনর্থক তাগাদা করিয়াছেন, "কাজের লোক" প্রত্যেক মাসের ৩০শে বাহির হয়।

কাপড়ে রং করার কথা "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত রূপে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা পুরাতন কাজের লোকের খণ্ড গুলিতে আছে। আমরা তাহা পুনঃপ্রকাশ করিতে অক্ষম, তাহাতে "কাজের লোকের" স্থান নষ্ট করা হইবে মাত্র। আবশ্যক হইলে পুরাতন "কাজের লোকের" খণ্ড গুলি দেখিতে পারেন। অথবা কলিকাতা মেঃ থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর নিকট ডাইং এবং ক্লিনিং সম্বন্ধে পুস্তক আছে, তাহা ক্রয় করিতে পারেন।

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা তথ্য।

POINTERS.

When patient is hysterical and complains of lump in throat, give *Ignatia.*

For placing the hands under the head, we may think of *Arsenicum. Bell. Platina, Gels.*

When patient throws or bends head backwards, we think of *Belladanna,* also of *Hepar* and *Hyos.*

Platina is indicated when she lies with hands over head and has extreme tenderness of genital organs.

Cina is well indicated, when child throws its head backwards, from intestinal irritation, on account of worms.

Spongia patient throws head backwards whilst sleeping and whilst sitting up; also found in diseases of the heart.

Staphisagria patient bends head forward, the tongue dropping out of the mouth, with swelling and soreness at the root of tongue.

In disease women frequently have the habit of placing their hands over the head in sleep; for this condion several remedies are indicated, the most prominent of which is *Pulsatilla.* When this same condition occurs in men, *Nux vomica* is the most prominent.—*American Physician.*

(হোমিওপ্যাথিক)

HOARSENESS.

স্বরভঙ্গ চিকিৎসা।

—:o:—

গায়কদের স্বরভঙ্গে কোন কোন ঔষধ আবশ্যক হয়?

কষ্টিকম্, গ্রাফাইস, সেলিনিয়ম এবং সলফর।

কার্ব্বোভেজিটেব্লিসের স্বরভঙ্গ এবং কষ্টিকমের স্বরভঙ্গের পার্থক্য কি?

কার্ব্বোর স্বরভঙ্গ—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, সন্ধ্যা কালে হীম লাগিয়া স্বরভঙ্গ হইলে কার্ব্বোভেজ দ্বারাই উপকার হইবে।

কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ শীতকালের, শুষ্ক, কঠোর শীতে এবং প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধিতে চমৎকার উপকার করিয়া থাকে।

ফস্ফরস—কিরূপ স্বরভঙ্গে ব্যবহার্য্য?

সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি, স্বর নালীর টাটানী থাকে, কাশিলে বা কথা কহিলে বেদনা অনুভূত হয়। স্বর কর্কশ—ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

কষ্টিকম্ এবং ফসফরাসে পার্থক্য? যথা:—

ফস্ফরাসের স্বর ভঙ্গ সন্ধ্যায় এবং স্বর নালীতে। কিন্তু কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ প্রাতে—Sternum প্রদেশে বেদনা অনুভব হয়, আরও বিশেষত, বেদনা এবং স্বরভঙ্গ শীতল জল পানে উপশমিত হয়।

কষ্টিকমের স্বর লোপ সম্পূর্ণ। রোগী উচ্চস্বরে কথা বলিতেই পারে না। স্বরনালীর শুষ্কতা বক্ষ পর্য্যন্ত, টাটানী বোধ, ষ্টারনমের মধ্য পর্য্যন্ত ক্ষতের ন্যায় বেদনা। তজ্জন্য শুষ্ক এবং গভীর কাশী। ফসফরাস এবং কষ্টিকমের পার্থক্য বিশেষ রূপে বুঝিয়া প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই দুটীর পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈষম্য সম্বন্ধ।

ইউপেটোরিয়ম পারফোলিকম স্বরভঙ্গের একটী ঔষধ বটে। কিন্তু কষ্টিকমের সহিত তুলনায় উভয়ের পার্থক্য কি?

উভয়েরই স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি, উভয়েরই ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শরীরে টাটানী থাকে। কিন্তু ইউপেটোরিয়মের বক্ষের অবস্থা কষ্টিকমের বক্ষের অবস্থার সহিত পার্থক্য আছে। ইউপেটোরিয়মের বক্ষ মধ্যে ক্ষত অনুভব হয়, কিন্তু কষ্টিকমে ভিতরে ক্ষতানুভব এবং জ্বালাকর দাহ "Eupatorium has a chest soreness than a burning or rawness."

সিনেগা স্বরভঙ্গ ব্যবহৃত হয়। সিনেগার স্বরভঙ্গে (Thoat) কণ্ঠনালী এত শুষ্ক যে, কথা কহিতে কষ্ট হয়।

বক্ষে স্বচ্ছ শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, তাহা চেষ্টা করিয়াও অতি কষ্টে তুলিতে পারা যায় না। বক্ষে (Soreness) টাটানীও বোধ হয়।

আরজেণ্টাম্ মেটালিকম বক্তা এবং গায়কগণের কিরূপ লক্ষণে প্রযুজ্য?

যেখানে স্বর নালীতে শ্লেষ্মা জমিতে থাকে, স্বর যন্ত্রের টাটানী এবং ক্ষত ভাব অনুভব হয়, কথা কহিলে সে স্বরভঙ্গ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হোয়াক করিলে স্বরনালীর (Larynx) এর শ্লেষ্মা অনায়াসে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আমোনিয়ম কষ্টিকমএর স্বরভঙ্গ কিরূপ? এই স্বরভঙ্গের সহিতও বক্ষমধ্যে অগ্নিশিখাবৎ জ্বালা থাকে।

অরাম ট্রিফিলিয়মের স্বরভঙ্গ কেমন? ইহাও গায়ক এবং বক্তাদের স্বরভঙ্গে ব্যবহার্য্য। বক্তৃতা বা গান করিতে করিতে হঠাৎ স্বর লোপ হইয়া যায়। স্বরযন্ত্রের অযথা অতি ব্যবহারের ফলে যে স্বর ভঙ্গের উৎপত্তি।

গান গাইতে আরম্ভ করিবামাত্র স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কোন্ কোন্ ঔষধ ভাল? সেলিনিয়ম এবং গ্রাফাইস্।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

Cleaning.

বস্ত্র পরিষ্কারের কাজ।

গরম কাপড় কাচিবার দেশী পদ্ধতি।

আলোয়ান, ফ্লানেল, প্রভৃতি পশমী কাপড় কাচিবার আমাদের দেশের পদ্ধতি এই, যথা—

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

রিটা আধপোয়া।
মুগুরীর ডাল বাটা অর্দ্ধপোয়া।
সাবানের ফেনা আবশ্যক মত।

রিটাকে একটা পাত্রে জলে দিয়া প্রথমে ফুটাইয়া লউন, একটু সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে মুগুরী বাটা দিয়া রিটা ও ডাল বাঁটা একত্রে চট্‌কাইতে থাকুন, এইরূপ করিতে করিতে খুব ফেনা উঠিবে। তাহা হইতে রীটার বীজ ও ছাল গুলিকে নিংড়াইয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিউন—জলটাকে ঠাণ্ডা হইতে দিউন, কেননা খুব গরম জলে কদাচ পশমী কাপড় দেওয়া উচিত নহে, কাপড় গলিয়া যাইতে পারে।

এই জলে কাপড় খানিকে ভিজাইয়া রাখুন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা রাখিবার পর বার-স্বার নিংড়াইয়া ও ভিজাইয়া চাপ দিতে থাকুন ও পুনরায় ভিজান। দেখিবেন, ময়লা কাটিয়া যাইতেছে, সেই ময়লা জল ফেলিয়া বারম্বার নূতন পরিষ্কার জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাচিতে থাকুন, যখন পরিষ্কার জল দিলেও আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন সাবানকে ঘসিয়া বা গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া বস্ত্র খানিকে পুনরায় সাবানের জলে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাচিতে থাকুন। যখন আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন পরিষ্কার জলে কাচিয়া শুদ্ধ চাপ্ দিয়া যতটুকু জল বাহির হইয়া যায়, বাহির করিয়া মৃদু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। বাতাসে শুষ্ক করাই প্রশস্ত উপায়। গরম বা পশমী কাপড়কে কদাচ খুব কড়া করিয়া নিংড়াইতে নাই, তাহাতে কাপড়ের ক্ষতি হইতে পারে। শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড কাষ্টের রোলারের মধ্যে শাল করগণ শুষ্ক কাপড়কে জড়াইয়া যেরূপ ইস্তিরি করেন, তাহা অনেকেই শালকরগণের নিকট দেখিয়াছেন। ইহা লিখিয়া পরিষ্কার বুঝাইবার সুবিধা হইবে না। কাপড়কে কাচিয়া শুষ্ক করার পর একটা ঘরের মধ্যে আল্‌না বা দড়ির উপর কাপড় গুলি রাখিয়া শালকর গণ সেই ঘরে গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া থাকে। ইহাতে নাকি কাপড় আরও সাদা হয় কিন্তু ইহা দ্বারা কাপড়ের অনিষ্ট হয় কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারিতে পারি না। তবে ইহা আমরা জানি যে, কোন রঙ্গীন কাপড়ে গন্ধকের ধোঁয়া লাগিলে তাহা অবিলম্বে বিবর্ণ হইয়া যাইবে, সুতরাং রঙ্গীন কাপড়ে কদাচ যেন গন্ধকের ধোঁয়া না লাগে।

গরম কাপড় কাচিবার পূর্ব্বে মেরামতাদি করিয়া লইতে হয় এবং কাপড়ে তৈল কালি প্রভৃতির দাগ থাকিলে আগে সেই দাগ উঠা-ইয়া ফেলিতে হয়। সেই সকল দাগ উঠাইবার বিবিধ প্রক্রিয়া আছে। তাহার আলোচনা করিবার অত্র স্থান নাই, সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গরম কাপড়ে রং করিতে হইলে কাপড়কে জলে প্রথমে ভিজাইয়া তাহার পর রংএর গামলায় চুবাইয়া লইতে হয়, ভিজা কাপড়েই রং সমভাবে ধরিয়া থাকে, তাহার পর শীতল জলে পুনরায় কাচিয়া লইয়া ছাওয়ায় শুষ্ক করিতে হয়। রঙ্গীন কাপড় অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে তাহার রং জ্বলিয়া যায়। কাপড়ে রং করার বিষয়ও স্বতন্ত্র। তাহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে এবং "কাজের লোকের" পুরাতন খণ্ডে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

IMITATION WAX CANDLE.

কৃত্রিম মোমবাতি।

চর্ব্বি (Tallow) কে প্রথমে রিফাইন বা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। চর্ব্বিকে গলাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চুণের গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চর্ব্বি পরিস্কৃত হইয়া যায়। সেই পরিস্কৃত চর্ব্বি অর্দ্ধভাগ এবং আসল মোম ১ ভাগ উভয়ে যখন গলিয়া যাইবে, তখন পূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় বাতি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। উপরোক্ত টালো এবং মোম যখন গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর চূর্ণ দিয়া দিলে আলো শুভ্র ও পরিষ্কার হয়।

PREPARING WICK.

পল্‌তে প্রস্তুতের প্রক্রিয়া।

সূত্রগুচ্ছকে নিম্নলিখিত লোশনে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া বাতির মধ্যে দিলে চর্ব্বি গলিয়া গড়াইয়া পড়িবে না, অথচ আলোকও উজ্জ্বল হইবে।

সল্টপিটার বা সোরা চূর্ণ ১ আঃ।
চুনের জল ২ কোয়ার্ট বোতল

ইহাতে পল্‌তা ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া বাতির মধ্যে দিতে হইবে।

ব্লাক্ এনিলাইন কলার সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জানাইছি যে, ইহার দাম ২২৲২৩৲ টাকা পাউণ্ড। এক প্রকার নকল আছে, তাহার পাউণ্ড ১৫।১৬৲ টাকা। কলিকাতা খোঙড়াপটী, ১নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

হিত-বাণী

আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য যাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, সে বড় রকমের কাপুরুষ, এবং দয়ার পাত্র। জগতে এইরূপ কাপুরুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বার্থান্ধ হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে নাই

স্বার্থ এবং পরার্থ ভদ্র ও জ্ঞানীলোকেই দেখিয়া থাকেন। যে তাহা দেখিতে চায় না, সে বড় রকম মূর্খ এবং প্রকৃত অন্ধ।

জগতের সমস্ত লোক যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি এই বিশ্বটা একাই ভোগ করি, এ ধারণা অতি নীচ ও কদর্য্য। ভোগের সহিত শান্তি চাই, পরস্ব অপহরণে শান্তি পাওয়া অসম্ভব।

দুর্ব্বলের অশ্রুজল সবলের তরবারি অপেক্ষাও বলবান। তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস অবাধে ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম।

যাহা অপরে করিলে তোমার অসন্তোষ ও ক্রোধের সীমা থাকে না, সেই কার্য্য তুমি অপরের করিবার বেলায় দেখিতে যদি না পাও, তাহা হইলে তুমি অন্ধ যে নহ, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।

প্রকৃতিগত দুষ্ট চরিত্রকে সংশোধন করা যায় না। কেন?

"স্বেদিতোমর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ
পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তো দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ শ্ব পুচ্ছং
প্রকৃতিং গতঃ।"

কুকুরের ল্যাজ বাঁকা; কিন্তু সেই বক্র কুকুর পুচ্ছকে কেহ যদি স্বেদিত এবং মর্দ্দিত করিয়া রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া বারটি বৎসর পরেও খুলিয়া দেয়, তাহা হইলেও সেই যে বাঁকা, সেই বাঁকাই থাকিয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতগত দুষ্ট চরিত্রকে কোন প্রকারেই সংশোধিত করা যায় না।

স্বভাবোহি যস্যাস্তি স নিত্যং
দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা
তৎ কিং নাশ্নাত্যুপানহং॥
হিঃ উঃ।

যাহার যাহা প্রকৃতিগত স্বভাব, তাহার সে স্বভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। তাহাকে মণি মুক্তায়, জামা কোট দিয়া সাজাইলেও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। কুকুর বাদসা হইলেও তাহার চর্ম্মপাদুকা ভক্ষণের লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হয়।

সেই জন্য বঙ্গ মহিলাগণ বলিয়া থাকেন:—

কুকুর যদি বাদসা হয়, মতি দোলে যদি কাণে।
তবু আড় চোখে আড় চোখে চায় ছেঁড়া জুতার পানে।

"Pride goes before fall"

অহঙ্কার পতনের অগ্রগামী। পতনের পূর্ব্বেই অহঙ্কার একটা অধঃপতনের বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা স্মরণ রাখিবে। তেজ, অহঙ্কার এত দম্ভ কিসের তোমার? জীবন জলবিম্ব প্রায়, ইতিহাসে পুরাণ কোরাণে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

—:*:—

Blessed is the Peace maker, not the Conquor.

বিজয়ী অপেক্ষা শান্তি স্থাপন কর্ত্তাই ধন্য। পার যদি বিবাদ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়া ধন্য হইও।

"Fool and obstinate people make Lawyers rich." বোকা এবং জেদাল লোকে মোকর্দ্দমা করে সর্ব্বস্ব নষ্ট করে তাহার উকিলকে বড় লোক করিয়া দেয়। এ দেশে এই শ্রেণীর বোকা এত বেশী যে গণনা করাই দুঃসাধ্য।

বক্তৃতার শক্তি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহান লিন্কলন বলিয়াছিলেন যে, "Oratory is the great power that moves to do and dare. It was oratory that wrecked Rome and Christianity live." অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা একটা অসীম শক্তি-যাহা জাতিকে কাজ করিতে প্রবৃত্তি দেয় মানবকে সাহসী করে। বক্তৃতাতে রোমের ধ্বংশ হইয়াছিল, বক্তৃতার জোরেই আজও খৃষ্টধর্ম্ম জীবিত আছে।

Dickenson একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক, তিনি বলিয়াছিলেন,—"It is too common with all of us, but it is specially in the nature of a mean mind to be overrawed by fine clothes and fine furniture." অর্থাৎ ইহা প্রায় আমাদের সকলের মধ্যে ও বিশেষরূপ নীচ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সুন্দর সাজ সরঞ্জামে আশক্তি অধিক। হায় হায়! আমাদের দেশেও ক্রমে এই সাংঘাতিক ঘোড়ারোগ সংক্রামিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে গত জুলাই মাসে কত চাউল রপ্তানি হইয়াছে তাহা দেখুন—

১।	ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে	২০৭৪ মোণ
২।	তুরস্ক	১৪৪০৪৩ ,,
৩।	এডেন প্রভৃতি দেশে	৫৭২৩ ,,
৪।	আরব	১৭১০২৭৬ ,,
৫।	বেহোরিণ	২৮০২০৫ ,,
৬।	পারস্য	২৫৫৮০৬ ,,
৭।	লঙ্কাদ্বীপ	৯৯৫১২২৮ ,,
৮।	ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	২৯০৫২০২ ,,
৯।	জাভা	১০৫২ ,,
১০।	চীন	৬৩৭২ ,,
১১।	জাপান	৫৭৭৩৩ ,,
১২।	মিশর	৫৪০ ,,
১৩।	ন্যাটাল	৬৪৮৪ ,,
১৪।	পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৭৩২৫১ ,,
১৫।	মরীসস	১২২০৪ ,,
১৬।	জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৩৬১৩ ,,
১৭।	পূর্ব্ব আফ্রিকা	৫১৭৫৭ ,,
১৮।	অন্যান্য আফ্রিকা বন্দর	৬৪২৮৫ ,,
১৯।	অন্যান্য দেশ	৬৭৫০০ ,,

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ✓০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

এদেশের অন্নাভাবের কারণ কি, উপরোক্ত হিসাবে তাহা বুঝা যাইবে। যে রক্ষক, সে যদি ভক্ষক হয়, তবে দেশরক্ষা কে করিবে? এই তালিকা পড়িয়া সকলে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন!! (নব্য ভারত)।

যুদ্ধ জয়ের আনন্দোৎসবের দিন নিকটাগত হইয়া আসিতেছে ভীষণ যুদ্ধে জগৎবাসীর আনন্দ উৎসব যে হওয়া উচিত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু দেশের লোকে দুর্ম্মূল্যতায় অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে রোগে শোকে পীড়ায় জর্জ্জরিত হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ এই আনন্দোৎসবে কয়জন প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে—যুদ্ধের অবসান হইলেও—যুদ্ধ জনিত কুফলের অবসান হয় নাই—দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে পৃথিবী ব্যাপী দুঃখের ঘনঘটা যেন আরও ঘনাইয়া আসিতেছে ভগবান এ দুর্দ্দিন কতদিনে কাটিবে?

সন্ধি-উৎসবে কলিকাতা।

কলিকাতায় সন্ধি উৎসবের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে কমিটী গত আগষ্ট মাসে গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটী জানাইতেছেন, উৎসবের সময় গৃহসৌধসমূহ আলোকিত করিয়া খরচের মাত্রা বাড়ান হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের জন্য সরকারকে যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে, সেজন্য সরকার স্থির করিয়াছেন, উৎসবের সময় সরকারী বাড়ীগুলীও আলোকিত করা হইবে না। তবে অন্যান্য কার্য্যের জন্য সরকার উৎসব-কমিটীকে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিবেন। কমিটী দরিদ্র ও ছাত্রদের ভোজকেই তাঁহাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র দরিদ্র ও ছাত্রদের ভোজ দেওয়ার ব্যবস্থায় সরকার অর্থসাহায্য করিবেন। সকল জেলায় দরিদ্রদিগকে কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন। স্থানীয় ব্যক্তিরাও ঐরূপ বস্ত্রবিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। কমিটী যে মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা ডিসেম্বর মাসের ১৩ই বসিয়া ১৬ই পর্য্যন্ত থাকিবে; প্রয়োজন বিবেচনা করিলে ২১শে পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বড় বড় কারবারীরা প্রদর্শনীতে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। মেলা ও প্রদর্শনী ইডেন গার্ডেনে বসিবে, সে জন্য এখন হইতে তথায় দোকান পাট বসিবার জায়গা ঠিক করা হইতেছে। ১৫ই তারিখে অপরাহ্নে আর্ম্মী ও নেভি ষ্টোরের সম্মুখের গড়ের মাঠে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, হাইল্যাণ্ডারদের নৃত্য, মশাল জ্বালিয়া সৈন্যদের মিছিল, সামরিক বাদ্য প্রভৃতি হইবে।

যুদ্ধ জয়ের আমোদৎসব তালিকা।

গত বারে এ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিয়াছি। সম্প্রতি ইহার নিম্নে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর শনিবার।—(১) স্কুলের ছেলেদের আমোদ প্রমোদ, (২) মেলা ও প্রদর্শিনী, (৩) অন্তপুরিকা রমণীদের আমোদ প্রমোদ—কিরূপ আমোদ প্রমোদ—তাহা লেখা নাই।

১৪ই ডিসেম্বর রবিবার।—(১) সঙ্কীর্ত্তনের শোভা যাত্রা, (২) দরিদ্রের খাওয়ান, (৩) স্কুলের ছেলেদের আমোদ, প্রমোদ, (৪) মেলা।

১৫ই ডিসেম্বর সোমবার।—(১) সেনা ও জাহাজের গোরাদের আমোদ প্রমোদ, (২) যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রদর্শন, (৩) আলো ও বাজি পোড়া, (৪) মেলা।

১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার।—(১) রাজা সম্রাটের মঙ্গল কামনা, (২) সেনা ও জাহাজের গোরাদের আমোদ প্রমোদ, (৩) মেলা, (৪) ঘোড়দৌড়।

সুলভে

গ্রামোফনের পিন্।

আমরা আসল গ্রামোফোন পিন প্রতি বাক্স ৵০ আনা, জাপানী ।৵০ জোনোফোন ।০ বাক্স বিক্রয় করিতেছি। পত্রপাঠ অর্ডার করুণ।

এন, বি, সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

১নং সি, বেণ্টিক ষ্ট্রীট লালবাজারের মোড়, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থসমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব; ফেরিকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে, কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন রাস্তায় নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন না লিখিয়া **২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা** লিখিতে হইবে। আমাদের বন্ধু বান্ধব, গ্রাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলে চিরকৃতজ্ঞ হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ, কাজের লোক।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মুল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।/০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮ℓ০

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অযোগ্য হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩ℓ০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪।৶০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
অটুট রাখিতে
'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা, অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্ফূর্ত্তিকর। দাম এক টাকা ন' আনা। অশ্বান অশ্বান অশ্বান অশ্বান অশ্বান

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,

২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,

কার্য্যাধ্যক্ষ,

পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া।

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১।০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ১॥০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) ভরি	৪৲
ঐ ষড়্গুণ ভরি ..	৬৲
চ্যবনপ্রাশ সের	৩৲
শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ...	৪৲

সালসার শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণঘটিত রুদ্র সালসা। সর্ব্বপ্রকার রক্ত বিকৃতির মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১।০, তিন শিশি ৩৲ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,
১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4,
ENGLAND.

Business established 105 years.

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক

তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে শুনে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার ঘেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২॥০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

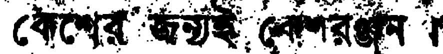
	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে		৭৲ টাকা প্রতি মাসে		৬৲ টাকা প্রতি মাসে	
½ „	৫৲	„	৪৲	„	৩॥০	„
⅓ „	৪৲	„	৩॥০	„	২৲	„
১ কলম	৩৲	„	২॥০	„	২৲	„
½ „	১৸০	„	১॥০	„	১।০	„

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৵০ ছয় আনা।
৩ তিন শিশি ২৷০ টাকা মাত্র; মাশুলাদি ... ৸০ বার আনা।

বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸০ বার আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট্ ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট্ পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট্ অফ্ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। **Improvement of agriculture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

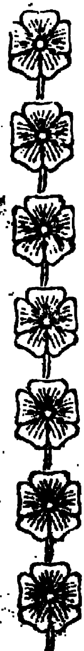
Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

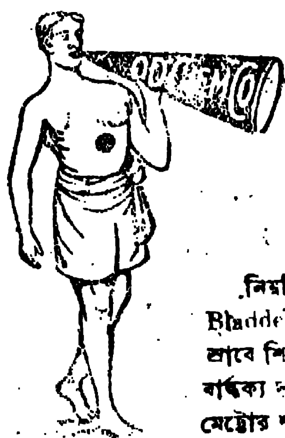
ডাইরেক্টর
চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একসচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। | New Series. December 1919. | নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর ১৯১৯। | Vol. XIII. No 12.





শানমেট্টো।

SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, ঋত্বিক বা মেরুদণ্ডিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

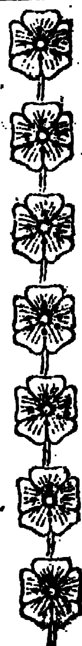
আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৵৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।

OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A



কাজের লোক আফিস্—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেট চুন

সীলেট চুণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।
ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামৃত, দুর্ব্বল শিশুদের জন্য ৷৵০।

বাটলিওয়ালার অম্লকিরোরবাম, সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া আঘাতজনিত ও যন্ত্রণার জন্য ৷৵০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাল্পতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ১৷০।

বাটলিওয়ালার (কলেরোল) কলেরার এবং রক্তামাশয়ের জন্য ১৲।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ করিয়া) ১৷০।

ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay.
Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৸০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine, Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTON, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisments, etc., apply to our London agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London, E. C; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C; Sells, Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক. চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ॥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৲ একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের জন্য অগ্রিম ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং
সুনাম গঞ্জ, শ্রীহট্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫টী সেট্‌,

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.
Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.
The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."
Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."
Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫৷৵০, ৬।০ ও ১১৷৷০। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইম্‌পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

১। ব্লক পোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

কাজের লোক।

অপূর্ব্ব সুযোগ—২৭৲ টাকারস্থলে ১২৷৷৹ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ৴৹ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩১।২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ৴১০ ও ৴১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২।৹, ৩৷৵৹, ৪৲, ৬৲, ৭।৹ ও ১২৷৷৹ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস্, পিলিউলস্ ইত্যাদিও সুলভ।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৸৹।

২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৸৹ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸৹ আনা।

৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ।৹ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেরই উপকারী।

৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্ম্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।৹ টাকা।

৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—সুবৃহৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৷৷৹ টাকা।

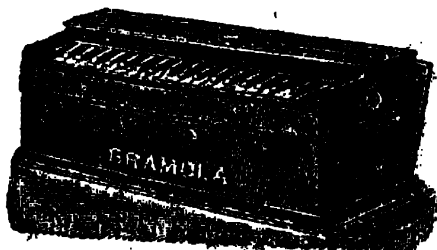
৭। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৷৵৹ আনা।

৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৸৹ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত, আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার মূল্য অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪৲

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬৲ ও ৫০৲

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ॥০ ১৲।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৲

Write for Illustrated Catalogue

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২।০ এবং মাত্র ।০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, London, E.C.

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—স্বরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেন্ স্প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুন্দর মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন্ পিন—প্রতি বাক্স ১৲, জাপানী ও জোনোফোন পিন ।০ বাক্স। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, মেডিক্যাল ষ্ট্রীট (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের
ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	৷৶০
মাঝারী	।৶০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৸৶০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্‌স্ লেন, কলিকাতা।

চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চুপ্‌সিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৲

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ।৵০ ২নং ।/০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্ব্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১'০ অর্দ্ধআনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

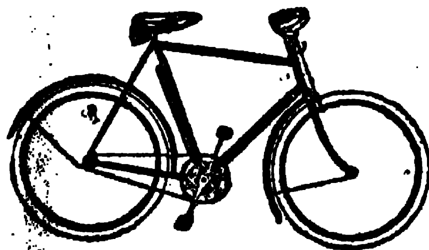


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল্‌স



টেরিল গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাহাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুসখুস্ প্রভৃতি ও ফুস্ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয়ঃ—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

JAN 13 ... WRITERS ...

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XIII.
১২শ সংখ্যা।	December, 1919.	ডিসেম্বর, ১৯১৯।	No. 12.

এই সংখ্যার সহিত "কাজের লোকের" ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইল। ভগবানের ইচ্ছা এবং পাঠকগণের অনুগ্রহই যে "কাজের লোকের" এই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার কারণ, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করাই "কাজের লোকের" প্রথম হইতে লক্ষ্য ছিল, এবং বরাবর সেই মুখ্য লক্ষ্যই রক্ষা করিয়া আসিবার প্রয়াস পাইয়াছি। নিত্যই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে আমাদের প্রদর্শিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কার্য্য গ্রাহকগণ সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ইহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তন হইতেছে, লোকে প্রকৃতই স্বাবলম্বনের প্রয়াসী হইতেছেন।

লোকে বুঝিতেছে যে, শুদ্ধ চাকরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ সহজ নহে, কিছু কিছু শিল্প এবং ব্যবসায় side line অর্থাৎ পার্শ্ব পন্থার আবশ্যক। সেই জন্য "কাজের লোক" পূর্ব্বাপেক্ষা জনসমাজে আদৃত হইতেছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আমাদের প্রার্থনা তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই ত্রয়োদশ বর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া লোকের যাহা শুভকর, সুপাঠ্য এবং বাঙ্গালার শিল্প,ব্যবসায়, বাণিজ্যের সাহায্যার্থ যাহা হিতকর বুঝিয়াছি, তাহাই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া "কাজের লোকের" কলেবর সুসজ্জিত করিয়াছি। অসংখ্য স্বদেশ ও বিদেশের শিল্প কৃষি, বাণিজ্য চিকিৎসা বিষয়ক দুর্লভ বিষয় "কাজের লোকে" সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল দেশের লোকে পড়িলে, দেশের ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেই আমাদের ত্রয়োদশ বৎসরের কঠোর চেষ্টা সার্থক হইবে, শ্রম সফল হইবে। আমরা আর অন্য কিছু চাহি না।

অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ন্যায় শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষাতেও যথাযোগ্য অধ্যয়ন এবং আত্মনিয়োগের আবশ্যক হয়, নচেৎ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায় না। সেজন্য শিল্প বাণিজ্যে প্রকৃতই আসক্তি এবং অনুরাগ থাকিলে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক সাহিত্যের আদর করিতে অভ্যস্ত হওয়ার দরকার। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এই শ্রেণীর সাহিত্যের তাই এত আদর। কারণ সে সকল দেশে শিল্পকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এদেশে চাকরীই জীবিকার প্রধান এবং মুখ্য লক্ষ্য করা হইয়াছিল বলিয়া যাবতীয় জাতীয় শিল্প এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাই এদেশে শিল্প বিষয়ক সাহিত্যের আদর ছিল না। সুখের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিষয়, এখন ক্রমে ক্রমে জনসাধারণে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে কেবল চাকরীই সমাজের হিতকর নহে, কিছু কিছু side line না হইলে চলে না।

দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সকলের ইংরাজীতে অভিজ্ঞ নহেন, "কাজের লোকে" বাঙ্গালা ভাষায় আমরা সাধারণের বোধগম্য করিয়া সহজ কথায় সরল ভাষায় সেই সকল অসংখ্য side line বা পার্শ্ব পন্থা প্রদর্শন করিয়াছি। দেশের লোকে তাহা সাদরে গ্রহণ করিলে আমাদের অপার আনন্দ উপভোগের, এবং শ্রম সার্থক করিবার সুবিধা ও সুযোগ হয় নাকি? সুতরাং সাধারণের নিকট আমাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের দাবী অসঙ্গত নহে।

Notes of Interest.

জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই যে, মফঃস্বলের চাসের জন্য মাঠের পুষ্করিণী গুলিই রীতিমত বর্ষা না হইলে একমাত্র আশাস্থল। কিন্তু মাঠের পুষ্করিণী গুলির অবস্থা সর্ব্বত্রই অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বহুকাল সংস্কার না হওয়ায় তাহা এখন ডাঙ্গায় পরিণত হইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় আবুল কাসেম মহোদয় প্রস্তাব করেন যে, জল সেচনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় যে সকল জলাশয় আছে, তাহাদের উন্নতি সাধন বা পঙ্কোদ্ধার করার জন্য সত্বর একটা ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজন হইলে এজন্য যেন আইন বিধিবদ্ধ হয়। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ কমিং মহোদয় এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন এবং বলেন ইতঃপূর্ব্বে সরকার এজন্য ঐ প্রস্তাব মত কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই আমরা তজ্জন্য মাননীয় আবুল কাসেম মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এদেশের অধিকাংশ স্থলে বিশেষঃ পশ্চিম বঙ্গে যথা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় অনেক স্থলেই নদী বা বন নাই। ক্যানেল নাই। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবেই আকাশের দিকে বৃষ্টির জন্য তাকাইয়া চাষ করিতে হয়। পর্য্যাপ্ত বর্ষার জল না হইলেই হাহাকার উঠিয়া থাকে, অন্নকষ্টে বহু প্রাণ যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্যানেলাদির জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলেও মাঠের পুষ্করিণীগুলির জীর্ণ সংস্কারের ব্যবস্থা হইলে বহু শস্য বাঁচিয়া যাইবে। অচিরে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিলেই সুখী হইব।

বর্দ্ধমানে কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী।

আগামী শান্তি উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ বর্দ্ধমানে এক কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী হইবে। বর্দ্ধমান টাউনহলে এ বিষয়ে গত ৬ই আগষ্ট তারিখে এজন্য জন সাধারণের মহতী সভা হয়। সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত বারলি মহোদয় এই সভায় সভাপতি হন এবং সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে প্রদর্শনীই শান্তি উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইবে। তবে ইহাও স্থির হয় যে, শান্তি উৎসবের দিনে অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হইবে। এই সব সিদ্ধান্ত অনুসারে, শান্তি উৎসব এবং প্রদর্শনী সমিতি এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ১২ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর যে কয়দিন গবর্ণমেণ্ট হইতে শান্তি উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কয়দিনে অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইবে। তবে ঐ সময় প্রদর্শনীর জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, প্রদর্শনী কিছু পরে অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী (১৩ই হইতে ২১শে মাঘ) হইবে। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে ভিক্ষুকগণকে চাউল এবং বস্ত্র বিতরণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং বিদ্যালয় সমূহের এবং পুলিশ কনেষ্টবলগণের ক্রীড়া আর এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। একটী শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা হইয়াছে। বস্তুতঃ আমোদ প্রমোদ অথবা আতসবাজিতে বৃথা অর্থব্যয় বর্ত্তমান বৎসরে সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রদর্শনীর জন্যও যথোপযুক্ত আয়োজন হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলার এরূপ অনুষ্ঠান একরূপ নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমিতি যে অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্দ্ধমান জেলার কৃষি এবং শিল্পের ক্রমোৎকর্ষ সাধন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের একই প্রকার দ্রব্য এবং সকল স্থানের নানাপ্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া তাহার জন্য পারিতোষিক দান—এই সকল উপায় দ্বারা এই উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং সরকারি, কৃষি ও অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ উন্নতপ্রণালী দেখাইয়া এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা এই ভিত্তি স্থাপনের সাহায্য করিবেন। আশা করা যায়, এই উদ্দেশ্যের সহিত মহানুভব এবং চিন্তাশীল

ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি আছে। সুতরাং কার্য্যকরী সমিতি সাহস করিয়া সকলেরই নিকট এই অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইয়া এই পত্র প্রচার করিতেছেন। প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ, নানা প্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং কৃষি এবং শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রদর্শনীতে সমাগম, এই সকল বিষয়েই সমিতি সকলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী। প্রদর্শনীর মহদুদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া সকলেই ইহাকে সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। এই বৃহৎ জেলার যেখানে যে দ্রব্য উৎপন্ন অথবা প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্য যাহাতে প্রদর্শিত হয়, তাহার চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল, –

বৰ্দ্ধমান কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী।

টাউনহলের দক্ষিণস্থিত ময়দানে।

পৃষ্ঠপোষক অনারেবল শ্রীব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।

২৭শে জানুয়ারী ১৯২০ (বাঙ্গালা: ১৩ই মাঘ, ১৩২৬)

অপরাহ্ণ ২টার সময় খোলা হইবে এবং ২রা ফেব্রুয়ারী (বাঙ্গলা ১৯শে মাঘ) ২টার সময় বন্ধ হইবে।

উদ্দেশ্য :—বর্দ্ধমান জেলার কৃষি এবং শিল্পের ক্রমোৎকর্ষ সাধন।

বিনামূল্যে দ্রব্য প্রদর্শন— কৃষি এবং শিল্প ব্যবসায়ীগণ সত্বর স্ব স্ব দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আবেদন করুন।

উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য নানাবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য বিশিষ্ট পুরস্কার। দ্রব্য অবাধে বিক্রয় করিতে পারিবেন, অব্যবসায়ীগণ এবং ভদ্র মহিলাগণ এখন হইতে কারুকার্য্য অথবা অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন—তাঁহাদের দ্রব্য সাদরে গৃহীত হইবে।

যে সকল প্রদর্শক নিজ দ্রব্য তত্ত্বাবধানে থাকিতে না পারিবেন, তাঁহারা সেক্রেটারির নিকট সাহায্য পাইবেন।

প্রদর্শনীর দরমার বেড়ার বাহিরের দিকে নিম্নলিখিত হারে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন, ১বর্গ ফুট ৵০ আনা, ১বর্গ গজ ১৲ টাকা। ২ বর্গগজ ১॥০ টাকা; নীচের দিকে, মাটি হইতে ৪ ফুট পর্য্যন্ত, এবং উপরের দিকে ৮ ফুটের উপর হইতে ইহার অর্দ্ধেক দাম দিলেই চলিবে। অষ্ট প্রহর পুলীশ পাহারা থাকিবে, সুতরাং বিজ্ঞাপন নষ্ট হইবার ভয় নাই।

এই মহদনুষ্ঠান সফল করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সকলে নিজ ক্ষমতানুযায়ী অর্থ সাহায্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে তাঁহার স্বাক্ষরিত রসিদ প্রাপ্ত হইবেন।

প্রদর্শনীতে বিনামূল্যে প্রবেশ। সকলে আসিয়া দেখিবেন। অন্যান্য বিষয় নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
সদর সবডিভিসন্যাল অফিসার, প্রদর্শনী সমিতির সেক্রেটারী। বৰ্দ্ধমান।

সার সংগ্রহ।

চিনাবাদাম চাষ।

অতি সহজেই চিনাবাদামের চাষ হইতে পারে। আসানসোল মহকুমায় জমি চিনাবাদাম চাষের উপযোগী। অতএব শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণকে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, যেন এই অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারা চিনাবাদামের চাষ করেন। কার্পাসের ন্যায় ইহাতেও তত বেশী যত্ন আবশ্যক করে না। কোন কোন বার খুড়িয়া দিলেই যথেষ্ট। আমরা গবর্ণমেণ্টের ডিষ্ট্রিক্ট কৃষি অফিসারের নিকট হইতে ইহার বীজ (২০ সের) বিনামূল্যে লইয়া ওয়ারিয়া ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী পুরুষাগ্রামে ইহার চাষ করাইয়াছিলাম। খোসাগুলি ছাড়াইয়া বীজগুলি আট হাত অন্তর বালুকাময় জমিতে বসাইয়াছিলাম, তাই জল সেচনে দরকার হয় নাই। দুই প্রকার বীজের মধ্যে বড় জাপানগুলিই ভাল। কেননা তাহারই ফলন বেশী। অধিকন্তু কোন কোনটী বীজ অপেক্ষাও বড়। আমি পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সকলেই বড় জাপানগুলিরই চাষ করুন; ইহার ২॥০ সেরে এক সের তৈল হইবে। নূতন ঘানিতে তৈল বাহির করিলে খোলগুলি মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিণত হইবে। কেননা ইহাতে তৈল বেশী থাকায় আমরা সহজে উহা হজম করিতে করিতে পারি না।

ডি পি বুট,
কৃষিবিদ্যালয়,
আসানসোল।

টাকা রোজগার।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—'অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমার ভাগ্যে একাদশী।'—এ কথা মিথ্যা নহে। মা আমার সত্যসত্যই অন্নপূর্ণা।—আমরা না খাইতে পাইয়া দুঃখ করিতেছি, সে আমাদেরই দোষ। নচিলে, উপার্জ্জনের পক্ষে এমন সুবিধার স্থান আর আছে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী এদেশে আসিয়া যত শীঘ্র ধনী হইবার সুযোগ পায়, এদেশীয় তেমন নাই।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বিকানীর, আলোয়ার ও জয়পুর প্রভৃতি দেশে মাড়োয়ারীদের অবস্থা একবার দেখিয়া আসিলেই বুঝা যায়, অর্থাগমের পথ কোথায় সুপ্রশস্ত! যে মাড়োয়ারী আজ এদেশের কল্যাণে কোটি পতি হইয়া কলিকাতা কিনিয়া লইবার আকাজ্ঞা করিতেছে, সেই মাড়োয়ারী জাতি বোম্বাই প্রদেশে গিয়া কোনও সুবিধা করিতে পারে না। সেখানে মারহাটী, ভাটিয়া ও নাখোদা-মুসলমান প্রভৃতি প্রবল। তাহারা শিক্ষিত ব্যবসায়ী;—কাজেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী সেখানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আদৌ মাথা তুলিতে পারে না। অথচ সেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী এদেশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বিরাজ করিতেছে। কোনও বাধা-বিঘ্ন নাই;—কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ইহারা এখানে বসিয়া জনে জনে প্রায় কোটিপতি হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এদেশ যে অন্নপূর্ণার দেশ এবং এদেশে অর্থোপার্জ্জনের পথ যে অতি সুগম, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা যে এমন দেশের সন্তান হইয়াও দৈন্য ও অভাবের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যাইতেছি, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতারই ফল। কিসের অজ্ঞতা?—অর্থোপার্জ্জনের পথ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, টাকা রোজগার করিতে হইলে কোন্ জিনিসকে মূলধন করিয়া কোন্ পথ দিয়া কেমন ভাবে চলিতে হয়, তাহা আমরা একটুও জানি না।

এ পথের যাত্রী হইতে হইলে টাকাকে ধ্যান-জ্ঞান করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম ঐ টুকুরই প্রয়োজন! অর্থের প্রতি ঐ মমতা বোধ না থাকিলে বা না জন্মিলে অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। পয়সাকে যে মানুষ মন-প্রাণ ঢালিয়া খুঁজে, পয়সাও তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জীবনই এ কথার প্রমাণ। অর্থের প্রতি এ ভালবাসা কিন্তু আমাদের জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করি না। উহা জন্মিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাশের মোহ আমাদের মন হইতে অনেকটা কাটিয়া যাইত। আমরা তাহা হইলে আমাদের ছেলেদের ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে ২০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দোকান ও কারখানা প্রভৃতিতে কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করাইয়া দিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতাম না। যেখানে অর্থানুরাগ প্রবল, সেখানে এ সঙ্কোচ এ ইতস্ততঃবোধ প্রভৃতি কোনও কিছু থাকে না। ঐ অর্থানুরাগই এখন আমাদের কাম্য [illegible]।

বুদ্ধির চেয়ে সততাই এখানে অধিক কার্য্যকরী। সততাই এ ক্ষেত্রের প্রধান শিক্ষা। সুতরাং আমরা যে মনে করি, বি-এ ও এম এ পাশ করিয়া, বেশী লেখা পড়া শিখিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ব্যবসায় বুদ্ধিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিব, সে ধারণা নিতান্ত ভুল। এদেশে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া যাঁহারা বেশ নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় নহেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইলে হয়ত তাহা সুফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ী হইতে হইলে ব্যবসায় বুদ্ধিটা অর্জ্জন করাই—সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। অন্য সকল কাজের মত এ কাজেও সাফল্য লাভ করিতে হইলে এ কাজের শিক্ষানবিশী করা প্রয়োজন। এই কথাটাই এক্ষেত্রে প্রথম কথা।

হিন্দুস্থান

দুর্ভিক্ষে দান।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, প্রসিদ্ধ জারমলীন নামক ঔষধের আবিষ্কারক আর, গেভিন কোম্পানী পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অধিবাসীদের সাহায্য কল্পে মিঃ সি, আর, দাসের হস্তে নগদ ৫০০৲ শত টাকা ও ৫০০ শত শিশি জারমলীন প্রদান করিয়াছেন, দেশের সমস্ত ধনী ব্যক্তির এই উদাহরণ করা উচিত। দেশমান্য নেতা উক্ত সি, আর, দাস মহাশয় উক্ত কোম্পানীকে ধন্যবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন, দাতা শতং জীবতু।

শুভ-সূচনা।

কয়েক দিন হইল, লর্ড রোণাল্ডসের উদ্যোগে মিকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল। সেই সভা অতি ত্বরায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক কমিটি গঠন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কলিকাতা ও কাচরাপাড়ায় দুইটী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ায় রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য্য ও কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণ, মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ, তাড়িত প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। কমিটির উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

কুলী ও পাঠশালার গুরুমহাশয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী সার্প সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—একজন কুলী ৮০ বার আনা রোজ পায়, কিন্তু একজন পাঠশালার গুরু মহাশয়ের দৈনিক উপার্জ্জন বড় জোর।৶০ ছয় আনা! ইহার উপর আর মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

বাণিজ্য ব্যবসায়।

চাউল রপ্তানি।

গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৫৬,৬৮০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। তাহার পূর্ব্ব মাসে ৩৬,১০৮ টন রপ্তানী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে আহার সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে বহুলোক দুই বেলা ভাত খাইতে পায় না। অথচ ভারতবর্ষ হইতে চাউল বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ২৭ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু অক্টোবর মাসে ৮,০০২ টন রপ্তানি হইয়াছে। বিদেশে এত চাউল চলিয়া গেলে আমাদের ক্ষুধার জ্বালা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২,৮৪,৬৯২ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ১৪,৯৭,৯৩৮ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের দেশের লোকের অন্ন ক্লেশ বেশী হইয়াছে। রপ্তানি কমান হইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ করা হয় নাই। ইহা খুব আপত্তি জনক।

গম।

গম ভারতের এক প্রধান খাদ্য দ্রব্য। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৭৭০ টন ও অক্টোবর মাসে ৭৭৮ টন গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫০৭৬ টন রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসর ঐ ৭ মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২,৬২,৭৭২ টন। গম রপ্তানি খুব কম হইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা।

চা।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। অক্টোবর মাসে এক ইংলণ্ডেই ৭ কোটি পাউণ্ড গিয়াছে। সেপ্টেম্বরে তথায় ২ কোটি ৪০ পাউণ্ড গিয়াছিল। চা যত বিদেশে যায়, ততই ভাল। ইহা আমাদের খাদ্য বা পানীয় নয়, মদ খোরদের দেশে ইহার যত আদর হইবে, ততই মদ খাওয়া কমিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত গত ৭ মাসে মোট ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছে; গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল।

কেরোসিন তৈল।

গত অক্টোবর মাসে বিদেশ হইতে ৫ কোটি সের কেরোসিন তৈল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের অক্টোবরে একসের কেরোসিনও বিদেশ হইতে আইসে নাই। গত বৎসর এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কেরোসিন তৈল ২০২২,১০০০০ সের আমদানি হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসর ঐ ৭ মাসে ৩২,২৯,১০,০০০ সের আমদানি হইয়াছে। সুতরাং কেরোসিনের দাম হ্রাস হইয়াছে।

চিনি।

এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই ৭ মাসে ২২,৮৯,৮৪,০০০ সের চিনি আমদানি হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ২৮,৯৯,৩৮,০০ আমদানি হইয়াছিল। জাভা, জাপান ও চীন হইতে চিনির আমদানি হইয়া থাকে। মরিসস্ হইতে আগে চিনি আসিত, এখন তাহা কমিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য জাহাজ।

যুদ্ধে বহু জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, সৈন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বহনের জন্য বহু জাহাজ নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং বাণিজ্যের জন্য জাহাজ পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু এখন বাণিজ্য জাহাজ সংখ্যা ক্রমেই বেশী হইতেছে।

যুদ্ধে পূর্ব্বে ১৯১৩ সালের অক্টোবরে মোট ১০৩ খানা জাহাজ, ৫,৭১,৬৭২ টন মাল লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। গত বৎসর অক্টোবর মাসে ৩৩৩ খানা জাহাজ ৩,২০,৫২২ টন ও গত অক্টোবর মাসে ৩৮৭ খানা জাহাজ ৫,০৫,৬৪৪ টন মাল লইয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩ সালের অক্টোবর ২১৮ খানা জাহাজ ৬,২৫,৫০৭ টন দ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে ৪০০ জাহাজ ৪,৭২,৭৩২ টন ও গত অক্টোবরে ৩১৬ খানা জাহাজ ৫,৯২,৪৬২ টন মাল লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে।

বেঙ্গল প্রভিন্সাস রেলওয়ে।

তারকেশ্বর হইতে মগরা এবং দশঘরা হইতে জামালপুর গঞ্জ পর্য্যন্ত এই রেলওয়ে বিস্তৃত। বাঙ্গালী ইহার প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্গালী ইহার পরিচালক। সুতরাং ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ১৮ বৎসর হইল, ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক বিঘ্ন বিপদ কাটাইয়া আজও যে ইহা বাঁচিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য্য। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯১৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯১৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট আয় ১,২৬,০১১ টাকা ও মোট ব্যয় ১,০২,২২৭ টাকা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর আয় ১০৮৮৬০ ও ব্যয় ৯৬৯১৬৲ হইয়াছিল গতবৎসর যাত্রী সংখ্যা ৪,৪০,৪৫৫ এবং তাহাদের ভাড়া হইতে ৯৫২৮৪ টাকা আয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর যাত্রী সংখ্যা ৪,২৭,৬৭৭ ও ভাড়া হইতে আয় ৮,৭৫০ টাকা হইয়াছিল।

মালের আয় গত বৎসর ২৯,০৬৯ টাকা এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসর ২৬,১৪৩, টাকা হইয়াছিল। যাত্রী ও মাল হইতে আয় বাড়িয়াছে। ইহা খুব আশার কথা। সমস্ত খরচ বাদে ১২২৯৭ টাকা হাতে ছিল; কিন্তু রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তাহা বর্ত্তমান বর্ষে ব্যয় করিতে হইবে, সুতরাং অংশীদিগকে কিছু দেওয়া হয় নাই। (সঙ্কিঃ)

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Commercial Information.

ভারতজাত দ্রব্য।

খদির।

ইহার ইংরাজি নাম Cutch accacia, Catichu. বাঙ্গালায় ইহার নাম খদির বা খয়ের। খদির গাছ হিমালয়ের পশ্চিমাংশে এবং বর্মায় দৃষ্ট হয়। খদির বৃক্ষ বড় হয়। তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া বৃক্ষের ভিতরের সারাংশকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া বড় বড় হাণ্ডার মধ্যে জল দিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করা হয়, তখন ইহা হইতে ঘনীভূত গুড়ের সিরপের মত একটা ঘন আটার মত বাহির হইতে থাকে। তাহাকে আরও জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করা হয়, তাহার পর ঘন হইলে কাঠের কুচি গুলি ছাঁকিয়া তুলিয়া লইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জ্বাল দিলে খুবই ঘন হইয়া যায়। তাহা শীতল এবং শুষ্ক হইলেই খয়ের প্রস্তুত হয় যাহারা খদির প্রস্তুত করে, তাহার বলে যে ১টন আন্দাজ কাষ্ঠ হইতে ২৫০ বা ৩০০ পাউণ্ড খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। যেহেতু এই কার্য্য সাধারণ ছোট ব্যবসায়ী-গণের হাতে নিহিত আছে। ১৮৯৫—৯৬ সালে বিদেশে ১৮৩৭২৯ হন্দর রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য ২৪৬৪০৭ পাউণ্ড। তাহার পর হইতে ইহার রপ্তানি কম হইয়াছিল। খদির আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যেই অধিক গিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স, জর্ম্মণী এবং হলাণ্ডেও ইহার ক্রেতা ছিল এবং এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া যাইত। ১৯১৩ হইতে ভারত ও রেঙ্গুন হইতে আমদানীর পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

	রপ্তানী হন্দর	মূল্য পাউণ্ড
১৯১৩—১৪	৫৮৮৫৯	৬২১৬২
১৯১৪—১৫	৬২০৪১	৬০৮৪৪
১৯১৫—১৬	১৪৫৭১১	১৬১৩৩৩
১৯১৬—১৭	৬০২৯৫	৭০৯০৪
১৯১৭—১৮	৪২১৩৩	৪৪৭৫১
১৯১৮—১৯১৯	৫৪১২৫	৭৭১৮০

এই খদির রপ্তানির প্রধান বন্দর রেঙ্গুন এবং কলিকাতা, অনুপাতে আমদানীর পরিমাণ রেঙ্গুন [illegible]কাতা ৪। কলিকাতার বাজারে চলিত মনের দরে, রেঙ্গুনে চলিত হন্দর দরে বিক্রয় হয়। আমাদের বোধ হয়, যুদ্ধের জন্য খদিরের রপ্তানী ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও পান খাইবার জন্য খদিরের কাটতি কম নহে। খদির বিদেশীরা রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়া থাকে। আমাদের বেণেদের দোকানে বিবিধ প্রকারের খদির দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—পাপরী, জনকপুরী, চিত্‌খয়ের প্রভৃতি। খদির চিকিৎসায় ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে খদিরের গুণঃ—

কষায় তিক্ত রস, শীতল, পাচক পিত্ত কফ নাশক, দন্তের উপকারক, কুষ্ঠ, বিসর্প, কাশ, রক্তস্রাব শোথ কণ্ডু ব্রণ মেদোদোষ নাশক। খদিরের নির্য্যাস কটু তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক সংকোচক, মুখরোগ ও কণ্ঠ রোগে হিতকর।

ভারত রত্ন ভূমি এইরূপ কত যে লাভজনক দ্রব্য এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব। সম্পাদক।

অর্থ স্রোতে জোয়ার ভাটা।

সোনার খনির 'সেয়ারে' টাকা খাটানো আর অন্ধের মত কপাল ঠুকিয়া কাজ করা প্রায় একই কথা। ওয়েষ্ট্রেলিয়ার একটী সোনার খনির ব্যবসায়ে (Hampton Properties. Limited), 'সেয়ারে'র দাম সেদিন পর্য্যন্ত দুই আনাও ছিল না। হঠাৎ সোনার নূতন খোঁজ পাওয়াতে তাহার 'সেয়ারে'র দাম এখন সাড়ে সাইত্রিশ টাকায় গিয়া দাড়াইয়াছে। এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, সেখানকার 'সেয়ারে'র দাম ক্রমে আরো বেশী চড়িয়া যাইবে। এক সময়ে মহিশূর রাজ্যের Mysore Gold Mining Company র অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষরা ব্যবসায় তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য, পঁয়তাল্লিশ হাজার মুদ্রাব্যয়ে তাঁহারা আরো খানিকটা স্থান খুড়িয়া ফেলিলেন। ভাগ্যক্রমে শেষবারের খননের ফলে একেবারে নয় কোটি টাকার সোনা পাওয়া গেল এবং অংশীদারেরাও যথেষ্ট লাভবান হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সোনার খনির অংশীদারদের ভাগ্য এমন খারাপ ছিল যে, পনেরো টাকা দামের প্রত্যেক সেয়ারে'র মূল্য ক্রমে কমিয়া শেষটা এক পয়সায় গিয়া দাড়াইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আর-একটি সোনার খনির পনেরো টাকার 'সেয়ারে'র দাম আধ পয়সাতে নামিয়া আসিয়াছিল। ষ্টক-এক্সচেঞ্জে'র অপূর্ব্ব মহিমায় রুষিয়ার একটি সোনার খনির 'সেয়ারে'র মূল্য আশ্চর্য্যরূপে চড়িয়া গিয়াছিল। আগে সেই সোনার খনির মূলধন ছিল পনেরো টাকা 'সেয়ারে'র মোট পনের লক্ষ টাকা। মাস-কয়েকের মধ্যে তাহার দাম দুই কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷৹ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

তুর্কীর মদ-খাওয়া।

মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণকে মদ্যপান করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুরাদেবীর এমনি অপার মহিমা যে, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি ভক্ত সংগ্রহ করিতে অপারগ হন নাই। তুর্কদেশে মদ আমদানির বিরুদ্ধে খুব কড়া আইন চলিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে অসংখ্য মাতালকে দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ বিদেশীয় দূতবাও সেখানে আপনাদের ব্যবহারের জন্য মদ, গভীর রাত্রি ভিন্ন আর কোন সময়ে আনাইতে পারিতেন না। কারণ দিনের বেলায় রাস্তা দিয়া মদ লইয়া যাইতে দেখিলে অনেক ধার্ম্মিক মুসলমানের চরিত্র খারাপ হইবার সম্ভাবনা ছিল। যে সকল তুর্কী মদ্যপিপাসী, তাহারাও প্রত্যেকবার মদের পিয়ালায় চুমুক দিবার আগে ভীষণ চীৎকার করিয়া ওঠে! এই চীৎকারের অর্থ,—"হে আত্মা! আমি মদ্যপান করিতেছি, সাবধান! দেহের এক কোণে ঢুকিয়া তুমি গা-ঢাকা দিয়া থাকো,—নহিলে তোমাকে কলঙ্কিত হইতে হইবে!" , হিন্দুস্থান।

আয়র্ল্যাণ্ডের সমীপবর্ত্তী একটিমাত্র ছোট গ্রামে, মরসুমের সময়ে ছয় লাখ টাকার Mackerel মাছ ধরা হইয়াছে।

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

কাগজের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—:০:—

গত জুলাই মাসে "কাজের লোক" পেপিয়ার মেচি প্রস্তুতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অদ্য কাগজ দ্বারা অন্যান্য কতকগুলি জিনিস প্রস্তুতের প্রণালী বিবৃত করা হইবে।

কাগজ মণ্ড—ইহাও এক প্রকার পেপিয়ার মেচি। এস্থানে কাগজকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ কাগজকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এত নরম কর, যেন প্রায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এক খণ্ড টীনের এক প্রান্তে করাতের দাঁতের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কাটিয়া লও। ৬।৭ খানা কাগজ বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাতে উক্ত টীনের দাঁত লইয়া কাগজের উপর আঁচড়াইতে থাক। দেখিতে পাইবে, কাগজ অতি ক্ষুদ্র [illegible] বিভক্ত হইতেছে। সমস্ত আচড়ান হইলে এই খণ্ডগুলি একখানা কাপরের উপর চাপিয়া জল বাহির করিয়া লও। এই কাগজ চূর্ণ ময়দার লেইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা কাদার মত যে কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে পার।

নিম্নলিখিত ফরমুলা মতে ছাঁচ সাহায্যে কাগজ মণ্ড দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর জিনিস প্রস্তুত করা যায়।

কাগজ মণ্ড	১০ ভাগ।
সিরিস	১৫ ,,
সফেদা	৮ ,,
প্লাষ্টার অব পারিস ২	,,

সমস্ত ওজন মত লইবে। সিরিস এমন পরিমাণ জলে গলাইবে যেন পাতলা থাকে। এই জলে প্রথমতঃ কাগজ মণ্ড, পরে সফেদা দিয়া সমস্ত ভাল রকম মিশ্রিত কর। ছাঁচে ঢালিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত করিবে। ছাঁচের ভিতর দিকে উত্তম রূপে তৈলাক্ত করা আবশ্যক, নতুবা ছাঁচের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যাইতে পারে।

কাগজের পুটিং—

কাষ্ঠের ফাটাল ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য কাগজের পুটিং নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পার।

কাগজকে প্রথমতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর এক পাউণ্ড ময়দা, ¼ কোয়ার্ট ঠাণ্ডাজলে ভাল রকম মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ফিটকিরী চূর্ণ এক আউন্স নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ভাল রকম নাড়িতে থাক। এই ময়দার লেইর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাগজ চূর্ণ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, তৎপরে চাপা দিয়া যতদূর সম্ভব লেই বাহির করিয়া লও। এই কাগজের পুটিং দ্বারা দরজা, জানালা প্রভৃতির ফাটল অতি সুন্দর রূপে মেরামত করা যাইতে পারে।

কাগজ মণ্ড দ্বারা ফাঁপা মূর্ত্তি প্রস্তুত প্রণালী

৫০ ভাগ অতি সূক্ষ্ম শ্লেট বা কর্দ্দম চূর্ণের সহিত ২০ ভাগ কাগজ মণ্ড জল দ্বারা মিশ্রিত কর। ইহাতে ৩০ ভাগ প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত করিয়া ঘন লেইর মত কর। ছাঁচের ভিতরাংশ পূর্ব্বেই ভাল রকম শুষ্ক ও গরম করিয়া তৈলাক্ত করিয়া রাখিবে। এক্ষণে ছাঁচের মধ্যে উপরোক্ত মণ্ড ঢালিয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই প্রথমতঃ ছাঁচ সংলগ্ন অংশ শক্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু মধ্যাংশ তখনও তরল থাকিবে। এই অবস্থায় ইহা ঢালিয়া লইলেই জিনিসের ভিতর ফাঁপা হইবে।

মুখোস প্রস্তুতপ্রণালী—

মুখোসের, ছাঁচের উপরি ভাগে তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর পাতলা কাগজ চাপা দিয়া বসাও। তৎপর একটি মোটা ব্রাস দ্বারা প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত কাগজ মণ্ড ইহার উপর বসাও। ইহা শীঘ্রই শক্ত হইয়া যাইবে, তৎপর আবার সেই মণ্ড মাখাও। এই

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা লইব না।

প্রকারে মুখোস পুরু না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প অল্প করিয়া মাখাইতে থাক। মাখাইবার সময় লক্ষ্য রাখিও, যেন সর্ব্বত্র সমভাবে মাখান হয়, নতুবা মুখোসের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

রিলিফের (Relief) কাজ—

ছাঁচের উপর পশু পক্ষী লতা পাতা ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত থাকিলে জিনিসের উপরও যে ঐ সকল অঙ্কিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যদি ছাঁচের উপর কিছু অঙ্কিত না থাকে এবং জিনিসের উপর তোমার চিত্র অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমতঃ পিসবোর্ড হইতে তোমার ইচ্ছানুরূপ প্রতিকৃতি কাট এবং ইহা সিরিস দ্বারা ছাঁচের গাত্রে সংলগ্ন কর। এই ছাঁচ হইতে কাগজ দ্বারা জিনিস প্রস্তুত করিলে তাহাতে এই ছবিগুলি গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহার উপর তোমার ইচ্ছামত রং ফলাইতে পার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস

পোঃ নিলামি বাজার ; সিলেট।

মদ্যপানে বিপদ।

যাঁহারা সুরাপান করেন, তাঁহারা সতর্ক হউন। এক্ষণে হুইস্কিতে কাঠের একপ্রকার সুরাসার মিশ্রিত করিয়া রং করা হয়। এ সুরা পান করিয়া আমেরিকায় ১৩৭ জন মারা গিয়াছে এবং ১৪৯ জন অন্ধ হইয়াছে। ইহার উপর সুরাপান জন্য যে অকালমৃত্যু ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন—(১) কোন্ কোন্ জেলায় গবরমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইন জারি করিতে চাহেন? (২) এই আইন অনুসারে কতদিনের মধ্যে ইউনিয়ন-বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের বাছাই আরম্ভ হইতে পারে? (৩) যদি গবরমেণ্ট ইউনিয়ম ফণ্ডে টাকা দেন, তাহা হইলে ১৯২০-২১ সালে এই প্রেসিডেন্সিতে সর্ব্বসমেত কত টাকা দেওয়া হইবে?" অনরেবল মিঃ ওমালী উত্তর দেন,—১৯১৯ সালের ১লা নবেম্বর হইতে বৰ্দ্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় এই আইন আমলে আসিয়াছে এবং ঢাকা জেলায় শীঘ্রই আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য জেলাতেও আইন জারি হইবে; তবে ইউনিয়ম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এখনও পদ্ধতি সিদ্ধান্ত হয় নাই। (২) ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের পর ছয় মাস মধ্যেই প্রথম বাছাই হইবে। লোকাল বোর্ডের বাছাই হইবে বেঙ্গল লোকাল সেলফ গবরমেণ্ট আইন অনুসারে, ভিলেজ সেলফগবরমেণ্ট আইন অনুসারে নহে। (৩)গবরমেণ্ট ১৯২০-২১ সালে ইউনিয়ম ফণ্ডে টাকা দিবেন না।"

Agricultural Notes.

ভারতের কৃষি।

গত দুই বৎসর ভারতবর্ষে কোন্ শস্য কত উৎপন্ন হইয়াছে ও একার প্রতি কত পাউণ্ড হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮
	টন		সালে একার প্রতি পাউণ্ড	একার প্রতি
চাউল	২,৩৬,৭২০৯০	৩,৬২,৩৬০০	৬৯৯	১০১৩
গম	৭৫,০২,০০	৯৯,২২,৫০	৭০৭	৮২৬
ইক্ষু	২৩,৩৭,০০০	৮৩,১১০০০	১৮৫৬	২৬৪০
তিসি	২,২৯,০০০	৫,১৪০০০	২৬০	৩০৪
সরিষা	৭,৫৯০০০	১১,৫৩,০০০	৩৫১	৩৬২
তিল	২,৫৮,০০০	৩,৮১,০০০	১৬৫	১৯৯
চীনাবাদাম	৪,৯০,০০০	১০,৫৭,০০০	৮৩৭	১২২৩
নীল	৪৪০০০ হন্দর	১,২৭,০০০ হন্দর	১৬	২০
	থলি বস্তায়			
তুলা	৩৬,৭১০০০ বস্তা	৪০,৬৫০০০বস্তা	৭২	৬৪
পাট	৬৯,৪৬০০০ বস্তা	৮৮,৬৫০০০ বস্তা	১১১৩	১২৯৬
চা	৩৮,০৪,৫৯,০০০ পাউণ্ড	৩৭,১২,৯৬০০০ পাউণ্ড	৫৬০	৫৫৭

গত বৎসর চাউল, গম, ইক্ষু, সরিষা, তিল, পাট প্রভৃতি কম জন্মিয়াছিল, কাজেই উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক টন = ২৭ মণ, এক পাউণ্ড = আধ সের, এক একার = ৩ বিঘা হিসাবে ধরিলেই কত মণ কত সের শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। (সংগ্রহ)

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

এই সংখ্যায় সহিত সমস্ত গ্রাহকেরই বার্ষিক মূল্য শোধ হইল। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে মূল্য পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক, দয়া করিয়া যেন ১৯২০ সালের বার্ষিক মূল্য এই ডিসেম্বর সংখ্যা প্রাপ্ত মাত্রই পাঠাইয়া বাধিত করেন। আমরা অতঃপর ছাত্র দিগকে ১৷৷০ মূল্যে কাগজ দিতে অক্ষম, কাগজের মূল্য কমে নাই! আমরা ক্ষতি-স্বীকার করিয়াই দিতাম।

প্রতিহিংসা।

"It cost none to revenge injuries than bear" অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা প্রতিহিংসা ব্যয়বাহুল্যাকর। সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ, প্রতিহিংসা নারকীয়। তাই বলিতেছিলাম, তুমি প্রবল প্রতাপশালী ও জয়ী হইতে পার, কিন্তু যেন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তোমার হৃদয় কলুষিত না করে। প্রতিহিংসা করিতে যাইয়া সর্বশান্ত হইতে হয়, লোক চক্ষে মহত্ত্ব হারাইয়া দীন ও হেয় হইতে হয়।

বিজীতকে ক্ষমা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জেতা বিজেতাকে পরাজিত করিলেও তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমা দ্বারা—মহত্ত্ব দ্বারা বিনা রক্তপাতে বিজীতের হৃদয় চিরতরে অধিকার করিতে পারে ইহা অতি বড় মূল্যবান কার্য্য সন্দেহ নাই।

EDITOR'S NOTE BOOK.

Fire-proof wash for clothes :—

Tungstate of soda is excellent, but too expensive; satisfactory resault are obtained by simple solution of 4 parts of Borax and 3 parts of Epsom Salt. The only precaution necessary is that the solution (which is easily made by adding 3 or four parts of warm water to one part of mixture) be used immediately since the active principle, the insoluble borate of magnisia, soon precepates.

Scientific, America.

Economical Fuel :—

Mix coal or charcoal or saw-dust	1 part
Sand of any kind	2 parts
Marl or clay	1 part

in quantity as thought proper.

Make the mass up wet into balls of a convenient size and when the fire is sufficiently strong, place these balls, according to their size, a little above the bar and they will produce a heat considerably more intense than common fuel, are insure a saving of one-half of the quantity of coals. A fire thus made up will require no stirring nor fuel for ten hours.

S. A. 226.

HOW TO MAKE FRUIT SALT.

Fruit salt is a useful family aperient.

Carbonate of Soda	4 ounce
Citrate of Magnisia	4 ,,
Tartaric acid	2½ ,,
Cream of Tartar	2 ,,
Epsom Salt	1 ,,

The salt and soda to be well-dried and the whole well-mixed in mortor with pestle.

W. B. (S. A. 226.)

HAIR WASH to darken the hairs gradually.

Sulphate of iron (green, crushed)	1 dram
Rectified Spirit	1 Fl. ounce
Oil of Rosemary	10 to 12 drops
Pure water (Soft.)	½ pint

Agitate them together until the solution and mixture is complete. Many persons substitute the strongest old ale for water as ordered above.

A SAFE HAIR DRESSING.

The following is from the year Book of Pharmacy for 1872.

Cocoanut oil	20 oz.
Castor oil	3 pound.

Melt the cocoanut oil and add then the castor oil; agitate until they are thoroughly mixed and add strong alcohol 4 pint.

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

HEALTH AND HYGINE.

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা।

শুদ্ধ রোগের অজুহাতে রাশীকৃত ঔষধ উদরসাৎ করিলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং রোগ মুক্তির জন্য জল, বায়ু, রৌদ্রও কম আবশ্যকীয় নহে। জল বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু রৌদ্র বা সূর্য্য কিরণ যে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের এবং স্বাস্থ্য রক্ষার অতি অপরিহার্য্য উপকরণ, সেই সম্বন্ধে কিছু জানাবার বাসনায় অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

THE SUN BATH.

ডাক্তার কেলগ্ বলিয়াছেন যে, "The value of sun-light in the maintenance and restoration of health although well recognized is seldom made practical utility in the treatment of the disease" অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ স্বাস্থ্য রক্ষার এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের অতি সুপরিচিত উপায় হইলেও রোগ চিকিৎসায় কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বাস্তবিকই তাই। সূর্য্য রশ্মি দ্বারা যে উৎকট পীড়া সমূহ আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহা আমাদের আর্য্য ঋষিগণের সময় হইতে চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতি পদ্ধতি অন্তর্দ্ধান হইতেছে। সদ্যজাত শিশুকে তখন সূর্য্যকিরণে যে ফেলিয়া রাখা হইত, তাহা প্রাচীন স্বাস্থ্য বিদ্গণের অজ্ঞতা এবং অবিবেচনার পরিচায়ক নহে, আবশ্যকীয় বিবেচনায়। প্রসূতি এবং সদ্যজাত শিশু রৌদ্রেই তাহাদের স্বাস্থ্যলাভ করিত। সূর্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এত আবশ্যকীয় এবং হিতকর বলিয়াই সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা আর্য্য ঋষিগণ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। উৎকট রোগ মুক্তির জন্য সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্ঘদান প্রভৃতির যে সকল ব্যবস্থা, তাহা ভীত্তিহীন কল্পনা নহে অপিচ স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মাঙ্গলিক এবং হিতকর। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন তাহা স্মরণ রাখিয়া দেন।

সূর্য্য কিরণের [illegible]ভাবে প্রাণী মাত্রেরই যে কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সাধারণের তাহা অবিদিত নহে। রৌদ্রের অভাবে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা অতি [illegible] প্রাপ্ত হয়, বিবর্ণ ও রুগ্ন হই[illegible]ত্যকা বা রৌদ্রহীন স্থানে বৃক্ষ লতাদি জন্মে না, জন্মিলে তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্ পর্ব্বতের গভীর উপত্যকায় যে সকল নরনারী বসতি করে, তাহাদের অবস্থা অতি কদর্য্য। প্রায় সমস্ত নরনারীই গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত, প্রফুল্লতা-হীন অলস এবং অকর্ম্মণ্য। এই সমুদয় গভীর উপত্যকায় সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, এই স্থানের তরু লতার ও পশু পক্ষীরও এইরূপ অবস্থা। স্ত্রীলোকগণ গলগণ্ডগ্রস্তা, প্রায় বিকলাঙ্গ, সৌন্দর্য্যহীনা; পুরুষগণও তদ্রূপ, উৎসাহ এবং বিবেকবিহীন। কিন্তু তাহার কিছু উচ্চে পর্ব্বত গাত্রে যাহাদের বসবাস, তাহারা বুদ্ধিমান, রোগশূন্য, কঠোর পরিশ্রমী। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, ইহারা রৌদ্র পাইয়া অতি সবল ও সুস্থকায় থাকে। যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, অতি অন্ধকারময় নিম্নতলে বসবাস করিলে কতদূর শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। নির্জ্জন কারাবাসীগণের অনেকেই উন্মাদ হইয়া উঠে, অনেকে যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। রৌদ্রের উপকারিতা বহু হাঁসপাতালে বারম্বার পরীক্ষিত হইয়াছে—"The value of the sun-light for the sick has been amply demonstrated by hospital experience which shows a much large percentage of recoveries in rooms abundantly exposed to the sun than in those excluded from its rays." অর্থাৎ হাঁসপাতালের যে সকল রোগীর গৃহ মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা অতি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যাহাদিগকে এই রৌদ্র হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহারা উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

সেইজন্য বর্ত্তমান যুগের আমাদের বাবুগণকে বলিতেছি যে, রৌদ্রে কিছু রং ময়লা হইয়া যায় বলিয়া পরিত্যাগ নহে বরং রৌদ্রের অভাবে বহু উৎকট ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য পিপাসার অবসান করিয়া দিবে। প্রতিদিন কিয়ৎক্ষণ করিয়া রৌদ্র সেবন স্বাস্থ্যরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় উৎপাদন।

এদেশের বহু যোগী ঋষি সূর্য্যকিরণে বসিয়া তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন। এই সূর্য্য রশ্মিতে Energy অক্ষুন্ন থাকে। মানুষ, যাহারা সূর্য্য কিরণে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহারা কঠোর পরিশ্রমী নীরোগ, কর্ম্মঠ। ইয়োরোপেও প্রাচীন কালে এই রৌদ্র সেবনের উপকারিতা অজ্ঞাত ছিল না। প্লুটার্চ্চ বলিয়াছেন যে, এথেন্সের জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত ডাইওজেনিস তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে কয়েক ঘণ্টা করিয়া সূর্য্য কিরণে বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া থাকিয়া তাহার নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন। এক সময় আলেকজাণ্ডার তাঁহার যদি কোন উপকার করিতে পারেন, সেই আশায় ডাইয়ো

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা লইব না।

জনিসের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, পণ্ডিতবর! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। উত্তরে ডাইওজেনিস বলিয়াছিলেন, রাজন! কেবল! আমার রৌদ্র আড়াল করিয়া ছায়া করিবেন না।

"Only stand a little out of my sun"

ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হইবে। এই দীর্ঘজীবি প্রাচীন দার্শনিক রৌদ্র বা সূর্য্য কিরণকে কত মূল্যবান মনে করিতেন। Plini একজন ভুবন বিখ্যাত চিকিৎসক, তিনি বলেন, যে, রোমানগণও সূর্য্য কিরণ সেবনে অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন প্লিনি এবং যুবক প্লিনি উভয়েই রৌদ্রে আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিতেন।

জনৈক ফরাসী চিকিৎসক অনেক ব্যক্তিকে, যাহারা তাহাদের শিশু এবং বালক দিগকে তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ লইয়া আসিতেন, তাহাদিগকে বলিতেন যে, "Take these children to the country, feed them as well as you can, but above all, roast them—roast them in the sun" অর্থাৎ এই সকল বালককে পল্লী গ্রামে লইয়া যাও, যতদূর পার, ভাল আহারাদি দিও। সকলের উপরে ইহা দিগকে ভাজিয়া ফেলিও রৌদ্রে ভাজিয়া ফেলিও' এই সুচিকিৎসক শিশু চিকিৎসায় কেবল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অসংখ্য শিশুকে রুগ্নাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই রূপ অসংখ্য প্রমাণ দেখান যাইতে পারিত কিন্তু ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকিলাম। আমাদের ভদ্রলোকের সন্তান সন্ততি সর্ব্বদাই রুগ্ন, শীর্ণ, দুর্ব্বল, কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণের সন্তানগণ তেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন নহে। তাহার কারণ, তাহারা সর্ব্বদাই মুক্ত দেহে শীত তাপ সহ্য করিয়া উন্মুক্ত বায়ুতে খেলা ধূলা করিয়া থাকে। আমরা আমাদের সন্তান দিগের গাত্রে রৌদ্র লাগিতে দিই না, অহরহঃ কাপড়ের বস্তার ন্যায় অষ্টে পৃষ্ঠে জামা কাপড় পরাইয়া গৃহ কোণে রাখিয়া থাকি, ছেলে রৌদ্রে যাইলে সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া ধরিয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া রাখি, কিন্তু এতদ্বেও শিশুগুলি রোগের ভাণ্ডার স্বরূপ কিছুদিন থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়।

মানব দেহ রক্ষার্থে [illegible] উন্মুক্ত বায়ুর একান্ত আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিরূপে "সূর্য্য [illegible] রৌদ্র সেবন করিলে যে রূপফেত্তে [illegible] পাওয়া যায়, আগামী বারে তাহা আমাদের প্রিয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করিবার বাসনা রহিল। উপসংহারে বলিয়া রাখা ভাল যে "কাজের লোকে" স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি বলিয়া আমাদের এক শ্রেণীর গ্রাহক অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না, কারণ প্রকৃত "কাজের লোকে"র স্বাস্থ্যই মূলধন স্বরূপ, স্বাস্থ্যের অভাবে কর্ম্মী হইবে কেমন করিয়া? সেই জন্য স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ "কাজের লোকে" অপ্রাসঙ্গিক নহে বরং অপরিহার্য্য।

সম্পাদক।

ধন তৃষ্ণার পরিণাম।

বাবু প্রমথকুমার দত্তের নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত অখিল মিস্ত্রির লেনের ১৬ সংখ্যক ভবনে। ইনি এল, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ শেষ করেন এবং রিপন স্কুলে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। কয়েকজন ছাত্রকে তাহাদের বাড়ীতে পড়াইয়া ২৫।৩০ টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পিতার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী আছে, অবস্থাও ভাল। তিনি আরও আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য নূতন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে অতি প্রত্যূষে নানাদিক হইতে বহু মৎস্যের আমদানি হয়, বহুশত মৎস্যজীবী তথায় প্রতিদিন সমবেত হইয়া থাকে, প্রমথ কুমার প্রতিদিন শেষরাত্রে ৪টার সময় উঠিয়া হুকা, কলিকা, টিকা, তামাক [illegible] বাজারে [illegible] গাছের তলায় বসিতেন এবং তামাক [illegible] জালিয়া দিতে [illegible] তাহাতে কিছু কিছু আয় হইত। [illegible] বিক্রয় করিতেন এবং [illegible] মাছ [illegible] থাকিত, তাহা [illegible] আনিয়া বাঁধিতে দিতেন। এই ব্যবসায়ে তাহার [illegible] আয় হইতে লাগিল।"

[illegible] কিছু না, জীর্ণ মলিন [illegible] তাঁহার পরিধানে থাকিত; এই বেশে [illegible] কাজ করা চলে না, সুতরাং তাঁহার রিপন স্কুলের চাকুরী [illegible] জালিয়া দিগকে তামাক [illegible] ও ছেলে পড়ান ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

তিনি অতঃপর এক নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গহনা বন্ধক রাখিয়া অতি বেশী সুদে টাকা ধার দিতে লাগিলেন। লোকে বলে, এইরূপে তিনি নগদে ও অলঙ্কারে [illegible] লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছিলেন। টাকা ও অলঙ্কার রাখিবার জন্য লোহার সিন্দুক রাখা উচিত মনে করেন নাই। সিন্দুক কিনিতে অনেক টাকা খরচ হইবে, তাই থলিয়ার মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিতেন।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার প্রত্যূষে ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার পিতা ব্যবসায় করিবার জন্য শিয়ালদহ মাছের হাটে গিয়াছিলেন। তখন ৫ জন চোর তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া ৫টী থলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। এক একটী থলিয়া ও

১০০০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার বা নগদ টাকা ছিল। প্রসন্নকুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন ৫টী থলিয়া অপহৃত হইয়াছে। তিনি মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর আর গৃহে আসেন নাই। পুলিশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অর্থের শোকে প্রসন্ন হয় ত আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ প্রসন্নের বাড়ী খুঁজিয়া আরও ৭০ হাজার টাকা বা তন্মূল্যের অলঙ্কার পূর্ণ থলিয়া পাইয়াছে। ৭০ হাজার যাহার ঘরে মজুত, সে ৫ হাজার অপহৃত হওয়াতে জীবন ধারণ করা বৃথা মনে করিয়াছে!!

যাহাদের টাকা নাই, তাহারা মনে করে, টাকাতেই সুখ। টাকাতে কি সুখ প্রসন্নকুমার তাহা দেখাইয়া গেলেন। (সঞ্জীবনী)

কৃষক সম্প্রদায় ও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি।

(শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যো)

এদেশে কৃষক বলিয়া এমন কোন জাতি নাই; কিন্তু সহরের বহু বালকদের ধারণা যে চাষা বলিয়া একটি জাতি আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জেলে, বেনে, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, পোদ, কলু, মণ্ডল প্রভৃতি যাহাদিগকে এখন নিপীড়িত জাতি বলা হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই চাস আবাদের কার্য্য করে বলিয়া চাষা এই আখ্যা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুলোক চাষ আবাদের কার্য্য করে, তাহারাও চাষা নামে অভিহিত—এক্ষণে বাংলার হিন্দুমুসলমান চাষী সম্প্রদায় বড়ই বিপদগ্রস্ত, তাহাদের দিন দিন যেরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহাতে অচিরে কোন নূতন ব্যবস্থা না করিলে বঙ্গবাসীকে উদরপূরণের জন্য অন্য প্রদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই হইবে। যে দেশ শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা নামে পরিচিত, তাহার অবস্থা এখন ক্রমে নির্জ্জলা নিস্ফলা হইতেছে—দোষ কাহার? দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, দোষ শিক্ষাপদ্ধতির। শিক্ষিত সম্প্রদায় স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন ও পড়িয়াছেন, তাঁহারা আর চাস আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহারা ইংরেজের আফিসে কেরানীর কার্য্য বড়ই সম্মানের চক্ষে দেখেন। আর তাহারা [illegible]বাসী স্বাধীনভাবে চাষের [illegible]লিয়া ঘৃণিত, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত, তাহাদের নিকট ঐ নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায় চাষা বা ছোট লোক বলিয়া ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। দেশের তথাকথিত নেতৃ সম্প্রদায়, যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনে খুব উৎসাহ দেখাইয়া ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে আন্দোলন করিয়া দেশের মধ্যে নেতা হইয়া উঠিয়াছেন, Indian nation গঠন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা কি একবার এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন?

এখন এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কৃষক সম্প্রদায়ের মত মেলা মেশা হইবে, ততই Nation মজবুত হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে সুশিক্ষা দান করিয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিতে ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইতে পারেন। তাহাতেই দেশের ও দশের উপকার করা হইবে, নিজেদের মনের উন্নতি হইবে। একটী চাষা যে জমিতে ১০ মন ফসল করিতে পারিবে, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নিশ্চয় তাহা অপেক্ষা বেশী করাইতে পারিবেন, কিন্তু বহু স্থানে এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকে জানেন না যে, বাংলায় কৃষি গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়। বাস্তবিক শিক্ষিতের মধ্যেই যদি এইরূপ, তাহা হইলে আর চাষাদের দোষ কি? ফলকথা কৃষিশিক্ষাই এদেশে নাই।

দেশের নেতারা Indian nation গঠন করিতে যত কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, এদিকে পরিশ্রম করিলে দেশের মহৎ উপকার হইত, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে তাঁহাদেরও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ।

যে বিকট শিক্ষার প্রভাবে দেশময় আজ কাল হাহাকার পড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ক্রমশঃ অধিক কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার আরও বৃদ্ধি হইতেছে। অভাব হইলে পূরণের চেষ্টাই চলিতেছে, কিন্তু অভাব হইবে তাহা অনুভব করিয়াও যাহাতে অভাব আসিয়া পৌঁছিতে না পারে, তাহার চেষ্টা ত দেখিতেছি না? কৃষক সম্প্রদায়কে প্রকৃত পথ দেখায়, এরূপ লোক বড়ই কম। তাহাদের মধ্যে গ্রামে যাঁহারা মাতব্বর, তাহাদের অধিকাংশই শিক্ষিত, হইলেও সর্ব্বদাই গরিবের নিকট হইতে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা তাঁহাদের কার্য্য। ঐ মাতব্বরদের নিকট এইরূপেই কৃষকগণও অসদুপায় শিক্ষা করিতেছে ও ক্রমশ মামলাবাজ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। বাস্তবিক পূজনীয় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে, আইনের কলেজগুলি ধ্বংশ হইলে দেশে—প্রকৃতপক্ষে উপকার করা হয়। এবেই মূলে দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার সংশোধন অচিরেই আবশ্যক এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির বিচার্য্যে স্বদেশীযুগের আন্দোলন অপেক্ষা অধিক আন্দোলন প্রয়োজন। শিক্ষায় যদি নৈতিক উন্নতি না হয়, তাহা হইতে সে শিক্ষায় দেশের উপকার হয় না।

২০০— ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৷০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

সম্রাটের ঘোষণা।

ভারত শাসনসংস্কার বিল ভারতসম্রাটের মঞ্জুরী হইয়া ভারত শাসনসংস্কার আইনে পরিণত হইল। এই মঞ্জুরী দান কালে ভারতসম্রাট তাঁহার ভারতীয় প্রজাদের প্রতি যে শুভবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই আইনের কল্যাণে ভারতে মহাকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া শুভাশা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতসম্রাট রাজনৈতিক বন্দীদের যথাসম্ভব মুক্তি দিবার জন্য বড়লাট বাহাদুরকে আদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আগামী বৎসর শীতকালে প্রিন্স-অব ওয়েলস বাহাদুর ভারতে শুভাগমন করিয়া ভারতে সামন্তরাজাদের মহাসভা প্রতিষ্ঠা এবং নূতন আইন মতে শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করিয়া যাইবেন। সম্রাটের ঘোষণা বাণী ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার দ্বিপ্রহরে বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্ডশে কর্তৃক কলিকাতা টাউন হলের সিঁড়ির ধাপ হইতে মহাসমারোহে পঠিত হইয়াছিল। সম্রাট ঘোষণায় বলিয়াছেন :—

"It is my earnest desire at this time, that so far as possible, any trace of bitterness between my people and those who are responsible for my Government should be obliterated. Let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past, respect it in future. Let it become possible for those who are charged with the maintenance of peaceful and orderly Government, forget extravagances they have had to curb. A new era is opening. Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose. I therefore direct my viceroy to exercise in my name and on my behalf my royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment is compatible with public safety. I desire him to extend it on this condition to persons, who for offences against the state or under any special or [illegible] legislation are suffering from imprisonment or restrictions upon their liberty. I trust that this leniency will be justified by the future conduct of those whom it benefits and that all my subjects will so demean themselves as to render it unnecessary to enforce the laws for such offences hereafter."

এই আশাপ্রদ বাণীতে হৃদয়ে আনন্দ এবং আশার সূচনা হয় নাকি? ভগবান রাজাকে দীর্ঘজীবি করুন। এখন আমাদের অদৃষ্টে এই উদার ঘোষণা শুভ ও কার্য্যে পরিণত হইলেই মঙ্গল।

গত যুদ্ধে জীবন ক্ষতি।

মিত্র পক্ষে মারা গিয়াছে

বেলজিয়ম	৪৪,০০০
আমেরিকা	১,১৪,০০০
ইংলণ্ড	৭,৬৯,০০০
গ্রীস	১২,০০০
ইটালী	৪,৯৪,০০০
রুমেনিয়া	৪০০,০০০
সর্ভিয়া	৩,৬৯,০০০
ফ্রান্স	১৩৯৮,৫১৫
	১৬,০১,৫১৫

আহত হইয়াছে কেবল ফ্রান্সেরই ৩১.১ লক্ষ লোক। অন্যান্য দেশের আহতের সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি নিশ্চয় ৬০ লক্ষের অধিক আহত হইয়াছে। [illegible]

বঙ্গের কারাগার।

বঙ্গের কারাগারে [illegible] জন কয়েদী বাস করিতে পারে, [illegible] আছে। বর্তমান কয়েদীর সংখ্যা [illegible] তন্মধ্যে [illegible] কারাবদ্ধদের মধ্যে শতকরা [illegible] জন নিরক্ষর, [illegible] জন লেখা পড়া জানে। কয়েদীর শতকরা [illegible] জন মুসলমান, [illegible] জন হিন্দু। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কারাগারে এখন [illegible] জন বালক আবদ্ধ আছে। কারাগারে [illegible] নাম সংখ্যা ১৭৬। কারাগার সমূহে [illegible] বিচারাধীন ১০৬৬ ব্যক্তি আবদ্ধ আছে। কারাবদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৭০১৮ ব্যক্তিই ৬ মাস কিংবা উহার অল্পকালের নিমিত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নূতন গ্রাহকগণের প্রতি।

জানুয়ারীর শেষ তারিখ পর্য্যন্ত নূতন গ্রাহকগণ বার্ষিক মূল্য ২।০ এবং অতিরিক্ত ।০ আনা দিলে ১৯১৫ সালের সালের ১ভলিউম ৩৲ মূল্যের "কাজের লোক" উপহার পাইবেন।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১॥০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

"কাজের লোকের"

১৯১৯ সালের আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের

সূচীপত্র।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

[illegible] নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।



এক শিশির মুল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।॰ আনা। ভিঃ পিতে ১।/॰ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৷৹ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অক্ষম হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৷৹ টাকা। ভিঃ পিতে ২/॰ আনা। ৩ শিশি ৩৷৹ টাকা। ভিঃ পিতে ৪।/॰ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৷৹ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
অটুট রাখিতে
'অশ্বান' অদ্বিতীয়

অশ্বান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, অশ্বান
হিষ্টিরিয়া, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,
অকাল-পক্কতা, শুক্রতারল্য, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ
অশ্বান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অশ্বান
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত
দৌর্ব্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য
অশ্বান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও রুচিকর। দাম অশ্বান
এক টাকা ন' আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্খীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এক কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন সেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

কাজের লোক আফিস
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দরের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়; প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি; চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার তাহা অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত এই এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে বড় অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
পোঃ আন্দুলবেড়িয়া জেলা নদীয়া,

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। স্নৈব্য, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১৷০ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবকালে সপুয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ১॥০ টাকা, মাশুল পৃথক।

খাঁটী পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) ভরি		৪৲
ঐ ষড়্‌গুণ ভরি	...	৬৲
চ্যবনপ্রাশ সের	... ...	৩৲
শ্রীমদনানন্দ মোদক সের	...	৪৲

সালসার শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণঘটিত রুদ্র সালসা। সর্ব্বপ্রকার রক্ত বিকৃতির মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০, তিন শিশি ৩৲ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,
১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ব্যতীত পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লো মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথে পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দি থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখি পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শ্বেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the Un Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and o details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Fore Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approxima Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connectio or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under whi they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash w. order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.
ENGLAND.

Business established 105 years.

টাকা এদেশে খুব সস্তা নয়!

কাজের লোক তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়, যামকা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকা পুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৷০, ছোট (অর্দ্ধেক) ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার:

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৩৲ "	৩৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১৷০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



কেশের জন্যই কেশরঞ্জন।

কারণ — ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃন হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র ; প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।
৩ তিন শিশি ২।০ টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ... ৸০ বার আনা।

বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ বিকারে বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸০ বার আনা।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজেন্দ্র,
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপনার

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাব্যয়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট্ ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। **Improving the crops for bigger profits** (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। **Guide to manuring of Field and Garden crops** (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। **Experiments on Tobacco** (তামাক চাষে নাইট্রেট্ পরীক্ষা।)

৪। **Prize Essays in the last competition** (গত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। **Nitrate of soda as a Tea Fertilizer** (নাইট্রেট্ অফ্ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। **Improvement of agriculture in India** (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

ডাইরেক্টর
চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একস্‌চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা, ... প্রেসে, শ্রী... চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং ... হইতে প্রকাশিত।